













# ভূমিকা ।

( প্রথম সংস্করণ )

আয়ুর্বেদ-শিক্ষা দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথমখণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয়খণ্ডে যাহাতে চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী সিস্তারিতরূপে সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা পাইয়াছি। চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অতি সংক্ষেপে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে, সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহার উহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, বিশেষতঃ এমন অনেক জটিল রোগ আছে, যাহাতে সহসা মারাত্মক উপসর্গ উৎপন্ন হইয়া রোগীকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখন মূল-রোগের চিকিৎসা বয়ংকাল স্থগিত রাখিয়া মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা অগ্রে করিতে হয়; তজ্জন্ত এইখণ্ডেও বিন্যাসিকা, অতিসার, বম্বা প্রভৃতি রোগের উপসর্গের চিকিৎসা সরল ভাষায় বিস্তারিতরূপে পৃথক আলোচিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের যে সামান্ত অভিজ্ঞতা আছে, তদ্বারা চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী যাহাতে উত্তরোত্তর অধিকতর সরল হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি হইবে না। প্রথমতঃ যখন এই দুরূহ কার্যে প্রবৃত্ত হই, তখন চিকিৎসকমণ্ডলী আমার এই গ্রন্থের জন্য এতাদৃশ-আগ্রহাভিলাষ প্রকাশ করিবেন এবং এই কার্যে এতদূর অগ্রসর হইবে, এইরূপ আশা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, এখন বৃত্তিতে পারিতেছি যে, একমাত্র ভগবানের কৃপা ব্যতীত মানুষ ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করাই সম্ভবপর হইত না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বারা জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন, এরূপ আশা করাই আমার পক্ষে দৃষ্টতা মাত্র, তবে প্রথমখণ্ড বেদ্য অত্যন্ত সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য করিতেছি যে, এই খণ্ডও প্রথম খণ্ডের দ্রাব্য আদৃত হইবে।



# নিবেদন ।

আয়ুর্বেদ-শিক্ষা দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে । আশা করি সঙ্কল্প গ্রাহকেরা বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিয়া লইবেন । গ্রন্থখানি যে ধরণে মুদ্রিত হইতেছে, ঐ ধরণের গ্রন্থ আয়ুর্বেদে একখানিও নাই, সুতরাং বলিতে গেলে, কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ সংগ্রহ-ব্যতীত অল্প কোনও প্রকারে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই নাই, কারণ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে কেবল রোগের অধিকার ভেদে কতকগুলি করিয়া ঔষধ বিন্যস্ত হইয়াছে ; কিন্তু ঐ সকল ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী, চিকিৎসা-বিধি এবং মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই ; অতঃ ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী সবিশেষ জানা না থাকিলে, ঔষধ প্রয়োগই চলে না, এস্থলে একটা উপমা দিলে কথাটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে ।

কুইনাইন আমাদের দেশে বহু প্রচলিত, জ্বর নষ্ট করা উহার প্রধান গুণ বা মুখ্যক্রিয়া । পিত্তনাশ করা ও বলবৃদ্ধি করা অগ্রধান গুণ বা গৌণক্রিয়া, কিন্তু কুইনাইনের এরূপ অনেক গুণ সত্ত্বেও, প্রায়শঃ জ্বর বিনাশের জন্তই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ; পিত্ত বিনাশেরজন্ত বা বলবৃদ্ধির জন্ত উহা প্রায়শঃ ব্যবস্থা করা হয় না । কুইনাইন জ্বর-নাশক ঔষধের মধ্যে এতাদৃশ শক্তিশালী অথচ উহার প্রয়োগ-প্রণালী অনেকই অবগত নহেন, এই জন্তই কেহ বা আমরনের অগ্ৰকাবস্থায় কেহ বা অজ্ঞানদি পরিত্যক্ত না করিয়াই কুইনাইন প্রয়োগ করেন এবং তাহার ফলে রোগীর জ্বর আটকাইয়া প্রীতি স্বরূপ প্রভৃতি মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয় । এই সকল কারণে যে কোনও ঔষধ হউক, তাহার প্রয়োগ প্রণালী উত্তমরূপে অবগত হওয়া আবশ্যিক । প্রয়োগ প্রণালী না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তদ্বারা সর্বদা বিপদ ঘটতে নাও পারে ; কিন্তু রোগীর রোগ মুক্তির পক্ষে যে বিবেচন্য ব্যাঘাত জন্মে, তাহা বলাই বাহুল্য ।

এইরূপ চিকিৎসাবিধি জানা না থাকিলেও, কোনওরোগের চিকিৎসাই চলে না, আবার মারাত্মক উপসর্গের চিকিৎসা জানা না থাকিলে, চিকিৎসার অভাবে উপসর্গ দ্বারাষ্ট রোগী বিনষ্ট হইতে পারে ; সুতরাং এসম্বন্ধে চিকিৎসা

কার্যে ব্রতী হইয়া জ্ঞানলাভব্যতীত উপায়াস্তর নাই। আয়ুর্বেদে চিকিৎসা-বিধি ও উপসর্গ চিকিৎসার যে সামান্য উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয়, তাহারই কীর্ণমাত্র অবলম্বন পূর্বক চিকিৎসা-বিষয়ে আমাদের যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। ইহাতে উপদ্রব এবং মূল রোগের বিবিধ ঔষধ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, সকল দেশের জল-বায়ু একপ্রকার নহে, কোন দেশ উষ্ণ, কোন দেশ জলব্যাধ, আবার কোন দেশ পর্বত বা বালুকা সমাচ্ছন্ন, সুতরাং সকল দেশের লোকের পক্ষে একই ঔষধ সমান কার্য্যকরী হয় না, আমি বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা করিতে গিয়া ইহা বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছি; নানাশ্রেণীর ঔষধ এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হওয়ায় গ্রন্থের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এই সকল কারণে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল।

### দ্বিতীয় সংস্করণ :

“আয়ুর্বেদ শিক্ষা” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়াতে, দিন দিন যে এই গ্রন্থের আদর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

### তৃতীয় সংস্করণ :

এবারে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এতদ্বারা গ্রন্থের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

### চতুর্থ সংস্করণ :

তৃতীয় সংস্করণের দুই সহস্র পৃষ্ঠক অল্পকালেই নিঃশেষিত হওয়ায় এবারে চতুর্থ সংস্করণ দুই সহস্র পৃষ্ঠক মূদ্রিত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

### পঞ্চম সংস্করণ :

এবারে পঞ্চম সংস্করণ দুই সহস্র পৃষ্ঠক মূদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

# সূচীপত্র ।

[ দ্বিতীয় খণ্ড : ]

—:—

প্রথমখণ্ডের সূচিপত্রের সহিত ইহার পত্রাঙ্কের মিল আছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কাস-চিকিৎসা ।		সমশর্কর চূর্ণ	২২৩
বাতিক কাসের লক্ষণ	... ২১৩	তালীশাচ্চ চূর্ণ	...
পৈত্তিক কাসের লক্ষণ	...	মনঃশিলাচ্চ ধূম	...
ক্লেম্মিক কাসের লক্ষণ	...	মনঃশিলা ধূম	... ২২৪
ক্ষতজ কাসের লক্ষণ	...	অগস্ত্যহরীতকী	...
ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ	...	কণ্টকার্যাদি অবলেহ	...
কাসের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	... ২১৪	বাসাবলেহ	... ২২৫
কাস চিকিৎসা-বিধি	...	কাসান্তক রস	...
কাসরোগে ঔষধ	... ২২০	কাসকুঠার	...
পঞ্চমূলী কাথ	...	অমৃতভাণ্ডবরস	... ২২৬
মহৌষধাদি লেহ	...	পঞ্চামৃত রস	...
বৃহত্ত্যাগি কাথ	...	পুষ্কর বটী	...
বলাচ্চ কাথ	... ২২১	চন্দ্রামৃতরস	... ২২৭
দ্রাক্ষাচ্চবলেহ	...	কাসসংহারভৈরবরস	...
শট্যাগি যোগ	...	পিত্তকাসান্তক রস	...
দশমূল-কাথ	...	চন্দ্রামৃত লৌহ	... ২২৮
পুষ্করাদি কাথ	...	বৃহৎ রসেন্দ্র গুড়িকা	...
ককুভাচ্চ যোগ	... ২২২	শৃঙ্গারাজ ও সার্কভৌমরস	... ২৩০
পিপ্পল্যাচ্চ চূর্ণ	...	কাসলক্ষ্যাবিলাস	...
মরিচাচ্চ চূর্ণ	...	বিজয়ভৈরব রস	...
এলাদি চূর্ণ	...	জয়াগুড়িকা	... ২৩১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পুষ্পাঙ্ঘরস	... ২৩০	পৈত্তিক যক্ষ্মার লক্ষণ	... ২৩৮
কাঞ্চনাত্ত রস	...	শ্লেষ্মিক যক্ষ্মার লক্ষণ	...
তরুণানন্দ রস	...	ব্যবায় শোষের লক্ষণ	...
নিভ্যোদয় রস	...	শোকজ শোষের লক্ষণ	...
বসন্ততিলক রস	... ২৩২	অধ্বশোষের লক্ষণ	...
চ্যবপ্রোদ্ধ	...	ব্যায়াম শোষের লক্ষণ	...
দশমূলষট্‌পলক স্মৃত	... ২৩৩	ব্রণশোষের লক্ষণ	... ২৩৯
ছাগলাস্ত স্মৃত	... ২৩৪	উরঃকতের সাধারণ লক্ষণ	...
বাসাচন্দনাদি তৈল	...	উরঃকতের বিশিষ্ট লক্ষণ	...
কাসরোগে—পাণ্ডু ও কামলা- চিকিৎসা।		উরঃকতজাত ক্ষয়রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ	...
নবায়সলৌহ	... ২৩৫	রাজযক্ষ্মারোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	...
জট্টাদশাঙ্গ লৌহ	...	রাজযক্ষ্মারোগের চিকিৎসা-বিধি	২৪০
কাসরোগে-রক্তবমন চিকিৎসা।		যক্ষ্মারোগে—ঔষধ	...
এলাদিগুড়িকা	... ২৩৬	অশ্বগন্ধাত্ত কাথ	...
বাসাখণ্ড	...	ত্রয়োদশাঙ্গ কাথ	... ২৪৯
শর্করাস্ত লৌহ	... ২৩৭	শৃঙ্খার্ক্নাত্ত চূর্ণ	...
শতমূলাত্ত লৌহ	...	কর্ণূরাত্ত চূর্ণ	...
কাসরোগে-স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা।		বলাদি চূর্ণ	...
• ভৈরব রস	...	ককুভাত্তবলেহ	... ২৫০
ত্র্যম্বকাত্ত	...	রাস্মাদি লৌহ	...
কাসরোগে—পথ্য	... ২৩৭	যক্ষ্মারি লৌহ	...
		বিদ্যাবাসি যোগ	...
রাজযক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা।			... ২৫১
যক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ	২৩৭	চূড়ামণি রস	...
বাতিক যক্ষ্মার লক্ষণ	...	মৃগাকরস	...

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রাজমৃগাকর রস	২৫২	বাসকাসিদ্ধামণি	২৫২
কনকসুন্দর রস	"	বাসচিহ্নামণি	"
বসন্ততিলক রস	"	যক্ষ্মারোগে—প্রমেহ-চিকিৎসা।	
বৃহৎ বসন্ততিলক রস	"	বৃহৎ বদেধর রস	২৬০
কাঞ্চনাভ রস	২৫৩	অপূর্বমালিনী বসন্ত	"
বৃহৎ কাঞ্চনাভ রস	"	বসন্তকুসুমাকর রস	"
নিত্যোদয় রস	"	চন্দ্রকান্তি রস	২৬১
সার্বভৌম রস	২৫৪	বৃহৎ মকরধ্বজ	"
চ্যবনপ্রাণ	"	যক্ষ্মারোগে—বেদনা-চিকিৎসা।	
ছাগলাস্ত্র দ্রুত	"	শতপুষ্পাদি লেপ	২৬১
বৃহৎ অশ্বগন্ধা দ্রুত	২৫৫	বলাদি লেপ	"
বৃহৎ চন্দনাদি তৈল	"	পলঙ্কবাদি লেপ	২৬২
বাসাচন্দনাদি তৈল	২৫৬	যক্ষ্মারোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।	
যক্ষ্মারোগে-রক্ত-বমন ও সরস্ক-		জাতিকলাদি চূর্ণ	২৬২
শ্লেষ্মোদগীরণ চিকিৎসা।		জ্বিকটাদি চূর্ণ	"
অলস্তক যোগ	২৫৬	মহারাজনুপতিবল্লভ রস	২৬৩
বিশল্যকরণী কাথ	"	পঞ্চামৃত পর্পটী	"
চন্দনাদিযোগ	২৫৭	অর্ধপর্পটী	২৬৪
এলাদি শুড়িকা	"	জিহ্বপর্পটী	"
ড্রাক্সারিট	"	যক্ষ্মারোগে-শোথ-চিকিৎসা।	
বৃহৎ বাসাবলেহ	"	শোথকালানল রস	২৬৪
বাসাকুয়াও থণ্ড	২৫৮	ক্ষেত্রপাল রস	২৬৫
শর্করাজ লৌহ	"	অর্ধপর্পটী	"
রক্তপিত্তাস্তক রস	"	যক্ষ্মারোগে পথ্যবিধি	২৬৫
যক্ষ্মারোগে-বাস-চিকিৎসা।			
বাসকুঠার রস	২৫৯		



বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রক্তপিত্ত-চিকিৎসা		এলাদি শুড়িকা	..... ২৭০
শ্লেষ্মিক রক্তপিত্তের লক্ষণ	..... ২৬৯	শর্করাগ্ন লৌহ	..... "
বাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ	..... "	শতমূল্য লৌহ	..... "
পৈত্তিক রক্তপিত্তের লক্ষণ	..... "	ধাত্রীলৌহ	..... ২৮০
ষিদোষজ রক্তপিত্তের লক্ষণ	..... "	সমশর্কর লৌহ	..... "
সান্নিপাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ	..... "	পঞ্চামৃত পল্লী	..... "
দোষভেদে রক্তপিত্তের গতি-		স্বর্ণপল্লী	..... "
নির্দেশ	..... "	লৌহপল্লী	..... "
রক্তপিত্তের উপদ্রব্য	..... "	রসায়িত রস	..... ২৮১
রক্তপিত্তের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	..... "	বাসাবলেহ	..... "
রক্তপিত্ত-চিকিৎসা-বিধি	..... ২৬৭	বৃহৎ বাসাবলেহ	..... "
উপদ্রব্য-চিকিৎসা-বিধি	..... ২৭৪	বাসাখণ্ড	..... "
রক্ত-পিত্তরোগে-ঔষধ	..... ২৭৬	কুম্মাণ্ড খণ্ড	..... ২৮২
ফল্গুযোগ	..... "	পণ্ডকুম্মাণ্ডাবলেহ	..... "
লক্ষ্মীবোগ	..... "	বৃহৎ কুম্মাণ্ডাবলেহ	..... ২৮৩
বাসাযোগ	..... "	বাসাকুম্মাণ্ডখণ্ড	..... "
বাসাঔষাগ ( মতান্তরে )	..... ২৭৭	দুটজাষ্টক	..... ২৮৪
দূর্ঝাণ্ড নস্ত্র	..... "	ত্রিবৃত্তাদি মোদক	..... "
ভূণপঞ্চমূল ক্ষীর	..... "	দূর্ঝাণ্ড দ্রব্য	..... "
শতমূল্যাদি ক্ষীর	..... "	বাসাদ্রব্য	..... ২৮৫
চন্দনাদি ক্ষীর	..... "	হ্রীবেরাণ্ড তৈল	..... "
হ্রীবেরাদি কাথ	..... ২৭৮	রক্তপিত্ত-জ্বর-চিকিৎসা ।	
অটকষকাদি কাথ	..... "	জ্বরবটী	..... ২৮৭
চন্দনাদি চূর্ণ	..... "	জয়ন্তীবটী	..... ২৮৬
মুখীকাদি চূর্ণ	..... ২৭৯	বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ( মতান্তরে )	..... "
উশীরাদি চূর্ণ	.....	সর্বজ্বরহর লৌহ	..... "
		চন্দনাদি লৌহ	..... "

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহারাজ-রচা	২৮৭	অতিসার-চিকিৎসা ।	
বৃহৎ কস্তুরীভৈরব	"	বাতাতিসার লক্ষণ	২৯১
বৃহৎ বিষমজ্বরারিস	"	পিত্তাতিসার লক্ষণ	"
সর্বতোভদ্রবস	"	শ্লেষ্মিকাতিসার লক্ষণ	"
রক্তপিত্তে-কাস-চিকিৎসা ।		ত্রিদোষজ্বাতিসার লক্ষণ	"
চন্দ্রামৃত রস	২৮৭	ত্রিদোষজ্বাতিসার লক্ষণ	"
চন্দ্রামৃত লৌহ	২৮৮	শোকজ্বাতিসার লক্ষণ	"
সমশর্কর চূর্ণ	"	স্রামাতিসার লক্ষণ	২৯২
তালীশাদি চূর্ণ	"	রক্তাতিসার লক্ষণ	"
রক্তপিত্তে-শ্বাস-চিকিৎসা ।		প্রবাহিকারোগের লক্ষণ	"
শ্বাসচিন্তামনি ( মতাস্তরে )	২৮৮	অতিসারে মলের পক্ষাপক লক্ষণ	"
মতাস্বাসারি লৌহ	২৯৩	অতিসারের অসাধ্য লক্ষণ	"
রক্তপিত্তরোগে-দাহ-চিকিৎসা ।		অতিসার-চিকিৎসা-বিধি	২৯৩
দাহাস্তক লৌহ	২৮৯	উপদ্রব-চিকিৎসা-বিধি	৩০২
ধাতুশর্কর	"	অতিসাররোগে-ঔষধ	৩০৪
দাহমঞ্জরী	"	পথ্যাদি কাথ	"
রক্তপিত্তে-উদরাময়-চিকিৎসা ।		চব্যাদি কাথ	৩০৫
বৃহৎ গগনজন্মর রস	২৮৯	গুড়ুচ্যাদি কাথ	"
কণাশ লৌহ	২৯০	পৃথ্বীপর্ণ্যাদি কাথ	"
অমৃতার্ণব রস	"	বিশল্যকরণী কাথ	"
রক্তপিত্তে-পিপাসা-চিকিৎসা ।		উশীরাদি কাথ	"
ষড়ঙ্গ পানীয়	২৯০	হ্রীবেরাদি কাথ	৩০৬
তৃষ্ণাহর যোগ	"	পাণ্ডুচতুষ্ক	"
রক্তপিত্তরোগে-পথ্য	"	পাণ্ডুপঞ্চক	"
		কুটজাদি কাথ	"
		বিষাদি কাথ	৩০৭
		কটিকজাদি কাথ	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মুস্তক ক্ষীর	৩০৭	কণাচ্ছ লৌহ	৩১৫
বিষক্ষীর	"	কনকসুন্দর রস	৩১৬
পথ্যাদি চূর্ণ	৩০৮	গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা	"
রসাক্ষনাদি চূর্ণ	"	হৃৎকবচী	"
হিঙ্গাদি চূর্ণ	"	জাতীফল রস	"
কলিকাদি গুড়িকা	৩০৯	রসপঙ্কটী	৩১৭
সংযোগ	৩০৯	পঞ্চামৃত পঙ্কটী	"
আম্রলেপ	"	লৌহ পঙ্কটী	৩১৮
জাতীফল লেপ	"	স্বর্ণ পঙ্কটী	"
তিল যোগ	"	বিজয় পঙ্কটী	"
লবঙ্গাঙ্গ যোগ	"	অতিসারে-শূল-চিকিৎসা।	
কুটজাষ্টক	৩১০	হরীতক্যাদি বঙ্ক	৩১৯
কুটজলেহ	"	পাঠাদি চূর্ণ	"
বৃহৎ কুটজাবলেহ	"	শঙ্খাদি চূর্ণ	"
অমৃতধ্রুব রস	৩১১	শূলহরণ যোগ	"
লবঙ্গাদি বটী	"	অতিসারে-পিপাসা-চিকিৎসা।	
বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী	৩১২	দ্রীবেরাদি পানীয়	৩২০
সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস	"	মুস্তকাদি পানীয়	"
অগ্নিকুমার রস	"	ষড়ঙ্গপানীয়	"
বৃহৎ অগ্নিকুমার রস	৩১৩	জহাদিকাথ	"
অগ্নিকুমার	"	অতিসারে-বমন-চিকিৎসা।	
মহাগন্ধক	৩১৪	সর্বপলেপ	৩২০
বৃহৎ গগনসুন্দর রস	"	চন্দ্রকান্তি রস	"
জাতীফলাচ্ছ বটিকা	"	পিঙ্গলাচ্ছ লৌহ	"
জাতীফলাচ্ছ বটী	"	বৃষধ্বজ রস	"
অহিফেন বটী	৩১৫		
পীষুবল্লী রস	"		

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অতিসারে-উদরাধ্বান-চিকিৎসা।		অতিসাররোগে—পথ্য	৩২৬
দারুঘটক প্রলেপ	৩২১		
ঘব প্রলেপ	"	গ্রহণীরোগ চিকিৎসা	
দারুযোগ	"	বাতজ গ্রহণীর লক্ষণ	৩২৭
এলাচি চূর্ণ	৩২২	পৈত্তিক গ্রহণীর লক্ষণ	"
কাস্তিক বেদ	"	কফজ গ্রহণীর লক্ষণ	"
চতুশ্চ রস	"	ত্রিদোষজ গ্রহণীর লক্ষণ	"
অতিনারে-অর-চিকিৎসা।		সংগ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ	৩২৮
মৃতসঞ্জীবনী বটী	৩২২	গ্রহণীরোগের চিকিৎসা-বিধি	"
আনন্দভৈরব রস	"	উপদ্রবচিকিৎসা-বিধি	৩৩৩
বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতাস্তরে)	৩২৩	গ্রহণীরোগে-ঔষধ	৩৩৪
বৃহৎ কস্তুরীভৈরব	"	পাঠাঙ্ক-চূর্ণ	"
পুটপক বিষয় জরাস্তক লৌহ	"	স্বল্প গন্ধাধর চূর্ণ	"
বৃহৎ জবাস্তক শৌহ	"	বৃহৎ গন্ধাধর চূর্ণ	"
সর্বজরহর লৌহ	"	জীরকাদি চূর্ণ	"
অতিসারে নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খ-		ভাস্কর লবণ	৩৩৬
লতা ও হিমাঙ্গ চিকিৎসা।		নাগরাস্ত্র চূর্ণ	"
মৃতসঞ্জীবনী	৩২৪	যমানিকা যোগ	"
মৃগমদাসব	"	অগ্নিকুমার রস	"
মৃগনাভিযোগ	৩২৫	বৃহৎ অগ্নিকুমার রস	৩৩৭
বৃহৎ কককেতু	"	বৃহৎ লংকাদি বটী	"
বৃহৎ রত্নগর্ভ	"	অমৃতাবর্ণ রস	"
অতিসারে শ্বাস চিকিৎসা।		গ্রহণীগোস্ত্র বটিকা	"
শ্বাসচিন্তামণি	"	পূর্ণকলা বটী	"
বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি	"	নৃতিবল্লভ	৩৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বৃহৎ নৃপতিবল্লভ	..... ৩৩৮	গ্রহণীরোগে-আমবাত চিকিৎসা ।	
মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস	..... ৩৩৯	গতগজেন্দ্র সিংহ	..... ৩৫০
বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস	..... ”	রামবাণরস	..... ”
রাজবল্লভ রস	..... ৩৪০	আমবাতেশ্বর রস	..... ”
পীযুষবল্লীরস	..... ”	গ্রহণীরোগে-পথ্যবিধি	..... ৩৫১
বৃহৎ পীযুষবল্লীরস	..... ৩৪১		
শঙ্খ কাদি বটিকা	..... ”	অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃচিকা,	
ত্রিরাগ্যগর্তপোটুলীরস	..... ”	অলসক ও বিলম্বিকা	
লৌহ পল্লীটী	..... ৩৪২	চিকিৎসা ।	
স্বর্ণ পল্লীটী	..... ”	অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ	..... ৩৫১
পঞ্চামৃত পল্লীটী	..... ”	তীক্ষ্ণাগ্নির লক্ষণ	..... ”
বিজয়পল্লীটী	..... ৩৪৩	বিষমাগ্নির লক্ষণ	..... ”
মুস্তকাত্ত মোদক	..... ”	আমাজীর্ণের লক্ষণ	..... ”
রীরকাত্ত মোদক	..... ”	বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ	..... ৩৫২
বৃহৎ জীরকাত্ত মোদক	..... ৩৪৪	বিষ্টকাজীর্ণের লক্ষণ	..... ”
শ্রী নামেশ্বর মোদক	..... ৩৪৫	রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ	..... ”
শ্রীমদনানন্দমোদক	..... ”	বিস্মৃচিকার লক্ষণ	..... ”
বিলাদি ঘৃত	..... ”	অলসক রোগের লক্ষণ	..... ”
চাক্ষেরী ঘৃত	..... ”	বিলম্বিকার লক্ষণ	..... ”
দাড়িষাদি তৈল	..... ৩৪৭	অজীর্ণরোগের উপশ্রব	..... ”
বিষ তৈল	..... ২৪২	অজীর্ণরোগে আমরসের কার্য	..... ”
বৃহৎ গ্রহণী মিহির তৈল	..... ”	বিস্মৃচিকারোগের উপশ্রব	..... ৩৫৩
গ্রহণীরোগে-উদরাখান-চিকিৎসা		বিস্মৃচিকা এবং অলসক রোগের	
হিঙ্গুটক চূর্ণ	..... ৩৪৯	অরিষ্ট লক্ষণ	..... ”
চতুর্ভুজ রস	..... ”	অগ্নিমান্দ্যাদি চিকিৎসা-চিহ্ন	..... ”
চিন্তামণি রস	..... ”	উপশ্রব চিকিৎসা-বিধি	..... ৩৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃচিকা, অলসক		সুকুমার মোদক	৩৭৮
ও বিলম্বিকারোগে-ঔষধ	— ৩৭০	ত্রিবৃত্তাদি মোদক	৩৭৯
বচাদি পানীয়	..... "	লবঙ্গাঙ্ক মোদক	..... "
পিপ্পালাদি পানীয়	..... ৩৭১	মুস্তকারিষ্ট	..... ৩৮০
করঞ্জাদি পানীয়	..... "	অমৃতহরীতকী	..... "
ধাত্যাক কাথ	..... "	অগ্নিস্থত	..... ৩৮১
উড়ুঘর যোগ	..... "	অজীর্ণরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।	
উড়ুঘর পায়স	..... "	অগ্নিকুমার রস	..... ৩৮১
বড়বানল চূর্ণ	..... "	মৃত্যুঞ্জয় রস	..... ৩৮২
সৈন্ধবাঙ্ক চূর্ণ	..... "	অজীর্ণরোগে—শিরঃশূল ও	
হিংগষ্টক চূর্ণ	..... "	গাত্রবেনা-চিকিৎসা ।	
অন্ন অগ্নিমুখ চূর্ণ	..... ৩৭৩	রামবাণ রস	..... ৩৮২
হিংগাঙ্ক লেপ	..... "	শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস	..... "
ভাস্কর লবণ	..... "	বাতগজেন্দ্র সিংহ	..... "
বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ	..... ৩৭৪	অজীর্ণরোগে—শূল-চিকিৎসা ।	
হুতাশন রস	..... "	শূলহরণ যোগ	..... ৩৮৩
বৃহৎ হুতাশন রস	..... ৩৭৫	শঙ্খাদি চূর্ণ	..... "
অজীর্ণকণ্টক রস	..... "	বিস্মৃচিকারোগে—হিকা ও	
অগ্নিকুমার রস	..... "	বমন চিকিৎসা ।	
বৃহৎ অগ্নিকুমার রস	..... "	চন্দ্রকান্তি রস	..... ৩৮৩
লবঙ্গাদি বটী	..... "	পিপ্পালাঙ্ক লৌহ	..... ৩৮৪
বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী	..... "	বৃষধ্বজ রস	..... "
অগ্নিতুণ্ডীরস	..... "	বিস্মৃচিকারোগে—উদরাশ্মান,	
ভাস্কর রস	..... ৩৭৭	মল ও মূত্রবোধ-চিকিৎসা ।	
শঙ্খবটী	..... "	দারুচরিক শ্রলোপ	..... ৩৮৪
মহাশঙ্খবটী	..... ৩৭৮		
ত্রিফলা লৌহ	..... "		

বিষয়	পৃষ্ঠায়
যব প্রলেপ	৩৮৪
চতুশ্ৰুংখ রস	"
ক্ষার যোগ	৩৮৫
বটপত্রী প্রলেপ	"
বিষিকান্ত প্রলেপ	"
হিঙ্গুত্বা বত্তি	"
ত্রিকটুকান্ত বত্তি	"

বিশুচিকারোগে—পিপাসা-  
চিকিৎসা।

তৃষ্ণাস্তক রস	৩৮৬
কর্ণূর পানীয়	"
জম্বুকাথ	"

বিশুচিকারোগে—হিমাক্ত, জ্ঞান-  
লোপ ও নাড়ীর গতির-  
বিপর্যায়-চিকিৎসা।

মৃতসঞ্জীবনী স্রা	৩৮৬
মৃগমদাসব	"
মৃগনাভি যোগ	৩৮৮
বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ( মতাস্তরে )	"
বৃহৎ সূচিকান্তরূপ রস।	"
বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ	৩৮৮
মকরধ্বজ বটিকা	"

বিশুচিকারোগে—খণ্ডী-চিকিৎসা।

কৃষ্টান্ত মর্দন ও কৃষ্টান্ততৈল	৩৮৯
দার্বাদি মর্দন ও দার্বাদি	"

বিষয়	পৃষ্ঠায়
-------	----------

অলসক ও বিলম্বিকারোগে—  
উদবাগ্ধান-চিকিৎসা।

যব প্রলেপ	৩৮৯
দারুশটক প্রলেপ	"
কাঙ্কি শ্বেদ	"
ফলবত্তি	"
হিঙ্গুষ্টক চূর্ণ	"
শ্লগ্ন অগ্নিমুখ চূর্ণ	"
হরীতক্যাদি চূর্ণ	৩৯১
চতুশ্ৰুংখ রস	"
চিন্তামণি রস	"
হিঙ্গুত্বা বত্তি	"
ত্রিকটুকাত্তা বত্তি	"

অলসক ও বিলম্বিকারোগে-  
মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা।

বটপত্রী প্রলেপ	৩৯২
আমলকী প্রলেপ	"
সুকুমার মোদক	"
অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে—পথ্য	"
অগ্নিপিত্ত-চিকিৎসা।	

অগ্নিপিত্তের সাধারণ লক্ষণ	৩৯৪
অধোগত অগ্নিপিত্তের লক্ষণ	৩৯৫
উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্তের লক্ষণ	"
বাতিক অগ্নিপিত্তের লক্ষণ	"
শ্লেষ্মিক অগ্নিপিত্তের লক্ষণ	"

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাতশ্লেষ্মাশ্রিত অগ্নিপিত্তের লক্ষণ	৩২৫	অগ্নিপিত্তে-বমন-চিকিৎসা ।	
শ্লেষ্মপিত্তরোগের লক্ষণ	..... "	খাজ্রীলোহ	..... ৪০৮
অগ্নিপিত্তরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	৩২৬	খাজ্রীলোহ ( মতাস্তরে )	..... "
অগ্নিপিত্তরোগের চিকিৎসা-বিধি	..... "	সপ্তাযুত লোহ	..... ৪০৯
উপসর্গ-চিকিৎসা-বিধি	..... "	শিতামণ্ডুর	..... "
শ্লেষ্মপিত্তের চিকিৎসা	..... ৪০২	অগ্নিপিত্তে-উদরাময়-চিকিৎসা ।	
অগ্নিপিত্তরোগে ঔষধ	..... "	অমৃতার্ণব রস	..... ৪০৯
বাসাদি কাথ	..... "	গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা	..... ৪১০
জিহ্বালাদি কাথ	..... "	বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস	..... "
গুড়চ্যাদি কাথ	..... ৪০৩	বৃহৎ লবঙ্গাদি বটিকা	..... "
দশাঙ্গ কাথ	..... "	মহারাজ নৃপতিবল্লভ রস	..... "
পটোলাদি কাথ	..... "	রসপর্ণটী	..... ৪১১
বৃহৎ এলাদি চূর্ণ	..... "	বিজয়পর্ণটী	..... "
হিঙ্গাদি চূর্ণ	..... "	শঙ্খবটী	..... "
পিত্তাস্তক রস	..... ৪০৪	লবঙ্গান্তমোদক	..... "
মহাপিত্তাস্তক রস	..... "	অগ্নিপিত্তে-উদরাধ্বান-চিকিৎসা ।	
বীরেশ্বর রস	..... "	চিন্তামণি রস	..... ৪১২
বৃহৎ বীরেশ্বর রস	..... ৪০৫	চতুর্থাঙ্গ রস	..... "
শ্লেষ্মপিত্তাস্তক রস	..... "	বৃহৎ বাত চিন্তামণি	..... "
পিত্তাস্তক লোহ	..... "	মহাশঙ্খবটী	..... ৪১৩
পানীয়ভক্ত বটিকা	..... "	অগ্নিপিত্তে-কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা ।	
অগ্নিপিত্তাস্তক রস	..... ৪০৬	অগস্ত্যচূর্ণ	..... ৪০৩
শুষ্কীখণ্ড	..... "	হরীতকীখণ্ড	..... "
দৌভাগ্যভক্তী মোদক	..... "	অগ্নিপিত্তে-শূল-চিকিৎসা ।	
শতাবরী স্তুত	..... ৪০৭	খাজ্রীলোহ	..... ৪১৪
জীরকান্ত স্তুত	..... "		
নারায়ণ স্তুত	..... "		
ত্রিবিধ তৈল	..... ৪০৮		



বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ধাত্রীলোহ (মতান্তরে) .....	৪১৪	অর্শোরোগ-চিকিৎসা	
সপ্তায়ুত লোহ .....	৪১৫	বাতিক অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২১
বিজ্ঞাধরাভ্র .....	৪১৫	পৈত্তিক অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২১
ত্রিফলামগুর .....	৪১৫	শ্লেষ্মিক অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২২
সৌভাগ্যশুভী মৌদিক .....	৪১৫	বাতপৈত্তিক অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২২
অল্পপিত্তে—গাত্রকণ্ড ও দাহ- চিকিৎসা।		বাতশ্লেষ্মিক অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২৩
গুড়চ্যাদি লোহ .....	৪১৬	পিত্তশ্লেষ্মিক অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২৩
ভাস্করায়ুতাত্র .....	৪১৬	সান্নিপাতিক অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২৩
হরিদ্রাখণ্ড .....	৪১৬	রক্তাশ্বের লক্ষণ .....	৪২৩
বৃহৎ হরিদ্রা খণ্ড .....	৪১৭	বাতোষ্মন রক্তাশ্বের লক্ষণ .....	৪২৩
তিক্তক ঘৃত .....	৪১৭	শ্লেষ্মোষ্মন রক্তাশ্বের লক্ষণ .....	৪২৩
মহাতিক্তক ঘৃত .....	৪১৭	পিত্তোষ্মন রক্তাশ্বের লক্ষণ .....	৪২৪
গুড়চী তৈল .....	৪১৮	সহজ অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২৪
বৃহৎ গুড়চী তৈল .....	৪১৮	নাসাদিগত অর্শোরোগের লক্ষণ .....	৪২৪
অল্পপিত্তরোগে—অর-চিকিৎসা।		চর্মকোল লক্ষণ .....	৪২৪
বৃহৎ জীরাঙ্ক লোহ .....	৪১৮	অর্শোরোগে সাধ্যসাধ্য লক্ষণ .....	৪২৪
সর্ষঙ্গরহর লোহ .....	৪১৯	অর্শোরোগ উপশ্রবভেদে অসাধ্য লক্ষণ .....	৪২৫
পুটপক বিষমজীরাঙ্ক লোহ .....	৪১৯	অর্শোরোগ চিকিৎসা-বিধি .....	৪২৫
অল্পপিত্তরোগে চিত্তচাকলা ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা।		উপশ্রব চিকিৎসা-বিধি .....	৪২৬
চিন্তামণি রস .....	৪২০	অর্শোরোগে ঔষধ .....	৪২৬
বৃহৎ বাত চিন্তামণি .....	৪২০	অর্কক্ষীরাদি লেপ .....	৪২৬
চতুষ্কণ্ঠ রস .....	৪২০	স্নগ্ধীক্ষীরাদি লেপ .....	৪২৬
বৃহৎ গুড়চী তৈল .....	৪২০	তুষ্ণিকাদি লেপ .....	৪২৬
অল্পপিত্তরোগে—পথ্যাপথ্য .....	৪২০	হর্ষাদি লেপ .....	৪২৬
		অপামার্গ লেপ .....	৪২৬
		পঞ্চকোল ঔষধ .....	৪২৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
হরীতকী যোগ	৪৩৫	কুটজ লৈহ	৪৪৩
হরীতক্যাди চূর্ণ	.....	কুটজাষ্টক	.....
শূরণ যোগ	৪৩৬	শূরণ মোদক	৪৪৪
তিলযোগ	.....	বৃহৎ শূরণ মোদক	.....
শতমূলী যোগ	.....	কাকায়ন মোদক	.....
অপামার্গ যোগ	.....	দশমূল গুড়	৪৪৫
কুটজ যোগ	.....	শ্রীবাহুশাল গুড়	.....
দেবদালী যোগ	৪৩৭	খণ্ডকুম্মাণ্ডাবলেহ	.....
পদ্মক যোগ	.....	বৃহৎ কুম্মাণ্ডাবলেহ	৪৪৬
অম্বগন্ধাদি ধূপ	.....	কুটজাদ্য স্তুত	.....
চন্দনাদি কাথ	.....	পিপ্পল্যাদ্য তৈল	.....
দারুয়াদি কাথ	৪৩৮	বৃহৎ কাশীসাদ্য তৈল	.....
করঞ্জাদি চূর্ণ	.....	অর্শে—উদরাধ্বান-চিকিৎসা ।	
কর্পূরাদি চূর্ণ	.....	চতুর্মুখ রস	৪৪৭
মরিচাদি চূর্ণ	.....	দ্বিত্বামণি বস	.....
লবণোত্তম চূর্ণ	.....	বল্ল অগ্নিমুখ চূর্ণ	.....
বিক্রম চূর্ণ	৪৩৯	বড়বানল চূর্ণ	.....
সমশর্কর চূর্ণ	.....	অমৃতহরীতকী	.....
অগ্নিমুখ লবণ	.....	অর্শে—কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা ।	
প্রাণদাণ্ডিকা	৪৪০	নারাচ-চূর্ণ	৪৪৮
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা	.....	হরীতকী খণ্ড	.....
রসগুড়িকা	৪৪১	অগস্ত্য চূর্ণ	.....
চক্রেশ্বর রস	.....	সুকুমার মোদক	৪৪৯
জাতিফলাদি বটী	.....	ফলবর্ত্তি	.....
অগ্নিমুখ লৌহ	.....	ত্ৰিঙ্গাদ্যা-বর্ত্তি	.....
মাণাদ্য লৌহ	৪৪২		
ভৌকুমুখ রস	.....		
অর্শ-কুষ্ঠার রস	.....		

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

অর্শে—বেদনা-চিকিৎসা।

অলম্ব্যাদ্য চূর্ণ	৪৩০
বৈশ্বানর চূর্ণ	৪৫০
যোগরাজ গুণ্ণুলু	"
মহানন্দীবিলাস রস	"
শ্লেষশৈলেন্দ্র রস	৪৫১
স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস রস	"

অর্শে—জ্বর-চিকিৎসা।

জয়াবটী	৪৫১
মৃত্যুঞ্জয় রস	"
মহাজয়াক্ষ	"
বৃহৎ জ্বরাস্তক লৌহ	৪৫২
চুড়ামণি রস	"

অর্শে—গ্রামেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র-  
চিকিৎসা।

মেহমুদগরবটিকা	"
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা	৪৫৩
বজ্রাষ্টক	"
মহাবজ্রেশ্বর রস	"
বৃহৎ সোমনাথ রস	৪৫৪

অর্শে—উদরাময়-চিকিৎসা।

ভাস্কর লবণ	৪৫৪
বৃহৎ লবঙ্গাদ্য চূর্ণ	"
পীযুষবল্লী রস	৪৫৫
মহাশঙ্খ বটী	"
কুটজাইক	"

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

বৃহৎ কুটজাবলেহ	৪৫৫
অর্শোরোগে—পথ্য	

ক্রিমি-চিকিৎসা

ক্রিমির ভেদ	
ক্রিমির উৎপত্তি ভেদ	"
বাহ্যক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও উপদ্রব	"
রক্তজক্রিমির কারণ ও উপদ্রব	৪৫৭
আমাশয়স্থ ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব	"
পকাশয়স্থিত ক্রিমির কারণ ও উপদ্রব	"
ক্রিমিরোগের চিকিৎসা বিধি	"
উপসর্গ-চিকিৎসা-বিধি	৪৫৯
ক্রিমিরোগে—ঔষধ	৪৬৪
যমানীযোগ	"
বিড়ঙ্গযোগ	৪৬৫
দাড়িম কাথ	"
মুস্তকাদি কাথ	"
বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ	"
পলাশাদি চূর্ণ	"
পারশীয়াদি চূর্ণ	৪৬৬
ক্রিমিমুদগর রস	"
ক্রিমিকানানল রস	"
ক্রিমিরোগারি রস	"
বিড়ঙ্গলৌহ	৪৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্রিমিরক্ত বটিকা	... ৪৬৭	ক্রিমিরোগে—সর্দি ও কাস- চিকিৎসা।	
ক্রিমিধূলিজলপ্লব রস	....	শূল্যাদি চূর্ণ	..... ৪৭১
পারিতোষাবলেহ বা হরিত্রাখণ্ড	..... ৪৬৮	শ্লেষ্মশৈলেজ রস	... "
বৃহৎ হরিত্রা-খণ্ড	....	ক্রিমিরোগে—হ্রস্বোং-চিকিৎসা।	
পঞ্চতিক্ত দ্রুত	..	বিড়ঝাদি যোগ	..... ৪৭১
বিড়ঝ দ্রুত	....	শূলহরণ যোগ	..... "
বিড়ঝ তৈল	— ৪৬৯	হ্রস্বোংগাক্তক	— ৪৭২
ধূস্তর তৈল	..... "	ক্রিমিরোগে—শিরঃশূল- চিকিৎসা।	
ক্রিমিরোগে—বমন-চিকিৎসা।		ত্রিকটুকান্ত নস্ত	.. ৪০১
ক্রিমিনাশক যোগ	.... ৪৬৯	লক্ষ্মীবিলাস	..
স্বর্ণমৎস্যগু	..... "	মহালক্ষ্মীবিলাস রস	..
পিপ্পলাস্ত লৌহ	..... "	শ্লেষ্মশৈলেজ রস	..
ক্রিমিরোগে—উদরাময় চিকিৎসা।		অপামার্গ তৈল	.. ৪৭৩
গ্রহণীজজৈত্র বটিকা	.. ৪৬৯	ক্রিমিরোগে—পথ্য	
মহাগন্ধক	৪৭০	দাহ-চিকিৎসা।	
অমৃতার্ণব রস	—	মস্তপান জনিত দাহের লক্ষণ...	৪৭৩
ক্রিমিরোগে শূল-চিকিৎসা		রক্তজদাহের লক্ষণ	..
বিষাধরাজ	.. ৪৬০	পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ	... ৪৭৩
হরী একা পণ্ড	... "	তৃষ্ণা-নিরোধজনিত দাহের লক্ষণ	..
ক্রিমিরোগে—অগ্নিমান্দ্য- চিকিৎসা।		রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজনিত দাহের লক্ষণ	..
স্নেহ অগ্নিস্থ চূর্ণ	— ৪৭	ধাতুক্কয়জনিত দাহের লক্ষণ	.... "
অগ্নিতৃণী রস	.. ৪৭১	মর্দাভিষাভজনিত দাহের লক্ষণ	..
		দাহরোগের অসাধ্য লক্ষণ	..

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দাহ-চিকিৎসা-বিধি	৪৭৪	বড়জপানীয়	৪৮৩
দাহরোগে—ঔষধ ।		কাশ্মর্যাদি পানীয়	...
আরণাল-লেপ	৪৭৭	লাজোদক	...
হ্রীবেবাদি যোগ	...	তৃণগন্ধমূল-পানীয়	৪৮৬
চন্দনাদি কাথ	...	বিষাদিপানীয়	...
পল্লটাদি কাথ	...	বিষাদি কাথ	...
ত্রিফলাস্ত-কাথ	৪৭৮	বটভুজাঙ্গ যোগ	...
ধর্জুরাঙ্গ চূর্ণ	...	রসাদি চূর্ণ	৪৮৫
সুধাকর রস	...	কুমুদেধর রস	...
কাক্কিতৈল	...	তৃষ্ণারোগে-পথ্যবিধি	...
কুশাঙ্গ তৈল	...	বমন-চিকিৎসা ।	
দাহরোগে-পথ্য	৪৭৯	বাতিক বমির লক্ষণ	৪৮৬
তৃষ্ণা-চিকিৎসা ।		পৈত্তিক বমির লক্ষণ	...
তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ	৪৭৯	শ্লেষ্মিক বমির লক্ষণ	...
বাতিক তৃষ্ণার লক্ষণ	...	সান্নিধ্যাতিক বমির লক্ষণ	...
পৈত্তিক তৃষ্ণার লক্ষণ	...	বমির উপশ্রব	...
শ্লেষ্মিক তৃষ্ণার লক্ষণ	...	বমির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	...
কতজ তৃষ্ণার লক্ষণ	...	বমির অপর অসাধ্য লক্ষণ	...
কয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ	...	বমনরোগে-চিকিৎসা-বিধি	৪৮৭
আমজ তৃষ্ণার লক্ষণ	...	উপশ্রব-চিকিৎসা-বিধি	৪৯২
অন্নজ তৃষ্ণার লক্ষণ	...	বমনরোগে—ঔষধ ।	
তৃষ্ণারোগের সাধ্যা ও অসাধ্য লক্ষণ	...	চন্দনাদি যোগ	৪৯৩
তৃষ্ণারোগের চিকিৎসা-বিধি	...	বিড়ঙ্গাদি যোগ	...
তৃষ্ণারোগে—ঔষধ ।		মুস্তকাদি যোগ	...
দ্রাকাদি কষায়	৪৮৩	সৌবর্জলাঙ্গ যোগ	৪৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মধুকাক্ত যোগ	..... ৪২৪	অরুচি চিকিৎসা ।	
পল্লটক কাথ	..... "	বাতিক অরুচির লক্ষণ	..... ৪২৮
গুড়ুচ্যাতি কাথ	..... "	পৈত্তিক অরুচির লক্ষণ	..... "
গুড়ুচী কাথ	..... "	স্নায়িক অরুচির লক্ষণ	..... "
কৌজাবলেহ	..... ৪২৫	সান্নিপাতিক অরুচির লক্ষণ	..... "
পথ্যাদি অবলেহ	..... "	আগন্তুক অরুচির লক্ষণ	..... ৪২৯
এলাদি চূর্ণ	..... "	অরুচিরোগের অন্তপ্রকার লক্ষণ	..... "
রসযোগ	..... "	অরুচিরোগের চিকিৎসা-বিধি	..... "
বৃন্দবজ রস	..... ৪২৬	অরুচিরোগে ঔষধ ।	
পিপ্পল্যাক্ত লৌহ	..... "		
বমনে—কাস-চিকিৎসা ।		কৃষ্টাক্ত যোগ	..... ৫০২
চন্দ্রামৃত রস	..... ৪২৬	আমলাক্ত যোগ	..... "
কাসাস্তক রস	..... "	মুত্ৰকাদি যোগ	..... "
তালীশাক্ত চূর্ণ	..... "	অগ্নিকা যোগ	..... "
বমনে—শ্বাসকাস-চিকিৎসা ।		রাজিকাদি যোগ	..... "
কণ্টকার্ষাক্তবলেহ	... ৪২৬	দাড়িমাক্ত চূর্ণ	..... ৫০৩
শ্বাসচিক্সামণি (মহাস্তরে)	... ৪২৭	হৃদ্যানিধি রস	... "
মহাশ্বাসারি লৌহ	..... "	কলহংস	..... "
বমনে—হিকা চিকিৎসা ।		হুলোচনাঙ্গ	..... "
পিপ্পল্যাক্ত লৌহ	..... ৪২৭	আর্দ্রক মাতুল্লাবলেহ	— ৫০৪
গুটীকীর	..... "	যমানী ষাড়ী	... "
বমনরোগে-পথ্যাপথ্য	..... "	অরুচিরোগে পথ্য	..... "

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।



# আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

### কাস-চিকিৎসা ।

**বাতিক কাসের লক্ষণ :** হৃদয়, বুলাটের একদেশ, মস্তক, উদর এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, মুখ সর্বদা শুষ্ক, বল, স্বর একে একে ক্রোধাতুর-ক্ষীণতা, সর্বদা কাসের বেগ, স্বরভঙ্গ ও শুষ্ককাস অর্থাৎ তরল স্লেমাবিহীন থুথু-নির্গমন; এই সমস্ত বাতিক কাসের লক্ষণ ।

**পৈত্তিক কাসের লক্ষণ :** বক্ষঃস্থলে দাহ, অরও মুখের-শুষ্কতা এবং মুখের তিক্তাস্বাদ, পিপাসা, গীতবর্ণ বমন, কাসের কটু আত্মা এবং শরীরের গীতবর্ণতা ও দাহ; এই সমস্ত পৈত্তিক কাসের লক্ষণ ।

**শ্লেষ্মিক কাসের লক্ষণ :** মুখের লিপ্ততা, শরীরের-অবসন্নতা, শিরো-বেদনা, শরীরে কফের আধিক্য, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, কণ্ঠ এবং কাসে পুনঃ পুনঃ গাঢ় স্লেম্যানিঃসরণ, এই সমস্ত শ্লেষ্মিক কাসের লক্ষণ ।

**ক্ষয়-কাসের লক্ষণ :** বিবিধ কারণে বক্ষঃস্থল (হৃৎস্পন্দ) ক্ষত হইলে, বায়ু উহাকে আশ্রয় করিয়া এই কাস উৎপাদন করে । এই কাসে প্রথমতঃ শুষ্ক ( তরল স্লেমাবিহীন ) থুথু নির্গত হয়, অনন্তর রক্তমিশ্রিত কাস নির্গত, কণ্ঠদেশ শূলবিদ্ধবৎ প্রবল বেদনাযুক্ত, বক্ষঃস্থলে-ভঙ্গবৎ বেদনা ও শূলযারা বিদ্ধবৎ জ্ঞান, পার্শ্বাদি স্থানস্পর্শে অত্যন্ত কষ্ট, এই সকল স্থান তাপযুক্ত বোধ ও গণ্ডস্থলে বেদনা অল্পভূত হয় এবং রোগী অর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গরোগে আক্রান্ত হয় এবং কপোটের দ্বায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, এই সমস্ত ক্ষত কাসের লক্ষণ ।



**ক্ষয়কাসের লক্ষণ :** ক্ষয়কাসে রোগীর শরীরে শূল-বিন্দবৎ বেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ ও বলক্ষয় জন্মে এবং খাতৃক্ষয় প্রযুক্ত রোগী দুর্বল হয় ও তাহার মাংস ক্ষয় হইতে থাকে এবং কাসের সহিত পুষ্যসংযুক্ত রক্ত নির্গত হয়, এই সমস্ত ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ ।

### কাসের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ ।

কীণব্যক্তিদিগের ক্ষয়জ কাস দেহনাশক, কিন্তু, বলবান ব্যক্তির ক্ষয়কাস কদাচিৎ প্রতিকারসাধ্য, বলবান ব্যক্তির ক্ষতজকাসও সাধ্য । ক্ষয়জ ও ক্ষতজ কাস অল্প দিনের হইলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক, উপযুক্ত ঔষধ ও উপযুক্ত পরিচারক প্রযুক্ত হইলে, প্রশমিত হইতে পারে ।

বৃদ্ধ ব্যক্তির সকল প্রকার কাসই যাপ্য, ইহাকে জরাকাস কহে । অপরাপর বাতাদি দ্বোষজনিত ত্রিবিধ কাস সাধ্য ।

### কাস-চিকিৎসা-বিধি ।

কাসরোগে প্রাণ ও উদান বায়ুর ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হয় । হৃদয়স্থিত প্রাণ নামক বায়ু বিবিধ কারণে বিপথগামী হইলে, কণ্ঠদেশস্থিত উদান বায়ুর অহুগত হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে ভয় কাংশ্যপাত্তের জ্বায় শব্দ উৎপাদন করে, ইহাকেই চলিত ভাষায় কাস কহে । ধূমপান, ধূলা, ব্যায়াম ও অতিজ্ঞত আহার ইত্যাদি কারণে প্রাণবায়ু আহত হয় । শ্বাস-গ্রহণকালে দেহ-মধ্যে যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে এবং প্রশ্বাসকালে শরীর হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া যে বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে উদানবায়ু কহে । শ্বাসপ্রশ্বাস-ধমনীতে স্লেমা সর্বদা অবস্থিত থাকায় শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সমাধা হয় । বিবিধ কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে এবং শ্বাসবাহিনী ধমনীস্থিত স্লেমা শুষ্ক হইলে, শুষ্ককাস নির্গত হয় অর্থাৎ কাসের সহিত তরল স্লেমা নির্গত হয় না, শ্বাসপথে তরল স্লেমা সঞ্চিত থাকিলে, কাসে অধিক পরিমাণে তরল স্লেমা নির্গত হয় । পৈত্তিক-কাসে পিত্তরসমিশ্রিত স্লেমা শ্বাসবাহিনী ধমনী দ্বারা নির্গত হয়, এই জন্ত মুখের তিক্ততা অহুমিত হয় । উৎকট শারীরিক পরিশ্রম অথবা অস্বাভাবিকাদি বশতঃ হৃদয় আহত হইলে, আভ্যন্তরিক উষ্ণতাবশতঃ

এবং বায়ুর কক্ষতা হেতু ঐ স্লেমা শুষ্ক হয়, স্ততরাং এই অবস্থায় কাসের সহিত তরল স্লেমা নির্গত হয় না; প্রথমে কাস নির্গত হয়, অনন্তর শ্বাসবহা ধমনী-দ্বারা ফুসফুসস্থিত রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

শুক্রাদিধাতুর ক্ষয়বশতঃ অগ্নি হীনবল হইলে বায়ু, পিত্ত ও স্লেমা কুপিত হয়, স্ততরাং ক্ষয়ী ব্যক্তির দৈহিক বিধানানুসারে সঞ্চিত রক্ত অথবা পৃথিমিশ্রিত স্লেমা শ্বাসবাহিনী ধমনী দ্বারা নির্গত হয়।

ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাসের সহিত পুষসংযুক্ত যে সমস্ত কফ নির্গত হয়, তাহা দেখিতে শ্বেতাভ, হরিদ্রাভ বা পীতাভ লক্ষিত হয়; ঐ সকল পুষসংযুক্ত কাস জলে নিঃক্ষিপ্ত হইলে, নিমজ্জিত হয়, কিন্তু, সাধারণতঃ স্লেমা জলের উপর ভাসমান থাকে। ফুসফুসের ফোটক, প্রীহা বা যকৃতের ফোটক অথবা অগ্নাত্ত যন্ত্রের বিকৃতিবশতঃ ঐ সমস্ত পৃথিমিশ্রিত স্লেমার দ্যুনাধিক্যতা দৃষ্ট হয়।

সাধারণতঃ বাতিক কাসে বা স্লেমিক কাসে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ কাসে উহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেহেতু ক্ষয়কাস উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পরিণামে বক্ষাকাসে পরিণত হয়, তখন ঐ কাস রোগীর মারাত্মক হয়। সমস্ত কাসই দীর্ঘকাল পরে চিকিৎসার অভাবে কষ্টকর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও স্লেমিক কাস উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অল্প দিনে প্রশমিত হইতে পারে। বাতিক কাসে রোগী প্রবলবেগে পুনঃ পুনঃ কাসিতে থাকে, নিরন্তর কাসের বেগবশতঃ রোগীর অত্যন্ত কষ্ট এবং স্বরভঙ্গ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা পরিলক্ষিত হয়। স্লেমিক কাসে রোগীর মুখ হইতে স্লেমা ষ্ণ্বারীতি কাসের বেগকালে নির্গত হয়। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের আশ্বাদ ভিক্ত হয় এবং যে সমস্ত স্লেমা নির্গত হয়, তাহা ক্ৰীষৎ কটু বোধ হয়। এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা রোগীর কাস পরীক্ষা করা যায়। অর, যকৃত ও শোথ প্রভৃতি রোগে কাস প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, ঐ সমস্ত রোগে বাতাদির প্রকোপ অনুসারে কাসে বাতাদি-দোষের আধিক্য অনেক স্থানে লক্ষিত হয়, আবার অনেক স্থলে বাতিক বা পৈত্তিকরোগেও, কোন কারণে শৈত্যাক্রিয়া বশতঃ তরল বা ঘন স্লেমা নির্গত হইতে দেখা যায়, স্ততরাং মূল রোগের সঙ্গে তজ্জনিত কাসে বাতাদির আধিক্য

সকল স্থানে একরূপ থাকে না, সেই জন্যই কাসে দোষ-বিশেষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, নচেৎ চিকিৎসায় ফললাভ অসম্ভব ।

জ্বর, প্লীহা, বক্ৰ এবং অন্ত্রাশ্ম রোগের সঙ্গেও কাস বিদ্যমান থাকে, কখনও কখনও ঐ সমস্ত রোগ হ্রাস পাইলেও, কাসের প্রবলবেগ বিদ্যমান থাকে, কখনও বা ঐ সমস্ত মূলরোগ ও কাস উভয়ই সমানভাবে লক্ষিত হয়। যে সমস্ত রোগের সঙ্গে কাস প্রকাশ পায়, তাহাদের চিকিৎসাকালে কাসে সাধারণ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; কিন্তু, কাস প্রবল হইলে, মূখ্যরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে ।

ক্ষয় ও ক্ষতজকাস অতি কঠিন, সুতরাং তাহাদের চিকিৎসাকালে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য । ক্ষতজকাসে রোগীর কখনও ভারবহন বা পথ-পর্যটন করা কর্তব্য নহে এবং ক্ষয়কাসজ্ঞাত ব্যক্তির জ্বী-সহবাস, অহিতকর দ্রব্য ও বিরোচক ঔষধ-সেবন পরিত্যাগ সর্বথা কর্তব্য, যেহেতু সময়ান্তরে ক্ষয় ও ক্ষতজকাস অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, এ কারণ ঐ দুই প্রকার কাসের চিকিৎসাকালে রোগীর জ্বর, শ্বাস ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রব সমূহের উপর দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । অনেক স্থানে অন্ত্রাশ্ম রোগ হইতে ক্ষয়কাস উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তখন মূখ্যরোগের চিকিৎসার উপর লক্ষ্য রাখিয়া কাসের চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

কাসরোগ অন্যান্য রোগের উপদ্রব রূপে এবং বিবিধ কারণে স্বয়ং উৎপন্ন হয় ও অত্যন্ত যত্নপূর্ণ প্রদান করে, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য । কাস স্বয়ং উৎপন্ন হইলে বা অন্ত্রাশ্ম রোগের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, কাসের অবস্থানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

জৈম্বিক কাসে অর্থাৎ কাসের বেগকালে গাঢ় জৈম্বা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে, প্রথমতঃ কাসাস্তকরস বা কাসকুঠার এবং অবস্থা-ভেদে শৃঙ্গারাজ বা অন্ত্রাশ্ম ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অনন্তর জৈম্বা ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া আসিলে এবং কাসের বেগ ও তৎসঙ্গে যাবতীয় উপসর্গ প্রশমিত হইলে, যথারীতি উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে ।

জৈম্বিক কাসে রোগীকে শীতল পানীয় ও জৈম্বাবর্ধক দ্রব্য কখনও প্রদান করা কর্তব্য নহে ।

বাতিককাস অনেক সময় অতি প্রবল হয়, উহাতে আদৌ স্লেমা নির্গত হয় না, রোগী পুনঃ পুনঃ কাসের বেগবশতঃ বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব বেদনায় লীড়িত হয় এবং অবস্থাবিশেষে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই কাস অল্প রোগের সঙ্গে বা শ্বয়ঃ প্রকাশ পাইলে, চক্ষ্মায়তরস, অমৃতার্ণব রস, পঞ্চায়তরস বা পুষ্কন্দরবটী এবং অবস্থাবিশেষে রোগ কঠিন ও শ্বাস প্রবল হইলে, তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়রস বা অন্যান্য বিবিধ বটিকা, চূর্ণ অথবা অবলেহ প্রয়োগ করিবে।

পৈত্তিক কাসে প্রায়শঃ জরাদির হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়; ঐ কাস অন্য রোগের সঙ্গে বা শ্বয়ঃ উৎপন্ন হইলে, বিবেচনার সহিত উহার চিকিৎসা করা কর্তব্য; যেহেতু উহাতে জরাদি উপসর্গ সময়ে প্রবল হইতে পারে। এই অবস্থায় রোগীকে পিত্তকাসাস্তকরস ও তালীশাদ্যচূর্ণ বা সমশর্করচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ এবং অবস্থা-বিশেষে চক্ষ্মায়তলৌহ, বৃহৎ রসজ্ঞগুড়িকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

ক্ষতজ বা ক্ষয়কাস চিকিৎসাকালে ঐ সকল রোগে জরাদি উপজন্মসমূহের উপর দৃষ্টি প্রদান করা নিতান্ত কর্তব্য। ক্ষতজকাসে চক্ষ্মায়তলৌহ, শর্করান্যলৌহ ও বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং ক্ষয়জকাসে, কাসলক্ষ্মীবিলাস, নিত্যোদয়রস, বসন্ততিলক, সার্কভোগরস বা কাঞ্চনাত্র প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে এবং জ্বর প্রবল থাকিলে, তজ্জন্য মহারাজবটী, বৃহৎ চূড়ামণি বা জরমাতঙ্গকেশরী প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। ক্ষয়কাসরোগে রোগীর শরীরের পুষ্টিবিধানার্থ মকর-ধ্বজবটী এবং জ্বর নিবৃত্তি হইলে, চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থা করিবে। কাসরোগে প্রীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, তজ্জন্য প্রীহা ও যকৃৎ-নিবারক ঔষধসকল প্রদান করিবে, কিন্তু, ঐ সকল ঔষধ তীব্রবিরেচক না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য। কাসরোগে শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি উপজন্ম দৃষ্ট হইলে, ঐ রোগ প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয়, তখন সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা উপকার লাভ অতীব কঠিন হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় শোথ-চিকিৎসার নিয়মামুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ লবণ ও জল বদ্ধ করিয়া স্বর্ণগণ্ঠী বা বিজয়গণ্ঠী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে।

কাসরোগে সাধারণতঃ উপজন্মসমূহ নষ্ট হইলে এবং রোগীর অগ্নিবল প্রবল থাকিলে, শারীরিক বলরক্ষার্থ কৃশব্যক্তিকে দশমূলদ্রব্য বা দশমূলযট্টপলকদ্রব্য প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, এই সকল দ্রব্য ক্ষয়জন্য কাসেই সমধিক উপকারী।

রোগীর গাত্রে বাসাচন্দনাদি-তৈল বা চন্দনাদি-তৈল মর্দন করিতে দিবে । বাসাচন্দনাদি-তৈল দুইয়ের সহিত অবস্থানুসারে পান করাইলেও উপকার হয় । এই তৈল কোষ্ঠবদ্ধতা ও শ্বাসের ঈষৎ প্রকোপ থাকিলে অথবা শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, পান করিতে দিবে ।

কাসরোগ পুরাতন হইলে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হয় । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক কাস এবং ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগ পুরাতন হইলে, রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হয় ; পরন্তু, ঐ অবস্থায় কাসের সহিত জ্বরভাব ও শ্লেষ্মানিঃসরণ, কাহারও বা কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রাকোপ দৃষ্ট হয় এবং ক্ষয়কাসাদি রোগে কাহারও বা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায় ; অতএব এই অবস্থায় যাহাতে শরীরের ধাতুপুষ্টি ও রোগের সমতা হয়, এমত ধাতুপোষক ও দোষপ্রশমক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য ।

পুরাতন কাসে শ্লেষ্মার অত্যধিক নিঃসরণ ও তৎসঙ্গে দোষভেদে জ্বরভাব লক্ষিত হয় ও রাত্রিতে গাঢ় শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে দেখা যায়, এমত অবস্থায় পুষ্পায়ুধরস, সার্কোভোমরস, বৃহৎ শৃঙ্গারাজ বা বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্বক রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বর সময় সময় সর্দি ও মাথাভার প্রভৃতি লক্ষণ বিজ্ঞমান থাকিলে, তন্নি-বারণার্থ বিবিধ ঔষধ অর্থাৎ জরাধিকারোক্ত বৃহৎ চূড়ামণি, সার্কোভোমরস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, সর্কোভোভদ্ররস বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি অল্পপানভেদে ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে জ্বর এবং শ্লেষ্মা উভয়ই বিনষ্ট হয় । যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ কাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, যকৃত-নিবারক ঔষধ দোষভেদে প্রদান করিবে । ঐ অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং কাসের গুরুতা বা শ্বাসের প্রবলতা প্রভৃতি উৎসর্গ দৃষ্ট হইলে, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, মুত্রবিরেচক ও যকৃত-নাশক মাণকাদি-গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । রোগী দুর্বল হইলে, যকৃত-নিবারক তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধসকল কখনও প্রদান করিবে না ।

বাতিক কাসের পুরাতন অবস্থায় নিরন্তর কাসের বেগবশতঃ পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মাবিহীন থুত্মাজ নির্গত হইলে, রোগীকে তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়রস, কাসলক্ষ্মীবিলাসরস বা কটকার্য্যবলেহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রদান

করিবে, ঐ সমস্ত ঔষধে, জরের বেগ নিবৃত্ত হয় । জরের প্রবলতা হুট হইলে, জরাধিকারোক্ত জরাশনিলোহ, জরাশি-অম্র বা বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে । রোগের পুরাতন অবস্থায় বাসান্দমনাদিতৈল বা চন্দনাদিতৈল প্রয়োগে প্রায়শঃ উপকার পাওয়া যায় ।

পৈত্তিক কাস পুরাতন হইলে, কাসলক্ষ্মীবিলাস, দশমূলষট্‌পলক দ্রুত ও চন্দ্রামৃত লৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে । ঐ সকল ব্যক্তির প্রায়শঃ জর হইলে, তদ্বারা শরীর ক্রমশঃ কুশ হইতে থাকে ; অতএব যাতাতে জর-নিবৃত্তি হয় অথচ কুশতা উপস্থিত হইতে না পারে, তাদৃশ ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক । আয়ুর্বেদীয় একই ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অল্পপান-বিশেষে প্রয়োগ করিলে, তদ্বারা নানা উপসর্গের প্রতীকার হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় জরাধিকারোক্ত জরাশনিলোহ, মহারাজবটী, বৃহৎ বিষমজরারিস বা পুটপক বিষমজরাস্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থান্তরে ব্যবস্থা করিলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইতে পারে ।

ক্ষতজ ও ক্ষয়কাস দীর্ঘকালজাত হইলে, জরাদি উপদ্রব সহকারে অত্যন্ত কষ্টকর হয়, পরন্তু, উহারা যক্ষ্মাকাসে পরিণত হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষয়কাস ও ক্ষতজকাস দীর্ঘকালজাত এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কুশ হইলে, কাস-নিবারক অথচ পুষ্টিজনক ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে ছাগ-মাংসযুষ বা কুর্কটযুষ পথ্য প্রদান করিবে । ঐ অবস্থায় শ্লেষ্মা ও তৎসঙ্গে রক্তাদি অধিক নির্গত হইলে, কাঞ্চনাম্র, সার্কভৌমরস ও নিত্যোদয়রস প্রয়োগ করিবে । কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হইলে, বাসাকুশ্মণ্ডখণ্ড, বৃহৎ বাসাবলেহ বা শর্করাস্তলৌহ প্রভৃতি যক্ষ্মারোগে বক্ষ্যমান ঔষধ সেবন করাইবে । রোগীর জর বিচ্যুত থাকিলে, তাহার প্রতীকার করা বিশেষ আবশ্যক, জরাধিকারোক্ত মহারাজবটী, জরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎ চূড়ামণিরস প্রভৃতি ঔষধ কাসের পুরাতন অবস্থায় জরবিনাশার্থ প্রদান করা যায় ।

জরাকাস অর্থাৎ বার্জক্যজনিত কাস অতি কষ্টকর, ইহা একেবারে নিবৃত্ত হয় না, বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে যাপ্য থাকে, কিন্তু, সামান্য অহিতাচরণবশতঃ পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে । অনেকের কাসের সহিত জর বিচ্যুত থাকে, এমনত অবস্থায় বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া রোগীকে ঔষধ এবং পুষ্টিকর

খাদ্য প্রদান বিশেষ আবশ্যিক । জ্বরের দ্বাস বৃদ্ধি এবং বাতাদিনোষবিশেষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া জ্বরস্থ ঔষধ এবং পুরাতন কাস ও ক্ষয়কাস রোগে নির্দিষ্ট ঔষধসমূহ যথা—সার্কভোমরস, শ্কারাভ্র, বসন্ততিলক, পুষ্পাযুধরস, নিত্যোদয়রস, কণ্টকার্যাদি অবলেহ, দশমূলষট্‌পলকদ্রুত, ছাগলাস্ত্রদ্রুত বা চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে । বার্কক্যজনিত কাসরোগে বল ও পুষ্টিকর ঔষধসমূহ এবং পথ্য-প্রয়োগ বিশেষ আবশ্যিক, কিন্তু, জ্বরসঙ্গে কোনও প্রকার দ্রুত বা চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থেয় নহে ।

সমস্ত কাসরোগে ধূমপান, শারীরিক কঠোর পরিশ্রম ও রুক্ষান্ন সেবন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা সর্বথা কর্তব্য ।

## কাসরোগে—ঔষধ ।

**পঞ্চমূলাদিকাথ ১** : বাতজ কাসরোগে কাস শুদ্ধ হইলে এবং রোগীর পার্শ্বদ্বয়ে ও মস্তকে বেবনা এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ ৮০ ছুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই কাথ বাতজকাসে অত্যন্ত উপকারী ; জ্বর, বিজ্ঞমানেও প্রয়োগ করা যায় এবং উপকার হয় ।

\* পঞ্চমূলাদিকাথ । অন্ততবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহৌষ্মাদিলেহ ১** : বাতজকাসরোগে কাস শুদ্ধ হইলে এবং রোগীর পার্শ্বে, মস্তকে বা বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে তিল তৈলের সহিত চাটিয়া সেবন করিতে দিবে ।

মহৌষ্মাদিলেহ । শুঠ, ছুরালতা, কাকড়াশুঙ্গী, জাকা, শগীর পালো ও ইক্ষুচিনি ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । সাতা ৮০ ছুই আনা বা ১০ চারি আনা ।

**বৃহত্যাদিকাথ ১** : পৈত্তিককাসে মুখের তিক্তাস্বাদ, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই কাথ সিদ্ধ করতঃ উহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহত্যাদিকাথ । বৃহতী, কণ্টকারী, কিসমিস, বাসক, শটী, বালা, শুঠ ও পিপুল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**অলাদ্যাকাথ ১** : পৈত্তিককাসে রোগীর জ্বর, মুখের তিক্ততা,

কাসের বেগবশতঃ বমন ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই কাথ সিদ্ধকরতঃ উহাতে ইন্ধুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বলাদ্ধকাথ । বেড়োলা, বৃহতী, কটকারী, বাসকছাল ও কিসমিস্ ; এই সকল দ্রব্য সম-  
ভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**দ্রাক্ষাদ্যবলেহ :** পৈত্তিককাসে কফের অল্পবদ্ধ দৃষ্ট হইলে-  
অর্থাৎ কাসে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত এবং দেহের গুরুতা বোধ হইলে, বিশেষতঃ  
রোগীর মুখ তিক্ত ও পুনঃ পুনঃ কাসের বেগবশতঃ বমন হইলে, এই ঔষধ  
ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে ।

দ্রাক্ষাদ্যবলেহ । কিসমিস্, আমলকী, পিণ্ডাথর্জুর, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে লইয়া  
মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৯০ ছুই আনা হইতে ১০ চারি আনা ।

**শট্যাদিযোগ :** পৈত্তিককাসে মুখের তিক্ততা, কাসের বেগ-  
বশতঃ বমন এবং দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে  
ঘৃতে সহিত সেবন করিতে দিবে ।

শট্যাদিযোগ । শটী, বালা, কটকারী, ইন্ধুচিনি ও শুঠ সমভাগে লইয়া জলে পেষণ পূর্বক  
উহাতে জল মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া লইবে ।

**দশমূলক্কাথ :** কফজকাসে রোগীর মাথায় বেদনা, দেহে-  
ভারাবোধ, আহারে অরুচি ও মুখ হইতে ঘনশ্লেষ্মা নির্গত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ  
পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও পার্শ্বে বেদনা অল্পভূত হইলে, এই কাথে পিপুল-  
চূর্ণ ৯০ ছুই আনা বা ১০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে  
দিবে ।

দশমূলকাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**পুষ্করাদিক্কাথ :** কফজ কাসরোগে রোগীর মাথায় ভার,  
আহারে অরুচি ও শরীর ভারবোধ এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শ্বাসের প্রবলতা  
দৃষ্ট হইলে, এই কাথ তাহাকে প্রাতঃকালে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে ।  
জ্বরে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই কাথ সেবন করান যায় ।

পুষ্করাদি কাথ । হুড়, কটকল, বামনহাটী, শুঠ ও পিপুল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে  
মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।



**ককুভাদ্যুযোগঃ**। ক্ষতজ্বকাস বা ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাণের সহিত পুষ-সংযুক্ত রক্ত অথবা কেবল রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ দ্ব্যত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ককুভাদ্যুযোগ। অর্জুনছাল চূর্ণ করিয়া তাহাকে বাসক-রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ১০ এক আনা বা ১০ দুই আনা।

**পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণঃ**। কাসে কেবল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে অথবা রোগীর শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ দ্ব্যত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ। পিপ্পল পদ্মকাঠ, কিসমিস ও বৃহতীকল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ দুই আনা।

**মুল্লিভাদ্য চূর্ণঃ**। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক কাসের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা ক্ষতজ্ব ও ক্ষয়কাসে রোগীর মুখ হইতে রক্ত বা পুষ-মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাসের সহিত জ্বরাদি অন্তর্ভূত হইলেও, সেবন করান যায়।

মুল্লিভাদ্য চূর্ণ। মুল্লিচূর্ণ ২ তোলা, পিপ্পলচূর্ণ ১ তোলা, অন্নদাড়িমবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা এবং যবকার ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দন করিবে। মাত্রা ১০ এক আনা।

**এলাদিচূর্ণঃ**। পৈত্তিক কাসে রোগীব মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ বমন ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে অথবা ক্ষতজ্ব ও ক্ষয়কাসে রোগীর মুখ হইতে কেবল রক্ত বা পুষ্যমিশ্রিত রক্ত নির্গত হইলে, এই চূর্ণ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপিত্তরোগে এবং যক্ষ্মা-রোগেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্ত নির্গত হইলে, অস্থপান—শীতল জল।

এলাদি চূর্ণ। এলাইচ ১ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, নাগেশ্বর ৩ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, সোহাগার ৫ তোলা, পিপ্পলচূর্ণ ৩ তোলা এবং ইন্ধুচিনি ২১ তোলা; সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ এক আনা বা ১০ দুই আনা।

**সমশকর চূর্ণঃ**। কাসরোগীর গাত্রবেদনা, পার্শ্ববেদনা, জ্বর, মুখের তিক্ততা, দাহ এবং ঘনশ্লেষ্মা উদগীরণ অথবা কাসের বেগবশতঃ বমন

প্রভৃতি পৈত্তিক এবং শ্লেষ্মিক কাসের লক্ষণসকল দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ জল-সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ; কাসরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং উদরাময় বিद्यমান থাকিলে, ব্যবহৃত হয়। অল্পপান—উষ্ণ জল।

সমশর্কর চূর্ণ। লবঙ্গ ২ তোলা, জাতিফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঠ ৩২ তোলা ; এই সমুদয় চূর্ণের সমান ইন্ধুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ দুই আনা।

**তালীশাদ্য চূর্ণ :** পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, জ্বর, হৃদয়ে দাহ বা কাসের নিরন্তর বেগ বশতঃ বমন এবং শরীর ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে কাসের বেগকালে জলসহ সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রবলতাবশতঃ শ্বাস ও অরুচি প্রভৃতি বিद्यমান থাকিলে এবং উদরাময়, জ্বরোগ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও, ইহা সেবন করান যায়।

তালীশাদ্য চূর্ণ। তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি ১০ তোলা, ছোট এলাইচ ১০ তোলা ও ইন্ধুচিনি ৩২ তোলা ; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ এক আনা বা ১০ দুই আনা। ইহা বালক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে অর্দ্ধমাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

**মনঃশিলাদ্য ধূম :** রোগীর নিরন্তর কাস উপস্থিত হইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাস, বমন ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ধূম পান করিতে দিবে এবং ধূমপানান্তে ইন্ধুগুড় মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অল্প বয়স্ক বালকদিগকে সেবন করাইবে না।

মনঃশিলাদ্য ধূম। মনঃশিলা, হরিভাল, বষ্টিমধু, জটামাংসী ; মুখা ও ঈজুদী বৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দন পূর্বক উহা দ্বারা একখানা বস্ত্র রঞ্জিত করিবে ; অনন্তর ঐ বস্ত্রদ্বারা বস্তি প্রস্তুত করিয়া একটা শরীর স্থাপিত কুল-কাঠের প্রদীপ্ত অগ্নির উপর রাখিবে এবং ছিদ্র-বিশিষ্ট অপর শরা দ্বারা উহা আবৃত করিবে ; এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ঐ শরীর ছিদ্র হইতে যে ধূম বাহির হইবে, তাহা একট নলদ্বারা টানিতে দিবে।

**মনঃশিলা ধূম :** রোগীর কাসের প্রবল বেগ প্রকাশ পাইলে এবং কাসের বেগবশতঃ বমন ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ধূম পান করাইয়া গোদুগ্ধ পান করিতে দিবে।

মনঃশিলা ধুম । মনঃশিলা জলে ঘর্ষণ করিয়া উহা কুলের গাতায় মাখিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কুটিয়া উহার ধুম পান করা হইবে ।

**অগস্ত্যহরীতকী :** বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক কাসের সমস্ত লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাস, হৃদয়ে বেদনা, কাসের প্রবল বেগ ও অর্কচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, দীর্ঘকালব্যাপী কাসে শীর্ণদেহ ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন । হ্রস্বোগ ও শ্বাসকাসে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায় ।

অগস্ত্যহরীতকী। বিলছাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোন্ধুর, আলকুশী-বীজ, শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গল্পপিপ্পলী, আপাঙ্ক, পিপুলমূল, রক্তচিটা, বামনহাটী ও কুড় ; ইহাদের প্রত্যেকে ১০ তোলা, পুটলীবদ্ধ যবধান ৮ সের, হরীতকী ১০০ টা ; এই সমস্ত দুই মণ জলে পাক করিবে, ২০ কুড়ি সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া ঐ হরীতকীগুলি, যুত ১ সের ও তিল তৈল ১ সের দ্বারা যথাক্রমে ভাজিয়া পুরোক্ত কাথে মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে পুরাতন গুড় ১২০ সের প্রদান করিয়া যুত অগ্নিতে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, অগ্নি হইতে নামাইয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ সূর্য্যকাসের প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে, উহাতে মধু ১ সের মিশাইবে । মাত্রা—১০ অর্দ্ধ তোলা ও হরীতকী ১ টি ।

**কণ্টকার্যাদি অবলেহ :** বাতিক কাসে রোগীর অল্পজ্বর, কাস বা শ্লেষ্মাবিহীন থুথু উদগীরণ এবং কাসের প্রকোপজন্য পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এবং ঐ কাস দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করা হইবে ; বিশেষতঃ কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাস প্রবল হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী । প্রত্যেক কাস ও হিকা প্রভৃতি রোগেও, এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । অমুপান—উষ্ণজল ।

কণ্টকার্যাদি অবলেহ । কণ্টকারী ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেখ ১৬ সের । ছাকিয়া লইয়া ঐ কাথ যুত অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে ; অনন্তর কাথ গাঢ় হইলে, অগ্নি হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া গুলকের পালো, চই, রক্তচিটা, মুখা, কাকড়াশূদ্রী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা বামনহাটী, রান্না ও শটী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইন্ধুচিনি ২০ সের ( ১৬০ তোলা

এবং ঘৃত ও তিল-তৈল প্রত্যেকে ৩৪ তোলা, মধু ৩২ তোলা ও বাংশলোচন ৩২ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা—১০ অর্ঘ তোলা।

**বাসাবলেহ :** কতজ্বকাসে বা ক্ষয়কাসে রোগীর কাসের সঙ্গে ঈষৎ কৃষ্ণধর্ণ বা বিস্তৃত রক্ত নির্গত অথবা কেবলমাত্র মুখ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে এবং পার্শ্বে ও হৃদয়ে বেদনা জর ও হৃদয়ে দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রযোজ্য। বাতশ্লেষ্মপ্রধান কাসরোগে কাসের বেগ-বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উর্দ্ধগত রক্তপিতে মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ও তৎসঙ্গে জর থাকিলে অথবা শ্বাসকাসরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়।  
অমুপান—উষ্ণজল।

বাসাবলেহ। বাসকপরের স্বরস ৮৪ সের মূত্র অগ্নিতে কিছুক্ষণ পাক করিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ৮১ এক সের প্রদান পূর্বক পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে, উভয়ে মিশ্রিত হইয়া গাঢ় হইলে, উহাতে ঘৃত ১৬ তোলা ও পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা যথাক্রমে প্রদান করিয়া আলোড়ন করতঃ পাত্র নামাইবে এবং শীতল হইলে, মধু ৮১ সের উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ আনা বা ১০ আনা।

**কাসান্তকরস :** শ্লেষ্মিক কাসরোগে রোগীর গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং অল্পদিন সমুৎপন্ন বাতিক কাসে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উৎকাসি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাসের সহিত জর বিद्यমান থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অমুপান—পানেররস ও মধু অথবা আদাররস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় উল্লিখ্য।

**কাসকুণ্ডল :** শ্লেষ্মিক কাসরোগে গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা মুখ হইতে নির্গত হইলে বা বাতিক কাস অল্পদিন প্রকাশ পাইলে এবং ঐ কাসের প্রকোপবশতঃ বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও মস্তকে বেদনা এবং জর অমুভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—কোষ্ঠকাঠি থাকিলে, আদাররস ও সৈন্ধবলবণ বা তুলসী পাতাররস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসকুণ্ডল। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় উল্লিখ্য।

**অমৃতার্ণবরস :** বাতিককাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ শ্লেষ্মাবিহীন খুখুমাত্র নির্গত হইলে এবং রোগীর কাসের বেগবশতঃ হৃদয়, পার্শ্ব ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দিবে। কাসের সঙ্গে জ্বর থাকিলেও, ইহা প্রয়োগ করা যায়।

অমৃতার্ণবরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, রাস্না, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, রক্তচিটা, পদ্মগুলকের পালো, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বিষ; এই সকল ত্রব্য, সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**পঞ্চামৃত রস :** বাতিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ এবং শ্লেষ্মাবিহীন খুখুমাত্র নির্গত হইলে ও কাসের বেগবশতঃ হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং জ্বর বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলেও, ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অল্পপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু।

পঞ্চামৃত রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, জত্র ৪ তোলা ও বিষ ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দন করিবে। বটী-১ রতি।

**পুন্নন্দর বটী :** বাতিক কাসে রোগীর প্রবল কাসের বেগ অথচ শ্লেষ্মা উদগীরণ না হইলে এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদাররস ও মধু-সহ সেবন করিতে দিবে।

পুন্নন্দরবটী। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র ছাগী দুগ্ধে মর্দন করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

**চন্দ্রামৃতরস :** বাতিক, পৈত্তিক ও ক্লেম্মিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা ও জীর্ণজর প্রভৃতি উপসর্গ বিद्यমান থাকিলে, তাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কাসের প্রকোপ বশতঃ হৃদয়ে এবং

বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত ও শ্বাস লক্ষিত হয়, তাহা নিগ্গকেও, ইহা সেবন করান যাইতে পারে । অল্পপান—পানের রস ও মধু বা বাসক পাতার রস ও মধু অথবা পিপূলচূর্ণ ও মধু । কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও সৈন্ধবলবণ ।

চন্দ্রাহৃত রস । প্রভুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**কাসসংহারভৈরব রস :** বাতিককাসে রোগীর স্নেহাবিহীন থুথু উদগীরণ হইলে এবং কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের প্রবলতা, জীর্ণজ্বর ও হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, পিপাসা ও অন্ত্রাশ্র উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ঐ কাস দীর্ঘকালোৎপন্ন হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।—অল্পপান—বাসক, শুঠ ও কটকারী প্রত্যেকে দশ আনা লইয়া ৩২ তোলা জ্বলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ ।

কাসসংহারভৈরব রস । পায়দ, গন্ধক, অমৃতীকরণবিধান অনুসারে তাম্রভস্ম, অত্র, শঙ্খ-ভস্ম, সোহাগার বৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মর্দন করিয়া থুলকুড়ি, কেশুর্ধে, নিসিন্দা, কাক্‌মাটা, ঘলঘসিয়া, শালপাণী, গীমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাসক ; ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা বথাক্রমে ভাবনা দিবে । বটা ৫ রতি ।

**পিত্তকাসান্তক রস :** পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখে তিক্ততা, জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ বাসক পত্রের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে, তাহাও নষ্ট হয় ।

পিত্তকাসান্তক রস । অমৃতীকরণবিধি অনুসারে তাম্রভস্ম, অত্র ও কান্তলৌহ সমভাগে লইয়া কালকান্দলেহালের রস, বকপুষ্প ও অন্নবেতসের রসে বথাক্রমে ১ দিন মর্দন করিবে । বটা ৬ রতি ।

**চন্দ্রাহৃতলৌহ :** পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, বিশেষতঃ পিপাসা ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এবং ক্ষতজ কাস-রোগে বাতপিড়াধিক রোগীর রক্তবমন ও অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ

তাহাকে বাসকপাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। রক্তবমন হইলে, কচি দুর্ব্বার রস ও মধু সহ প্রযোজ্য।

চল্লায়ুত লৌহ। শুষ্ক, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, চই, জীরা ও সৈন্ধব-লবণ; এই সকল ঔষ্য সমভাগ এবং মনঃশিলা দ্বারা জাতিত লৌহ সর্ব্ব সমান, সমস্ত একত্র জলে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা :** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও কতজনিতকাসে রোগীর জীর্ণজ্বর, দাহ, পিপাসা, মুখশোষ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাসের প্রবলতা এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর কাস দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে আদার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনকালে স্তূতপক ব্যঞ্জনাদি সেব্য।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা। পারদ, গন্ধক, অত্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনঃশিলা, যবক্ষার সাক্ষিষাটী, সোহাগার ধৈ, বৃহৎরবীজ ও মরিচ; এই সমস্ত সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া জরজী, চিতামূল, বান, বেটুকোল, খলকুড়ী, সিদ্ধিপত্র, কেণ্ডুখা, ভূস্বাক, আদা ও নিসিন্দা-পাতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী—মটর প্রমাণ।

**শূকান্নাভ ও সার্বভৌম ক্লাস :** শ্লেষ্মিককাসে, পৈত্তিক কাসে ও ক্ষয়কাসে রোগীর গাঢ় শ্লেষ্মা অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত এবং মুখের স্বাদ মধুর বা তিক্ত বোধ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রকোপকালে রোগীর জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃৎশূল ও শরীরের ক্লান্ততা প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান থাকিলেও, ইহা সেবন করান যাইতে পারে। বাহ্যদের কাসরোগে অগ্নি দুর্ব্বল এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত, বমন ও শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত বলবর্দ্ধক, যক্ষ্মারোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মা ক্রমশঃ পরিপাক হইতে থাকে ও কাসের বেগ হ্রাস হইয়া আইসে। বাতশ্লেষ্মাপ্রধান কাসরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অল্পপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু অথবা বাসক পত্রের রস ও মধু।

শুদারাজ ও সার্কৌমরস । অত্র ১০ তোলা এবং কপূর, জরিয়া, বালা, গজপিন্ধী, তেজপাতা, লবঙ্গ, জটায়াসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইকুল ; ইহাদের প্রত্যেক ১০ তোলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেক ১০ আনা ; এলাইচ, জায়ফল ও গন্ধক ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, ও পারদ ১০ তোলা ; এই সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত করিয়া জলে পেষণ করিবে । বটী ২ রতি ।

ধ্বস্তন ১ তোলা পরিমাণে লইয়া উক্ত শুদারাজস্থিত অত্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিলে, তাহাকে সার্কৌমরস কহে । বটী ২ রতি ।

**কাসলক্ষ্মীবিলাস :** বাতিক, পৈত্তিক, শৈথিল্য ও ক্ষয়কাসে রোগীর জ্বর, হৃদয় ও পার্শ্ব-বেদনা, শরীরের অত্যন্ত ক্লান্ততা, পুনঃ পুনঃ কাসের প্রকোপ বশতঃ শ্বাসের প্রবলতা বা মুখ হইতে গাঢ় স্লেষ্মা নিঃসরণ, শ্বশ্বের তিক্ততা, দেহের পাণ্ডুতা, প্রমেহ-দোষ অথবা হস্ত বা পদাদি স্থানে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ সেবনকালে শাক, অন্নদ্রব্য এবং ভাজা-দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্তব্য নহে । পুষ্টিকরদ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধ ও মাংসযুষ প্রভৃতি অবস্থাতেই রোগীকে ব্যবস্থা করা উচিত । কাসরোগে জীর্ণদেহ ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিলে, বিশেষ উপকার হয় । অস্থপান—শীতল জল ।

কাসলক্ষ্মীবিলাস । বঙ্গ, লৌহ, অত্র, অমৃতীকরণ নিরমাসুসারে তাত্রস্তন, কাঁসা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং খর্পর ৪ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া কেণ্ডারসে ও কুলথকলারের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া পরে উহার সহিত এলাইচ, জাতীকল, তেজপাতা, লবঙ্গ, বমানী, জীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তগরপাণ্ডুকা, দারুচিনি ও বংশলোচন ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় কেণ্ডার্যে ও কুলথকলারের কাথে মর্দন করিবে । বটী-বুট অম্বাণ ।

**বিজ্ঞানটৈভক্কননস :** কাসরোগে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এবং হৃদয়, পার্শ্ব অথবা সর্বাঙ্গে বেদনা প্রকাশ পাইলে, সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রদান করিবে । কাসের সহিত জ্বর, প্রীহা বা বক্ত-বৃদ্ধি ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা বাইতে পারে, কিন্তু, ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগীকে এই ঔষধ কদাপি প্রদান করিবে না । অস্থপান—আদার রস ও মধু ।

বিজ্ঞানটৈভক্কননস । পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অত্র, হরিতাল, বিড়ল, রেণুকা, বুধা,



এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিটা এবং শোধিত জৈপাল বীজ ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং পুরাতন গুড় ২ তোলা একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

**জন্মাণ্ডিকা :** কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এবং জীর্ণজ্বর, প্রমেহদোষ ও গাত্র-বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন শ্বতিকারোগে কাস দৃষ্ট হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। কাসরোগে পাণ্ডুতা, কামলা, অরুচি, হৃদয়ে-বেদনা এবং প্রীহা বা যকৃৎ-বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। ইহা দুর্বল, ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসাক্রান্ত ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না। অহুপান—আদার রস ও মধু।

**জাণ্ডিকা :** পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুড়চিহাল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, মুখা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুকা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিটা ও শোধিত জৈপাল, বীজ ; ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ ও পুরাতন গুড় ২ ভাগ ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

**পুশ্পানুপ্ররস :** লৈঙ্গিক কাসরোগে রোগীর মুখ হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা অত্যধিক নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, হৃদয় ও পার্শ্ব-প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও শরীরের ক্লান্ততা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মা শীঘ্রই পরিপাকপ্রাপ্ত হয় এবং জ্বর ও কাসের বেগ হ্রাস পায় ; সুতরাং কাসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যিক। শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে, সেবন করাইবে না। অহুপান—পানেররস ও মধু।

**পুশ্যনুপ্ররস :** স্বপিস্প্র, অভ্র, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতিফল ও পিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং ছোট এলাইচ ১ তোলা ও কস্তুরী ১০ অর্দ্ধতোলা ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

**কাঞ্চনাঙ্কুরস :** ক্ষয়কাসরোগে রোগীর পুষ্ণ বা রক্ত-সংযুক্ত শ্লেষ্মা বা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং হৃদয় ও পার্শ্ব-প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রবল জ্বর ও প্রমেহদোষ অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন কারতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। এই ঔষধ যক্ষ্মারোগে ব্যবহৃত হয়। পৈত্তিক ও

শৈথিল্য কাসে রোগীর প্রবল জ্বর ও শরীরের কুশৃতা বিস্তারিত থাকিলে, ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় ।

কাফনাজকস । বর্ণ, বর্ণসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অত্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, কস্তুরী ও মনঃশিলা; ইহাদের প্রত্যেককে সমভাগে লইয়া কলে মর্দন করিবে । বটা ২ রতি ।

**তরুণানন্দরস :** বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষয় ও ক্ষতজকাসে রোগীর শরীর অতি কুশ হইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ কাসের প্রকোপ, তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাতিক কাসে মুখ হইতে স্লেষ্মাবিহীন থুথু ও ক্ষয়কাসে রক্ত বা পুষ মিশ্রিত স্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কাসের সঙ্গে অরুচি, কামলা এবং হস্ত পদাদিতে শোথ প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে । পুরাতন কাসে ইহা অতি উপকারী । শ্বাসকাসরোগেও ইহা প্রয়োগে অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায় ।

তরুণানন্দরস । প্রস্তুতবিধি ২১১ পৃষ্ঠায় উল্লিখ্য ।

**নিত্যোদয়রস :** বাতিক, পৈত্তিক ও শৈথিল্যকাস দীর্ঘ-কালব্যাপী হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, অরুচি বা প্রমেহ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, অথবা ক্ষয়কাসে বা রাজস্বক্ষারোগে ঐ সমস্ত লক্ষণ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । কাসের প্রকোপ বশতঃ হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । বিশেষতঃ পুরাতন কাসের সহিত জীর্ণজ্বর, প্রমেহ, পাণ্ডু অথবা কামলা দোষ থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । ইহা পুষ্টি ও বলবর্দ্ধক । অল্পপান—স্লেষ্মা তরল থাকিলে, পিপ্পলচূর্ণ ও মধু । স্লেষ্মা শুষ্ক হইলে ও কাসের প্রবলতা থাকিলে, বাবুই তুলসীপাতার রস ও সৈন্ধবলবণ । কাসের সহিত রক্ত-মিশ্রিত স্লেষ্মা নির্গত হইলে, বাসক পাতার রস ও মধু ।

নিত্যোদয়রস । শোধিত গারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া বধা নিরসে কন্ডলী করিবে । অনন্তর ঐ কন্ডলী ৫ তোলা লইয়া উহাকে বিঘ্রহাল, গুণিরারী, শোণহাল, পাভার, পারুল, বেড়োলা, মুখা, পুনর্বা, আমলকী, বৃহতী, বাসক, ডুমিকুয়া ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রস (অভাবে কাঞ্চ) দ্বারা ভাবনা দিবে; তৎপরে উহার সহিত বর্ণা • আনা, রৌপ্য ১০ আনা বর্ণনাসিক ১০ আনা, অত্র ৮ তোলা, কপূর ৫ তোলা এবং জাভীকল, জরিয়া, জটামাসী তালীশপত্র, ছোট এলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা

মিশ্রিত করিয়া বাসক পত্রের রসে মর্দন পূর্বক পুনরায় ভূমিকুখাণ্ডের রসে মর্দন করিবে।  
বটী ২ রতি।

**বসন্ততিলক রস :** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, ক্ষয় অথবা ক্ষতজরপে রোগীর শরীর অত্যন্ত কুশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পুষ্ণ বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিম্বা কাসের সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। কাস দীর্ঘকালব্যাপী ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কুশ হইলে, এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগীকে এই ঔষধ শরীরের বলরক্ষার্থ সেবন করান আবশ্যক। ইহাতে শারীরিক বল বৃদ্ধি পায়। শ্লেষ্মাধিক বা বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির হৃদরোগে, প্রথমক শ্বাসরোগে (ইপিথে) এবং পুরাতন কাসের সঙ্গে জ্বর ও প্রমেহ-দোষ থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।  
অমুপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

বসন্ততিলকরস। ঐর্ষ ১ তোলা, অন্ন ৩ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, ঐর্ষসিন্দূর ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, ও প্রবাল ৪ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দন পূর্বক গোন্ধুর কাথ, বাসকপত্ররস ও ইন্ধুরস দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে; অনন্তর কস্তুরী ১ তোলা ও কপূর ১ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

**চ্যবনপ্রাশ :** বাতিক কাসরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কাসের সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যে সকল ব্যক্তির কাসের প্রকোপ বশতঃ শরীর অত্যন্ত কুশ ও দুর্বল, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ প্রশস্ত। ক্ষতকাস ও ক্ষয়কাস রোগে পুষ্ণ বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং জ্বর ও অন্ত্রাঘ উপদ্রব না থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পুরাতন কাসরোগে বায়ু ও পিত্তপ্রবল শরীরে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করান যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তির কাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বালকদিগকেও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। প্রথমক শ্বাস-রোগে (ইপি) কুশ ও দুর্বল বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে এবং হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মারোগে ইহা প্রযোজ্য। এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নি ও বলবর্ধক এবং পুষ্টিকর।  
অমুপান—মধু।

চ্যবনপ্রাশ। বিদ্যুহাল, গগিয়ারীহাল, সোণাহাল, গাভারীহাল, পারুলহাল, বেড়েলা, শালগাণী, টাকুল, যুগাণী মাথাণা, পিপুল, গোন্ধুর, বৃহতী, কটকারী, কাকড়াশুকী ভূই-আমলা, জাফা, জীবাণী, কুড়, অঙ্কুর, হরীতকী, ওলক, বেড়েলা, ওলক, ভূমিকুখাণ্ড, শঙ্গী,

মুখা, পুনর্বা, অবগদা, ছোটএলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুশাও, বাসকহাল, কাকোলী ও কাকজন্ডা, ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা, পোটলীবদ্ধ গোটা হুপক এবং সরস আমলকী ৫০০ শত (৭৮০ ছটাক), এই সমুদয় ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ বস্ত্রগুণে ছাকিয়া লইবে; অনন্তর আমলকীর বীজগুলি কেলিয়া চটকাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইয়া ঐ আমলকীকে গব্য ঘৃত ৪৮ তোলা ও তিল তৈল ৪৮ তোলা উত্তর মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভাঙ্গিয়া লইবে। পরে ঐ কাথের সহিত মিছরী ৬০ সের মিশ্রিত করিয়া ভর্জিত আমলকীর সহিত পাক করিবে; সেহবৎ ঘন হইলে, উহাতে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, তেজপাতা ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। যখন উহা স্রঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হইবে এবং বটিকাকারে পরিণত করা যাইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। শীতল হইলে, উহাতে মধু ৪৮ তোলা দিবে। মাত্রা ১০ হইতে ১ তোলা।

**দশমূলষট্‌পলকবৃত্ত :** বাতিক কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের কুণ্ঠতা এবং কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রঃকাশ, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং স্নৈয়িক কাসের রোগীর শরীরের কুণ্ঠতা ও গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। কিন্তু, কাসরোগীর উদরাময়, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে কখনও সেবন করিতে দিবে না। যাহাদিগের অগ্নি সর্বল অর্থাৎ ঘৃত সেবনে অম্লোদগার বা পাতলা দান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ঘৃতপান ব্যবস্থা করিবে। অমুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

**দশমূলষট্‌পলকবৃত্ত।** গব্য ঘৃত ৮ সের যথানিয়মে মুছাঁপাক করিবে। কাথা জব্য—বিড়হাল, শোণাহাল, পাভারোহাল, পারুলহাল, গণিয়ারী, শালপাণী চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও পোন্ধুর; এই সকল ত্রব্য সমভাবে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্ষর্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিটা, গুঁঠ, ও ববকার; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা।

**ছাগলাদ্যবৃত্ত :** বাতিক, পৈত্তিক ও স্নৈয়িক কাসের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত কুশ হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদয়, পার্শ্বদেশে বা অন্ত্রান্ত্র স্থানে বেদনা, শ্বাস ও জীর্ণজর দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কতজ ও কক্কাসরোগে শ্লেষ্মাংশুত পূর্ব বা রক্ত

অথবা স্নেহাবিহীন রক্ত নির্গত ও রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে । যাঁহাদের কাসের সঙ্গে উদরাময়, প্রবল জ্বর অথবা হৃৎ বা পদাদি স্থানে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে এই ঘৃত সেবন করাইবে না । এই ঘৃত অত্যন্ত বলবর্দ্ধক ও মাংসবর্দ্ধক । ইহা হৃৎরোগ ও যক্ষ্মারোগে প্রয়োগ করা যায় । অস্থপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

হাগলাস্ত্রঘৃত । গব্যঘৃত ১৪ সের । যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে । কাথ্য দ্রব্য—মপুংসক হাগমাংস ১২৪০ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । কক্ষদ্রব্য—বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, অবগন্ধা, অনন্তমূল, তুলসী, ভূমিকুমাণ্ড, কাকোলী ও কীরকাকোলী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা । যথানিয়মে পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে, শীতল হইলে ইক্ষুচিনি ১ সের ও মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ তোলা ।

**বাসাচন্দনাদি তৈল** । পুরাতন কাসরোগে রোগীর শরীর ক্লান্ত এবং তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই তৈল তাহার গাত্রে মালিশ করিতে দিবে । কাসের প্রকোপ বশতঃ কাসের প্রবলতা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই তৈল ২০/৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করান যাইতে পারে । এই তৈল যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগে প্রয়োগ করা যায় । কাসের সঙ্গে জ্বর, শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দন ও পান করিতে দিবে না । বাতাদিক ও ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী । বাতিককাস, ক্ষয়কাস, ক্ষতজ কাস ও তমককাসরোগে এই তৈল প্রয়োগে অধিক উপকার পাওয়া যায় ।

বাসাচন্দনাদি তৈল । তিলতৈল ১৬ সের, কাথ্যদ্রব্য—বাসকছাল ১২৪০ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । দধির দাত ১৬ সের । তক্তচন্দন, তুলসী, বামনহাটীর মূল ও বটকায়ী ; ইহাদের প্রত্যেক ২৪০ সের এবং বিবছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেক ১৬ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । কক্ষদ্রব্য—রক্তচন্দন, রেণুকা, শোণিত বটানী, অবগন্ধা, গম্বতাম্বুলে, দারুচিনি এলাইচ, ভেঙ্গপাতা, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, অবগন্ধা, অনন্তমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, রান্না, বটমধু, শৈলজ, শট, কুড়, দেবদারু জিরণু ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

## কাসরোগে—পাণ্ডু ও কামলা চিকিৎসা।

**নবাস্কাসলৌহঃ**। পৈত্তিক, ক্লম, কতজ অথবা অন্যান্য কাসে বিবিধ কারণে শরীরের পাণ্ডুতা বা কামলা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কাসের সঙ্গে, জ্বর, দাহ, শরীরের ক্লান্ততা এবং পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

নবাস্কাস লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**অষ্টাদশাঙ্গলৌহঃ**। কাসরোগে বিবিধ কারণে পাণ্ডু বা কামলা লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর উদরাময়, জ্বর, শোথ, প্রমেহ বা অন্যান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তাশ্রিত কাসে অথবা ক্লম ও কতজ কাসে, কামলা বা পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৬৮ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

## কাসরোগে—রক্তবমন-চিকিৎসা।

**এলাদিগুড়িকাঃ**। কতজ বা ক্লমকাসে রক্তবমন হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যায় কিম্বা অবস্থান্তরে প্রত্যহ দুই তিনবার সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—উষ্ণ জল।

এলাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**বাসাখণ্ডঃ**। কতজ বা ক্লমকাসে রোগীর রক্ত বমন বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও উৎকাসি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস, প্রত্যঙ্গ শ্বাস, শ্বাস্তা এবং উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে অতি উপকারী, পরন্তু, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। অল্পপান—জল।

বাসাখণ্ড। বাসকমূলের ছাল ৮০০ তোলা, জল ১০০ সের, শেব ২৫ সের। এই কাথ হাকিয়া ইন্ধুহিনি ৮০০ তোলা মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। অনন্তর পাকবাসনে চরিতকী চূর্ণ ১৮ সের প্রদান করিবে। পাক শেষ হইলে চূরা হইতে পান্য অবতরণ করিয়া উহাতে পিপ্পলচূর্ণ ১০ তোলা এবং দারুচিনি, তেজগাতক, এলাইচ ও নাসেবন; ইহাদের প্রত্যেকের

চূর্ণ ৬ তোলা প্রদান করিবে । ঔষধ শীতল হইলে, উহাতে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ।০ আনা বা ১০ তোলা ।

**শর্করাদ্যলৌহ :** পিত্ত বা বাতপিত্তপ্রধান রোগীর ক্ষতজ বা কক্ষকাসরোগে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে । অল্পপান—কচি দুর্বার রস ও মধু ।

শর্করাদ্যলৌহ । ইক্ষুচিনি, কৃষ্ণতিলের শাস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুখা ও রক্তচিটা ; এই সকল জব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ ; এই সকল মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

**শতমূল্যাদ্যলৌহ :** বায়ুপিত্তপ্রধান রোগীর পৈত্তিক কাস রোগে বমন এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত রক্তবমন অথবা কেবলমাত্র রক্ত বমন দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—কচি দুর্বার রস ও মধু ।

শতমূল্যাদ্যলৌহ । শতমূলী, ইক্ষুচিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুখা, রক্তচিটা এবং কৃষ্ণতিলের শাস ; তহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ, মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিবে । বটী ৪ রতি ।

## কাসরোগে—স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা ।

**ভৈরবরস :** কাসরোগের প্রথম অবস্থায় স্বরভঙ্গ ও শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে এবং গাঢ় শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—উষ্ণজল ।

ভৈরবরস । পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার শৈ, মরিচ, চৈ ও রক্তচিটা ; এই সকল জব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রস দ্বারা মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি ।

**জ্যাকাজ :** কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় স্বরভঙ্গ ও শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, অথবা, রক্ত বা পু্যসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু ।

জ্যাকাজ । অজভ্রম ৮ তোলা লইয়া উহাকে কণ্টকারী, বেড়েলা, গোস্কর, দ্ব্যতকুমারী পিপুলমূল, ভূস্বরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলক ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে (অতলে কাথদ্বারা, পৃথক পৃথক ভাবনা দিবে । বটী ১ রতি ।

কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা, কাসাশ্রিত জীর্ণজ্বর এবং হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপজীবসমূহের চিকিৎসা কাসরোগের নির্দিষ্ট ঔষধে বর্ণিত

হইয়াছে। প্রবল জ্বর, উদরাময়, শোথ এবং যকৃৎ ও প্লীহা-বৃদ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্য কাসের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, তাহার চিকিৎসা যথাবিধি করিবে। শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি কাসের সহিত দৃষ্ট হইলে, শোথ ও উদরাময়ের চিকিৎসাহুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে। প্রবল কাসে রোগীর শ্বাসের অত্যধিক বেগ অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে, বিরোচনার্থ বিজয়ভৈরবরস ও জয়াণ্ডড়িকা প্রভৃতি প্রদান করিবে অথবা অন্ত্যন্ত যুহুবিরেচক ঔষধও অবস্থাহুসারে বিবেচনা পূর্বক সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

### কাসরোগে—পথ।

কাসরোগে শালি ও ষষ্টিক তত্বুলের অন্ন, গোধূম, শ্রামাধান, যবধান এবং মাষকলায়, মুগ ও কুশকলায়ের যুষ, গ্রাম্য ( ছাগাদি ) আহুপ ও মকদেশজ প্রাণীর মাংসের যুষ, পুরাতন ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতোশাক, কাক-মাচী, বেগুন, কচি মূলা, কালকাম্বুদা, স্বর্ণশীশাক, কিসমিস, তেলাকুচা-শাক, ছোলকলেবু, রসোন, উষ্ণ জল ও ছোট এলাইচ, এই সমস্ত দ্রব্য রোগীর পক্ষে হিতকর। কাসরোগের নূতন অবস্থায় জ্বর বা অন্ত কোনও রোগ তৎসঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলে, উষ্ণজলে রোগীকে স্নান করান কর্তব্য; ঐ অবস্থায় শীতল জল পান ও শীতল জলে স্নান এবং শীতল অথচ জলীয়ামূল্য বহুল দ্রব্য অর্থাৎ ইক্ষু, শাকআলু ও শশা প্রভৃতি ফল ও মূল এবং কক্ষজব্য সেবন কর্তব্য নহে। কাস পুরাতন হইলে, বিশেষতঃ রোগীর শরীর কৃশ হইলে, বাতিক, পৈত্তিক, কফ ও ক্ষতজ কাসে দুগ্ধ ও মীংসযুষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। কফ ও ক্ষতজ কাসরোগে মৈথুন, রৌজ এবং বিরোচক ঔষধ অত্যন্ত অহিতকর।

### রাজযক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা।

**অক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ ?** বহু ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্ত ও পদদ্বয়ে অধিক তাপ এবং সর্বদা অবিচ্ছেদী জ্বর; রাজযক্ষ্মারোগের এই-তিনটি সাধারণ লক্ষণ।

**বাতিক অক্ষ্মারোগের লক্ষণ ?** বরডল, বহু ও পার্শ্বদ্বয়ে সর্বোচ্চ এবং শূলবিদ্ধবৎ বেদনা; এই তিনটি বাতিক যক্ষ্মার লক্ষণ।



**পৈত্তিক অঙ্গান্ন লক্ষণ :** জ্বর, দাহ, অতিসার ও মুখ হইতে রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মার উল্লীষণ অথবা রক্তবমন ; এই চারিটী পৈত্তিক অঙ্গান্ন লক্ষণ ।

**শ্লেষ্মিক অঙ্গান্ন লক্ষণ :** মাথায় ভারবোধ, অকচি, কাশ, গলায় হুড়্ হুড়্ করা অথবা উৎকাসি ; এই চারিটী শ্লেষ্মিক অঙ্গান্ন লক্ষণ ।

**ব্যায়ামশোষের লক্ষণ :** ব্যায়াম অর্থাৎ মৈথুনের আধিক্যপ্রযুক্ত যে শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যায়ামশোষ কহে । এই রোগে শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ লিঙ্গ ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, সহবাসকালে বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের নির্গমন, শরীরের পতুতা, শুক্রক্ষয়-হেতু বায়ুর প্রকোপবশতঃ মজ্জা, অস্থি, মাংস, মেদ, রক্ত এবং রসদাত্ত যথাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে ।

**শোকজ শোষের লক্ষণ :** বন্ধুবিরোগে সর্বদা চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির ক্রমশঃ শোকজ শোষ উৎপন্ন হয় । এই রোগে শরীর ক্রমশঃ শিথিল এবং পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় ও শরীরস্থ দাত্তসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে ।

**জরাশোষের লক্ষণ :** বার্দ্ধক্যহেতু ক্ষয় উৎপন্ন হইলে, তাহাকে জরাশোষ কহে । জরাশোষাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ কৃশ এবং বীৰ্য্য, বল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি অল্প হয় । শরীরের কম্প, অকচি, ভগ্নকাংশপাত্ত এবং শ্বস, শ্লেষ্মাবিহীন শুষ্ক কাশ (খৃৎ) নিঃসরণ, দেহের শুষ্কতা, চিত্তের অস্থিরতা, মুখ, নাসিকা ও চর্ম্ম হইতে জলস্রাব, শুষ্ক মল নির্গমন এবং দেহের ক্ষুধা ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

**অধ্বশোষের লক্ষণ :** অধিক পথ-ভ্রমণ বশতঃ যে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধ্বশোষ কহে । ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গ শিথিল, দেহের কান্তি ভীর্ণিত ত্রব্যের দ্বায় রুক্ষ, শরীরের স্পর্শশক্তিহীনতা, ক্লান্তিবোধ এবং কঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে ।

**ব্যায়ামশোষের লক্ষণ :** অধিক শারীরিক ব্যায়াম বশতঃ যে ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যায়ামশোষ কহে । এই রোগে পূর্ব্বোক্ত অধ্বশোষের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ক্ষয়ভিন্ন উরঃকণ্ঠের অস্ত্রাঙ্গ উপসর্গ বিদ্যমান থাকে ।

**ব্রণশোষের লক্ষণ :** কোন স্থানে ব্রণ জ্বিলে, রক্তস্রাব এবং বেদনা ও আহারের অক্ষমতা বশতঃ শোষ হইলে, তাহাকে ব্রণশোষ কহে । এই রোগ অসাধ্য ।

**উন্নঃক্ষতের সাধারণ লক্ষণ :** যক্ষ্মাকর্ষণ, শুষ্কতার বহন, উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান অশ্ব ও গো প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক ধারণ, প্রশস্ত নদী পার হওয়া, ধাবমান অশ্বের সহিত বেগে গমন, দূরে লক্ষ প্রদান এবং অস্ত্রান্ত্র বিবিধ কারণে বক্ষঃস্থলে ক্ষত হইলে অথবা অত্যধিক জ্বী-সহবাস বা কক্ষ ও অল্পপরিমিত অন্ন ভোজনে বায়ু কুপিত হইলে, উন্নঃক্ষতরোগ উৎপন্ন হয় । এই রোগে বক্ষঃস্থল ভগ্ন, বিদীর্ণ বা ছিদ্রা বিভক্তপ্রায় অল্পমিত হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কক্ষ উপস্থিত হয়, ক্রমশঃ বীৰ্য্য, বল, বর্ণ, আহারে অরুচি ও অগ্নিবল নিম্নেজ হইতে থাকে এবং জ্বর, শরীরে বেদনা, মনের মানি ও পাতলা দান্ত প্রকাশ পায় । কাসের সহিত পচা, দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ, গ্রন্থিবৎ ও রক্তসংযুক্ত স্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হয় । বক্ষঃক্ষত-হেতু বিশেষতঃ জ্বী-সহবাস দ্বারা শুষ্ক ও ওজোহাত্তর ক্ষয় হইলে, উন্নঃক্ষত রোগীও অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।

**উন্নঃক্ষতের বিশিষ্ট লক্ষণ :** বক্ষঃস্থলে বেদনা, রক্ত-বমন ও প্রবল কাস, এই সকল লক্ষণ উন্নঃক্ষতরোগীকান্ত ব্যক্তির প্রকাশ পায় ।

**উন্নঃক্ষতজাত ক্ষয়রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ :** শোবাকান্ত রোগীর রক্তের সহিত মূত্র নির্গত হয় এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা জন্মে ।

## রাজযক্ষ্মারোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

বাতিক, পৈত্তিক ও স্নৈয়িক যক্ষ্মারোগের সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ সান্নিপাতিক লক্ষণাক্ত যক্ষ্মারোগী অসাধ্য ।

অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্ত-বমন ও স্বরভঙ্গ ; এই ছয়টি লক্ষণাক্ত যক্ষ্মারোগ অসাধ্য ; অথবা কাস, অতিশয়, পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি এবং জ্বর ; এই ছয়টি লক্ষণাক্ত রোগও অসাধ্য ।

কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত এই তিনটি লক্ষণাক্ত যক্ষ্মারোগ অসাধ্য ।

উল্লিখিত ১১ একাদশ বা ছয় অথবা তিনটি লক্ষণাক্রান্ত রোগীর মাংস ও বলক্ষয় হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ; কিন্তু, রোগী সবল এবং পরিপুষ্ট থাকিলে, উল্লিখিত তিন, ছয় বা একাদশ লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, তাহাকে চিকিৎসা করিবে ।

অধিক ভোজী অথচ ক্ষয়প্রাপ্ত অতিসারাক্রান্ত এবং মুষ্ণু ( অণুকোষ ) ও উদরে শোথযুক্ত যক্ষ্মারোগীকে পরিত্যাগ করিবে ।

যে যক্ষ্মারোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ ও অন্ন ভোজনে বিবেষ জন্মে এবং যে রোগী উৰ্দ্ধ-খাসে পীড়িত ও কষ্টসহকারে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব করে, সেই সকল যক্ষ্মারোগী বিনষ্ট হয় ।

যক্ষ্মারোগীর সহস্র দিন অতীত হইলে, ঐ যক্ষ্মারোগ সাধ্য ।

সৰ্বদা অরবিহীন, বলবান, বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়া-সহিষ্ণু, লোভসংবরণ-সমর্থ, দীপ্তাগ্নি ও অক্লশ ব্যক্তির রোগ সাধ্য ।

## রাজযক্ষ্মারোগ চিকিৎসা-বিধি ।

যক্ষ্মা, ক্ষয় এবং শোষ ইহাদের ধাত্বর্থে প্রভেদ থাকিলেও আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে ঐ তিনটি শব্দ একই রোগার্থ-বাচক । এই ত্রিবিধ শব্দের একই অর্থ শাস্ত্র-কারগণ নির্ণয় করিয়াছেন । বিবিধ কারণে রসাদি ধাতুর যথাক্রমে শোষণ বশতঃ ইহাকে শোষ কহে অর্থাৎ রসধাতুর পথ রুদ্ধ হইলে, তৎপরবর্তী ধাতু-সকল অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র যথাক্রমে অম্ললোমভাবে শুষ্ক হইতে থাকে ; এবং রতিক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ধাতুক্ষয়বশতঃ পূর্ববর্তী ধাতু-সকল প্রতিলোম ভাবে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে ও মানব শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হয়, ইহাকে ক্ষয় কহে । ফলতঃ রসাদি ধাতুর অম্ললোম ভাবে ক্ষয় এবং শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতির প্রতিলোম ভাবে ক্ষয়, এই উভয় কারণেই ক্ষয় অর্থাৎ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয় । ব্যাঘ্র শোষের লক্ষণ পূর্বে বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতি ধাতুর প্রতিলোম ক্ষয়বশতঃ উৎপন্ন হয় । জ্বরশোষ, অধরশোষ ও শোকজশোষ প্রভৃতি রোগে ধাতুসমূহের ক্ষয় হয় । ব্যাঘ্রামশোষ ও উন্নত রোগের লক্ষণ প্রায়শঃ তুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, উন্নতরোগে হৃন্ হৃন্ ক্ষত হওয়ার রক্ত বা পুষ্টি কাসের সহিত নির্গত হয়, ব্যাঘ্রাম

শোষরোগে ফুস্ফুসে সেইরূপ ক্ষত না হইলেও, তাহার লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। বাতিক, পৈত্তিক ও স্নৈয়িক যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ রোগারম্ভে প্রকৃত রোগ অল্পমান করা অনেক স্থানে কষ্টকর হয়, কারণ রোগারম্ভে লক্ষণগুলি সম্যকরূপে প্রকাশ পায় না, অল্প জ্বর, কাস ও তৎসঙ্গে দুই একটা লক্ষণমাত্র প্রকাশ পায়। কাহারও জ্বর, প্রমেহ, উৎকাসি অথবা সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং হৃদয়ে ও স্বচ্ছদেশে সামান্য বেদনা অনুমিত হয়, সর্দি ও কাস ক্রমশঃ গাঢ় হয়। তৎসঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, কাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাসে অধিক পরিমাণে স্লেষ্মা নির্গত হয়, এই স্লেষ্মা কাহারও রোগের আক্রমণের সঙ্গে গাঢ় হয়, ক্রমশঃ স্লেষ্মা ঈষৎ পীতবর্ণ ধারণ করে, আবার কাহারও স্লেষ্মা সম্পূর্ণ হরিভ্রাত লক্ষিত হয়, উহা দেখিতে পক-স্লেষ্মাবৎ প্রতীয়মান হয়, শরীরও তৎসঙ্গে শীর্ণ হইতে থাকে এবং জ্বর বৃদ্ধি পায়, অনেক স্থানে স্লেষ্মা ক্রমশঃ ঘন হইতে দেখা যায়, কক্ষের আধিক্য বশতঃ কাহারও স্লেষ্মা রাজিকালে অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, অবস্থাবিশেষে কাসের বেগবশতঃ রোগীর বমন লক্ষিত হয়, বাতাদি দোষভেদে কাসের বেগ-বশতঃ রক্ত-মিশ্রিত স্লেষ্মা দৃষ্ট হয়, রোগের প্রকোপের সঙ্গে ক্রমশঃ রক্ত এবং স্লেষ্মা উভয় অধিক পরিমাণে নির্গত হয়; সকল অবস্থায় রক্ত নির্গত হয় না, বাতাদি দোষভেদে বিপুল স্লেষ্মা, রক্ত-মিশ্রিত স্লেষ্মা বা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় এবং স্বরভঙ্গ, শ্বাসের প্রবলতা ও স্বচ্ছদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগে নিম্নত জ্বর, গলায় হুড়্ হুড়্ করা, সর্বদা মানিবোধ, স্বচ্ছদেশে ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, কাসের বেগকালে অল্প বা অধিক শেয্মার নিঃসরণ অথবা রক্তমিশ্রিত স্লেষ্মার নিঃসরণ ও শরীরের কৃশতা; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। অস্তান্ত যে সমস্ত লক্ষণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, দোষের হ্রাসবৃদ্ধি বশতঃ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় জ্বর ও ফুস্ফুসের পীড়ার আধিক্য হয় এবং প্রমেহদোষ, মূত্রাধিক্য বা প্রস্রাবে খড়্গোলার দ্বায় পূরোক্ত চিহ্ন প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

ব্যায়শোষ ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে প্রাপ্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, এই সমস্ত শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগে জ্বর, কাস ও শরীরের কৃশতা কখনো

লক্ষিত হয়, অনন্তর রোগ-বৃদ্ধির সঙ্গে বিবিধ অরিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ উদরাময়, শোথ ও অকচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে। যক্ষ্মারোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, জরের প্রবলতা, কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, স্বচ্ছদেশে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, শোথ ও প্রমেহদোষ ইত্যাদি লক্ষণ দোষভেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তপিত্ত-রোগেও এই সমস্ত লক্ষণের অনেকগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, কিন্তু, বক্ষ্যমান রক্তপিত্তের লক্ষণসমূহ দ্বারা যক্ষ্মারোগের বিশেষত্ব নির্কীচন করিয়া লক্ষণভেদে অর্থাৎ যাহাতে জর নিবৃত্ত থাকে ও অন্তান্ত উপসর্গ সমূহ ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এরূপ ঔষধ প্রদান করিবে। যক্ষ্মারোগে জরই প্রধান উপদ্রব, এই জর সর্বদাই হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং জরাদি উপদ্রবনাশার্থ ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য; উপদ্রব নাশ হইলে, মুখ্যরোগ-নাশক ঔষধ প্রদান করিবে।

**যক্ষ্মারোগে-জ্বর :** যক্ষ্মারোগে জর-নিবারণার্থ কাঁকনা-স্রুস, বৃহৎবসন্ততিলক, রাজমুগা কিংবা কনকজ্বলরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন কবিত্তে দিবে, কিন্তু, জর প্রবল হইলে, কেবল-মাত্র এই সমস্ত ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া এই সমস্ত ঔষধ এবং জরাধিকা-রোক্ত মহারাজ-বটী, বৃহৎ কন্তুরীভৈরব (ভাবনার), জরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎচুড়ামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রদান করিবে; জরাধিকারে মধ্যজ্বর ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা বাতশ্লেষ্মানাশক অথচ ধাতুপোষক যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিবেচনা পূর্বক প্রদান করা একান্ত কর্তব্য; যেহেতু যক্ষ্মারোগে জর প্রবল ও শ্লেষ্মদোষ সর্বদাই বিদ্যমান থাকক। পুরাতন অবস্থায় জর হ্রাস পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে অথবা জর সময় বিশেষে প্রকাশ পাইলে, বৃহৎ সর্বজ্বরহরলৌহ ও জয়মঙ্গলরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা যায়, কিন্তু যক্ষ্মারোগীর জর-বেগ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া এই সমস্ত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। মুখ্যরোগনিবৃত্তির সহিত রোগীর জরের বেগ সময় সময় হ্রাস পায় বটে; কিন্তু, তৎক্ষণ উদাত্ত প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। এই রোগে জর নিবারণার্থ জরয় তীক্ষ্ণবীৰ্য বা অধিক বিবাক্ত দ্রব্যে প্রস্তুত মৃত্যুঞ্জয়রস, শঙ্খনাথ রস ও জরকুলান্তক প্রভৃতি ঔষধ কখনও রোগীকে

সেবন করাইবে না; অথবা রোগীকে লম্বন (উপবাস) করাইয়া অন্ন দ্বাস করিবার চেষ্টা করিবে না, যেহেতু অন্ন নিবৃত্তি না হইলে, অন্ন কদাপি নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ বা উপবাস দ্বারা ক্রুররোগীর বিবস অনিষ্ট ঘটে। অন্ন বিচ্যমান থাকিলেও, বল রক্ষার্থ অন্ন, মাংসবৃৎ ও দুগ্ধ সর্বতোভাবে প্রদান কর্তব্য। অবস্থাবিশেষে রাত্রো দুগ্ধ ও কটী প্রদান করিবে।

**যক্ষ্মারোগে-রক্তবমন :** রক্তবমন যক্ষ্মারোগের একটি প্রধান উপদ্রব, পিত্তের আধিক্য বশতঃ ঐরূপ বমন হয়; তবে সমস্ত যক্ষ্মারোগীর রক্ত-বমন হয় না। অনেকস্থলে রক্ত শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ কাসের সঙ্গে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় উহা রক্তপিত্ত কি যক্ষ্মারোগ, তদ্বিশয়ে সন্দেহ হইতে পারে, যেহেতু উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে বক্ষ-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হয় এবং শ্বাস কাস ও অন্ন প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিচ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় অন্নের সর্বদা বেগ ও স্বচ্ছদেশে বেষনা প্রভৃতি বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উভয় রোগের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিবে; কিন্তু রোগের লক্ষণসমূহ সম্যক প্রকারে প্রকাশিত না হইলে এবং রোগ নিরূপণ করিতে না পারিলে, যাহাতে উভয় রোগের নিবৃত্তি হয়, ঐরূপ ঔষধ প্রদান করিবে। শান্ত্রোক্ত কতকগুলি ঔষধ উভয়রোগ নিবর্তক, হুতরাং শ্লেষ্মামিশ্রিত রক্তবমন দূষ্ট হইলে, এলাদি-গুড়িকা, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ এবং অবস্থাভেদে বাসাধণ্ড, শর্করাভলৌহ ও পিত্তাস্তকরসু প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। পুনঃ পুনঃ সমধিক রক্ত নির্গমন নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ সমস্ত ঔষধ এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহ্য শীতল দ্রব্য প্রয়োগ বা পানার্থ শৈত্যগুণবিশিষ্ট তরল দ্রব্য প্রদান করা কর্তব্য নহে। শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগে অন্নবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও তৎকালে কাস, কফ, বৃদ্ধি পাইলে, বিপদ ঘটিতে পারে। শ্লেষ্মামিশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, রোগী অল্পদিনের মধ্যে দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে; হুতরাং তাহা নিবারণার্থ চেষ্টা করা কর্তব্য। রোগীর অন্নবেগ কম হইলে এবং অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে, বাসাকুমাণ্ডধণ্ড বা কুমাণ্ডধণ্ড পিত্তাধিক্য অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত ঔষধের পিত্ত-নাশক ও

রক্তরোধক উভয় গুণ বিद्यমান সম্বন্ধেও, কিঞ্চিৎ শৈত্যগুণ থাকায় অরের প্রবলা-  
বস্থায় প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে ।

**অশ্মারোগে শ্বাস :** যক্ষ্মারোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসেরও  
প্রবলতা দৃষ্ট হয়, যাহাদের কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়, তাহাদের শ্বাসের  
বেগ যেমন দৃষ্ট হয়, যাহাদের রক্তবিহীন শ্বাস নির্গত হয়, তাহাদেরও তাদৃশ  
শ্বাসের প্রকাশ হইয়া থাকে, এই শ্বাস প্রশ্বাস সময়বিশেষে অতি বলবান্ হইয়া  
পড়ে, এমন কি শ্বাস সংরুদ্ধপ্রায় অস্বাসিত হয়, তখন রোগীকে দেখিলে সত্যঃ  
মরণোন্মুখ বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু ক্রমকাল পরে ঐ শ্বাসবেগ পুনরায় কিয়দংশে  
হ্রাস পায়, এই শ্বাসের আশু প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিলেও, বিশেষ  
উপকার হয় না, রোগ যতই বলবান্ হয় শ্বাসের বেগও ততই প্রবল হয়, রোগ  
হ্রাস না পাইলে, শ্বাসের জন্য যতই ঔষধ প্রদান করা যায়, উহা দ্বারা বিশেষ  
কোন উপকার পাওয়া যায় না ; এই অবস্থায় শ্বাসকাসচিক্কা মণি, শ্বাসকুঠার  
বা অজ্ঞাত ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং অবস্থা-বিশেষে বিবিধ  
মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যায় । কাসের জন্ত শ্বাসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া  
ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; যেহেতু শ্বাস, কাসেরই আশ্রিত ; কাস  
হ্রাস পাইলে, তৎসঙ্গে শ্বাসও হ্রাস পায় ; সুতরাং বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ,  
বাসাধণ্ড, নিত্যোদকরস ও তরুণানন্দ প্রভৃতি শ্বাস ও কাস উভয় নিবর্তক  
ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । শ্বাসের অত্যন্ত প্রবলতা দেখিতে পাইলে,  
পূর্কোক্ত শ্বাসকুঠার প্রভৃতি প্রযোজ্য । শ্বাস কাসের আশ্রিত ; সুতরাং  
উল্লিখিত কাসের ঔষধ সর্বদা প্রয়োগ কর্তব্য ।

**অশ্মারোগে-কাস :** যক্ষ্মারোগে বিবিধ প্রকারের কাস দৃষ্ট  
হয়, রক্তমিলিত শ্বাস, শ্বাসের সহিত রক্তকণা বা পুষ নির্গমন, অথবা পুনঃ  
পুনঃ অধিক পরিমাণে শ্বাসের উদগীরণ, স্বরবিকৃতি বা দুর্গন্ধ লক্ষিত হয় ।  
উরঃকতরোগে পুষাদি-মিশ্রিত শ্বাস অধিকাংশ লক্ষিত হয়, অজ্ঞাত শোষ-  
রোগেও প্রথমতঃ কাসের স্বল্পবেগ প্রকাশ পায় ; কিন্তু কালবিলম্বে উহা প্রাণ-  
নাশক হইয়া থাকে ; সুতরাং যক্ষ্মারোগে কাসে রক্তাদির উদগীরণ পর্যালোচনা  
করিয়া কাসের চিকিৎসা কবি অর্থাৎ কাসে রক্তের ভাগ অধিক হইলে,  
বাসবলেহ, বৃহৎ বাসবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং কেবলমাত্র শ্বাস অধিক পরিমাণে

নির্গত হইলে শৃঙ্গারাজ, বৃহৎ শৃঙ্গারাজ অথবা সার্কভৌময়স প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে । কাসের হ্রাস হইলে, যথাবিধানে চিকিৎসা করা কর্তব্য । বন্দারোগে জ্বরাদি উপদ্রব-চিকিৎসার সহিত কাসেরও চিকিৎসা করা কর্তব্য । বন্দারোগে যে সমস্ত ঔষধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধের মধ্যে অনেকগুলি ঔষধ মূখ্য রোগ ও উপদ্রব উভয় নাশক । রোগারম্ভ কালে কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, যে সমস্ত ঔষধে উপদ্রবসমূহ ও মূখ্য রোগ অর্থাৎ ক্রয় উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাহা বিবেচনা পূর্বক ঔষধ প্রয়োগ অত্যন্ত আবশ্যক, এমতাবস্থায় কনকসুন্দররস, কাঞ্চনাজ্বরস, বৃহৎ কাঞ্চনাজ্বরস, রাজমৃগাঙ্ক নিত্যোদয়রস বা বৃহৎ বসন্ততিলক প্রভৃতি বন্দারোগে নির্দ্ধিষ্ট ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবে, কারণ ইহার প্রত্যেক ঔষধই কাস, জ্বর, প্রমেহ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব-নাশক অথচ ক্রয় নিবারক, সুতরাং বন্দারোগে কাস, জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, উপদ্রব ও মূখ্যরোগ নাশক ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । জ্বর ও রক্ত-বমন প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে বা কিকিৎ হাস হইলে, মহামগক, কয়কেশরী, কুমুদেশ্বর, চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশস্বত, ছাগলাস্তস্বত, অমৃগন্ধাস্বত বা অন্তান্ত ঔষধ রোগের অবস্থানুসারে সেবন করাইবে । রসচিকিৎসায় উক্ত মহামগাঙ্ক প্রভৃতি ঔষধ জ্বরাদি উপদ্রবের প্রবলতাসঙ্গে ব্যবহার করিলে, তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু উপদ্রব কথকিৎ হ্রাস হইলে উহা সমধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে । বন্দারোগে কাঞ্চনাজ বা বৃহৎ কাঞ্চনাজ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ক্রয় নষ্ট হওয়ায় কাসও ক্রিষ্ট হইয়া থাকে ।

**বন্দারোগে মেহ :** বন্দারোগে মেহ একটা প্রধান উপদ্রব । শ্রীসহবাসে আসক্ত কষ্টদিগের খাতুকর বশতঃ ব্যসায়শোষ উৎপন্ন হইলে, মেহদোষ বলবান্ হয় । অন্তান্ত কারণ বশতঃ বন্দারোগে মেহদোষ (তৃক্করণ ও অন্তান্ত লক্ষণ) বা মূত্রকৃচ্ছাদি দৃষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বরাদি উপদ্রবসমূহও বিদ্যমান থাকে । জ্বরাদি উপদ্রব চিকিৎসার ভায়ে মেহদোষের চিকিৎসা কর্তব্য । মেহদোষ নিরাসার্থে রোগীকে বৃহৎ বদেখর, চন্দ্রকাঙ্কিরস ও অপূর্ব-মালিনী-বসন্ত প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে এবং খাতুকর নিবারণার্থ মকরফল বটী, বৃহৎ মকরফল বা বসন্তকুম্বাকর রস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । তৃক্করণ বা খাতুকর এই রোগের প্রধান



লক্ষণ । উহা হইতে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে ; হুতরাং তাহা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যিক । যেহেতু রোগে বক্ষ্যমাণ অত্যন্ত ঔষধ সকলও বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিবে ।

**অশ্মান্নোদগে বেদনা :** বক্ষারোগীর পার্শ্বদেশ, বক্ষঃ, মস্তক ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায় ও এই বেদনা সময় সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্ম তাহার পার্শ্বদেশে স্বচ্ছ ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বলাদি-প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । এই সময় প্রলেপ দ্বারা কিছু সময়ের জন্য বেদনা তিরোহিত হয়, কিন্তু মূলরোগ অর্থাৎ ক্ষয় নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত এই বেদনা প্রায়শঃ রোগী অনুভব করিয়া থাকে, রোগীর যত্নপা লাঘবের নিমিত্ত এই প্রলেপ প্রয়োগ করা বাইতে পারে ।

**অশ্মান্নোদগে উদরাময় :** বক্ষারোগীর অরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই সকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, তাহার শরীর ক্রমশঃ ক্লান্ত হইতে আরম্ভ হয় এবং শারীরিক বল, বর্ণ ও পাচকায়ি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে । রোগীর স্খা হ্রাস পায় এবং অকচিৎজন্মে, তখন উদরাময় একটি প্রধান লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয় । এই উদরাময় রোগে বিবিধ বর্ণের অর্থাৎ অপক স্লেচ্ছাবৃত্ত বা রক্ত সংযুক্ত অথবা মিশ্রিত নানা বর্ণের পাতলা মল নির্গত হয় । অবস্থা বিশেষে রোগের প্রারম্ভে পাতলা দান্ত হয় এবং ক্রমশঃ আমাতিসার রক্তাতিসার প্রভৃতি উৎকট রোগে পরিণত হয় ও নাতিমূলে প্রায়শঃ বেদনা থাকে, এই সঙ্গে জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব-গুলিও হ্রাসবুদ্ধি ক্রমে প্রকাশ পায় । এই অবস্থায় রোগ অতি কঠিন হইয়া পড়ে ; উদরাময় বক্ষারোগের একটি অরিষ্ট লক্ষণমধ্যে গণনীয়, বক্ষারোগীর মল রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য ; হুতরাং উদরাময় নিবারণার্থ রোগীকে জাতী-ফলাদিচূর্ণ ও মহারাজনুগতিবল্লভ এবং রোগের প্রবলাবস্থায় পঞ্চামৃতপর্ণী স্বর্ণপর্ণী বা বিজয়পর্ণী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । উদরাময়রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীকে লঘু পথা প্রদান করা কর্তব্য । উদরাময় হইতে শোথাদি লক্ষণও প্রকাশ পায়, হুতরাং উদরাময় নিবৃত্তি না হইলে, রোগীর নিম্নই মৃত্যু ঘটে ।

**অশ্মান্নোদগে শোথ :** বক্ষারোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে,

অল্পকাল মধ্যেই রোগীর হস্তপদাদি অকেশোথ ও যকৃতের কীর্ণতা প্রকাশ পায় । অবস্থা বিশেষে শোথ ও উদরাময় একসময়ে দৃষ্ট হয় ; শোথ প্রকাশ পাইলে রোগীর সমস্ত লক্ষণগুলি বহুমূল হয়, তখন জীবনের আশঙ্কা হইয়া থাকে ; এই সময় খাস, কাসাদি প্রায়শঃ প্রবল হয়, হস্তপদাদি অক্কে, কাহারও বা উদরে, অণ্ডকোষে বা লিঙ্গে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হয় ; এই অবস্থায় শোথকালানল রস, ক্ষেত্রপাল রস, বিজয়পর্ণটী বা পঞ্চামৃতপর্ণটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ঐ সমস্ত ঔষধের অনেকগুলি শোথ এবং উদরাময় এই উভয়ের প্রকোপ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু শোথ বিস্তারিত সত্ত্বে পথ্যাদির নিয়ম উদরাময়ের অবস্থা হইতে পৃথক ; উহা ঔষধের প্রয়োগবিধি হলে ত্রুটিব্য । শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে এবং উদরাময় সম্যক্রূপে প্রকাশ না পাইলে, শোথ-কালানল রস বা কটুকাণ্ড লৌহ প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে । শোথ নিবারণার্থ ঔষধ ব্যবহার কালে বন্দারোগীর জরাদি উপদ্রব বিনাশার্থ পৃথক পৃথক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । শোথের নিমিত্ত যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, সেই অনুসারে পথ্য প্রদান করা আবশ্যিক, কিন্তু বন্দারোগীর পক্ষে মাংসবৃষ বা অজ্ঞাত বলকারক যে সমস্ত পথ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থা-বিশেষে শোথ এবং উদরাময় বিস্তারিত সত্ত্বেও রোগীকে সেবন করিতে দিবে, যেহেতু উহা দ্বারা বল-রক্ষা পাইয়া থাকে ।

সর্ববিধ বন্দারোগেই রোগীর বল-রক্ষার্থ বিবিধ ঔষধ ও পথ্য আবশ্যিক । ব্যায়ামশেষে রোগীর উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, ছাত্রলাভ দ্রুত, বৃহৎ অঙ্গ-গন্ধাস্বত বা চ্যাবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ এবং দুগ্ধ ও ছাগমাংসবৃষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে ।

শোকজনিত শোথে রোগীর মনে হর্ষোৎপাদন বিশেষ আবশ্যিক এবং আশ্বাস প্রদান কর্তব্য । এই অবস্থায় দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ-মধুর রসাত্মক শীতল দ্রব্য এবং অগ্নিদীপক ও লঘুপাক দ্রব্য ভোজনের ব্যবস্থা করিবে ও অজ্ঞাত উপদ্রব উপস্থিত হইলে, যথানিয়মে তাহার চিকিৎসা করিবে ।

ব্যায়াম দ্বারা শোথরোগ উৎপন্ন হইলে, উরঃকত রোগের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য । জরাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, যথানিয়মে তাহার নিবারণার্থ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে ।

অধ্বশোষে রোগীর নিজার ব্যবস্থা করিবে এবং শীতল ও মধুররস-বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিতে দিবে; বিশেষতঃ এই রোগে শতাবরীমৃত বা ছাগলাভ্র মৃত এবং মাংস-মূষ পথ্য প্রদান করা কর্তব্য; রোগ প্রবল হইলে, উপদ্রব বিনাশার্থ তাহার পৃথক চিকিৎসা করিবে।

ব্রণশোষরোগে স্নিগ্ধ অথচ অগ্নিবর্ধক, স্বাদু ও শীতল আহাৰ্য্য দ্রব্য এবং দাড়িমাди রসে ভেষ্ম অস্বীকৃত বা নিরস্ন মৃগমূষ ও মাংসমূষ প্রদান করা কর্তব্য এবং ষথানিয়মে ব্রণের চিকিৎসা করা আবশ্যক।

উরঃক্ষতরোগে পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই সকল উপদ্রবের ষথানিয়মে চিকিৎসা করিবে এবং রোগীকে বলাদি চূর্ণ বা অস্ত্রাস্ত্র বিবিধ যোগ সেবন করিতে দিবে, পরন্তু উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, রোগীকে বলকর পানীয় অর্থাৎ মাংস-মূষ প্রভৃতি প্রদান করা কর্তব্য।

সর্ববিধ ক্ষয়রোগ পুরাতন হইলে এবং জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে রোগীকে বিবিধ পুষ্টিকর ষাণ্ড এবং ছাগলাভ্র মৃত বা অমৃতপ্রাশ মৃত এবং বৃহৎ মকরদ্বজ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও চন্দনাদি তৈল বা বাসা চন্দনাদি তৈল রোগীর গায়ে মাশিষ করিতে দিবে ও কিছুকাল পর্য্যন্ত রোগীকে জীর্গহবাস, উৎকট পরিশ্রম, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম, পথগমন এবং পচা, বাসি বা রুদ্ধ দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না। যাহাতে শরীর স্বেদ হয় এক্রপ ষাণ্ড, পরিষ্কার স্বাদু সেবন, পরিমিত আহাৰ, ছাগ-সন্নিধান শয়ন ও ছাগদুগ্ধ-পান প্রভৃতি নিত্য আবশ্যক। উদরাগ্নান, অগ্নিমান্দ্য, শুকক্ষয়, মলক্ষয় বা জ্বর যাহাতে না হয়, তৎপক্ষে সাবধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

## যক্ষ্মারোগে—ঔষধ।

**অগ্নিপাক্কান্য ক্রান্তি :** ক্ষয়রোগে পার্শ্বাদি বেদনা, জ্বর ও রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগকে সেবন করিতে দিবে এবং মাংস-মূষ ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে।

**অবগম্য কাথ।** অবগম্য, তলক, শতমূলী, বিষ্ণুহাল, শোণাহাল, গাভারীহাল, পানুল-হাল, গণিয়ারীহাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কষ্টকারী ও মোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য

গরভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা । একেপাৰ্শ্ব—কুড়-চূর্ণ ১০ আনা ও আতাইব চূর্ণ ১০ আনা ।

**জন্মোদগ্গাধ কাথ :** বম্বারোগীর পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

জন্মোদগ্গাধ কাথ । ধনে, পিপুল, শুঠ, বিবহাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও মোকুর ; এই ১৩টা দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা ।

**শূল্যর্জুনাদ্য চূর্ণ :** বম্বারোগীর পার্শ্বদেশে ও বকঃস্থলে বেদনা, কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ স্বত ও মধুর সহিত তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

শূল্যর্জুনাদ্য চূর্ণ । কাকড়াশূরী, অর্জুনছাল, অথগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, জলধের পালো, তালীশপত্র, মরিচ, শুঠ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, এলাইচ ও ইন্ধুচিনি ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিলিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ আনা ।

**কপূরাদ্য চূর্ণ :** বম্বারোগীর শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ ও বমন প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

কপূরাদ্য চূর্ণ । কপূর, দারুচিনি, কাকোলী, জাতিকল ও জরিজী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ ; লবঙ্গচূর্ণ ২ ভাগ, জটামাংসী ৩ ভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঠ ৩ ভাগ এবং ইন্ধুচিনি সর্ব সমান ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিলিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

**বলাদি চূর্ণ :** উরঃকতরোগে রোগীর রক্ত ও পু্যাদিসংযুক্ত কাস নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত ক্লশ বোধ হইলে, এই ঔষধ চুইয়ের সহিত প্রত্যহ সেবন করাইবে ।

বলাদি চূর্ণ । বেড়োলা, অথগন্ধা, গাভারীকল, শতমূলী ও পুনর্নবা ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিলিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

**ককুভাদ্যবলেহ :** উরঃকতরোগে ও অত্যন্ত বম্বারোগে রোগীর রক্ত বা পু্যাদি সংযুক্ত কাস নির্গত হইলে এবং রোগীর পার্শ্ব ও বকঃস্থলে বেদনা ও শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে, এই চূর্ণ প্রত্যহ দুইবার সেবন করাইবে ।

কক্কাভবলেহ। অর্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূলের ছাল ও শুকশিখীর বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষু তিন ১২ তোলা, গোছক ১২ সের; এই সমস্ত যথানিয়মে পাক করিবে, অনন্তর ১০ হটাক বৃত্তে সম্বলন করিয়া উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে।  
মাত্রা ১০ আনা।

**ব্রাহ্মাদিলৌহ :** উতঃকৃত, ব্যায়ামশোষ, ব্যায়ামশোষ ও যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত ও পুষ্টিসংযুক্ত কাস, শরীর অত্যন্ত ক্লেশ এবং উদরাময়, জ্বর, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, বাতপিত্ত প্রধান রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ পুরাতন যক্ষ্মারোগে অতি উপকারী। অল্পপান—বাসকপাতার রস ও মধু বা কচি ছুর্বীর রস ও মধু।

ব্রাহ্মাদিলৌহ। রাসা, অম্বগন্ধা, কপূর, ধানকুনি, শিলাজতু, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুখা, রক্তচিটা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং লৌহ সর্বসমান; একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

**যক্ষ্মাদিলৌহ :** উতঃকৃত, ব্যায়ামশোষ ও যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত এবং পুষ্টি সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত ও শরীর অত্যন্ত ক্লেশ হইলে, বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—দুগ্ধ।

যক্ষ্মাদিলৌহ। স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গশাস, শিলাজতু ও হরীতকী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ; এই সমস্ত একত্র করিয়া বৃত্ত ও মধুসহ বটিকা প্রস্তুত করিবে।  
মাত্রা ১০ আনা।

**বিদ্যাবাসিষোপ :** যক্ষ্মা, উতঃকৃত ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে রোগীর রক্ত বা পুষ্টি সংযুক্ত কাস নির্গত এবং তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লেশ হইলে বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।  
অল্পপান—জল।

বিদ্যাবাসিষোপ। শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, শঙ্কমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ ১ তোলা এই; সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া বৃত্ত ও মধুসহযোগে বটিকা করিবে।  
মাত্রা ১০ আনা।

**কক্কাভবলেহ :** যক্ষ্মা, উতঃকৃত ও ব্যায়ামশোষরোগে রোগীর রক্ত বা পুষ্টি সংযুক্ত কাস, শরীরের অত্যন্ত ক্লেশতা এবং উদরাময় ও শোথ

দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

করকেশরী। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, ভাতীকল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা এবং সৌহ ৩।০ তোলা ও রসসিল্পূর ৩।০ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া ছাণীদ্বারা মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**চূড়ামণিরস :** যক্ষ্মা এবং অস্ত্রান্ত শোষরোগে রোগীর শরীরের ক্লশতা, অন্ন জ্বর এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—মধু। ঔষধ সেবনান্তে চিনি ও কিঞ্চিৎ মধুসংযুক্ত ছাগীদুগ্ধ সেব্য।

চূড়ামণিরস। রসসিল্পূর ১ তোলা, বর্ষ ১।০ তোলা ও পদ্মক ১ তোলা; একত্র করিয়া মর্দন পূর্বক রক্তচিটা ও বৃত্তকুমারীর রসে যথাক্রমে এক প্রহর এবং ছাণীদ্বারা তিন প্রহর মর্দন করিয়া উহার সহিত মুক্তা, এবাল ও বঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক ১।০ অর্ধ তোলা মিশ্রিত করতঃ দুবা মধ্যে রাখিয়া যুতিক্তা লেপন পূর্বক রৌদ্রে শুক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ ছই রতি।

**স্বপাকরস :** যক্ষ্মা ও উরঃকতরোগে রোগীর যক্ষ্মাজ্বর, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, প্রমেহ, রক্ত বা পুষ্ণ সংযুক্ত কাস নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত ক্লশ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীকে মাংসযুষ এবং ছাগীদুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। অল্পপান—২টা মরিচচূর্ণ ও মধু অথবা ২টা পিপুল চূর্ণ ও মধু।

স্বপাকরস। পারদ ১ তোলা পদ্মক ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা, বর্ষ ১ তোলা, ও সোহাগার খৈ ১।০ আনা; এই সমুদয় একত্র করিয়া কাঁজিতে পেষণ করতঃ গোলাকার করিবে; অনন্তর শুক করিয়া দুবা-মধ্যে হাপন পূর্বক লবণ বস্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি।

**ক্লান্তস্বপাকরস :** যক্ষ্মারোগে ব্যায়ামশোষে বা উরঃকত-রোগে রোগীর কেবল মাত্র স্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল বা মধ্যবিধ জ্বর, বাস, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রমেহ, স্বরভঙ্গ এবং অকৃতি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বর ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব বিজ্ঞানসিদ্ধ অতিশয় উপকারী। অল্পপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

রাজহৃগড়ন। রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ হরী-  
তাল ২ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া মর্দন পূর্বক একটা বড়  
কড়ির মধ্যে পূর্ণ করতঃ হাণীদ্বয়ে পেষিত সোহাগা দ্বারা ঐ কড়ির দুখ রুদ্ধ করিয়া নাগীর  
দ্বাৰা পূর্ণ করিবে এবং দুবা-রুদ্ধ করিয়া নাগীদ্বারা লেপন করতঃ রৌদ্রে শুক করিয়া গজ-  
পুটে পাক করিবে; পীতল হইলে কড়ি হইতে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। নাত্রা ৪ রতি

**কনকসুন্দর রস :** কাস, ব্যায়ামশেষ ও উরঃকতরোগে

রোগীর কাসে অত্যধিক শ্লেষ্মা নির্গত এবং প্রবল জ্বর, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা,  
মাধায় ভায় ও অক্ৰুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে  
দিবে। কাসে রক্ত বা পু্য নির্গত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়।  
অম্বুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

**কনকহৃদয় রস।** পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ আনা এবং মনঃশিলা, গন্ধক, তুঁতে, স্বর্ণ-  
মাকিক, হরীতাল, বিব ও সোহাগার ষৈ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য  
একত্র মর্দন করিয়া জরতীপাতা, ভুজরাজ, আকনাদি, বাকসপাতা, বকপুশ, টশলাঙ্গলা ও  
রক্তচিটা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে; শুক হইলে, আদার রসে ৭ বার  
ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

**বসন্ততিলক রস :** যক্ষ্মা, উরঃকত বা অগ্নাত্ত শোষরোগে  
রোগীর বিবিধ বর্ণের শ্লেষ্মা বা পু্যাদি সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত এবং তৎসঙ্গে  
বক্ষঃস্থলে বেদনা, মধ্যবিধ জ্বর, শ্বাস ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে  
এবং অত্যন্ত কুশতা ও দুর্বলতা থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে  
দিবে। ইহা শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক। অম্বুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু বা বাসক  
পত্রের রস ও মধু।

**বসন্ততিলক রস।** প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ বসন্ততিলক রস :** যক্ষ্মা, ব্যায়ামশেষ বা  
উরঃকতরোগে রোগীর রক্ত বা পু্যসংযুক্ত কাস বা দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা অধিক  
পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল জ্বর, প্রমেহ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস  
ও মাধায় ভায় প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন  
করিতে দিবে। কয়রোগীর সর্বদা জ্বর ও অগ্নাত্ত উপদ্রব সঙ্গে ইহা অত্যন্ত  
উপকারী। অম্বুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

**বৃহৎ বসন্ততিলক রস।** অজ, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, এবাল, স্বর্ণমাকিক, স্বর্ণ-  
রসসিন্দুর ও কস্তুরী; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর সর্বদা; এই সমুদয়  
একত্র করিয়া পানের দ্বাৰা মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**ককনাভ্রস :** বন্মারোগে বা উরাস্তরোগে রোগীর রক্ত বা পুষ্ সংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা কাসের সহিত নির্গত ও তৎসঙ্গে প্রবল-জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ ও ক্লান্ত বা পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপস্রব্ব লক্ষিত হইলে, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থার এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বন্মারোগীর প্রবল জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপস্রব্ব সত্ত্বেও এই ঔষধ অতি উপকারী । অস্থপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ।

কাঞ্চনাভ্রস । প্রস্ততবিধি ২০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**হৃৎ কাকনাভ্রস :** বন্মা ও বিবিধ শোষরোগে রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে এবং প্রমেহ, শ্বাস ও অন্ন জর প্রভৃতি বিস্তারিত থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কন্মরোগের পুরাতন অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী । রোগের অন্ত্যস্ত সত্ত্বে সেবন করিলে, শরীরের পুষ্টিসাধন হয় । অস্থপান—ছাগীচূর্ণ ।

হৃৎ কাকনাভ্রস । বর্ণ, বর্ণসিদ্ধ, মুক্তা, লোহ, অন্ন, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কস্তুরী, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলুপাসুকা ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া একত্র বর্জন করতঃ স্ততঃস্মারি, কেওরী ও ছাগীচূর্ণে ক্রমাগত ৩ দিনদিন ভাবনা দিবে । বটী ৪ রতি ।

**নিত্যোদক ককনাভ্রস :** বিবিধ বন্মারোগে রক্ত বা পুষ্টিমিশ্রিত শ্লেষ্মা বা কেবল শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে অক্লান্ত স্বরভঙ্গ, শ্বাস, প্রমেহ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা এবং অন্ন বা মধ্যবিধ জ্বর অথবা পাণ্ডু ও কামলা বিস্তারিত থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । কন্মকাসরোগের পুরাতন অবস্থায় ঐ সমস্ত রোগ হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকার দর্শে । অস্থপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ।

নিত্যোদক ককনাভ্রস । প্রস্ততবিধি ২০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**সার্বভৌম ককনাভ্রস :** বন্মারোগে রোগীর কাসের সহিত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, মাথার ভার, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপস্রব্ব লক্ষিত হইলে, বাতরোগের প্রবল অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।



যক্ষ্মারোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা জ্বর ও অস্ত্রান্ত উপদ্রবের প্রবলতা দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। অল্পপান—বাসক পাতার রস ও মধু।

সার্কভৌষ রস। প্রস্তুতবিধি ২২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চ্যবনপ্রাশ :** যক্ষ্মা বা অস্ত্রান্ত শোথ অথবা উরঃকতরোগে রোগীর শ্বাস, প্রমেহ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, রক্ত বা পুষ মিশ্রিত শ্লেমা নিঃসরণ, স্বরভঙ্গ ও মাথায় ভার প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ কৃশ ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা উরঃকত রোগীর শ্লেমার প্রবলাবস্থায় এবং জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করান কর্তব্য নহে। রোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। কৃশ, বালক ও যুবা ব্যক্তিকে বায়ু ও পিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করাইলে, উপকার দর্শে। এই ঔষধ বিবিধরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বলবর্দ্ধক। অল্পপান—মধু।

চ্যবনপ্রাশ। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**হাগলাদ্য দ্রুত :** যক্ষ্মা, ব্যায়ামশোথ, ব্যাবায়শোথ, অধ্বশোথ ও উরঃকতরোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং পুষ বা রক্ত সংযুক্ত শ্লেমা অথবা বিস্তৃত ক্ষেণবৎ শ্লেমা কাসের সহিত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে প্রমেহ, অল্পজ্বর, বক্ষঃস্থলে বা পার্শ্বে বেদনা, স্বরভঙ্গ, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তরমান থাকিলে, এই দ্রুত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা অস্ত্রান্ত শোথরোগে রোগীর উদরাময়, শোথ ও শ্বাসের প্রবলতা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, দ্রুত সেবন করাইবে না। পাচক অগ্নি প্রবল থাকিলে, দ্রুত সেবন কর্তব্য। এই দ্রুত কত-কাস ও রক্তপিত্তরোগে রোগীর দুর্বলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অল্পপান—ঔষত্বক দ্রুত।

হাগলাদ্য দ্রুত। গব্যদুগ্ধ ৮ সের। যথানিয়মে দুগ্ধী পাক করিবে। নবপুস্ক হাগলাসে ১২০ সের, জল ৬০ সের, শেণ ১০ সের। বাসকহাল ১২০ সের, জল ৬০ সের, শেণ ১০ সের। অবগদা ১২০ সের, জল ৬০ সের, শেণ ১০ সের। হাগিদ্রুত ৮ সের। ককট্রব্য—শতভূমী, বহি, বুদ্ধি, অবগদা, অন্তঃকুল, ভূমিকুল, কীটক, কাকোলা, কীরকাকোলা, শালপাণি, চাকুলে, ব্রহ্মী, ককটকারী, গোদুর, দ্বারভিদি, এলাইচ, তেতপাতা, দাগেবর, শুঠ, পিপ্পল, বহি, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বহিষধ, ভূমিকুল, কচিশিঙ্গুল, কচিশিঙ্গুল,

বট, চোরকাচকীহুল, শালমিসি, তালমূল, চই, শুকনিকীবাড়, বনানী, বহিরকাঠ, ককজীরা, হোট এলাইচ, বেবী ও বারনহাট; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা গুইয়া বখানিরনে দ্রুত পাক করিবে। যাত্রা। • আনা বা ১০ তোলা।

**ব্রহ্ম ২ অগ্নিশঙ্কাস্ত :** বক্ষা, উরঃকণ্ঠ, বায়বিশোষ, অগ্নিশোষ ও অজ্ঞাত কয়রোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং রক্ত বা পুষ্টিমিশ্রিত কাস অথবা অত্যধিক কেশাবৎ স্লেমা নির্গত হইলে ও রোগীর বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও কঙ্ক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, ঘরভঙ্গ এবং জীর্ণজর প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে, এই দ্রুত উষ্ণদ্রব্য সহ সেবন করাইবে। রোগীর উরঃময়, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত থাকিলে, দ্রুত সেবন করাইবে না; অগ্নি সর্বল থাকিলে দ্রুত সেবন করিতে দিবে। বক্ষা-রোগীর বল-রক্ষার্থ এই ঔষধ অত্যন্ত আবশ্যিক। ইহা কাস ও ইন্ড্রিয়ের শক্তি-হীনতা প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম ২ অগ্নিশঙ্কাস্ত। গব্যদ্রব্য ৮০ সের। বখানিরনে দুর্জী পাক করিবে। কাষ্যদ্রব্য—অগ্নিকা ১২৮ সের, জল ৬২ সের, শেব ১০ সের। নপুংসক ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেব ৩২ সের। দ্রব্য ১০ সের। কক্ষদ্রব্য—কাকোলী, কীরকাকোলী, কড়ি, বুদ্ধি, বেদ, মহামেদ, জীবক, কবচক, আলকীবাড়, এলাইচ, বটমধু, ত্রাণা, মুগাণী, দারুণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েল, শতমূলী, ও ভূমিকুমাণ্ড; এই সকল দ্রব্য মিলিত ৮০ সের। পাক দেখে দ্রুত ছাকিয়া নইবে। গীতল হইলে, ইন্ড্রিনি ৩২ তোলা ও বহু ৩২ তোলা মিলিত করিবে। যাত্রা। • আনা বা ১০ তোলা।

**ব্রহ্ম ৩ চন্দনাদি তৈল :** বক্ষা ও অজ্ঞাত শোষরোগে রোগীর জ্বর, পার্শ্বশূল, উরঃময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে অথবা বাতপিত্ত প্রধান রোগীর শারীরিক কৃশতা, শ্বাস, কাস ও রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর গায়ে মাশিশ করিতে দিবে; কিন্তু বক্ষারোগের প্রবলাবস্থায় তৈল মর্দন নিষিদ্ধ।

ব্রহ্ম ৩ চন্দনাদিতৈল। তিলতৈল ৮০ সের। বখানিরনে দুর্জী পাক করিবে। কাষ্যদ্রব্য—লাকা ৮০ সের, জল ১০ সের, শেব ৮। বহির মাত ১০ সের। কক্ষদ্রব্য—সকলবল, বালী, সর্ষপ, কুড়, বটমধু, শৈবাল, পদ্মকাঠ, বটিকা, সরলকাঠ, দেবদার, পটী, এলাইচ, খাটানী, দাগেবর, ডেকপাতা, শিলাইল, দুর্মাসালী, জরামালী, কাম্বু, মিরমু, দুবা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, ভাবনাতা, লগনমূল, লতাফল্লুরী, লবল, অজর, কুহু, দারুণি,

জেলুলা ও বাসুকা, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১০ সের। পরে দধিৰস প্রদান করিয়া বদানিরসে পাক শেষ করিবে।

**বাসাচন্দনাদি তৈল :** যক্ষা, উরঃকত ও ব্যাঘ্রামশোথ প্রভৃতি রোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে এবং অরু, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান না থাকিলে অথবা বায়ু ও পিত্তপ্রধান স্থান ও কাসযুক্ত রোগীকে এই তৈল সমস্ত গায়ে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে ও সন্ধিতে মাশিশ করিতে দিবে। এই তৈল সবল-অগ্নি ব্যক্তিকে ২০।২৫ ফোটা মাত্রায় উষ্ণহৃৎ সহ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে; রোগের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে বা শ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় তৈল মর্দন নিষিদ্ধ। তৈল মর্দন করাইয়া রোগীকে ঈষৎকৃত্ত জলে স্নান করাষ্টবে।

বাসাচন্দনাদি তৈল। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## যক্ষ্মারোগে—রক্তবমন ও

## সরক্তশ্লেষ্মাদগীরণ-চিকিৎসা।

**অলক্তকযোগ :** যক্ষা, শোথ, বা উরঃকতরোগে রোগীর রক্তবমন হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অথবা অবস্থান্ত্রে দিনে ৩।৪ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেৱন করিতে দিবে।

অলক্তকযোগ। জলে আলতা ভিজাইয়া সেই জল ২ তোলা পরিমাণে জ্বীর্ণ উহাতে মধু ১০ আনা মিশ্রিত করিল লইবে।

**বিশল্যকরনীকাথ :** যক্ষা, শোথ ও উরঃকত প্রভৃতি রোগে রোগীর পুনঃ পুনঃ রক্তবমন লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তাশায় এবং রক্তাতিশায়েও প্রয়োগ করা যায়।

বিশল্যকরনীকাথ। বিশল্যকরণীর (আয়ুপানের) পাত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; অথবা পাতার রস ২ তোলা।

**চন্দনাদিযোগ :** যক্ষা, উরঃকত ও শোথরোগে রক্তবমন লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় বা অবস্থান্ত্রে যাক্ষিত্তে সেৱন করাইবে।

চন্দ্রাবিবোণ । রক্তচন্দ্র ও খটবধু লস্কাপে বর্জন করিয়া রক্তের সহিত রোগীকে সেবন করাইবে ।

**এলাদিওড়িকা :** বন্দ্য, উরঃকত বা অস্ত্রাশ্র শোষরোগে যোগীর রক্তবমন অথবা রক্ত বা পুঁথ মিশ্রিত স্রাবা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় বা অবস্থান্তে রোগীতে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগেও ব্যবহৃত হয় । অস্থপান—জল ।

এলাদিওড়িকা । প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ফ্রোঙ্কান্সিষ্ট :** বন্দ্য, উরঃকত, অধঃশোষ ও অস্ত্রাশ্র কন্দরোগে, রোগীর শরীর ক্লান্ত হইলে এবং রোগীর শ্বাস, কাস, প্রমেহ বন্ধহলে ও পার্শ্বে বেদনা, শরভক, উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । রোগের পুৰাতন অবস্থার অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । এই ঔষধ বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা, অগ্নি ও বলবর্ধক এবং রসায়ন । অস্থপান—শীতল জল ।

ত্রাকারিষ্ট । ত্রাকা ১০০ সের, পাকার্ধ জল ১২৮ সের, শেষ ৫২ সের । এই কালে ২৫ সের ইক্ষুগুড় গুলিয়া তাহাতে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, ত্রিফল, মরিচ, পিপুল ও বিড়ল প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করতঃ সমুদ্র জ্বালোড়ন করিয়া হৃতভাবে একমাস সুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে । পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে । দাত্রা ১ তোলা বা ২ তোলা ।

**বৃহৎ বাসাবলেহ :** বন্দ্য ও শোষরোগে রোগীর রক্ত বা পুঁথ মিশ্রিত কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অস্থপান—উষ্ণজল ।

বৃহৎ বাসাবলেহ । বৃহত্তী ২০০ তোলা, কণ্টকারী ২০০ তোলা, বাসকমূল্যে হাল ২০০ তোলা ও বাসবহাটীরহাল ২০০ তোলা, জল ৬০ সের, শেষ ১৬ সের । এই কালে ইক্ষুচিনি ২ সের মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে, বন্ধীভূত হইলে উহাতে অজ ৮ তোলা, পিপুল ৩২ তোলা এক কুড়, তালীপত্র, মরিচ, তেজপত্র, দুর্গাদালী, কেশারদুল লবণ, ছাঁকল, দারুচিনি,

বামনহাট, বালা ও মুখা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা দিবে এবং পাক শেষে চূর্ণী হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া বৃত্ত ১৬ তোলা ও শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ১০ অর্ধ তোলা।

**বাসাকুশ্মাণ্ডখণ্ড :** যক্ষ্মা, উরঃকৃত অথবা শোথরোগে রোগীর প্রবল বমন অথবা রক্তের সহিত শ্লেষ্মা বা পূষ্মিমিশ্রিত কাস লক্ষিত হইলে অথবা কাসে দুর্গন্ধ অল্পমিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, শ্বাস, পাণ্ডু বা কামলা ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসেও, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাসাকুশ্মাণ্ডখণ্ড। বাসকহাল ৮ সের, মল ৩৩ সের, শেব ১৬ সের। পুরাতন কুশ্মাণ্ডের শাস চূর্ণ ৪০০ তোলা লইয়া উহাকে ৮ সের বৃত্তে ভাজিয়া উহার সহিত ইক্ষুচিনি ৮০০ তোলা এবং উন্নিখিত বাসকের কাথ মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে। পাকাবসানে বৃহ অগ্নিতে মুখা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাট, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং এলুবালুকা, শুঠ, ধনে, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও শিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ৮ এক সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ হইতে ১০ তোলা।

• **শর্করাভ্যাসোহ :** যক্ষ্মা উরঃকৃত ও শোথরোগে রক্তবমন দৃষ্ট হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, দাহ, হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগে ব্যবহৃত হয়। অল্পপান—কচি দুর্কার রস অথবা পাকা যজ্ঞদুগ্ধের রস।

শর্করাভ্যাসোহ। প্রস্তুতবিধি ২৩৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**রক্তপিত্তাত্তকরস :** যক্ষ্মা, উরঃকৃত ও অন্তান্ত শোথরোগে রক্তবমন, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপিত্তরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অল্পপান—কচি দুর্কার রস ও মধু অথবা ইক্ষুচিনি এবং মধু।

রক্তপিত্তাত্তকরস। পাক, সৌভ, বংশাফিক, বংশপত্রহরিতাল ও গন্ধক, এই সকল

এব্য সমভাগে লইয়া বটমধু, কিসলি ও গুলকের রসে বধাক্রমে ১ দিন মর্দন করিবে ।  
বটী ৩ রতি ।

## যক্ষ্মারোগে—শ্বাস-চিকিৎসা ।

**শ্বাসকুষ্ঠান্ন রাস :** যক্ষ্মা, উরঃকত বা অন্তান্ত শোথরোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর শ্বাসের বেগ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, রক্তমিশ্রিত অথবা বিষাক্ত স্লেমা নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং অন্তান্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় সেবনবিধি অস্থপান—বহেড়া ঘসা ও মধু ।

রাসকুষ্ঠারস । প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় ঐষ্টব্য ।

**শ্বাসচিষ্টামণি :** যক্ষ্মা ও অন্তান্ত শোথরোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং শ্বাস অত্যন্ত কষ্টজনক বোধ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর পার্শ্ব-শূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অস্থপান—পিলচূর্ণ ও মধু অথবা বহেড়া-ঘসা ও মধু ।

রাসচিষ্টামণি । প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় ঐষ্টব্য ।

**শ্বাসকাসচিষ্টামণি :** যক্ষ্মা, উরঃকত ও অন্তান্ত রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের প্রবলতা ও শ্বাস-কষ্ট দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে, রক্ত স্না পূর্ব মিশ্রিত স্লেমা অথবা কেবলমাত্র স্লেমা কাসের সঙ্গে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ শ্বাসরূকালে ও বাতজকাসে ব্যবহৃত হয় । অস্থপান পিপুল-চূর্ণ ও মধু ।

রাসকাসচিষ্টামণি । পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ ; ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ, মুক্তা ১০ অর্ধভাগ, গন্ধক ২ হুই ভাগ, অজ ২ হুই ভাগ এবং লৌহ ৪ চারি ভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া কটকাগীর কাথ, হাঙ্গীত্বক, বটমধুর কাথ ও পাসেব রস দ্বারা বধাক্রমে সাতবার কাবনা দিবে । বটী ২ রতি ।

## যক্ষ্মারোগে—প্রমেহ-চিকিৎসা ।

**ব্রহ্মকেশরাস :** ব্যবাহরশোথ বা যক্ষ্মারোগের প্রকটকরণ, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহের অন্তান্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অস্থপান—বজ্রতুঙ্গর চূর্ণ ও মধু অথবা দৌহক ।

বৃহৎ ককেশ্বররস। বঙ্গ, রস, গন্ধক, রূপা, কপূর, ও অত্র; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা বর্ণ ও মুক্তা ইহাদের প্রত্যেক ১০ তোলা একত্র মর্দন করিয়া কেওরার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১০ রতি।

**অপূর্ববালিনীবসন্ত :** বম্বা, ব্যাঘ্রশোষ বা অস্তান্ত ক্রুরোগে শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহের অস্তান্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ বোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রমেহাশ্রিত জরে ও জীর্ণজরে প্রয়োগ করা যায়। ব্যাঘ্রশোষে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—গুলকের রস ও চিনি।

অপূর্ববালিনীবসন্ত। বৈক্রান্ত (অভাবে পীতবর্ণ কড়িতর), অত্র, অমৃতিকরণবিধি অনুসারে তাক্রান্ত, বর্ণবান্ধিক, রৌপ্য, বঙ্গ, প্রবাল রসসিল্প, লৌহ, সোহাগার খৈ এবং শঙ্খতর; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া বেণার মূলের কাথ, শতমূলীর রস ও হরিতার রসে বথাক্রমে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া কস্তুরী ও কপূর ইহাদের প্রত্যেক বৈক্রান্তের সমান মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

**বসন্তকুসুমাকল্পরস :** বম্বা, ব্যাঘ্রশোষ এবং অস্তান্ত শোষরোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, প্রস্রাবে জ্বালা অথবা প্রমেহজনিত বিবধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ব্যাঘ্রশোষে অত্যধিক শুক্রক্ষরণ বশতঃ বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং বহুমূত্র নিবারক। অল্পপান—মুত, মধু ও চিনি।

বসন্তকুসুমাকল্পরস। বর্ণ ও রৌপ্য; ইহাদের প্রত্যেক ২ ভাগ; বঙ্গ সীসা ও লৌহ ইহাদের প্রত্যেক ৩ ভাগ, অত্র, প্রবাল ও মুক্তা; ইহাদের প্রত্যেক ৪ ভাগ; এই সমস্ত একত্র মর্দন করিয়া বথাক্রমে দুধ, ইন্দুর রসিকহালের কাথ লাকার কাথ, বালার কাথ, কমলীমূলের রস, কলার বোটার রস, পয়ের রস, মালতীমূলের রস ও কুসুমের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া পচাৎ বর্ণের সমান কস্তুরী মিশ্রিত করিবে। বটী ৩ রতি।

**অমৃতকান্তিকল্পরস :** বম্বা, ব্যাঘ্রশোষ ও অস্তান্ত ক্রুরোগে রোগীর শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহজনিত অস্তান্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এক রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ মূত্রাধিক্যের অত্যন্ত উপকারী। অল্পপান—মূত্রাধিক্যবিহার আয়-লকীচূর্ণ, শুক্রক্ষরে বজ্রমূত্র চূর্ণ বা শতমূলীর রস।

শ্রেণীভিত্তিক। রস, গন্ধক, অম্ল, রৌপ্য, হরিতাল, কীনা, লৌহ, কোয়ার্টজ, বর্ণ  
মাকিক ও বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব সমান বস; একত্র মর্দন করিয়া  
আমহালের কাথ, আমলকীর রস, কুলশকলারের কাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ফুলের রস ও  
শিমুলফুলের রসে বৎসিকমে ৩ বার ভাবনা দিয়া পরে জাতীকল, লবণ, দুধা দারুণিদি,  
এলাইচ ও অগ্নিহী; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ পারস্পরিক সমান মিশ্রিত করিবে।  
বটী ২ রতি।

**ব্রহ্ম মকরদ্বন্দ্ব** : যক্ষ্মা, ব্যাবায়শোব এবং অভ্যন্তরীণ  
কন্মরোগে শুষ্ককরণ ও মূত্রাধিক্য প্রভৃতি কারণে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে,  
এবং যক্ষ্মা, উরঃকত বা শোষরোগীর রসাদি ঋতুসমূহের পোষণার্থ এই ঔষধ  
সেবন করাইবে। ব্যাবায়শোবে এবং যক্ষ্মারোগে প্রমেহদোষ বিচক্ষণ  
থাকিলে, এই ঔষধ সেবন অত্যন্ত আবশ্যিক। অল্পপান—পানের রস ও মধু।

ব্রহ্ম মকরদ্বন্দ্ব। বর্ণ ২ ভাগ এবং বস, মূত্রা, লৌহ, জাতীকল, অগ্নিহী, রূপা, কীনা  
রসসিন্দূর, অম্বাল, কস্তুরী, কপূর ও অম্ল; ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ এবং বর্ণসিন্দূর ৩  
ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ ভাল মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

## যক্ষ্মারোগে—বেদনাচিকিৎসা।

**শতপুষ্পাদিলেপ** : যক্ষ্মারোগে রোগীর মস্তকে ও  
পার্শ্বে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ ঔষত্বক করিয়া রাখে ও প্রাতে লাগাইবে।  
এইরূপ ভাবে প্রত্যহ ২১০ বার প্রলেপ লাগাইয়া দিবে।

শতপুষ্পাদিলেপ। শুষ্ক, কুড়, বটমধু, তগরপাছকা ও বেগুনমল; এই সকল দ্রব্য  
সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে, অম্লের উহাতে কিঞ্চিৎ মৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

**বতলাদিলেপ** : যক্ষ্মারোগে রোগীর পার্শ্বদেশে, মস্তকে ও মস্তক-  
দেশে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ ঔষত্বক করিয়া এই সকল স্থানে প্রাতে ও  
রাতে ২১০ বার ক্রমাগত লাগাইয়া দিবে।

বতলাদিলেপ; বেড়েল, গাখ, জিল, বটমধু, ধীমোৎপল ও মৃত; এই সকল দ্রব্য  
লইয়া মর্দন করিবে।

**পালকাদিলেপ** : যক্ষ্মারোগে রোগীর মস্তকে, পার্শ্বদেশে  
ও মস্তকস্থলে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই প্রলেপ ঔষত্বক করিয়া এই সকল  
স্থানে দিবে ২১০ বার ক্রমে ২১০ বার লাগাইয়া দিবে।



পলকবালিলেপ। শুণ্ড, বেবদার, বেতচন্দন, নাসেধর ও হুত ; সমভাগে লইয়া মর্দন করিয়া গইবে।

## যক্ষ্মারোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

**জাতীকলাদিচূর্ণঃ** যক্ষ্মারোগীর উদরাময় অর্থাৎ পাতলা দান্ত লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে, স্বরভঙ্গ, স্বচ্ছদেশে বা মস্তকে বেদনা, মাথায় ভার, অয়ে অকুচি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—উষ্ণজল। প্রাতে বা সন্ধ্যার পূর্বে সেব্য।

**জাতীকলাদিচূর্ণ।** জাতীকল, বিড়ম্ব, রক্তচিটা, তপস্বপাতলা, কুড়িতিলের শাস, তালীশ-পত্র, রক্তচন্দন, শুঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কপূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশ-লোচন, দারুচিনি, ভেঙ্গপাতা, এলাইচ ও নাসেধর ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত সিদ্ধি পত্র চূর্ণ ৫০ তোলা এবং ইক্ষুচিনি সর্বচূর্ণের সমান, এই সমুদয় সম্যক প্রকারে মর্দন করিবে। মাত্রা—ছই আনা বা চারি আনা।

**ত্রিকটাদিচূর্ণঃ** যক্ষ্মারোগীর উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্ত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে শ্বাস, মেহ অর্থাৎ ওক্রমরগ, প্রস্রবে জালা, পাণ্ডু বা কামলা এবং হস্তপাদাদি অঙ্গে শোথ ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—আম্রাপানের রস ও মধু।

**ত্রিকটাদিচূর্ণ।** শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, ভারকল, ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা ও লৌহ ২ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া কিকিৎ মধুর সহিত মারিবে। মাত্রা ১০ আনা।

**মহারাঙ্গ স্রপতিবলভরসঃ** যক্ষ্মারোগীর প্রবল উদরাময় দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পাতলা দান্ত বা আমসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্শ্ব ও মস্তকে বেদনা, কাসে অত্যধিক রক্ত বা ক্ষেমা নিঃসরণ, অকুচি, হৃদয়ে দাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

**মহারাঙ্গ স্রপতিবলভরস।** কান্তলৌহ ৩ তোলা এবং অজ, অনুভীকরণ নিরম্বাকুলারে ভাবিত, রৌপ্য ও স্বর্ণমাস্তিক ; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা এবং স্বর্ণ, কুড়, সোহাগার ঐষ কাঞ্চাদশী, গজপিন্দী, বড়ীমূল, মরিচ, ভেঙ্গপাতা, বদামী, বালা, শুঠ, বসে, সৈন্ধব-

লবণ, কপূর, বিড়ল, রক্তচিটা ও দিবা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ভেটীকুলচূর্ণ ২ তোলা এবং লবল, জরিয়া, জারকল ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও সমস্ত ত্রব্যের অর্ধেক বিটলবণ এবং বিটলবণ সহ সমস্ত ত্রব্যের সমান ঘোট একাইট চূর্ণ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দন পূর্বক ছাগী দ্বারা দ্বিগুণ ৭ বার ও হোলদলেবুর রসে ১০ বার ভাবনা দিবে। বটী ১০ রতি।

**পঞ্চান্নতপর্পতি :** যক্ষ্মা এবং অন্তান্ত শোথে রোগীর প্রবল উদরাময় দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে হৃৎ, পদ ও অন্তান্ত অঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা অন্তান্ত শোথরোগীর কাস, শ্বাস, মেহ, রক্তবমন বা অন্তান্ত উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন বিধি। প্রথম দিন প্রাতে দুই রতি সেবন করিতে দিবে, অনন্তর প্রত্যহ প্রাতে ২ রতি নিয়মে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৬৪ রতি পর্যন্ত সেবন করিতে দিবে ও পুনরায় ২ রতি নিয়মে প্রত্যহ মাত্রা হ্রাস করিবে। অস্থপান—ধনে ও জীরার কাথ। শোথাদিগে, এই ঔষধ সেবনকালে লবণ জল বর্জন করিয়া করিয়া কেবলমাত্র ছুৎ সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চান্নতপর্পতি। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

**সর্বপর্পতি :** যক্ষ্মা, উরঃকত ও শোথরোগীর উদরাময় প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্ষয়রোগীর জ্বর, কাস, শ্বাস ও পার্শ্বদেশ এবং হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এই সকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ সকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে বিজ্ঞমান না থাকিলেও, এই ঔষধ সেবন করান কর্তব্য অর্থাৎ উদরাময় এবং শোথ উভয়ের প্রকোপসম্বন্ধে এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। ঔষধ প্রথম দিন প্রাতে ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে; এবং প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবে, অনন্তর ১ রতি পরিমাণে হ্রাস করিবে। ঔষধ সেবন কালে উদরাময় অন্তান্ত প্রবল থাকিলে, প্রথমাবস্থার-সকল ছুৎ অথবা জীরা, মরিচ, ধনে ও সৈন্ধবলবণ সংযোগে ছাগমাংস ও জাকলদ্বারাদির পাতল বৃন্দ রোগীকে গ্রহণ করিবে। তৎপরে মল পাট হইয়া আসিলে অর্থাৎ ২৫ দিন পরে ঐ সমস্ত পথ্য পরিহার

করিয়৷ লবণ জল বর্জন পূর্বক দুধায় বথেক নির্ভরচিত্তে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—দুধ ।

বর্ণপর্পটি। প্রত্যতিবিধি ১১০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

১. বম্বা এবং শোষ রোগীর প্রবল উদরাময় লব্ধাং আম বা রক্তসংযুক্ত মল অথবা পাতলা দান্ত হইলে ও তৎসঙ্গে হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে বা সর্বত্র শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বম্বারোগীর, জ্বর, কাস ও পাশ্চদেশে বেদনা, প্রমেহ, শ্বাস, স্বরভঙ্গ এবং অন্তান্ত বাবতীয় লক্ষণ উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করান কর্তব্য। প্রথম দিন ২ রতি প্রযোজ্য; অনন্তর প্রত্যহ প্রাতে ১ রতি মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্যন্ত সেবন করাইয়া পুনরায় ১ রতি ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিবে। পথ্য স্বর্ণপর্পটিবৎ। শোষ প্রবল হইলে, লবণ ও জল বর্জন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অল্পপান—দুধ।

নিম্নপর্পটি। আমলাস গন্ধক ভুসরাজসে তিন বার ভাবনা দিয়া লৌহপাত্রে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ভুসরাজসে মিশ্রিত করিবে, পরে ঐ গন্ধক ৮ তোলা ও হিলুলোথ পারদ ৪ তোলা লইয়া উহার সহিত রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈজ্ঞান্য ১০ তোলা ও মুক্তা ১০ আনা একত্র করিয়া বর্জন পূর্বক কঙ্কলী করিবে। অনন্তর পর্পটি পাকের নিয়মামুসারে লৌহ পাত্রে কুল কাঠের অগ্নিবারা পাক করিবে।

## বম্বারোগে—শোথ-চিকিৎসা ।

শোথপ্রকালানন্তর রূস ১। বম্বা, উরঃকত এবং শোষরোগীর হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে শোথ এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শ্বাস, কাস ও সামান্ত উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। বম্বারোগীর শোথের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে অথচ উদরাময়ের অল্পতাসঙ্গে ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য। অল্পপান—তুলেখাড়া পাতার রস ও মধু।

শোথকালানন্তর রূস। প্রত্যতিবিধি ১১০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

শোথপ্রকালানন্তর রূস ২। বম্বা, উরঃকত এবং শোষরোগীর হস্ত পদাদি স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে উদরাময়, জ্বর, কাস অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস,

এবং পার্শ্বদেশ, হৃৎ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। শোথের প্রবলাবস্থার এবং তৎসঙ্গে উদরাময়ের ঔষধ প্রকোপসঙ্গে এই ঔষধ সেবন করান উচিত। ইহা সেবন কালে লবণ ও জল বর্জন পূর্বক দুগ্ধার পথ্য দেওয়া একান্ত কর্তব্য। অমুপান—দুগ্ধ।  
কেন্দ্রপালরস। প্রভৃতিবিধি ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**অর্ধপর্ণটি।** যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোথরোগে শোথ প্রবল হইলে অথবা তৎসঙ্গে উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করাইবে। পথ্য—দুগ্ধার; লবণ ও জল বর্জন বিধেয়।  
অর্ধপর্ণটি। প্রভৃতিবিধি ১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## যক্ষ্মারোগে—পথ্য।

যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোথ রোগীকে পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব ও গমের রুটি, মুগ ও ছোলার যুগ্ধ ছাগ, জাকল-পক্ষী ও যুগ্মাংস যুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, ছাগ দুগ্ধোৎপন্ন মাখন ও দ্ব্যত, কলার মোচা, গো-দ্ব্যত, মহিষ দ্ব্যত, মিছরী, পলতা ও শজিনা প্রভৃতি দ্রব্য ও সৈন্ধবলবণে পক্ক ব্যঞ্জনাদি প্রায়শঃ সেবন করিতে দিবে।

যক্ষ্মারোগীর ঝাং, কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবের হ্রাস হইলে, পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, কিসমিস, খজুর, পানিকল ও নারিকেল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে অগ্নিবলানুসারে প্রদান করিবে।

কপূর, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, অবগাহন ঘ্রান, অট্টালিকার বাস, মালাধারণ, হর্বজনক গীত-বাঁজ অংগন, নৃত্য দর্শন, জ্যোৎস্না-সেবন, উৎকৃষ্ট বসন ধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতা-পূজা এবং মনের তৃপ্তিজনক অন্ন-পানীয়; এই সমস্ত যক্ষ্মারোগীর পক্ষে তিতকর।

## রক্তপ্রিত-চিকিৎসা।

**স্বাভিক রক্তপ্রিত-চিকিৎসা।** স্বাভিক রক্তপ্রিতে রক্ত বা অকণবর্ণ কোণাবৃত পাতলা ও রক্ত রক্ত নির্গত হয়।

**পৈত্তিক রক্তপিত্তের লক্ষণঃ** পিত্তাধিক্য রক্ত-  
পিত্তে কষায় (কাথের জায়) বর্ণবিশিষ্ট অথবা কৃষ্ণবর্ণ, গোমুত্রাজ, চিকণ, গৃহ-  
ধূমবৎ বর্ণযুক্ত অথবা সৌবীরাক্তন সদৃশ রক্ত নির্গত হয়।

**শ্লেষ্মিক রক্তপিত্তের লক্ষণঃ** শ্লেষ্মাধিক্য রক্ত-  
পিত্তে ঘন, দ্রবং পাণ্ডুবর্ণ, অল্পস্বিচ্ছ ও পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হয়।

**ত্রিদোষজ রক্তপিত্তের লক্ষণঃ** বায়ু, পিত্ত ও  
শ্লেষ্মা ইহাদের মধ্যে দুই দোষের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, উহাকে ত্রিদো-  
ষজ রক্তপিত্ত কহে।

**সান্নিপাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণঃ** বাতিক  
পৈত্তিক, ও শ্লেষ্মিক এই ত্রিবিধ রক্তপিত্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, সান্নিপাতিক  
রক্তপিত্ত কহে।

**দোষভেদে রক্তপিত্তের গতি নির্দেশঃ**  
কক্ষসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উর্দ্ধগামী হয় অর্থাৎ কর্ণ, নাসা ও মুখ হইতে বিবিধ বর্ণ  
বিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। বাতাক্রান্ত রক্তপিত্ত অধোগামী হইয়া থাকে অর্থাৎ  
শির, যোনি ও গুহদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হয়। বাতশ্লেষ্মাক্রান্ত রক্তপিত্ত  
উর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া নির্গত হয় এবং অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সময়ে সময়ে  
লোমকূপ হইতেও রক্ত নির্গত হয়।

**রক্তপিত্তের উপদ্রবঃ** রক্তপিত্তরোগে শরীরের দুর্বল-  
লতা, শ্বাস, কাস, অরু, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মুচ্ছা, তৃক্তদ্রব্যের বিদগ্ধ  
পাক, অধীরতা, ক্ষমরে অসহ্য বেদনা, পিপাসা, দান্ত, মত্তকের তাপ, গৃহনির্গমন,  
আহারে অনিচ্ছা, অপরিপাক ও মাংস প্রক্ষালন জলবৎ রক্তের বিকৃতি;  
এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হয়।

**রক্তপিত্তের সাম্প্রাসাম্প্রা লক্ষণঃ** রক্তপিত্ত  
একদোষজ হইলে সাধ্য, ত্রিদোষজ হইলে বাধ্য এবং ত্রিদোষ সমুৎপন্ন রক্ত-  
পিত্তরোগ অসাধ্য। মন্দ্যসি, ব্যাধি কর্তৃক দেহের ক্ষীণতা, বার্দ্ধক্য, অকৃতি  
বশতঃ ভোজনে অনিচ্ছা এবং প্রবলবেগে রক্ত নির্গমন, এই সমস্ত লক্ষণাকার  
রক্তপিত্ত রোগী অসাধ্য।

উর্দ্ধভাগ অর্থাৎ মুখ, নাসিকা ও কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধ্য। অধোভাগ অর্থাৎ লিঙ্গ, যোনি ও শুক্রাশ্রয় হইতে রক্তস্রাব হইলে, উহা বাণ্য। রক্তপিত্তের প্রকোপ বশতঃ উর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয়মার্গ হইতে এক সময়ে রক্তস্রাব হইলে, উহা অসাধ্য।

পূর্বোন্নিখিত উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগ অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে, এবং শ্বাস কাশাদির উপদ্রব না থাকিলে অথচ রক্তপিত্ত অল্প-বেগবৃদ্ধ হইলে অর্থাৎ রক্ত অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইলে, সর্বল রোগীর পক্ষে উহা সাধ্য এবং হেমন্ত ও শরৎ ঋতুতে উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইলে, তাহার সাধ্য হয়।

মাংস-দ্রোত জলের ভ্রায় পচা গন্ধযুক্ত, কর্দমাক্ত-জলসদৃশ, মেদ, পুণ্ড ও রক্তসদৃশ, যকৃৎ খণ্ডের ভ্রায় বা পাকাজাম ফলের ভ্রায় কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং ইন্দ্রধনুস ভ্রায় বিবিধ বর্ণযুক্ত উর্দ্ধ বা অধোগামী পিত্ত-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হইলে, উহা অসাধ্য এবং পূর্বোন্নিখিত উপদ্রবসমূহ বিস্তারিত থাকিলে, সেই রক্তপিত্তও অসাধ্য।

যে রক্তপিত্ত রোগী দৃশ্য (ঘটপটাদি পদার্থ) এবং অদৃশ্য (শূন্যমার্গাদি) সমস্ত রক্তবর্ণ দর্শন করে, সেই রোগীর রক্তপিত্ত অসাধ্য। যে রক্তপিত্তরোগী অত্যধিক রক্তবমন করে ও লোহিত উল্গার দর্শন করে ও বাতীর চক্ষুর্দ্বারা রক্তবর্ণ, সেই রোগী বিনষ্ট হয়।

## রক্তপিত্ত-চিকিৎসা-বিধি।

অতিরিক্ত রোজ, ব্যায়াম, শ্রমসাধ্য-কাধ্য, শোক, গধপথটন, অত্যধিক ক্রীসংবাস এবং তীক্ষ্ণ জ্বা, উষ্ণ জ্বা, কারাত্মক জ্বা, লবণ ও কটুরস বিশিষ্ট জ্বা গ্লেবন দ্বারা পিত্ত প্রকুণ্ডিত হইলে, রক্তও প্রকুণ্ডিত হয়, অতএব পিত্ত ও রক্ত উভয়ের প্রকোপবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকার্ত্তা বলেন যে, পিত্ত রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নিঃসৃত হয়, এই জন্য শাস্ত্রে উহা রক্তপিত্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। এই রক্তপিত্ত উর্দ্ধগামী ও অধোগামী এবং রোগের প্রকোপকালে বিবিধ উপদ্রব উৎপন্ন করে। উর্দ্ধগামী রক্তপিত্তের এই সর্বল প্রধান কারণ সবচেয়ে পরিষ্কার

হওয়া যায়; স্থপিণ্ডস্থ বৃহৎধমনী এবং শ্বাস প্রাশ্বাস বন্ধ ও বক্তের পীড়া বশতঃ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ঐ সময়ত বন্ধ হইতে রক্তস্রাব হইলে, ঐ রক্তপিত্ত বন্ধারোগে পরিণত হয়। রক্তপিত্তরোগে লোমকূপ, নাসারন্ধ্র, কর্ণ, পকাশয়, মুখ, লিঙ্গ ঘোনিবেশ বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু জীলোকদিগের ঋতুকালে যে রক্ত নিঃসৃত হয়, উহা রক্তপিত্তমধ্যে গণ্যীয় নহে।

কর্ণবিবর এবং নাসারন্ধ্র হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, সেই রক্ত কর্ণবিবরের বাহ্যদেশে ও নাসারন্ধ্রের সম্মুখভাগ হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিঃসৃত হইলে, সচরাচর স্রবণ ও পাতলা দৃষ্ট হয় এবং নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎ ভাগ হইতে রক্ত নির্গত হইলে, উহা গাঢ়, কৃষ্ণবর্ণ ও স্লেষ্মামিশ্রিত দৃষ্ট হয়। মুখ-গহ্বরে বিবিধ স্থানস্থিত রক্ত মুখমার্গ দ্বারা নিঃসৃত হয়। ব্রিহ্মা, তালু ও গণ্ডদেশের অভ্যন্তর ও দাঁতের মাটি হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, ঐ সকল রক্তে স্লেষ্মা ও কেণাকুল লাল সঞ্চার থাকে; শ্বাসমার্গ, পরিপাক নলীর উচ্চাংশ ও পাকশয় স্থিত রক্তপিত্তের প্রকোপ বশতঃ, মুখ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়। সাধারণতঃ উৎকণ্ঠিত রক্তপিত্তে এবং পৈত্তিক বন্ধারোগে রক্তবমন একটা প্রধান লক্ষণ। উভয় রোগেই রক্তনিঃসরণ দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত কারণে রক্ত বমন হইলে, রক্তপিত্তরোগে পরিণত হয়, যথা—পকাশয়ের ক্ষত বা কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়া, বক্ততে রক্ত সঞ্চারিত হওয়া, রক্ত সমষ্টিভূত হওয়া, স্থপিণ্ডস্থয়ের অব-  
 রোধ হওয়া, বিবিধ খীড়ার উৎপত্তি ও বিবিধ কারণে রক্তের বিকার হইলে সূক্ষ্ম শিরার গাত্র হইতে রক্তস্রাব এবং জীলোকদিগের স্বভাবতঃ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। বন্ধা ও রক্তপিত্তরোগের মধ্যে রক্তস্রাবে সাধারণতঃ যে সকল প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা এই—বন্ধা রোগে রক্ত নির্গমনের পূর্বে কাসের বেগ উপস্থিত হয় ও কালে নির্গত রক্তে স্লেষ্মাদি মিশ্রিত থাকে, এইরূপ লক্ষণ প্রথমাবস্থায় প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় এবং ঐ নির্গত রক্ত আরাগ্নক এবং মুখ লবণাক্ত অল্পভূত হয়, রোগী বন্ধস্থলে ভীর ও বিবিধ কষ্ট অল্পভব করে; বর্ধনশীল হ্রবহর করে; কোনও কোনও স্থলে কাল ব্যতীত মুখ রক্তে পরিপূর্ণ হয়, আবার সামান্য কাসের পরে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং ঐ রক্ত অনেক কাল উপর ও উহাতে কেনা বিস্তারিত থাকে। রক্তপিত্তরোগে নির্গত

রক্ত জেং কফাভ এবং ঘনীভূত দৃষ্ট হয় ও মুখ হইতে নিঃসৃত রক্ত অন্নরস-  
বিশিষ্ট, বমনের পূর্বে পকাশেরে অস্বস্তি বোধ, সময় সময় বমন করিবার  
ইচ্ছা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও উদরে বেদনা বোধ এবং অনেক সময়ে পকাশ-  
স্থিত সঞ্চিত রক্ত মলের সহিত নির্গত হয়। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগের  
বাতাদি দোষ এই সমস্ত চিহ্নদ্বারা নিরূপণ করা সুকঠিন, উদ্য সামান্য লক্ষণ  
দ্বারা নিরূপণ করিবে। রক্তপিত্তের ও যক্ষ্মারোগের ভেদ উক্ত উভয় রোগের  
লক্ষণদ্বারাও নির্ণয় করা সুকঠিন, কারণ স্নৈয়িক রক্তপিত্তে স্নেহা সংযুক্ত  
পিচ্ছিল রক্ত নির্গমন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং পৈতিক যক্ষ্মারোগে কাস  
জ্বর, দাহ ও রক্ত নির্গমন ইত্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে। রক্তপিত্তরোগের দ্বারা  
যক্ষ্মারোগেও দুর্বলতা, শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে  
উভয় রোগের পূর্ব ও বর্তমান লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্ধারণ করিতে হইলে,  
পূর্বরূপ অর্থাৎ রোগোৎপত্তির পূর্ব লক্ষণ ও পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যিক;  
যেহেতু, নিদান অর্থাৎ রোগোৎপাদক অহিতাচরণ ও অহিতকর দ্রব্য  
সেবন রূপ কারণ। পূর্বরূপ অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব লক্ষণ। রূপ  
অর্থাৎ লক্ষণ। উপশয় অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগ এবং আহাৰাদি দ্বারা রোগ  
প্রশমন বিষয়ের পরীক্ষা এবং সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ দোষ ও দৃষ্ট সংমিশ্রণরূপ  
ব্যাপার, এই পাঁচটির দ্বারাই উৎকট রোগ সকল নির্দেশ করা যায়;  
কিন্তু যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের নিদান, সংপ্রাপ্তি ও উপশয় অনেকাংশে তুল্য;  
সুতরাং ঔষধ এবং পথ্যাদি দ্বারা উভয়ের ভেদ সর্বত্র নির্ণয় করা সুকঠিন।  
পূর্ব লক্ষণ ও সাধারণ লক্ষণ দ্বারা ইহার প্রভেদ যথাসম্ভব স্থির করিবে।  
রক্তপিত্তরোগে শরীরের অবসন্নতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, কণ্ঠদেশ হইতে ধূম  
নির্গমনবৎ বোধ, বমন, শ্বাস ও প্রশ্বাসে রক্তগন্ধ এই সকল লক্ষণের  
২১টা বাতাদি দোষভেদে রোগ প্রকাশের পূর্বে (পূর্বরূপের অবস্থায়)  
লক্ষিত হয়, এবং কোন কোন স্থলে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শীঘ্রই সান্নি-  
পাতিক রক্তপিত্তে পরিণত হয়। যক্ষ্মারোগে কাস, শ্বাস, গাজ-বেদনা,  
স্নেহ-নিঃসরণ (সর্দি, কাস) তালু-শোথ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, প্রবল সর্দি,  
নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর ওজ্রতা, মাংস ভোজনে রসবতী ইচ্ছা, দ্রবীভূত  
অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নে কাকাদি পক্ষী ও বিত্তীয়কা দর্শন ইত্যাদি



লক্ষণের মধ্যে ২৪টা বা সমস্ত লক্ষণ বাতাদি দোষভেদে রোগ প্রকাশের পূর্বে লক্ষিত হয় ।

রোগ প্রবল হইলে যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্তের অনেক অনেক বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপিত হইতে পারে । যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের প্রবলাবস্থায় চিকিৎসার্থ যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা অনেকাংশে একরূপ ; সুতরাং ঔষধ প্রয়োগে ভ্রান্তি বিশেষ কোন ভ্রম হয় না । উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বমন, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি থাকিলে, প্রায়শঃ তুল্য ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রক্তপিত্তে পিত্তের আধিক্য বশতঃ ঔষধ ও পথ্য কিয়দংশে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে ।

**রক্তপিত্তে বমন :** রক্তপিত্তরোগে অধিক রক্তবমন লক্ষিত হইলে, তৎক্ষণ্ত রোগীকে রক্ত বন্ধকর ও তৃপ্তিকর আহাৰাদি এবং বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু, রোগী বলবান হইলে, রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা পাওয়া অত্যাশ্রয় ; যেহেতু রক্ত বন্ধ হইলে, দুই রক্ত দেহে বদ্ধ হইয়া হৃদ্রোগ, গুল্ম, গ্রহণী ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে । দুর্বল রোগীর ভিত্তি রক্ত-বন্ধের ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । রক্তবমন নিবারণার্থ রোগের প্রবলাবস্থায় বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ, বৃহৎ শর্করাভলৌহ, ধাত্বীলৌহ বা অ'ম-লাভলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং বিবিধ যোগ বাতাদি দোষভেদে প্রদান করিবে । রক্ত বমন থাকিলে এবং অল্প জ্বর দৃষ্ট হইলে, রক্তপিত্তান্তকর গ শতমূল্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে প্রায়শঃ এই জ্বর নিবৃত্তি হয় । জ্বর বিস্তারিত থাকিলে, রোগীকে অত্যধিক শীতল পথ্য প্রদান করিবে না, যে-হেতু অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া দ্বারা জ্বর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তখন কেবলমাত্র, এই সকল ঔষধ প্রদান করিয়া গৈর মণ্ড বা পেয়াদি রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বরবেগ নিবৃত্তিকাল পর্যন্ত লঘু পথ্য প্রদান করিবে । রক্তপিত্তে রক্তনির্গমন প্রবল হইলে, বিরচনার্থ ত্রাণাদি কাথে ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে । অধিক বমন-বশতঃ পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিস্তারিত থাকিলে, প্রদররোগে বক্ষ্যমাণ চন্দ্রনাড়ী চূর্ণ ও বড়কপানীরের ওঠ পরিভ্যাগ করিয়া অবশিষ্ট এটি ত্র্যব্যাসার সাধিত পানীয় সেবন করাইবে ; অথবা হ্রীবেরাদি বা ধাত্বকাদি কাথ প্রদান করিবে । রক্তপিত্তের পুরাতন অবস্থায়

কুম্ভাণ্ডখণ্ড, বাসাকুম্ভাণ্ডখণ্ড, কুম্ভাণ্ডাবলেহ বা দূর্ভাগযুত প্রভৃতি প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

**রক্তপিত্তে-নাশাপাত রক্তপ্রাণ :** উর্দ্ধগত রক্ত-পিত্তরোগে রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, তন্নিমিত্ত বিবিধ ষোণ প্রদান করিবে এবং রক্ত অত্যধিক স্রাব হইলে, তন্নিবারণার্থ আমলা যুতে ভাজিয়া কঁজিতে পেষণ পূর্বক রোগীর মস্তকে প্রদান করিবে এবং দাড়িম-পুষ্পাদির রস দ্বারা নস্ত প্রয়োগ করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে, রক্তনিবারণার্থ শীত্ৰই প্রতীকার করা আশঙ্ক্য। সৰল রোগীকে বিরেচনার্থ ত্রাণাদি কাথ বা জিহ্বাতাদি মোদক অল্প মাত্রায় প্রদান করা বাইতে পারে এবং পূর্বোক্ত আমলায় লৌহ, শতমূল্য লৌহ প্রভৃতি ষথাত্মপানে ব্যবস্থা করিবে। ঐ সকল যত্নরেচক ঔষধ পিত্ত শাস্তিকর। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বিরেচন প্রদান একান্ত আবশ্যক; কিন্তু তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে, বিপরীত ফল দর্শে। এই অবস্থায় রোগীকে তৈর মণ্ডাদি পথ্য প্রদান করিবে এবং পিপাসা, দাহ ও অন্তান্ত লক্ষণ বিজ্ঞমান থাকিলে, হ্রীবেরাদি কাথ বা ধাত্তকাদি কাথ, গুণ্ঠবিহীন যড়ঙ্গপানীয় ও অন্তান্ত ঔষধ প্রদান করিবে। জ্বর বিজ্ঞমান থাকিলে, পূর্বোক্ত নিয়মে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

**রক্তপিত্তে-কর্ণগত রক্তপ্রাণ :** রক্তপিত্তরোগে কর্ণভ্যন্তর হইতে অনেক সময়ে রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে কর্ণনালী হইতে বিবিধ কারণে পুণ্যাদি মিশ্রিত বা সজল-রক্ত নির্গত হইতেও দেখা যায়, কিন্তু উহা কর্ণগত অন্ত রোগ বা রক্তপিত্তরোগের জন্তই ঐরূপ হয়, নিরূপণ করিয়া সেই অনুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ নস্ত প্রদান, বা প্রলেপ প্রভৃতি যে সমস্ত বিধি উক্ত হইয়াছে; সেই সমস্ত ষোণ প্রয়োগ করিবে; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ত্রাণাদি কাথ বা অন্তান্ত যে সমস্ত রেচক ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করা কর্তব্য।

**রক্তপিত্তরোগে-মূচ্ছা :** রক্তপিত্তরোগ প্রবল হইলে রোগী সময় সময় মূচ্ছার অভিভূত হয় অর্থাৎ জ্ঞান লোপ হইয়া যায়; এরূপ অবস্থায় অধীর না হইয়া বাহাতে রোগের প্রতীকার হয়, তাহা বিবেচনা করিবে। রোগের প্রবলতা বশতঃ দুর্বলতা হইতে মূচ্ছা উৎপন্ন হয়, সুতরাং

রোগ উপশমের নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্তব্য ; বিশেষতঃ বাহাতে রোগী পথ্য সেবন করিতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক । সময়াভীকারে বলকর পথ্য—দুগ্ধাদি বা মাংস বৃষ প্রদান আবশ্যক ; নচেৎ মুচ্ছা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । অত্যধিক রক্ত নির্গত হওয়ায় অনেকস্থলে মুচ্ছার আধিক্য দৃষ্ট হয় । জ্বর, ক্লম্ব বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবগুলি প্রবল না হইলে, মুখে, চক্ষুতে শীতল জল প্রদান ও অন্ত্রাশ্রয় শৈত্য দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল উপদ্রব বিজ্ঞমানে শৈত্য দ্রব্য প্রদান না করিয়া বলকারক পথ্য ও ঔষধ প্রদান করাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত । এই রোগে স্থানবিশেষে মুচ্ছা এরূপভাবে রোগীকে আক্রমণ করে, যে মুচ্ছিতাবস্থায়ই রোগী পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মুচ্ছার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্তব্য ।

**রক্তপিত্তরোগে—পিপাসা :** রক্তপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ সাধারণতঃ পিপাসা এতদূর বলবতী হয় যে, পুনঃপুনঃ শীতল দ্রব্য পান করিতে অভিলাষ জন্মে । এমতাবস্থায় ওঁঠ বিহীন বড়লপানীয় এবং জরাধিকারোক্ত তৃষ্ণার যোগ রোগীকে পান করিতে দিবে । যদিও রোগের প্রবলতাবশতঃ পিপাসা একেবারে প্রশমিত না হইয়া পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, তথাপি পিপাসার কালে ঐ সমস্ত বড়লপানীয় ও খাল্যকাদি কাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে, পিপাসাকালে, রোগীকে শীতল জল বা শীতল পানীয় প্রদান করা যাইতে পারে ।

**রক্তপিত্তরোগে—উদরাময় :** রক্তপিত্তরোগের প্রবলাবস্থার বা পুরাতন অবস্থায় অনেক স্থলে দান্ত বা পাতলা মল নির্গত হইতে দেখা যায়, ঐ সকল পিত্ত সংযুক্ত মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে, কাহারও বা মলে পিত্তের ভাগ দৃষ্ট হয়, এরূপ অবস্থায় মলের তরলতা লক্ষিত হইলে, কণা-বটী, বৃহৎ গগনহৃন্দর রস এবং রক্তের ভাগ অধিক হইলে, নূতনাবস্থায় অহি-ক্ষেণবটী অন্ন মাত্রায় সেবন করান যাইতে পারে । বাহাতে মল গাঢ় হয় এবং স্ফূৰ্ত্ত বর্ধিত হয়, এরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । এই অবস্থায় রোগের প্রথম প্রকোপ কালে জরাতিসারোক্ত উশীরাদি বা হ্রীবেরাদি কাথ দ্বিনে একবার প্রয়োগে অনেক উপকার পাওয়া যায় । উহাতে দাহ, পিপাসা ও জ্বর কিয়দংশে নিবৃত্ত হয় । কিন্তু এই দান্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং

ঐ দান্ত উদরাময়রূপে পরিণত হইলে, তখন আর ঐ সমস্ত ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না ; এমতাবস্থায় বৃহৎ কুটজাবলেহ, বিজয়-পর্পটী, লৌহ-পর্পটী, স্বর্ণ পর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী নিয়ম পূর্বক সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । এই অবস্থায় জ্বর থাকিলে, এই সমস্ত ঔষধে অনেকাংশে উপকার হয় ।

**রক্তপিত্তে ভেদ :** রক্তপিত্তরোগে রক্তভেদ লক্ষিত হইলে, রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ চন্দনাদি কাথ, কুটজাষ্টক, কুটজাবলেহ, চন্দনাদি চূর্ণ, মধুকাত্তলেহ বা কণাভলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে । এই সমস্ত ঔষধ অত্যধিক রক্তশ্রাব দৃষ্ট হইলে, প্রয়োগ করা কর্তব্য ; সবল রোগীর অত্যধিক রক্তশ্রাব সহসা বন্ধ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সবল রোগীর রক্তভেদ দৃষ্ট হইলে, বিবিধ যোগ এবং ঐ সকল ঔষধ অল্প মাত্রায় সেবন করাইবে এবং রোগ পুরাতন হইলে ও জ্বর, কাস, পার্শ্বশূল প্রভৃতি নিবৃত্তি হইলে, বৃহৎ কুয়াণ্ডাবলেহ এবং শর্করাভলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । এই অবস্থায় পাতলা মল ও রক্তসংযুক্ত মল দৃষ্ট হইলে এবং রোগ কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, পঞ্চামৃত পর্পটী, লৌহ পর্পটী বা স্বর্ণ পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । ঐ সমস্ত ঔষধ সেবন কালে উপযুক্ত নিয়মে আহারাদি করা কর্তব্য । অধোগত রক্তপিত্ত অতি কঠিন, সুতরাং যতপূর্বক উহার প্রতিকারে চেষ্টিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য ।

**রক্তপিত্তে—রক্তশ্রাব :** অধোগত রক্তপিত্তে রক্তশ্রাব দৃষ্ট হইলে, উহার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য । যেহেতু রক্ত-মেহরোগে ঐরূপ লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং প্রমেহের পূর্ব লক্ষণ দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে । এই রক্ত শ্রাব পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই হইয়া থাকে, এই অবস্থায় বিবিধ যোগ, তৃণপঙ্কমূলসাধিত ক্ষীর, শতবর্ষ্যাদিক্ষীর, শতমূল্যাদি লৌহ, বৃহৎ কুয়াণ্ডাবলেহ বা ধণ্ডকাত্ত লৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীর বলাবল অনুসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল ও পিত্তনাশক পথ্য প্রদান করিবে ; রক্ত ও উষ্ণ দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দিবে না । রোগের পুরাতন অবস্থায় দূর্বীকৃত হৃত ও সঞ্চিত হৃত প্রভৃতি

ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রমেহরোগে বক্ষ্যমাণ বৃহৎ দাড়িমাঞ্চ দ্ব্যত ও অজ্ঞাত পৈত্তিক মেহ নাশক ঔষধ উপকারী।

**লোমকূপগত রক্তপিত্তঃ**। রক্তপিত্ত লোমকূপগত হইলে, চর্মগত পিত্তরোগের দ্বায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, উহাতে চর্মোপরি বিবিধ চিহ্ন এবং ক্ষত উৎপন্ন হয়। অনেক স্থলে কালপ্রকর্ষে কূষ্ঠরোগের দ্বায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। লোমকূপগত চর্মরোগে আভ্যন্তরীক ও বাহ্যিক উভয়বিধ ঔষধই প্রয়োগ কর্তব্য। বাহ্যিক ঔষধ গায়ে মর্দন করা বিধেয়। রোগীকে সেবনার্থ পিত্তাস্তকলৌহ, মহাভিজ্ঞ দ্ব্যত বা দুর্কাণ্ড দ্ব্যত প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং রোগীর গায়ে বিবিধ তৈল মর্দন ব্যবস্থা করিবে।

**রক্তপিত্তে উপদ্রবঃ**। রক্তপিত্তরোগে রোগীর বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হয়। সার্বপাতিক জরের ন্যায় এই রোগের প্রবলাবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং শ্বাস, কাস, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও রক্তভেদ বা রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। সময় সময় এত অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় যে রোগীর সহসা মৃত্যু ঘটে; এই অবস্থায় অতি সাবধানে তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত হইবে; বাহাতে ঐ রক্তপাত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। রোগীর শোণিত ও বল রক্ষার্থ বিবিধ প্রাণীর মাংসের যুষ, মৃতসঞ্জীবনী স্ত্রা ও যুগমদাসব প্রদান বিশেষ আবশ্যক, কেননা বল হ্রাস হইলে, স্ত্রা প্রকুপিত হইয়া সহসা মৃত্যু হইতে পারে; স্তত্রাং সর্করা রোগীকে স্ত্রাশ্রয়নাশক অথচ বলকারক মকরদ্বজ বটী, বৃহৎ কলুরীভৈরব ও অন্যান্য ঔষধ প্রদান করিবে, কিন্তু স্ত্রাশ্রয়নাশক উষ্ণবীৰ্য্য ঔষধসমূহের উগ্রতা বশতঃ পিত্ত বৃদ্ধি ও বমন না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, কারণ পিত্তবর্দ্ধক ঔষধ সেবনে উপকার না হইয়া বরং অনিষ্ট সম্পাদিত হয়।

**রক্তপিত্তে-শ্বাসঃ**। রক্তপিত্তরোগে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে ও শ্বাসের আয়ুর্বিজ্ঞ কাস ও জ্বর উৎসর্গে বিজ্ঞমান থাকিলে, মহাশ্বাসারি লৌহ, শ্বাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অবস্থান্তে বমন প্রবল থাকিলে, পিঙ্গল্যাত্ত লৌহ এবং স্বরভেদ লক্ষিত হইলে, ডামরেশ্বরাজ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের সহিত কেবলস্বাস কাসের

প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ বা কটকাঞ্চাদি অবলেহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

**রক্তপিত্তে-কাস :** রক্তপিত্তরোগে পূর্কোন্নিপিত বম্মারোগের ভ্রায় কাস প্রকাশ পায় । এই কাসের ভ্রয় পৃথক্ ঔষধ প্রায়শঃ ব্যবহার করিতে হয় না ; কেবল মূখ্যরোগ নাশক ঔষধ বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করিলে, উহার উপশ্রব সকল হ্রাস পায় ; যেহেতু কাস ও রক্তবমন উভয় একই সঙ্গে অথবা একের প্রকোপ হইলে অন্য উপশ্রব প্রবল হয়, তথাপি অবস্থা ভেদে অনেক স্থলে কাস উপশ্রবের প্রকোপ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চন্দ্রামৃতলৌহ, তালীশাদি চূর্ণ, চন্দ্রামৃত রস বা সমশর্কর লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

**রক্তপিত্তে-জ্বর :** রক্তপিত্তরোগে ও বম্মারোগের ভ্রায় জ্বর প্রকাশ পায় ; কিন্তু বম্মারোগ অপেক্ষা রক্তপিত্তে জ্বরের অনেকাংশে বৈষম্য দৃষ্ট হয় । বম্মারোগে জ্বর সর্বদা নাড়ীতে অমুভূত হয়, কিন্তু রক্তপিত্তে সর্বদা জ্বর প্রকাশ পাব না, রোগের অত্যন্ত প্রকোপ কালে উহার অন্ত্যন্ত উপশ্রব সকল প্রবল হইলেই জ্বর প্রবল হয় । রক্তপিত্তের নূতন অবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে, জরাধিকারোক্ত কয়াবটী, জয়ন্তীংটী এবং জরে নৈমিত্তিকবিকার লক্ষিত হইলে, বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলে এবং জ্বরের বেগ কিয়দংশ হ্রাস পাইলে, উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে মহারাজবটী, জরমাতঙ্গকেশরী সর্কতোভদ্ররস বা বৃহৎ বিষম-জরারিরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে । জ্বর হ্রাস হইলে অথবা জ্বর কিছু সময় মাত্র প্রকাশ পাইলে, অধোগত রক্তপিত্তে সর্কজ্বরহরলৌহ, পুটপক বিষমজরাস্তকলৌহ, বৃহৎ সর্কজ্বরহরলৌহ বা রক্তপিত্তাস্তক রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । জ্বর প্রকাশ না পাইলে, কেবল মাত্র মৃগ্য রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিবে ।

রক্তপিত্তরোগের প্রবলতাবস্থায় কাস ও জ্বরের সঙ্গে ক্রমশঃ শোথ, অত্যধিক রক্ত নির্গমন বা অন্ত্যন্ত অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল উপশ্রবের ব্যবস্থায় নিয়মে চিকিৎসা করিবে । ঐ সকল উপশ্রব নিবৃত্ত হইলে অথবা রোগ

পুরাতন হইলে, রোগীর পুষ্টিসাধনার্থ এবং পিত্ত সংযমনার্থ কুম্মাণ্ড খণ্ড, বুহংকুম্মাণ্ডখণ্ড, কুম্মাণ্ডাবলেহ, বাসায়ুত বা দুর্লভাভ্যুত প্রভৃতি ঔষধ উর্দ্ধ বা অধোগত রক্তপিত্তে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর গায়ে হ্রীবেয়াভ-তৈল বা জরাধিকারোক্ত লাক্কাদি কিম্বা মংলাক্কাদি তৈল মালিশ করাইবে । ঐ সমস্ত তৈল জর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব বিজ্ঞম'ন থাকিলে, প্রয়োগ করিবে না ।

## রক্তপিত্তে—ঔষধ ।

**কক্কশোণ :** অধোগত রক্তপিত্তরোগে কক্কশোণে রক্ত নির্গত হইলে বা রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথানিয়মে সেবন করাইবে ।

কক্কবোণ । সুপক যজ্ঞডুমুরের রস ২ তোলা এবং মধু ২৩ কোঁটা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে ।

**লাক্কশোণ :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রক্তবমন হইলে, এই বোণ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং অবস্থানুভেদে রাতে সেবন করিতে দিবে ।

লাক্কবোণ । লাক্কচূর্ণ ১০ তোলা, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ১০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে ।

**বাসাশোণ ।** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন হইলে, এই কাথ প্রাতে ও মধ্যাহ্নে সেবন করাইবে । রক্তপিত্তরোগে জ্বরে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিজ্ঞমান থাকিলে, এই কাথ অত্যন্ত উপকারী ।

বাসাশোণ । বাসকছাল ২ তোলা, জল ২ তোলা, শেব ৮ তোলা । একেপ দৌরাষ্ট্র-হৃতিকা ( অভাবে পদ্মপর্জি ), হিং লোধ, রসালন, পদ্মকেশর, হুঁদিমূল, মধু ও ইন্ধুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ আনা ।

**বাসাশোণ ( মতান্তরে ) :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস, স্রবভঙ্গ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিজ্ঞমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কুম্মকুম্মাণ্ড এবং স্রবভেদ রোগেও এই বোণ উপকারী । পূর্ণ মাত্রা ২ দুই তোলা ।

বাসাবোগ (মতান্তরে) । বাসক পাতার রস ৭ তোলা, তালীশগজ চূর্ণা ১ আনা এবং মধু ১০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

**দুর্ঝাদ্য নস্ত্র :** উষ্ণগত রক্তপিত্তে রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও বৈকালে তাহার নাসিকায় অল্প অল্প পরিমাণে নস্ত্রের স্রাব প্রয়োগ করিবে ।

দুর্ঝাদ্য নস্ত্র । কচি দুর্ঝার রস এবং দাড়িম পুষ্পের রস সমভাগে কাপড়ে ছাকিয়া ২ তোলা পরিমাণে লইবে ; অনন্তর উহার সহিত আলুতা ভিজান জল মিশাইয়া নাসিকার রক্তপথে প্রয়োগ করিবে ।

**তুণপঞ্চমূল ক্ষীর :** অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর প্রস্রাব-দ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

তুণপঞ্চমূল ক্ষীর । কুশতুণ, কাশতুণ, শর, কুক্ষেতু এবং উল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১০ তোলা এবং জল ৬০ তোলা একত্র পাক করিবে, দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে প্রযোজ্য ।

**শতমূল্যাঙ্গি ক্ষীর :** অধোগত রক্তপিত্তরোগে মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যার পূর্বে একবার সেবন করিতে দিবে ।

শতমূল্যাঙ্গি ক্ষীর । শতমূলী ও গোক্ষুর । ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, দুগ্ধ ১০ তোলা, জল ৬০ তোলা একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে প্রয়োগ করিবে ।

**চন্দনাদি ক্ষীর :** অধোগত রক্তপিত্তরোগে রক্তভেদ হইলে বা মলের সহিত টাটকা রক্ত নির্গত হইলে, এই দুগ্ধ যথানিয়মে পাক করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে, অবস্থাভেদে বৈকালেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে । জর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিচ্যুত থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায় ।

চন্দনাদি ক্ষীর । রক্তচন্দন, বেগুনঠা, আতাইস, কুড়চির ছাল ও বাবলার আটা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১০ তোলা, জল ৬০ তোলা, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে, প্রযোজ্য ।



**হ্রীবেদাদিক্কাথ :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর দাহ বা তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকিলে এবং মুখ, কণ্ঠ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে প্রাতে পান করিতে দিবে ।

হ্রীবেদাদি কাথ । বাল্য, হৃদি, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, গন্ধভূগ, ও তেউড়ীমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; দীপ্ত হইলে, ইন্ধুচিনি ও মধু প্রত্যেক ১০ আনা প্রক্ষেপ দিবে ।

**অটক্কবকাদিক্কাথ :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর মুখ বা নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহাকে এই কাথ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতাহুল্যমক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ।

অটক্কবকাদি কাথ । বাসক ছাল, কিসমিস, ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ চিনি এবং মধু প্রত্যেক ১০ আনা ।

**বাসককাথ :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন হইলে এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা কাস এবং ক্ষয়রোগেও প্রয়োগ করা যায় ।

বাসক কাথ । বাসক ছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; ছাকিরা মধু ১০ অর্দ্ধ তোলা সহ প্রয়োগ করিবে ।

**চন্দনাদিচূর্ণ :** অধোগত রক্তপিত্তরোগে রক্ত দান্ত হইলে, এই চূর্ণ মধু এবং আতপ চাউলধোয়া জল সহ দিনে ২৩ বার সেবন করাইবে । এই ঔষধ রক্তাতীসারে, রক্তপ্রদরে এবং রক্তার্শেও প্রয়োগ করা যায় ।

চন্দনাদি চূর্ণ । রক্তচন্দন, জটাম্বাসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলগুঠ, নাগর মুখা, ইন্ধুচিনি, বাল্য, আকনাদি, ইন্দ্রব, কুড়চির ছাল, গুণ্ড, আতাইব, ধাইপুল্ল, রসাতল, আমের বীচের শাল, জামের বীজ, মোচরস, নীলহৃদি, বরাহকান্তা, ছোট এলাইচ ও দাড়িহের খোসা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা হইতে ১০ তোলা ।

**হ্রদ্রীকাদি চূর্ণ :** উর্দ্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তে মুখ, নাসিকা, শুভ্রদেশ অথবা মূত্রমার্গ হইতে প্রবল বেগে রক্ত নির্গত হইলে, এই চূর্ণ প্রাতে ও

বৈকালে বাসক পাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। এই চূর্ণ শস্ত্রাহত স্থানে প্রদান করিলেও, সেই স্থানের রক্ত বন্ধ হয়।

দ্রব্যাদি চূর্ণ। কিসমিস, রক্তচন্দন, লোধ ও থিরঙ্গু; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। যাত্রা ৮০ আনা বা ১০ আনা।

**উশীরাদি চূর্ণ।** রক্তপিত্তরোগে রোগীর মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং দাহ বা তৃষ্ণা তৎসঙ্গে বিद्यমান থাকিলে, এই চূর্ণ রোগীকে পাকা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে।

উশীরাদি চূর্ণ। বেণার মূল, ভগ্নর পাহকা, শুঁঠ কাকোলী, খেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুখা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন ও তেজপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব সমান কৃকাদুর চূর্ণ এবং চূর্ণসমষ্টির ৮ গুণ ইন্ধুচিনি; এই সমস্ত ঔষধ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। যাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা। •

**এলাদি গুড়িকা।** রক্তপিত্তরোগে রোগীর বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে, জ্বর, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ তাহাকে জল সহ সেবন করিতে দিবে।

এলাদি গুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**শর্করাভ্যাসনোহ।** রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন বা সন্ধ্যাক্ষয়োগীরণ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কচি দুধের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। অধোগত রক্তপিত্তে রক্তভেদ বা রক্ত প্রস্রাব হইলে, তাহাও ইহা সেবনে নষ্ট হয়। অমুপান—পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু।

শর্করাভ্যাসনোহ। প্রস্তুতবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**শতমূল্যভ্যাসনোহ।** রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন বা রক্তভেদ অথবা রক্তপ্রস্রাব হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগে অল্প দাহ ও পিপসা ইত্যাদি উপদ্রব ইহা সেবনে নষ্ট হয়। অমুপান—রক্তবমনে পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু। রক্ত প্রস্রাবে ছাগীদুগ্ধ।

শতমূল্যভ্যাসনোহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**প্রাজীলৌহ :** রক্তপিত্তরোগে বমন লক্ষিত হইলে এবং তজ্জন্য বক্ষস্থলে বেদনা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে, ইহা একটা বটী অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—পটোল পত্রের রস ও মধু ।

প্রাজীলৌহ প্রস্তুতবিধি ১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**সমশকর লৌহ :** রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্তপ্রস্রাব বা রক্তবমন হইলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ অগ্নিত্তরোগেও প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—নারিকেল জল ।

সমশকর লৌহ । লৌহ ৪ তোলা, ছাগীদ্রুক্ষ ১৬ তোলা, গোয়ত ৮ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৪ তোলা ; একত্র পাক করিয়া পাকাবসানে বিড়কচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে মধু ৪ তোলা প্রদান করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

**পঞ্চাহৃত পর্পটী :** অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত বা উদরাময় হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ২ রতি ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া, ৮ রতি বা ১৩ রতি পর্যন্ত প্রাতে সেবন করিতে দিবে ; অনন্তর প্রত্যহ ২ রতি ক্রমে হ্রাস করিবে । অহুপান—দুগ্ধ । পথ্য—দুগ্ধায় । পিণ্ডাসাকালে দুগ্ধ সেব্য ;

পঞ্চাহৃত পর্পটী । প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**অর্ণপর্পটী :** অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে বা পূর্বে ও পরে রক্ত নির্গত অথবা উদরাময় হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । সেবনের নিয়ম ১২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

অর্ণপর্পটী । প্রস্তুতবিধি ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**লৌহপর্পটী :** অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে বা কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । সেবন বিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

লৌহপর্পটী ; প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**রসাহৃত রস :** রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত

হইলে এবং তাহার সঙ্গে অন্ন জর বিদ্যমান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অন্নপিত্তরোগে বমন ও জর থাকিলে অত্যন্ত উপকারী। অল্পপান—  
ধারোক্ষ দুগ্ধ।

রসায়ত্তরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং বর্ণনাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুলক, কিসমিস, মৌল (মৌরা), খনে, কুড়চির ছাল, ইলুবব, ধাইপুঙ্গ, নিম্বগড় ও বটমধু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ইন্ধুচিনি ৭।০ তোলা, মধু ৭।০ তোলা; একত্র মর্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১০ আনা হইতে ১০ অর্দ্ধ তোলা।

**বাসাবলেহ ১** রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্তঃমন বা সরক্ত স্লেষ্মোদগীরণ এবং তৎসঙ্গে জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃদয়ে বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে ১০ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—উষ্ণ জল।

বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বহুং বাসাবলেহ ১** নূতন বা পুরাতন রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্তবমন বা সরক্ত স্লেষ্মোদগীরণ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস এবং পার্শ্বশূল, হৃদয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঔষদুষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে।

বহুং বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বাসাখণ্ড ১** রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে ১০ আনা বা ১০ তোলা মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—উষ্ণ জল।

বাসাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কুপ্পাখণ্ড ১** রক্তপিত্তরোগে মূখ, নাসিকা এবং মলদ্বার বা প্রস্রাবদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তে অবস্থা বিশেষে জ্বরের বেগ হ্রাস হইলে, এই

ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। রক্তার্শোরোগে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অমুপান—ছাগ্গুহু।

কুমাণ্ডক। স্বক্ বীজাদি রহিত পুরাতন কুমাণ্ডচূর্ণ ১২।০ সের ও পবাসুত ৪ সের একত্র ভর্জিত করিবে এবং মধুর জার বর্ণ হইলে, উহাতে কুমাণ্ডজল ১৬ সের ও ইন্ধুচিনি ১২।০ সের প্রদান করিবে, তৎপরে পাক পেষ হইয়া আসিলে, উহাতে পিপুল, শুঠ ও জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, মরিচ ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও শীতল হইলে মধু ১/২ সের মিশ্রিত করিয়া স্নাত ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

**২৭ কুমাণ্ডাবলেহঃ**। উৰ্দ্ধগত এবং অধোগত উভয়বিধ রক্তপিত্তে উৰ্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও বেদনা প্রভৃতি, উপসর্গ বিद्यমান না থাকিলে, এই ঔষধ দুইসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দাহ, রক্তগ্রন্থদর, পিত্তাশ্রিত জীর্ণ-জ্বর, বমন, উরঃকত এবং ক্ষয়রোগের জীর্ণাবস্থায় ব্যবহৃত হয়; স্নেহাধিক অবস্থায় অথবা বাতস্নেহদ্বয় প্রবলতা থাকিলে, এই সকল রোগে তাদৃশ উপকারী নহে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তপিত্তরোগে জরাদির বিকার অবস্থায় ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১. ২৮ কুমাণ্ডাবলেহঃ। বীজ, বন্ধল ও শিরাবিহীন বৃহৎ পুরাতন কুমাণ্ডের শাস ১২।০ সের লইয়া ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট জল থাকিতে এই জল বস্তুর সহিত ছাকিয়া লইবে, পরে এই কুমাণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ ১/৪ সের স্নাত সহ ভর্জিত করিবে এবং কুমাণ্ড মধুর জার বর্ণ ধারণ করিলে, উহাতে এই জল এবং ইন্ধুচিনি ১২।০ সের প্রদান পূর্বক লেহন পাক করিতে থাকিবে। পাক সমাপ্ত হইলে, উহাতে পিপুল, শুঠ, জীরা প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং ধনে, তেজপাতা, এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ১/২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১০ তোলা।

**২৯ কুমাণ্ডাবলেহঃ**। উৰ্দ্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তরোগে জরাদি উপদ্রব বিद्यমান না থাকিলে অথবা রোগের পুরাতন অবস্থায় মূখ, নাসিকা, শুষ্কশেষ, ঘোনিদেশ এবং মূত্রনলী হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুইসহ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগের প্রকোপ অবস্থায়

বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে। জ্বর, কাস, বমন ও ভেদ প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে এবং রোগীর ব্যাধির সমতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য। ইহা রক্তাশঃ, রক্তপ্রদর, বমন, বিসর্প, দাহ, পিত্তাশ্রিত জীর্ণ ও বিষম জ্বর প্রভৃতি অবস্থার ব্যাবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন যক্ষ্মারোগে জ্বর, কাস, শ্বাস ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ কুম্ভাভ্যন্তরে। বীজ, বৃক ও শিরা বিহীন পুরাতন কুম্ভাণ্ডের দক্ষ শাস ১২৮০ সের এবং গব্য দুগ্ধ ১২৮০ সের মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অনন্তর ইন্ধুচিনি ১৮৮০ পৌনে উনিশ সের, গব্য দ্রুত ৮ সের, নারিকেল ৮ সের, পিঠালকলের মজা ১৬ তোলা, ও গোন্ধুর চূর্ণ ৮ তোলা সহ বথানিরমে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে, উক্ত থাকিতে উহাতে গুল্ফা ২ তোলা, যবক্ষার, যমানী, গোন্ধুর, কোকিলকবোজ, হরীতকী, অলাকুশী ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৫ তোলা এবং ধনে, পিপুল, বৃথা, অম্বলকা, শতমূলী, ভালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, ভেঙ্গগজা, শটী, জাতীকল লবঙ্গ, ছোট্ট এলাইচ, বড় এলাইচ, পানিকল ও ক্ষেতপাণ্ডা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং রক্তচন্দন, শুঠ, আমলা ও কেশর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা, বেণার মূল, সোমরাণী ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ৮ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা।

**বাসাকুম্ভাণ্ডঃ ১ :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে মূখ হইতে স্নেহসংযুক্ত অথবা বিসৃত রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ অল্প জ্বর বিস্তমানে বা বিজর অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসকল হ্রাস হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তপিত্ত বা যক্ষ্মারোগে জরাদি নিবৃত্ত হইলে, পুরাতন অবস্থায় শরীরের ক্লান্ততা বিস্তমানে থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। রক্তপিত্তের নূতন অবস্থায় ও বল জ্বর ও শ্বাসাদি উপদ্রব না থাকিলে, প্রয়োগ করা যায়। ক্লান্ত ব্যক্তির উরঃক্ষেত্রে, কাসে, হ্রস্বোমে ও পুরাতন প্রত্যমক শ্বাস প্রভৃতি অবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অল্পপান—অল বা দুগ্ধ।

বাসাকুম্ভাণ্ডঃ ২। প্রস্তুতবিধি ২৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কুটজাণ্ডকঃ ১ :** অধোমুখ রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তভেদ এবং

তৎসঙ্গে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে, রোগের কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ সেবন করাষ্টলে, রক্ত বন্ধ হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই ঔষধ রক্তাশঃ, রক্তপ্রদর, রক্তাভিসার এবং রক্তামাশরোগে প্রয়োগ করা যায়। অমুপান—ছাগীহৃৎ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। কুড়টির ছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঐ কাষ ছাকিয়া, লইয়া পুনর্বার পাক করিবে এবং যন হইয়া আসিলে পাত্রে অগ্নি হইতে অবতরণ পূর্বক উহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতাইষ, মুখা, বেলগুঠ ও ধাইপুষ্প : ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এক্ষেপ দিয়া লৌহ দর্বা (হাতা) দ্বারা আলোড়ন করিবে নাত্রা—চারি আনা।

**ত্রিহৃতাদিমোদক :** রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিচ্যুমান থাকিলে, এই মোদক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—জল।

ত্রিহৃতাদি মোদক। ভেউড়ীমূল ২ ভাগ এবং হরীতকী, আমলা ও পিপ্পল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং সর্ক সমষ্টর দ্বিগুণ ইন্ধুচিনি সহ মোদক পাক করিবে ও শীতল হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে মধু প্রদান করিবে। রাত্রা ১০ আনা।

**দুর্ঝাদ্য দ্রুত :** রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে ও সময় বিশেষে রক্ত বমন প্রকাশ পাইলে, এই দ্রুত চাক্ষুর সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, ইহা নাস্তরূপে রোগীকে পান করিতে দিবে। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে, কর্ণে পূরণ করিবে। চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করিবে। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার ও মূত্রদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ঐহার পিচ্কারি প্রয়োগ করিবে। লোমকূপগত রক্তপিত্তরোগে এই দ্রুত গাত্রে মর্দন করিবে।

দুর্ঝাদ্য দ্রুত। ভাগদ্রুত ৮ সের। দারুণানি চাউল ৮ সের ও জল ১৬ সের একত্র পেষণ পূর্বক ঐ জল ছাকিয়া ১৬ সের লইবে। ভাগী দ্রুত ১৬ সের। কক্করধা—কচি দুর্কা, হুঁদ্রি-

কেশর, নলিষ্ঠা, এলবালুকা, ইকুচিসি, বেঠচন্দন, বেণার মূল, মুখা, রক্তচন্দন, ও পদ্মকণ্ঠ ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা লইয়া বধানিরসে দ্রুত পাক করিবে। রাজা ১০ অর্ঘ তোলা।

**স্বাভাবিক ১ :** রক্তপিত্তরোগে শ্বাস, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়া স্নেহায় সহিত অথবা বিস্তৃত রক্ত মুখ হইতে নির্গত হইলে, এই দ্রুত রোগীকে উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

বাসায়ুত। প্ৰবায়ুত ১৪ সের। বধানিরসে দুগ্ধ পাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—বাসক হাল ৮, সের জল ৬০ সেব শেষ ১০ সেব। কক্ষদ্রব্য—বাসক পুষ্প ৩২ তোলা। বধানিরসে দ্রুত পাক করিয়া শীতল হইলে মধু ৬০ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। রাজা—১০ অর্ঘ তোলা।

**ত্রীবেদ্যাক্য তৈল ১ :** রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থা অর্থাৎ অর ও পার্শ্বল প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্তি হইলে, উর্দ্ধ এবং অধোগত রক্তপিত্তে অথবা কেবল মোমকূপ হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই তৈল রোগীর গায়ে মর্দন করিতে দিবে।

ত্রীবেদ্যাক্য তৈল। তিলতৈল ১৪ সের। কাথ্য দ্রব্য—লাল ৮ সের, জল ৬০ সের শেষ ১০ সের। কক্ষদ্রব্য—বালা, বেণাবমূল, লোধ ও ধৌতদ্রব্য ১৪ সের। পদ্মকেশর তেলপত্র, নগেশ্বর, বেগুন ১, নাগরমূল ১ শটা, রক্তচন্দন, আকনাথি, ইন্দ্রধব, কড়ুচিহাল, হরীতকী আকলা, বহেড়া, শুঠ, বহেড়া হাল, আমের বীজ, আমের লাল ও লালহাতি মূল; ইহাযো প্রত্যেক ২ তোলা লইয়া বধানিরসে তৈল পাক করিবে।

## রক্তপিত্তে—অর-চিকিৎসা।

**অর-চিকিৎসা ১ :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগের নৃতনাবস্থার শ্বাস, শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবের অন্তর্গত থাকিল এবং বহুবেগে রোগীর অর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গ্রাহকে প্রাতে ও সন্ধ্যার রক্তচন্দনের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

করাবণী। একতরফি ১০ গুণ্ডার ঔষধ।

**অর-চিকিৎসা ২ :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগের প্রথম প্রকাশ কালে অর্থাৎ নৃতনাবস্থার শ্বাস, কাশাদি উপদ্রব না থাকিলে এবং অর লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যার রক্তচন্দনের কাথের সহিত সেবন করাইবে।



রক্তপিত্তের মধ্যাবস্থায় প্রবল জ্বর লক্ষিত হইলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা বাইতে পারে ।

জরভৌবণী । বিষ, আকুমাধি, অধঃশলা, বচ, তালীশপত্র মরিচ, শিপুল, শিথলাতা ও জরভৌবণী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দন করিবে । বটী ১ রতি ।

**ব্রহ্মকস্তুরীভৈরব :** (মতান্তরে) উর্দ্ধ বা অধোগামী রক্তপিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্বর অথবা শৈথিল্য বিকার অর্থাৎ শরীরের শীতলতা, দাহ, মূছা, পিপাসা ও নাড়ীস্রবতির বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ শশার বীজ বাটা ও সাদা চন্দন ঘসিয়া উভয় একত্র করতঃ তাহার সহিত সেবন করিতে দিবে ।

ব্রহ্মকস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) । প্রভববিধি ১০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য ।

**সর্বস্বক্করহর লৌহ :** অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় সরক্ত মল অথবা রক্তভেদ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর বিস্ত্রমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—কেতপাপ্‌ড়ার রস ও মধু ।

সর্বস্বক্করহর লৌহ । প্রভববিধি ১০০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য ।

**চন্দনাদি লৌহ :** অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্ত প্রস্রাব, সরক্ত মল ভেদ অথবা কেবলমাত্র রক্তভেদ হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিস্ত্রমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—কেতপাপ্‌ড়ার রস ও মধু অথবা রক্তচন্দনের কাথ ও মধু ।

চন্দনাদি লৌহ । প্রভববিধি ১০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য ।

**মহান্নাক্ষরী :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তমিশ্রিত শ্লেমা অথবা মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি হইতে কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে এবং রোগীর পিপাসা, দাহ ও হৃদয় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ সকল লক্ষণ বিস্ত্রমান না থাকিলেও, যতপি জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহ অতীত হইলে, জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও, উহা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সন্ধ্যাঃ সপ্তপুণ্য অর্থাৎ ৪।৫ দিন মাত্র রক্তপিত্তরোগ প্রকাশ পাইলে

ও তাহার সঙ্গে প্রেবল জ্বর থাকিলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ সেবনে তাৎক্ষণিক উপকার ঘর্ষে না। অল্পপান—বাসক পাতার রস বা পানের রস ও মধু।

মহারাজ বট। প্রত্যবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

**ব্রহ্মকন্দরীটৈবরসঃ** : উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে দাঁহ, পার্শ্বশূল ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হইলে এবং কেবলমাত্র জ্বর লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রকোপ কাল হইতে সপ্তাহ অতীত হইলে, পুরাতনাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

ব্রহ্মকন্দরীটৈবরস। প্রত্যবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

**ব্রহ্মবিষমক্ষারি রসঃ** : উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে জ্বর বিস্তারিত থাকিলে এবং রক্তপিত্ত সপ্তাহ অতীত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

ব্রহ্মবিষমক্ষারি রস। প্রত্যবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

**সর্বতোভ্রমর রসঃ** : উর্দ্ধ বা অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর জ্বর বিস্তারিত থাকিলে এবং তৎসঙ্গে কাস, হৃদয় বেদনা ও উদরায়ন প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত থাকিলে, এই ঔষধ পানের রস অথবা বাসক পাতার রস ও মধু সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

সর্বতোভ্রমর রস। প্রত্যবিধি ৯৮ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

## রক্তপিত্তে—কাস-চিকিৎসা।

**ভক্ষ্যাম্বত রসঃ** : রক্তপিত্তরোগে কাস লক্ষিত হইলে অর্থাৎ রক্তের সহিত স্লেষ্মা মুখ হইতে নির্গত হইলে অথবা গলা স্বড়-স্বড় করিয়া স্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ বাসক পাতার রস ও মধু অথবা হালীহুত বা কেতকীয়ার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

ভক্ষ্যাম্বত রস। প্রত্যবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

**ভক্ষ্যাম্বত সৌহঃ** : রক্তপিত্তরোগে জ্বর বা অধিক রক্ত-  
বিষ্মিত স্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র স্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রায়শ্চৈ

সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কাসের সহিত অধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । অল্পপান—বাসক পাতার রস ও মধু ।

চন্দ্রাবত লৌহ । প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**সমশর্পক চূর্ণ** ১ রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত অল্প বা অধিক রক্ত নির্গত হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত স্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস ও জ্বর বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ।

সমশর্পক চূর্ণ । লবঙ্গ, কটকল, কুড়, বমনী, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, রক্তচিভা, পিপ্পলমূল, বাসকহাল, কটকারী, চৈ, কাকড়াগুণী, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শটী, কাকোলী, নুখা, লৌহ, অজ ও ববকার ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমতাপ ও নব্বই সন্দির সমান ইন্ধুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা-চারি আনা ।

**তালীশাদি চূর্ণ** ২ রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত রক্তমিশ্রিত স্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ।

তালীশাদি চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ২২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## রক্তপিত্তে—শ্বাস-চিকিৎসা ।

**শ্বাসভিত্ত্যামনি (মতাস্তরে)** ১ রক্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রেকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রক্তপিত্তের প্রেকোপবশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ বহেড়া-চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে ।

শ্বাসভিত্ত্যামনি (মতাস্তরে) । লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অজ ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ১০ তোলা ও বর্ণ ১০ তোলা ; এই সমুদয় একত্র বর্জন করিয়া কটকারীরসে, আদার রসে, হাগরুখে ও বটিমধুর কাখে সাত সাত বার ভাবনা দিবে । বটী ৪ রতি ।

**মহাশ্বাসান্নি লৌহ** ২ রক্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রেকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রোগের প্রেকোপ বশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—বহেড়া-রস ও মধু ।

মহাধাসারিলৌহ । লৌহ ৪ তোলা, অজ ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বটমধু, কিসমিস, পিপুল, কুলের বীজের শাল, বংশমোক্ষ, তালীশপত্র, বিভ্রম, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এই সমস্ত জব্য লৌহ-পাত্রে লৌহমণ্ডে দুই প্রহর মর্দন করিবে । বটী ১০ রতি ।

## রক্তপিত্তে—দাহ-চিকিৎসা ।

**দাহাস্তকলৌহ :** অধোগত ও উর্দ্ধগত অথবা উভয়বিধ রক্তপিত্তরোগে দাহ প্রবল হইলে, এই ঔষধ ইন্দ্রিয়বের কাথ অথবা রক্তচন্দ্র-নের কাথ সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

দাহাস্তক লৌহ । প্রত্যতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**প্রাশস্তকলৌহ :** রক্তপিত্তরোগে দাহ প্রবল হইলে ও তৎসঙ্গে পিপাসা বলবতী থাকিলে, এই জল সেবন করিতে দিবে ।

প্রাশস্তকলৌহ । প্রত্যতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**দাহমঞ্জরী :** উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে প্রবল দাহ এবং কোষ্ঠ-বদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—করলা পাতার রস ও মধু ।

দাহমঞ্জরী । প্রত্যতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## রক্তপিত্তে—উদারাময়-চিকিৎসা ।

**ব্রহ্মণ্যগগনসুন্দর রস :** রক্তপিত্তরোগে উদারাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে জীরা চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে, রোগীর অত্যধিক পাতলা দান্ত হইলে, মুখার রস ও মধুসহ এবং রক্তজ্বার হইলে, ছাগীদুগ্ধ সহ সেব্য ।

ব্রহ্মণ্যগগনসুন্দর রস । পারদ, মম্বক, অজ, লৌহ, কড়িফল, রূপা ও আতাইল; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমস্ত একত্র মর্দন পূর্বক ধনে ও জ্বরের মিশ্রিত কাথ যত্নে ৩ প্রহর মর্দন করিবে । বটী ১ রতি ।

**অকামল্য লৌহ :** রক্তপিত্তরোগে পাতলা দাহ হইলে, অকামল্য

আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অস্থপান—জীরাণু ও মধু ।

কণাভলোহ । প্রত্যবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় উক্তব্য ।

**অস্থতারণন রস :** রক্তপিত্তরোগে পাতলা দান্ত হইলে অথবা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ গাছালের পাতার রস অথবা মুখার রসের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে ।

অস্থতারণন রস । প্রত্যবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য ।

## রক্তপিত্তে—পিপাসা-চিকিৎসা ।

**যড়ঙ্গপানীক :** রক্তপিত্তরোগে অন্ন, দাহ ও তৎসঙ্গে পিপাসা প্রবল হইলে অথবা কেবল মাত্র পিপাসা থাকিলে, শুষ্ঠ পরিচর্যা পূর্বক সিদ্ধ করিয়া এই যড়ঙ্গ জল রোগীকে পান করিতে দিবে ।

যড়ঙ্গপানীক । প্রত্যবিধি ২১ পৃষ্ঠায় উক্তব্য ।

**তৃষ্ণাহরন শোণ :** রক্তপিত্তরোগে পিপাসা প্রবল হইলে, এই জল রোগীকে ইচ্ছানুসারে পান করিতে দিবে ।

তৃষ্ণাহরনশোণ । প্রত্যবিধি ২১ পৃষ্ঠায় উক্তব্য ।

## রক্তপিত্তরোগে—পথ্য ।

নূতন রক্তপিত্তরোগে কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও অন্ন প্রতৃতি উপদ্রব থাকিলে, পুরাতন শালি ততুলের অন্ন, ছাগ, পায়রা, ঘুঘু ও শশক প্রতৃতি প্রাণীর মাংসের ঘূষ এবং এক বেলা গমের কটী পথ্য প্রদান করিবে । ছাগদুগ্ধ অন্ন পরিমাণে দেওয়া উচিত, কিন্তু রোগের প্রবলতা অর্থাৎ বিকার দৃষ্ট হইলে অনেক সময় অন্নাহার বন্ধ করিয়া মাংসঘূষ, যবমণ্ড ( বালি ) ও ছাগদুগ্ধ প্রতৃতি পথ্য প্রদান করা কর্তব্য ।

পুরাতন শালি ততুলের অন্ন, ঘূষ, গমের কটী, অড়হর, বনদুগ, দুগ, ময়ূর ও ছোলা প্রতৃতির তাইল ; চিত্রাভিমাছ বা কই, বলিসা, মাগুর, কই প্রতৃতি মৎস্ত, গব্য দুগ্ধ, ছাগী দুগ্ধ, গব্যঘূষ, ছাগঘূষ, নটেশাক, পাটোল, লাউ, পলতা

বেতাগ্র ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতি তরকারী, কচিতাণ্ডের শাগ, কলসা, কিস-মিস, ইন্স চিনি, মধু, ইন্সরস ও পাকাতাল প্রভৃতি ফল অবস্থা বিশেষে সেবন করিতে দেওয়া যায় । শীতল জলে স্নান, গায়ে তৈল মর্দন ও শীতল জল অর্থাৎ চন্দনাদি গায়ে লেপন করা কর্তব্য ।

## অতিসার-চিকিৎসা ।

**বাতাতিসার-লক্ষণ :** বাতাতিসারে অকণবর্ণ, কেণামুক্ত, কক্ষ ও অল্প পরিমিত অপক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয় এবং দান্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ হয় ও রোগী উদরে বেদনা অসহ্য করে ।

**পিত্তাতিসার-লক্ষণ :** পিত্তাতিসারে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ বা লোহিতবর্ণ পাতলা মল নির্গত হয় এবং রোগীর তৃষ্ণা, মুচ্ছা, দাহ ও মলদ্বারে জ্বালা অসহ্য হয় ।

**শ্লেষ্মিকাতিসার-লক্ষণ :** কক্ষ অতিসারে গুরুবর্ণ, গাঢ়, কক্ষমিশ্রিত অপক মলের গন্ধবৃদ্ধ মল নির্গত হয়, পরন্তু রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে ।

**ত্রিদোষজ্বাতিসার-লক্ষণ :** অতিসারে দুই দোষের অর্থাৎ বাতিক ও পৈত্তিক অথবা বাতিক ও শ্লেষ্মিক কিংবা পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক অতিসারের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে ত্রিদোষজ্ব অতিসার বলে ।

**ত্রিদোষজ্বাতিসার লক্ষণ :** ত্রিদোষজনিত অতিসারে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অতিসারের লক্ষণ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চর্কির স্তায় অথবা মাংস-খোয়া জলের স্তায় লক্ষিত হয় । এই অতিসার কষ্টসাধ্য জানিবে ।

**শোথজ্বাতিসার-লক্ষণ :** আত্মীয় বন্ধুর বিশেষ বশতঃ শোকে আতুল অথবা ধনহীন বশতঃ অধীর ব্যক্তির অস্বাভাবিক শোথজ্ব বাশ ও উন্মাদ ( বেহাঙ্গিত ভেজ ) কোষ্ঠে গমন পূর্বক অর্ধাঙ্গিকে সন্নিহিত করিয়া রক্তকে হানিভরিত করে, শুভার ( কুষ্ঠের ) স্তায় মোহিতবর্ণ সেই রক্তই কখনও মল-মিশ্রিত অবস্থায়, কখনও, বা মল-রহিত অবস্থায়

মলস্বর হইতে নির্গত হয়, মল-মিশ্রিত রক্তে দুর্গন্ধ থাকে এবং বিস্তৃত রক্তে কোন গন্ধ অহুত হয় না; এই শোকাতিসার অত্যন্ত দুষ্টিকিংস্ত এক কটসাধ্য।

**আমাতিসার-লক্ষণঃ** ১ অন্নর অপরিপাক বশতঃ বাতাদি দোষত্রয় কোষ্ঠদেশ, রক্তাদি ধাতু ও মল দূষিত করিলে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয়। ইহাকে আমাতিসার কহে।

**রক্তাতিসার-লক্ষণঃ** ১ পিত্তাতিসারগ্রস্তব্যক্তির পিত্ত-প্রধান দ্রব্য সেবন বশতঃ প্রবল অতিসার জন্মে।

**প্রবাহিকারোগের লক্ষণঃ** ১ অহিত দ্রব্যভোজী ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় অন্ন মলমিশ্রিত সঞ্চিত স্লেমা অধিক পরিমাণে পুনঃপুনঃ নির্গত হয়, ইহাকে প্রবাহিকা কহে। বাতিক প্রবাহিকারোগে উদরে অত্যন্ত বেদনা অহুত হয়। পিত্তজনিত প্রবাহিকারোগে দাহ বিস্ত-মান থাকে। কফজ প্রবাহিকারোগে মলের সহিত স্লেমা অধিক মিশ্রিত থাকে। রক্তজপ্রবাহিকারোগে আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গত হয়।

**অতিসারের--মলের পঞ্চাপক লক্ষণঃ** ১ সর্ব-প্রকার অতিসার-রোগীর মল যতপি জলে নিমজ্জিত হয় এবং মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ অহুত হয়, তাহা হইলে মলের অপকাবস্থা এবং যতপি মল জলের উপর ভাসমান থাকে এবং ভাদ্রশ দুর্গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মলের পকাবস্থা বুঝিতে হইবে। কিন্তু মল অত্যন্ত তর বা অত্যন্ত শীতল ককসংস্পষ্ট হইলে, পক মলও জলে নিমগ্ন হয়।

**অতিসারের অনাশ্রয়-লক্ষণঃ** ১ অতিসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল যতপি ঘৃত, তৈল, চর্বি, মক্ষা, অস্থি-ব্রহ্মিত মাংস, দুগ্ধ, দধি ও মাংসঘোত জলের দ্বার বর্ণ বিশিষ্ট অথবা কৃক, নীল, অকণ্ঠক, কৃষ্ণক, স্নিগ্ধ, বিবিধবর্ণ বহুর পুচ্ছের, বর্ণ, ঘন, লবণাক্তি, মস্তকের মধ্যস্থ স্নেহ দ্রব্যের দ্বার বর্ণবিশিষ্ট বা স্পষ্ট অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং রোগীর গিপাগা, দাহ, অস্ত্রাক প্রবেশন বোধ, বাস, দিকা, পদধরে এবং অস্থির অত্যন্ত বেদনা, মুচ্ছা, অশান্তিবোধ, বোহ, ওহহিত বসির পকতা ও প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণ

বিদ্যমান থাকিলে, রোগ অসাধ্য, হুতরাং সেই রোগীর আশা পরিত্যাগ করিবে।

যে অতিসার-রোগীৰ সৰ্বদা গুহ্মদেশ হইতে মল নির্গত হয় এবং মেহ অতি কৃশ, উদরাগ্নান ও গুহ্মদেশের পক্কতাসঙ্গেও শরীর শীতল থাকে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যে অতিসারাক্রান্ত রোগীর শ্বাস, শূল, পিপাসা ও জ্বর বিদ্যমান এবং শরীর কৃশ, এই প্রকার ব্যক্তি বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইলে, তাহার রোগ অসাধ্য, হুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

## অতিসার-চিকিৎসা-বিধি।

অতিসারের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে আমাদের দেশে যে সমস্ত অতিসার জন্মে, তাহার অধিকাংশই ঋতু পরিবর্তন বশতঃ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এক ঋতুর অবসান এবং অন্য ঋতুর আগমন কালে অধিকাংশ বালক, বালিকা, যুবক ও বৃদ্ধদিগের উদরাময় প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মকালেই পিষ্টের প্রকোপ বশতঃ অনেক অনেক স্থানে অতিসার উৎপন্ন হয় এবং বিবিধ উপদ্রবের সহিত উহা বিন্যূচিকা রোগে পরিণত হয়, ইহাকে ইংরেজী ভাষায় কলেরা বলে। তত্ত্বিন্ন গুরুপাক দ্রব্য, তৈল বা স্নাতবহুল মাংস, পোলাও প্রভৃতি দ্রব্য, তরল পানীয় এবং অতিশয় শীতল দ্রব্য ভোজন বশতঃ অতিসার উৎপন্ন হয়; বিরুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ হৃৎ মাংসাদি একত্র ভোজনে তুঙ্গকবোয় অজীর্ণতা, উদরাগ্নান কালে দিনে ভোজন, তৈল বা স্নাতাদি দ্রব্য ঔষধ স্বরূপ বা অন্ত কারণে অধিক মাত্রায় সেবন, বিবাক্ত দ্রব্য ভোজন, সহসা ভরপ্রাপ্তি, ধনক্ষয় বা বন্ধুবান্ধবদিগের বিরোধ, পক্ষাশয়ে ক্রিমি-সঞ্চয়, দূষিত জলপান এবং অধিক পরিমাণে মদ্য সেবন প্রভৃতি কারণেও অতিসার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় অধিক পরিমাণে শীতল দ্রব্য সেবন বা শীতল জলে অবগাহন করিলেও ২১১ বার তরল দ্রব্য হইয়া ক্রমশঃ প্রবল অতিসারে পরিণত হয়। অত্যধিক উপবাস দ্বারাও এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, দীর্ঘকাল জ্বরাদি রোগে পাচকারিত্ব তেজঃ নষ্ট হইলেও অতিসার জন্মে।



অহিতকর দ্রব্য সেবন বশতঃ অতিসাররোগ উৎপন্ন হইলে, শরীরস্থ জলীয় ধাতু অর্থাৎ রস, মূত্র, ঘর্ম্ম, মেদ, কফ, পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতি প্রকুপিত হয় ; অনন্তর ঐ সমস্ত জলীয় ধাতু পাচকাগ্নিকে নিরতিশয় মলীভূত করিয়া থাকে এবং রসাদি জলীয় ধাতুসকল মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বেগে নির্গত হয় । এই ক্রম ২।১ বার দাশু হইলেই অতিসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ।

শরীরের জলীয়াংশ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায় রোগী পিপাসায় অভিভূত হয় এবং পিত্তের ক্রিয়ার বিপর্যয় বশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে ; শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ সমস্ত দ্রব্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করে । জলীয়-রসরক্তাদি ধাতু এবং মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি উন্মায়ন ধাতুসমূহের অত্যধিক নির্গম বশতঃ শরীর শিথিল হইলে, শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, স্নেহরাশি স্বাসবাহিনী ধমনী সমূহের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে ; তখন মুহূর্মুহঃ শ্বাসের বেগ ও হিকা পরিলক্ষিত এবং রক্তস্থিত আগ্নেয় গুণের অভাব বশতঃ বা শৈত্য ক্রিয়াদি দ্বারা পার্শ্ব শূলানি উপস্থিত হয় । এই সমস্ত উপদ্রব বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্য বশতঃ হইয়া থাকে এবং মলের সহিত শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন জলীয় ধাতুসমূহের সংমিশ্রণ বশতঃ মলের বিভিন্ন বর্ণতা লক্ষিত হয় ।

বাতাতিসারে বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় উদরে বেদনা অনুভূত হয় এবং বায়ুর চাপপ্রযুক্ত গল সম্যক্রূপে এক সময়ে নির্গত হইতে পারে না ; স্নেহরাশি অল্প পরিমাণে নির্গত ও দান্তের সময় শব্দ হয় ।

পিত্তাতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ জলীয় ধাতুর শোষণ হইতে থাকে এবং পিত্তের স্বহানগত ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ তৃষ্ণা, মুচ্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিকাতিসারে সঞ্চিত শ্লেষ্মার সহিত মল নির্গত হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত শ্লেষ্মা আমাশয়ে জ্বয়োজ্বয়ঃ সঞ্চিত হইতে থাকে ও রোগের প্রকোপ বশতঃ ঐরূপ ভাবে মল দীর্ঘকাল পর্যন্ত নির্গত হয়, স্নেহরাশি বায়ু শ্লেষ্মার পরিণাক না হয় এবং মল দ্বাদশিক বর্ষ ধারণ না করে, তাবৎ রোগের প্রবলতা বিদ্যমান বৃত্তিতে হইবে ।

ক্রিমিজন্ম অতিসাররোগ বড়ই কঠিন ; ক্রিমিসকল পকাশয়ে লক্ষিত হইলে পুনঃ পুনঃ দান্ত হইতে থাকে, এবং বড় কেঁচোর দ্বারা ক্রিমি সকল আমাশয় হইতে উদ্ধগামী হইয়া পুনঃ পুনঃ বমন জন্মায় ও মুখ হইতে বমনকালে নির্গত হয় এবং হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে । এই অবস্থার অর প্রবলরূপে প্রকাশ পায় ও পিপাসা, দাহ প্রভৃতি লক্ষণও অনেকস্থলে দৃষ্ট হয় । এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অতিসাররোগ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে । কারণ উহা অনেকস্থলে পিত্তাতিসার বা ত্রিদোষজ অতিসার বা জ্বরাতিসার বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে । এই অতিসারে বড় কেঁচোর দ্বারা ক্রিমি মুখ হইতে বা গুহদ্বার হইতে পুনঃ পুনঃ নির্গত হইতে দেখা যায় ।

আমাতিসাররোগে নানাবর্ণের আমরক্তাদি সংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং উদরে বেদনার আধিক্য লক্ষিত হয় ও ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হওয়ার ব্যাতিদি দোষজয় কুপিত হইয়া সহসা এই রোগ উৎপাদন করে ; এই রোগের চিকিৎসাকালে উহার স্বীয় লক্ষণ দ্বারা রোগ বিশেষরূপে স্থির করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য ।

সর্বপ্রকার অতিসারের চিকিৎসাকালে রোগীর মলের উপর বিশেষ লক্ষ্য করিবে অর্থাৎ মলের বর্ণ, মলে স্লেম্মা বা রক্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে সংযুক্ত আছে অথবা কেবলমাত্র স্লেম্মা বা রক্ত দান্ত হয়, দান্ত মলের দ্বারা পাতলা বা গাঢ় ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা কর্তব্য । আমাতিসাররোগে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কারণ গ্রহণী-রোগ কুপথ্যাদিবশতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনেক সময়ে অতিসাররূপে পরিণত হয় এবং অকীর্ণতাস্বে অহিতাচরণ দ্বারা সহসা প্রবল অতিসাররোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । বেরূপ পুরাতন জ্বররোগী অহিতাচরণ করিলে, নবজ্বরে আক্রান্ত হয়, সেইরূপ অহিতাচার বশতঃ গ্রহণীরোগও অতিসাররোগে পরিণত হইয়া থাকে । চিকিৎসাকালে তত্তৎকারণের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য ।

সাধারণতঃ অতিসারের নূতন অবস্থার ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, যেহেতু সহসা মল দ্রব হইলে, তাহা হইতে শোধ, জ্বর, স্নীহা, উদরী,

প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে ; সুতরাং অগ্রে পাচক ঔষধ সেবন করাইবে, পরে দোষ সংশোধন ও মল পরিপাক হইলে, ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য । উদরাময়রোগে দ্বিবিধ ঔষধ শাস্ত্রকারগণ নিরূপিত করিয়াছেন, যথা— পাচক ও ধারক ; যাহা দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদিদোষ প্রশমিত হয়, সেই সমস্ত ঔষধ পাচক, এবং যে সমস্ত ঔষধ মলরোধক তাহারা ধারক ; কিন্তু পাচক ঔষধের মধ্যে অধিকাংশ ঔষধ অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদি দোষ প্রশমিত করিয়া ক্রমশঃ মলরোধ করে, যথা—সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, অগ্নিকুমাররস ও নৃপতি-বল্লভ ইত্যাদি । কতকগুলি ঔষধ স্বভাবতঃ মলরোধক, যথা—অহিষ্কেনবটী ও গন্ধাধরচূর্ণ ইত্যাদি । অতিসারের পুরাতন অবস্থায় বিশেষতঃ রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, কেবল পাচক ঔষধ সেবন না করাইয়া ধারক ঔষধ সেবন করান কর্তব্য ; যেহেতু কেবল পাচক গুণ বিশিষ্ট হিঙ্গু, টেকচূর্ণ বা অগ্নিমুখ চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে মল অধিক নিঃসৃত হইলে, দুর্বল রোগীর মৃত্যু হইতে পারে । অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ হইতে অতিসার উপস্থিত হইলে, অগ্নিমান্দ্য-নাশক ঔষধ যথা—মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ ও হিঙ্গু, টেকচূর্ণ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা কর্তব্য । ঐক্লপ অজীর্ণ-সত্ত্বাত অতিসারে রোগীর প্রায়শঃ বমন লক্ষিত হয় এবং সেই বমনে দুর্গন্ধবিশিষ্ট ভুক্ত দ্রব্যের উদ্গীরণ হইয়া থাকে, পরন্তু, উদরাদ্ব্যান, দাহ প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এই অবস্থায় অতিসারের প্রকোপ কালে ২১ বার দান্ত হইবামাত্র, ধারক ঔষধ সেবন করাটলে, সহসা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং অগ্নিবর্দ্ধক-পাচক ঔষধ সেবন করান বিশেষ কর্তব্য । সমস্ত অতিসারের পুরাতন অবস্থায় বেরূপ গ্রহণীরোগে প্রযোজ্য বটিকা, চূর্ণ ও মোদক প্রভৃতি সেবন করান যায়, তদ্রূপ গ্রহণী রোগের নূতন অবস্থায়ও, অতিসারে প্রযোজ্য বটিকা, চূর্ণ ও মোদক প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে । আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ সেবন করাইলে উদরে মল বদ্ধ হইয়া বেদনা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ অস্তান্ত উপদ্রবও উপস্থিত হইতে পারে ; অতএব এই অবস্থায় লঘুপাক পথ্য ও পাচক ঔষধ সেবন করান কর্তব্য ; মল পরিপাক হইয়া বাতাদি দোষের শমতা হইলে এবং উদরের বেদনা ও মলের তরলতা থাকিলে, ধারক ঔষধ সেবন করান উচিত ।

আমাতিসারের প্রবলাবস্থায় উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, জাতীকলাদিঘটি, অমৃতার্থবরস, উল্লীরাদিকাথ ও হ্রীবেরাদি কাথ প্রভৃতি ঔষধ আমৃপাচনার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরে শূল নিবারণার্থ শূলহরণ ষোগ, শঙ্খাদি চূর্ণ, হরীতক্যাদিকক বা পাঠাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। আমাতিসারে উদরে বেদনার আধিক্য বশতঃ রোগী অনেক সময় ব্যাকুল হইয়া ধারক ঔষধ সেবন দ্বারা অনেক দিন কষ্ট ভোগ করে; এই অবস্থায় বাহাতে উদরস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও শ্লেষ্মা পুনরায় সঞ্চিত না হইতে পারে, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। উদরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে এবং উদরস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে। আমাতিসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, আমরোধক ঔষধ যথা—অগ্নিকুমার, জাতীকলাদিঘটি, বৃহৎলবঙ্গাদি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপ অবস্থায় হাত বা পায়ে শোথ লক্ষিত হইলে, দুগ্ধায় পথ্যসহ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধবটী বা পর্পটী সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। নূতন আমাতিসারে রোগীর শরীর অতি ক্লান্ত হইলে ও জ্বর, কাস প্রভৃতি তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে, সহসা মলরোধক ধারক ঔষধ সেবন করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে জ্বর, শোথ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় আয়ের পাচক ধারক গুণযুক্ত ঔষধ অর্থাৎ পীযুষবল্লীরস, মহাগন্ধক বা জাতীকলরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্তব্য। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, পুটপাক-বিষমজরাস্তক লৌহ, বৃহৎ জরাস্তক লৌহ এবং কাসের অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইলে, চক্ষায়ুত রস বা সর্কতৌভদ্ররস সেবন করিতে দিবে; কাস প্রায়শঃ উদরাময় ও জ্বর নিবৃত্ত হইলে, স্বয়ং কমিয়া আইসে, তৎকাল পৃথক ঔষধ সেবন করাইতে হয় না : আমাতিসার ক্রমশঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং পূর্বোক্ত ঔষধ সমূহদ্বারা তাদৃশ উপকার লক্ষিত না হইলে, পর্পটী সেবন করান কর্তব্য। রোগীকে অবস্থাহিসারে রসপর্পটী, পকাবৃত্ত পর্পটী, বা বিজয়পর্পটী সেবন করাইলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায়। বৃক বা অতি ক্লান্ত ব্যক্তিকে স্বর্ণপর্পটী সেবন করান যাইতে পারে। জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও পর্পটী সেবনে ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

রোগের পুরাতন অবস্থায় মৃত্যুকাহ্নি মোদক, জ্বরকাহ্নি মোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবনেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

বাতিক অতিসারে উদরে বেদনা থাকিলে ও মল পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, পাচনার্থ পথ্যাদিকষায় অথবা সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস প্রয়োগ করিবে । এই সকল ঔষধ দ্বারা আমের পরিপাক এবং উদরের বেদনার লাঘব হইলে, রোগীকে পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, বৃহৎ অগ্নিকুমাররস বা লবঙ্গাদি বটী সেবন করিতে দিবে । এই সকল ঔষধে অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া রোগীর ক্রমশঃ ক্ষুধা বৃদ্ধি ও মল পরিপাক হইলে অর্থাৎ মল কথঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে, যত্বপি পুনঃ পুনঃ দান্ত হয়, তাহা হইলে গ্রহণী গজেন্দ্ররস বা নৃপতিবল্লভরস নিয়মপূর্বক তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্লেষ্মিক অতিসারেও, পূর্ববৎ আমপাচনার্থ সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, হরীতক্যাচিচূর্ণ সেবন করাইবে, অনন্তর বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে ।

পৈত্তিকাতিসারে রোগীর দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি নিবারণার্থ পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অপক মলের পাচনার্থ রোগীকে উষ্ণীরাদি কাথ, বিষাদি কাথ, ধ্রুসাক্তানিচূর্ণ অথবা অমৃতার্ণবরস সেবন করাইবে । মলের ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া আসিলে, পূর্বোল্লিখিত অমৃতার্ণবরস, লবঙ্গাদি বটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; ঐ সকল ঔষধ সেবনে যত্বপি দান্ত ক্রমশঃ কমিয়া না আইসে তাহা হইলে পীযুষবল্লভরস ও নৃপতিবল্লভরস সেবন করিতে দিবে । পিত্তাতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ জ্বর হইলে, জ্বরাতিসারের নিয়মে রোগীর চিকিৎসা করিবে ।

বাতপৈত্তিকাতিসারে পূর্ববৎ উষ্ণীরাদি কাথ, হ্রীবেরাদি কাথ, শুড়ূচ্যাদি কাথ, অমৃতার্ণবরস ও রসাক্তানিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরে বেদনা লক্ষিত হইলে, ভাস্করলবণ বা শূলহরণযোগ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় । আম পরিপাক হইলে, লবঙ্গাদি বটী, অমৃতার্ণবরস, প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে ।

শ্লেষ্মিক অতিসারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে অপক শ্লেষ্মাসংযুক্ত

মল নির্গত হইলে, চব্যাদিকষায়, হিঙ্গাদি চূর্ণ, পথ্যাদি চূর্ণ, জাতীকলাদি-  
বটী বা অরিকুমাররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইয়া আঁমের পরিপাক করিবে।  
এই ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার পরিপাক হইলে, বৃহৎ অরিকুমার, লবঙ্গাদি বটী  
প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে, উহাতে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং দান্ত কমিতে  
থাকে ; তৎপরে আবশ্যক হইলে, নুপতিবল্লভ বা গ্রহণীগজেন্দ্র রস প্রভৃতি  
ঔষধ সেবন করিতে দিবে ।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারেও পূর্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু শৈত্যক্রিয়া  
বশতঃ অর প্রকাশ পাইলে, তন্নিবারণার্থ প্রথমে চেষ্টা করা কর্তব্য। পিত্তের  
আধিক্যবশতঃ দাহ ও পিপাসার আধিক্য হইলে, দাহ ও পিপাসা নিবারণার্থ  
পৃথক্ ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং অমৃতার্থবরস ও সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস  
প্রভৃতি ঔষধ আমপাচনার্থ প্রয়োগ করিবে; অনন্তর পূর্বোক্ত পিত্তাতিসার-  
রোগের ঔষধ যথানিয়মে সেবন করাইবে ।

ত্রিদোষজনিত অতিসার অত্যন্ত কঠিন, উহাকে অনেক সময়ে বিস্মৃচিকা  
( কলেরা ) রূপে প্রতীয়মান হয় ; তখন বিস্মৃচিকারোগের চিকিৎসার নিয়-  
মামুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। দাহ, পিপাসা, বমন, উদরে বেদনা  
প্রভৃতি বিস্মৃচিকার বহুবিধ লক্ষণও বর্তমান সময়ে জলবায়ুর দোষে সান্নি-  
পাতিক অতিসাররোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং ইহার চিকিৎসাকালে  
উপগ্রব সমূহের নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

ত্রিদোষাতিসারে শ্লেষ্মার বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ জনিত বিবিধ উপগ্রব  
দৃষ্ট হইলে, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ( মতাস্তরে ), মহা লক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কককেতু  
এবং পিত্তের বা পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, বৃহৎ রত্নগর্ত ও বৃহৎ  
কস্তুরীভৈরব ( মতাস্তরে ) এবং বায়ুর বা বাতপিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট  
হইলে, চতুর্মুখ রস বা বৃহৎ চিত্তামণি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ত্রিদোষ  
প্রকৃপিত হইলে, উল্লিখিত ত্রিদোষনাশক ঔষধ সকল এবং যোগ দমূহ  
বক্ষ্যমাণ উপগ্রব চিকিৎসার নিয়মামুসারী প্রয়োগ করিবে। উপগ্রবগমূহ  
বিনষ্ট হইলে, দারক ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য। সিদ্ধ-প্রাণেশ্বররস  
অমৃতার্থবরস, উশীরাদি কাথ ও হ্রীবেরাদি কাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান-  
বহুদূর মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া অন্ন মাত্রায় সেবন করান বাইতে

পারে, তৎপরে উপদ্রব হ্রাস এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর রস, বৃহৎ অগ্নিকুমার বা লবঙ্গাদি বটী ষথানিয়মে প্রয়োগ করিবে; এই অবস্থায় অনেকের অর প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; হৃৎকায় অর প্রকাশ পাইবামাত্র বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) বা আগর কস্তুরী প্রয়োগ করা উচিত; জ্বিদোষাতিসারে মলের পকাবস্থা পর্যন্ত উপদ্রবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য।

রক্তাতিসারে প্রথমতঃ বাহাতে মলের পরিপাক ও রক্তরোধ হয়, তাদৃশ ঔষধ সেবন করান কর্তব্য, যেহেতু রক্তাতিসারে পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব হইলে, শরীর বলহীন হয় এবং অন্ত্রাশ্র উপদ্রব উৎপন্ন হইতে পারে; আম সঞ্চিত হইলে ও উদরে বেদনা থাকিলে, আমের পাচক ও রক্তরোধক রসায়নাদি চূর্ণ, হ্রীবেবাদি কাথ বা উশীরাদি কাথ সেবন করাইবে। ঐ সকল ঔষধে অর, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও অনেকাংশে হ্রাস পায়। রক্তস্রাবের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, কুটজদাড়িমকষায়, কণাশ্রলৌহ ও চন্দনাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসার দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইলে ও শ্লেষ্মসংযুক্ত মল নির্গত হইলে কুটজাষ্টক, কুটজাবলেহ, কণাশ্রলৌহ বা পীতৃষবল্লীরস প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন অবস্থায় লৌহপর্পটী, বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবনে শীঘ্রই উপকার দৃষ্ট হয়। এইরূপ রক্তাতিসারে অর, কাস, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, ঐ সকল পর্পটী সেবনে তৎসমস্তই বিনষ্ট হয়; আবশ্যক হইলে, অরের অল্প পুটপক বিষমজরাকলৌহ বা সর্ষপজরহরলৌহ ও কাসের অল্প চন্দ্রাবৃত্তরস বা সর্ষপোভজরস, এবং শোথের অল্প শোধকালানল রস বা চুড়বটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন অবস্থার উক্ত অর ও কাসের উল্লিখিত ঔষধ, লৌহপর্পটী প্রভৃতি বা কুটজাবলেহ প্রভৃতির সঙ্গে সেবন করান যায়, কিন্তু পুরাতনাবস্থায় শোথ থাকিলে, কেবলমাত্র শোথের ঔষধ সেবন না করাইয়া পর্পটী সেবন করাইবে, যেহেতু উহা দ্বারাই রক্তাতিসার, শোথ এবং অন্ত্রাশ্র উপদ্রবগুলিও বিনষ্ট হয়, হৃৎকায় শোথের অল্প পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইতে হয় না; পর্পটী সেবনেও উপকার না হইলে, রোগ প্রায়শঃ সারাস্বক হয়, তখন

পথ্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। রক্তাতিশায়ের পুরাতন অবস্থায় কেবল আম-সংযুক্ত সরু মল নির্গত হইলে, জীরকাদিমোদক, বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা বৃহৎ পীষুবল্লীরস প্রভৃতি সেবনেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। রক্তাতিসারের সকল অবস্থায় লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহাতে পিষ্ট প্রকুপিত না হয়, তাদৃশ পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত এবং তীক্ষ্ণদ্রব্য, রৌদ্র, ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান একান্ত কর্তব্য।

প্রবাহিকারোগের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, কারণ প্রবাহিকারোগে সঞ্চিত শ্লেষ্মা উদরে বদ্ধ হইলে, বিবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতজ প্রবাহিকারোগে, উদরে বেদনার আধিক্য থাকিলে, পথ্যাদি-কাথ অথবা ১ তোলা পরিমাণে ইসবগুলু দিনে ২ বার (মুখে জল লইয়া) সেবন করিতে দিবে এবং রাতে আহারের পর ১ বার সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বিনাক্রেশে মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। পৈত্তিক প্রবাহিকারোগে লবঙ্গাভ্রবোগ ও জাতীফলরস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্ত-প্রবাহিকারোগেও লবঙ্গাভ্রবোগ, জাতীফলরস ও বিষকীর সেবন করিতে দিবে। লৈঙ্গিক প্রবাহিকার জাতীফলাভ্র বটিকা অথবা অগ্নিকুমার রস প্রভৃতি আম-পাচক ঔষধ সেবন করা ইবে। সর্বপ্রকার প্রবাহিকারোগে সর্বদা লঘুপাক পথ্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উদরে বেদনা ও আম-রক্ত-সংযুক্ত অর্থাৎ অধিক রক্ত-সংযুক্ত বা অধিক শ্লেষ্মা-সংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, পীষুবল্লীরস, জাতীফলরস, কুটজাবলেহ বা বৃহৎ কুটজাবলেহ সেবন করিতে দিবে, রক্ত-প্রবাহিকার কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ সর্বোৎকৃষ্ট। লৈঙ্গিকপ্রবাহিকার শ্লেষ্মা-সংযুক্ত মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় সূতকাত্ত মোদক, মেথী-মোদক, পঞ্চামৃত-পর্ণটী বা বিজয়-পর্ণটী প্রভৃতি ঔষধে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। কুটজাবলেহ বা বৃহৎ কুটজাবলেহ ও পীষুবল্লীরস প্রভৃতি দ্বারাও লৈঙ্গিক প্রবাহিকার পুরাতনাবস্থায় অনেকস্থানে উপকার পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ববিধ প্রবাহিকারোগ পুরাতন হইলে এবং তৎসঙ্গে অন্ন জর, কাস ও হৃৎপদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে, পর্ণটী সেবনে সর্বাধিক উপকার পাওয়া যায়। লৌহপর্ণি,



পঞ্চায়ত পর্পটী বা বিজয়পর্পটী যথানিয়মে দুগ্ধ দ্বারা ব্যবহার পূর্বক সেবনে সমস্ত উপদ্রবই নষ্ট হয়। রক্ত প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায়ও লৌহপর্পটী ও স্বর্ণপর্পটী সেবনে অনেক উপকার হয়। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, আহারের নিয়ম প্রতিপালন করা বিশেষ কর্তব্য। এই অবস্থায় তীক্ষ্ণ-দ্রব্য, লব্ধা-মরিচ, শাক, অন্ন-দ্রব্য ও ডাউল প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাগ একান্ত কর্তব্য।

ভয়জনিত ও শোকজনিত রোগীকে নানাপ্রকার সাহসনা করিবে; বিশেষতঃ ভয় ও শোকে বায়ু প্রকুপিত হয়, এমতাবস্থায় বাতাত্তিসারের ঔষধ, মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া সেবন করিতে দিবে। পোকাতিসারে পুষ্টিপণ্যাদি কষায় রোগীকে সেবন করান বিশেষ কর্তব্য। রক্ত নির্গত হইলে, অমৃতার্থব রস বা কণাভুলোহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

**অতিসারের-উপদ্রব**—জ্বিদোষ অতিসারে বাতাদি দোষের প্রবলতাবশতঃ বমন, হিকা, শ্বাসের প্রকোপ, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হয়; এমতাবস্থায় তন্নিবারণার্থ বিবিধ যোগ, বাটিকা ও চূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। বমন নিবারণার্থ সরিষার গুড়া করিয়া তাহা উদরের উপরিভাগে লেপন করিতে দিবে, অথবা বমনের আতিশয্য দৃষ্ট হইলে, পিঙ্গল্যাভুলোহ বা চন্দ্রকান্তিরস সেবন করিতে দিবে। হিকা প্রকাশ পাইলে, রাই-সরিষা বাটিয়া গ্রীবার বা মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা শর্করা-যোগ ( ইন্ধুচিনি ও মরিচ সমভাগে মধুর সহিত ) লেহন বা পিঙ্গল্যাভুলোহ সেবন করাইবে; পুনঃপুনঃ বমন বশতঃ হিকা উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য; আগ্নান উপস্থিত হইলে, দারুণচূক প্রলেপ, যবপ্রলেপ, অথবা ফলবর্জি প্রায়োগ করিবে; এই উভয়বিধ প্রলেপ এবং বর্জি দ্বারা উদর-বেদনা ও আগ্নানের লাঘব হয়, এই অবস্থায় চতুর্দ্বারস ২১০ ঘণ্টা অন্তর তৎসঙ্গে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, শ্বাসচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার বা অবস্থা ভেদে বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। উদরাগ্নানবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, তন্নিবারণার্থ বাহু প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যিক, যেহেতু আগ্নানের সহিত শ্বাসের নৈকট্য সন্দেহ বিহীন।

এই রোগে পুনঃ পুনঃ পিপাসা প্রকাশ পাইলে, লবঙ্গাঙ্কু অথবা অরুচিকিৎ-  
সোক্ত ষড়ঙ্গ-পানীয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

অতিসাররোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোশ বশতঃ বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে, উষ্ণশ্বেদ প্রদান করিবে ; বক্ষঃস্থল ভিন্ন হস্তপদাদি সন্ধিস্থলে ও পার্শ্বে বালুকা-শ্বেদ প্রদান করা কর্তব্য । শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তস্মাৎ প্রবল ও শরীর শীতল বোধ হইলে, মহালক্ষ্মীবিলাস ও মুক্তনাভি যোগ ২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান উচিত । এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ( মতান্তরে ) সর্ক্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; শ্লেষ্মার প্রকোপ দূর হইলে, পূর্বোক্ত ধারক ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করা অসুচিত ; শরীর শীতল বোধ হইলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে তখন মৃতসঞ্জীবনী ( অভাবে ত্রাণি ), যুগমদাসব অথবা বৃহৎ চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ সেবন করান কর্তব্য । রোগীর দুর্বলাবস্থায় নাড়ী শিথিল হইলে, যুগনাভি যোগ অথবা বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ( মতান্তরে ) ব্যবহারে সমধিক উপকার পাওয়া যায় । রোগীর শরীর ক্রমশঃ উষ্ণবোধ ও তস্মাৎ লাঘব হইলে, শ্লেষ্মার প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে ; কিন্তু রোগীর যাবৎ ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবৎ রোগের নিবৃত্তি হয় না, ইহা স্মরণ রাখা উচিত । এইরূপ অবস্থার রোগীকে লঘুপাক পথ্য অর্থাৎ যবমণ্ড ( বালি ) ; চিড়ারমণ্ড, খৈর মণ্ড প্রভৃতি প্রদান করা কর্তব্য । আহারের অনিয়ম অথবা ঔষধের বিপর্যয় হইলে, জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে ; সুতরাং যাবৎ অগ্নি প্রবল ও মল গাঢ় না হয়, তাবৎ রোগীকে সাণ্ড, যবমণ্ড ( বালি ) প্রভৃতি লঘু পথ্য প্রদান করিবে ।

অতিসারে অহিত দ্রব্য সেবন করিলে, হস্ত পদাদি অঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি মারাত্মক উপদ্রব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে ও অপক মল প্রায়শঃ নির্গত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় দুগ্ধবটী, দধিবটী বা স্বর্ণপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী বা লৌহপর্পটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । পর্পটী সেবন কালে প্রথমে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রোগীকে নির্জল দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, পরে মলের পরিপাক হইলে, অন্নমণ্ড ও দুগ্ধ সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য ; কিন্তু রোগীর হস্তপদাদিতে বা সর্বত্র শোথের আধিক্য লক্ষিত হইলে, পর্পটী সেবন কালে মাণ্ডমণ্ড পথ্য প্রদান করিলে, বিশেষ উপ-

কার হয় । উদরাময়ের সঙ্গে জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি উপদ্রবও পর্পটী সেবনে প্রায়শঃ বিনষ্ট হয় ; কিন্তু রোগীর জরের অধিক্য প্রকাশ পাইলে, পুটপক-বিষমজ্বরাস্তক লৌহ, বৃহৎ জ্বরাস্তকলৌহ বা সর্কজ্বরহরলৌহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । কাসের প্রকোপ থাকিলে, সর্কতোভজ রস বা চন্দ্রামৃত রস প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; তাহাতে পর্পটীর ক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত হয় না ।

পর্পটী সেবনকালে জ্বরনাশক বা কাসনাশক ঔষধ অল্প মাত্রায় দিনে ২১ বার মাত্র প্রয়োগ করিবে । যথানিয়মে পর্পটী সেবন দ্বারা শোথ ও উদরাময় একেবারে হ্রাস হইয়া আসিলে এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে, রোগীকে ব্যঞ্জনাদি সংযোগে অন্নাহার করিতে দিবে এবং রাত্রিতে সাণ্ড, বার্লি বা স্থজির রুটী কয়েক দিন সেবন করিতে দিবে, তৎপরে সস্থ হইয়া আসিলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে বা অভ্যাসমত অন্নাহার করিতে দিবে । এই অবস্থায় রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করিতে দেওয়া কর্তব্য ।

অতিসারের পর আহারের ব্যতিক্রম বশতঃ অগ্নিমান্দ্য হইলে, উদরাগ্নান ও উদরাময় প্রায়শঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ; সুতরাং রোগীর কিছু দিন অতি সাবধানে অন্নাহার ও স্নানাদি করা কর্তব্য । অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় শীতল দ্রব্য অর্থাৎ তরমুজ, নারিকেল, আম, লিচু প্রভৃতি ফল সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইয়া পুনরায় গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে ; অতএব এই অবস্থায় অতি সাবধানে থাকা কর্তব্য ।

## অতিসাররোগে—ঔষধ ।

**পথ্যাদিক্ষেপাঃ** ১ বাতাতিসারে রোগীর উদরে ও মলদ্বারে বেদনা এবং অল্প অল্প মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, এই কাথ পান করিতে দিবে ।

<sup>c</sup> পথ্যাদিকাথ । হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঠ, মুখা, জাতিহী ও পদ্মগুলক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**জন্ম্যাদিক্ষেপাঃ** ১ বৈশিকাতিসারে রোগীর দুর্গন্ধ ও আমসংযুক্ত মল নির্গত এবং বমন হইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা আম পাচক ; সুতরাং উদরে বেদনা থাকিলে, তাহাও এই কাথ সেবনে বিনষ্ট হয় ।

চ্যাদি কাথ । চৈ, আতইচ, মুখা, বেলগুঠ, কুড়চির ছাল, ইলবব ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেব ৮ তোলা ।

**গুড়চ্যাদিকাথ ১** : বাতপিত্তাতিসারে রোগীর বমন, অরুচি, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং বিবিধ বর্ণের পাতলা মল নির্গত হইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অতিসারে অরু বিদ্যমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

গুড়চ্যাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ।

**পুষ্টিপর্ণ্যাদিকাথ ১** : শোকজাতিসারে, রক্তসংযুক্ত, দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন মল নির্গত হইলে এবং অস্বাস্থ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

পুষ্টিপর্ণ্যাদিকাথ । চাকুলে, বেড়োলা, বেলগুঠ, ধনে, হুন্দি, গুঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুখা, দেবদারু, আকনাড়ি ও কুড়চির ছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা ।

**বিশল্যকরনীকাথ ১** : রক্তাতিসারে অধিক পরিমাণে রক্তভেদ অথবা প্রবাহিকারোগে সরক্ত মল নির্গত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বিশল্যকরনীকাথ । প্রস্তুতবিধি ২৫৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ।

**উশীরাদি কাথ ১** : পিত্তাতিসারে, আমাতিসারে, রক্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে ও সারিিপাতিক অতিসারে ঐ সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, মলের অপকাক্ষায় উদরে বেদনা থাকিলে এবং জলবৎ পাতলা দান্ত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ঐ সমস্ত অতিসারের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । এই কাথ সেবনে মলবদ্ধতা অল্প নাতি দেশের বেদনা নিবারিত হয় এবং অতিসার উৎপন্ন হওয়ার পর অরু প্রকাশ পাইলে, তাহাও দূরীভূত হইয়া থাকে ।

উশীরাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ।

**হুন্দিশ্লেষ্মাদিকাথ ১** : পিত্তাতিসারে, আমাতিসারে, রক্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে ও সারিিপাতিক অতিসারে ঐ সকল রোগের লক্ষণ

প্রকাশ পাইলে এবং প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত তরল ভেদ অর্থাৎ জলবৎ পাতলা দান্ত হইলে, রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ সেবনে উদরের বেদনা, মলের বহুতা অথবা রক্তভেদ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয় । অতিসার উৎপন্ন হওয়ার পর বা তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবনে সেই জ্বরও দূরীভূত হইয়া থাকে ।

ত্রীবেদাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি, ১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**প্রাত্যহভুক্ত** ১ পিত্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দান্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই কাথ পান করিতে দিবে ।

দান্তভুক্ত । ধনে, মুখা, বালা ও বেলগুঠ ; এই চারিটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া কুড়িত করতঃ ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে ।

**প্রাত্যপকক** ১ সর্ববিধ অতিসাররোগে মলের বহুতা ও তজ্জন্য নাভিদেবে বেদনা এবং পাতলা দান্ত হইলে, এই কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে । এই কাথ সেবনে অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয় ।

দান্তপকক । ধনে, গুঠ, মুখা, বালা, ও বেলগুঠ ; এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**কুটজাদিক্কাথ** ১ পিত্তাতিসারে পুনঃপুনঃ নানা বর্ণের পাতলা দান্ত এবং আমাতিসারে উদরে বেদনা ও অপক মল নির্গত অথবা রক্তাতিসারে রক্তভেদ হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা অত্যন্ত উপকারী ।

কুটজাদি কাথ । ইলুবব, দাড়িমের খোসা, মুখা, বাইগুল, বেলগুঠ, লোধ, বালা, রক্ত-চন্দন ও আকনাদি ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা ।

**নিম্বাদিক্কাথ** ১ পিত্তাতিসারে বিবিধ বর্ণের জলবৎ পাতলা দান্ত হইলে এবং গুরুদেবে জ্বালা থাকিলে, এই কাথ রোগের প্রথমাবস্থায় মলের পরিপাকার্থ রোগীকে পান করিতে দিবে ।

বিবাদি কাথ । বেলগুঠ, ইন্দ্রব, মুখা, বাংলা ও আতাইব; এই করেকটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**কুটজদাড়িমক্কাথ :** রক্তাতিসারে অধিক পরিমাণে বা পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইলে, এই কাথ রোগীকে সেৱন করিতে দিবে । ইহা অতিশয় উপকারী ।

কুটজদাড়িম কাথ । কুড়ুরি ছাল ১ তোলা ও দাড়িম কলের খোসা ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাক শেষ ৮ তোলা; ইহা হাকিয়া, শীতল হইলে মুখা ১০ আনা বা ১০ আনা মিলিত করিয়া রোগীকে এক চটাক মাত্রায় ২ বার সেৱন করিতে দিবে, এইরূপ দিনে ২ বার পাক করিয়া সেৱন করাইবে ।

**মুস্তকক্ষীর :** আমাতিসাররোগে অত্যধিক শ্লেষ্মা সংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে বা আমাতিসারে শ্লেষ্মার পরিপকতা দৃষ্ট হইলে, এই দুগ্ধ পাক করিয়া রোগীকে সেৱন করিতে দিবে ।

মুস্তকক্ষীর । মুখা ২০ টি কুটিত করিয়া তাহার পরিমাণ বত হয়, তাহার আট গুণ পরিমাণ হাগীদুগ্ধ ও দুধের ৪ গুণ জল একত্র করিয়া পাক করিবে; জল বিশেষ হইলে, দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে হাকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে ।

**নিম্বকক্ষীর :** রক্তাতিসারে রক্ত সংযুক্ত অপক্ক মল অর্থাৎ আম ও রক্ত দান্ত অথবা প্রবাহিকা রোগে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল ও রক্ত নির্গত হইলে এই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে । বালকদিগের ক্ষুদ্র অর্ধ মাত্রায় এবং শিশুদিগের ক্ষুদ্র ঐ রোগে সিক মাত্রায় ঔষধ ও দুগ্ধ লইয়া প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । এই ক্ষীর, আমরক্ত সংযুক্ত মল ভেদ হইলে, সেই অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী । রোগ উপস্থিত হইবার পর ৩৪ দিন গত হইলে, ইহা সেব্য । এই ঔষধ পাচক ও ধারক, হৃৎস্রাৱ রোগের প্রথমাবস্থায় সেৱন করান কর্তব্য নহে ।

বিষক্ষীর । বেলগুঠ ২ তোলা কুটিত করিয়া লইবে, অনন্তর হাগীদুগ্ধ ১০ তোলা ও জল ৩৪ তোলা একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া হাকিয়া ইকুটিনি ১০ আনা, মোচরসূর্য ১০ আনা ও ইন্দ্রবচসূর্য ১০ আনা মিলিত করিয়া রোগীকে দিনে সমভাগে ২ বার পান করিতে দিবে ।

**পথ্যাদিচূর্ণঃ**। স্নৈয়িক অতিসারে অথবা বাতশ্লেষ্মাতিসারে শ্লেষ্মা মিশ্রিত দুর্গন্ধ অপক মল (যাহা জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হইলে এই চূর্ণ রোগীকে দিনে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে মলের পরিপকতা সাধিত হয়। অহুপান—উষ্ণ জল।

পথ্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, আকনাদি, বচ, কুড়, রক্তচিটা ও কটুকী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ বা ১০ আনা।

**রসাগ্গনাদিচূর্ণঃ**। রক্তাতিসাররোগে অত্যধিক রক্তশ্রাব হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে অথবা পিত্তাতিসাররোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দান্ত হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

রসাগ্গনাদি চূর্ণ। শোধিত রসাগ্গন, আতাইব, ইল্লম্ব, কুড়চির ছাল, খাইপুল ও শুঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ আনা বা ১০ আনা।

**হিঙ্গাদিচূর্ণঃ**। স্নৈয়িকাতিসারে রোগীর উদরে বেদনা এবং দুর্গন্ধযুক্ত অপক মল নির্গত হইলে, মলের পরিপাকার্থ এই চূর্ণ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নির দীপ্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গাদি চূর্ণ। শোধিত হিং, সৌবর্জল লবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আতাইব ও বচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ আনা বা ১০ আনা।

**কজ্জিকাদিওড়িকাঃ**। রক্তাতিসারে রোগীর অত্যধিক রক্ত নির্গত এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসারে অথবা পিত্তাতিসারে, রোগীর জ্বর বিজ্ঞমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার জল সহ সেবন করিতে দিবে।

কজ্জিকাদি ওড়িকা। প্রস্তুত বিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**প্রবাহিকাঃ**। প্রবাহিকা রোগে মলের ঔষধ পরিপাকবাহক, শ্লেষ্মাংশযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২বার সেবন করিতে দিবে। অহুপান—দধির সর।

ধরবোশ। দুটের আঙণে বন্ধ কটি বেলের শাস এবং তাহার সমান তিলশাস একত্র মর্দন করিয়া লইবে। বাজা ১০ আনা বা ১০ আনা।

**আত্মলেপ :** পিত্তাতিসারে, বাতপিত্তাতিসারে অথবা অন্ত্রাতিসারে পুনঃপুনঃ পাতলা দান্ত হইলে, এই প্রলেপ নাভিমুখে প্রয়োগ করিবে। অতিসারে জলবৎ পাতলা দান্ত হইলেই, এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

আত্মলেপ। আনের ছাল কাটিতে পেষণ করতঃ নাভিমুখে প্রলেপ দিবে; একবার শুক হইলে পুনরায় এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

**জাতীকললেপ :** অতিসার-রোগীর জলবৎ পাতলা দান্ত হইলে, এই প্রলেপ নাভির চতুর্পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ লাগাইবে।

জাতীকললেপ। জাতীকল মল সহ মর্দন করিয়া নাভির উপর লাগাইয়া দিবে এবং উহা শুক হইলে পুনরায় লাগাইবে।

**ভিলবোশ :** রক্তাতিসারে অধিক রক্তভেদ হইলে, এই বোশ দিনে ২১৩ বার ছাগীহৃৎ সহ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। অর অথবা অন্ত্রাত উপশ্রব থাকিলেও, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

ভিলবোশ। শিলার পেষিত কুকুটল ৮ তোলা, ইন্ধুচিনি ২ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিবে। বাজা ১০ আনা বা ১০ আনা।

**লবঙ্গপ্রাক্ষোপ :** রক্তপ্রবাহিকা অথবা রক্তাতিসারের মধ্যাবস্থায় রক্তসংযুক্ত অপক মল অথবা কেবল রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকালরাত অতিসারে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অস্থান—জল।

লবঙ্গপ্রাক্ষোপ। কুড়চিহাল, দাড়িমকলের খোসা, কলার মোচা, কাঁড়ো দান, তাম্রমূলী, জামছাল, আনছাল, পানিকল বটের শুক ও শালছাল; ইহাদের প্রত্যেক ৮০ তোলা, ওল ৩৩ সের, শেষ ১৩ সের থাকিতে ছাকিয়া ঐ কাঁচ পুনরায় দুই অগ্নিতে পাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে অগ্নি হইতে পাত্র অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাতঃ উহাতে লবঙ্গ, জীরা, জাতীকল, আতাইল, এলাইচ, মৌরী, ধনেয়, ফুলরাতি, মোচরস, বেলগুঁঠা, বেতবৃণ ও অর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে এবং বৃথাবিধি আলোড়ন করিয়া লইবে। বাজা ১০ আনা।



**কুটজাষ্টক :** রক্তপ্রবাহিকা ও অজ্ঞাতিসাররোগে, রক্তসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মল অথবা কেবলমাত্র রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী ; কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই ঔষধ প্রবাহিকা, গ্রহণী, রক্তপ্রদর এবং রক্তার্শরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অম্লপান—ছাগদুগ্ধ বা শীতল জল।

**কুটজাষ্টক।** প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কুটজমেষহ :** রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকারোগে, রক্তসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মল অথবা কেবল রক্তভেদ ও উদরে বেদনা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই ঔষধ গ্রহণী ও অতিসারের অন্ত্যান্ত অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অম্লপান—ছাগদুগ্ধ বা শীতল জল।

**কুটজমেষহ।** কুড়ুরি কাঁচা ছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাকিয়া বহু অগ্নিতে পাক করিবে এবং ঘন হইলে উহাতে সৌবর্জল লবণ, ববকার, বিটুলবণ, সৈন্ধব লবণ, ধাইপুল, ইন্দ্রবৎ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। যাত্রা ১০ তোলা।

**বৃহৎ কুটজাবলেহ :** রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকার পুনঃ পুনঃ রক্তসংযুক্ত, দুর্গন্ধ, বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মলভেদ বা কেবল রক্তভেদ এবং উদরে বেদনা অম্লভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী এবং অতিসাররোগেও, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ প্রবাহিকা, রক্তাতিসার বা গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। প্রবাহিকারোগে ইহা পরীক্ষিত ঔষধ। অম্লপান—ছাগীদুগ্ধ, দধির মাত, চাপা মূলের রস, অথবা কদলী মূলের রস, ইহাদের যে কোন একটা ২ তোলা।

**বৃহৎ কুটজাবলেহ।** কুড়ুরি কাঁচা ছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাকিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ১/২ সের মিশ্রিত করতঃ পুনরাক পাক করিবে, গাঢ় হইলে, অতি বহু অগ্নির তাপে লবঙ্গ, জীরা, মুখা, ধাইপুল, বেলগুঁঠ, বাল, বড়এলাইচ, আকমাদি, মাকচিনি, কাঁকড়াশুলী, জাতীকল, বোঁরী, ইন্দ্রবৎ, আতাইব, ববকার, কাকোলা, রসায়ন,

মোচারস, বটমধু, বগাবহাতা, রক্তচন্দন, বটের গুড়, বদির, আমপাতা, আমপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নানাইরা, হাতা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে মধু ১০ সের মিলাইবে। দাত্রা—১০ তোলা।

**অম্বতারণবল্লস :** আমাতিসারের প্রবলাবস্থায় দুর্গন্ধ ও শ্লেষ্মা-বহুল অপক মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাতিসারের মধ্যাবস্থায় মল পরিপক্ব হইলে, অর্থাৎ পূর্ক্যাবস্থা হইতে মলের অবস্থান্তর দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতিসারে বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অতিসারে, রোগীর পুনঃপুনঃ পাতলা দান্ত হইলে এবং সান্নিপাতিক অতিসারে, পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বিবিধ বর্ণের পাতলা দান্ত হইলে, প্রথমাবস্থায় ও মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে অথবা পিত্ত-প্রবল সান্নিপাতিক অতিসারে মলের পরিপক্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগেও অত্যন্ত উপকারী। অম্বুপান—আমাতিসারের ও পিত্তাতিসারের প্রথমাবস্থায়-কলার মোচার রস অথবা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। আমাতিসারে ও পিত্তাতিসারে, মলের পরিপক্যাবস্থায় ছাগীতুন্ড। গ্রহণীরোগে ছাগীতুন্ড বা শীতল জল।

অম্বতারণবল্লস। প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**লবঙ্গাদিবটী :** শৈথিল্যিক অতিসারে বা বাতশ্লেষ্ম প্রধান অতিসারে দুর্গন্ধ অপক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় মলের পরিপাকার্ধ রোগীকে ইহা প্রদান করিবে। বাহ্যদের অঙ্গীর্ণ দোষে অতিসার জন্মে, তাহাদেরও এই ঔষধ সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি ও স্খাদিবৃদ্ধি হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ আমদোষ নষ্ট হইলে এবং বাতাতিসারে এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অম্বুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

লবঙ্গাদি বটী। লবঙ্গ, শুষ্ক, মরিচ ও সোহাগার বৈ; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মর্দন পূর্বক আগার ও রক্তচিতার রসে বধাক্রমে সাত সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

**ব্রহ্মলবঙ্গাদিবটী :** শৈথিল্যিকাতিসারে, বাতাতিসারে বাতশৈথিল্যিকাতিসারে ও সান্নিপাতিকাতিসারের প্রথমাবস্থায় বহু মল বা শ্লেষ্মা

সংযুক্ত দুর্গন্ধ মলের পরিপাকার্থ এই ঔষধ প্রদান করিবে। মলের সহিত অধিক স্নেহাসংযুক্ত থাকিলে অথবা অল্প মল পুনঃ পুনঃ নির্গত এবং রোগীর না ভ্রমশে বেদনা অস্বমিত হইলে, এই ঔষধ প্রদান করা যায়। আমাতিসারে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্পপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা শীতল জল।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। লবঙ্গ, জাতীকল, বনে, কুড়, কৃষ্ণজোরা; শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, দারুচিনি, সোনার খৈ, কড়িত্তর, যুখা, বচ, যমানী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও অত্র হাদের প্রত্যেকের ১০ তোলা ও লৌহ ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রসঃ** বাতাতিসার, শ্লেষ্মিকাতিসার, বাতশ্লেষ্মিকাতিসার বা সান্নিপাতিক অতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমাবস্থায় আমদোষ পরিপাকার্থ এই ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। মলের সহিত স্নেহা সংযুক্ত থাকিলে এবং মলবদ্ধজন্ম শূল প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ প্রদান করা যায়। ইহা অতিসারের মধ্যাবস্থায় এবং পিত্তাতিসারে প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ গ্রহণীদোষ নাশক। অতিসার-রোগে অর বিদ্যমান থাকিলেও, এই বটী প্রয়োগে ফললাভ হয়। অল্পপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা উষ্ণজল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**অগ্নিকুমার রসঃ** বাতাতিসারে, বাতশ্লেষ্মিকাতিসারে, সান্নিপাতিক অতিসারে, বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে অতিসার জন্মিলে, এই ঔষধ প্রথমাবস্থায় অপক দোষের পরিপাকার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নির বল বর্দ্ধিত এবং মলের অপকতা দূরীভূত হইয়া থাকে। অল্পপান—উষ্ণজল।

অগ্নিকুমাররস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, বিব ৩ ভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, কড়িত্তর ৩ ভাগ ও শঙ্খতর ৩ ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া গোড়ালেবুর রসে মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

**মহাশূন্য অগ্নিকুমান রস :** বাতাতিসার, বাতশ্লেষ্মাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার বা সান্নিপাতিক অতিসারের প্রথমাবস্থায় পাতলা দাও হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ মলের পরিপাকার্থ রোগীকে প্রদান করিবে। অজীর্ণতাবশতঃ পাতলা দাও হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে আহাৰ্য্য পদার্থ জীর্ণ হয় এবং উদরের বেদনা নিবৃত্তি হয়। অতিসারে মলের পক্যবস্থায় এবং বাতাপ্রতিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সংগ্রহ-গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায়ও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। অমুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ অগ্নিকুমান রস। শুঠ, বরিচ, জাতীকল, জয়িতী, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, কাকড়াশুলী, সোহাগার খৈ, বমানী, জীরা, কুলজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিটুলবণ, বৃন্ততর্জিত হিং, পারদ, গন্ধক, রূপা, লৌহ ও অল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ ও পিপ্পলচূর্ণ ২ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, জব্বীর (গোড়ালেবু) রসে মর্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

**অগ্নিকুমান :** আমাতিসারে ও শৈশ্বিক প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মলের পরিপকতা দৃষ্ট হইলে ও রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকার মধ্যাবস্থায়ও, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে। আমাতিসারের বা শৈশ্বিক প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু এই ঔষধ ধারক, হুতরাং আমের অপরিপক্যবস্থায় ইহা প্রয়োগে জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। অমুপান—মুখার রস ও মধু।

অগ্নিকুমান। রস, গন্ধক, বিব, শুঠ, পিপ্পল, বরিচ, সোহাগার খৈ, লৌহ, বমানী ও অধিকেন; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং অল সর্বসমান, এই সকল একত্র করিয়া রক্তিতার কাখে মর্দন করিবে। বটী ১ রতি।

**মহাপ্রকক :** আমাতিসারে, প্রবাহিকার, পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে অথবা রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় অলবৎ পাতলা বিবিধ বর্ণের মল অথবা শ্লেষ্মাসংযুক্ত অগন্ধ মল পুনঃপুনঃ অল বা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে : অতিসাররোগে

অর বিজ্ঞমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । অহুপান—মুখার রস ও মধু ।

মহাগন্ধক । প্রস্তুতবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য ।

**ব্রহ্মণ্ড গগনসুন্দর রস :** পিত্তাতিসার, আমাতিসার ও রক্তাতিসাররোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মাসংযুক্ত পাতলা দান্ত বা রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এবং রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । মলের পরিপক্যাবস্থায় পুনঃ পুনঃ দান্ত হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় । পৈত্তিক গ্রহণী বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । আমাতিসারে বা রক্তাতিসারে অর থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অহুপান—আমাতিসারে ও রক্তাতিসারে দধি বিষ্ণু ও ইক্ষু গুড় । গ্রহণীরোগে ও পিত্তাতিসারে ছাগীহস্ত বা আমচালের রস ও মধু ।

ব্রহ্মণ্ড গগনসুন্দর রস ; প্রস্তুতবিধি ২৮২ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য ।

**জাতীকলাস্ত্য বটিকা :** আমাতিসার, পিত্তাতিসার বা প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় পাতলা অপক মল দান্ত এবং পিত্তাতিসারে শ্লেষ্মাসংযুক্ত বা গাঢ় মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অতিসারে অর ও শোথ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অহুপান—তাজা জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুখার রস ও মধু ।

জাতীকলাস্ত্য বটিকা । প্রস্তুতবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য ।

**জাতীকলাস্ত্য বটী :** আমাতিসার ও প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মল পরিপক এবং রোগীর উদরে বেদনা ও পুনঃপুনঃ দান্ত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ সেবনে শীঘ্রই রক্তভেদ হ্রাস পাইতে থাকে । অতিসারে উদরাগ্নান বা কোষ্ঠবদ্ধের সম্ভাবনা থাকিলে, ইহা কখনও সেবন করাইবে না । অহুপান—মধু ।

জাতীকলাস্ত্য বটী । জাতীকল, সোহাগার ঔষ, অর ও মুখার রস এই সকল দ্রব্য

প্রত্যেক ১ তোলা ও অহিফেন ২ তোলা ; একত্র করিয়া পঞ্চভায়েলের রস মর্দন করিবে ।  
বটী ১ রতি ।

**অহিফেন বটী :** রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরি-  
মাণে রক্ত ভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—  
মুখার রস বা আদাপানের রস অথবা কচি দাড়িম পাতার রস ও মধু ।

অহিফেন বটী । আকিং এবং পিওথেরুর ; সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে ।  
বটী ১ রতি ।

**শীতুশবলী রস :** আমাতিসার, রক্তাতিসার ও বিবিধ  
প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় রক্তসংযুক্ত বা শ্লেষ্মসংযুক্ত অপক ( পিচ্ছিল ) বা  
পকমল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।  
অতিসারে ও প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায় এবং আমাতিসার, রক্তাতিসার  
বা প্রবাহিকার সঙ্গে জ্বর ও শোথ উপদ্রব থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা বাইতে  
পারে ; এই ঔষধ অতিসার ও প্রবাহিকার—সর্বাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী ;  
কিন্তু ইহার উপকার কালক্রমে প্রকাশ পায় । প্রসূতির উদরাময় এবং  
জ্বররোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায় । অল্পপান—দধি-বিষ ও ইক্ষুগুড় ।

শীতুশবলীরস । প্রস্তুত বিধি ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**কণাঢ্য লৌহ :** রক্তাতিসারে ও রক্ত প্রবাহিকার প্রথম বা  
মধ্যাবস্থায় অত্যধিক রক্তভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে  
দিবে । বাতপিত্তাতিসারেও, এই ঔষধ সেবনে উপকার পাওয়া যায় ।  
বাতপিত্তাধিক্য শরীরে বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তভেদ হইলে, ইহা সমধিক উপকারী ।  
বাতপিত্তাধিক্য গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ সেবনে উপকার হয় । অল্পপান—  
আদাপানের রস অথবা কচি দাড়িমপাতার রস ও মধু ।

কণাঢ্য লৌহ । প্রস্তুতবিধি ১৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**কনকপুন্দরু রস :** বাতশ্লেষ্মাতিসারে বা শৈথিল্য অতি-  
সারের প্রথমাবস্থায় অপক মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন  
করিতে দিবে । ঐরূপ অতিসারে জ্বর প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধ প্রয়োগ  
করা বাইতে পারে । অল্পপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু ।

কনকহৃদয় রস । প্রস্তুতবিধি ১২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা :** পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাভি-  
সারে বা শৈশ্বিক অতিসারে জলবৎ পাতলা মল নির্গত হইলে এবং বাতাত্তি-  
সারের পক্ষাবস্থায় পুনঃ পুনঃ দা্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে  
দিবে । গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । অহুপান—অতিসারের  
প্রথমাবস্থায় মুখার রস ও মধু । মলের পক্ষাবস্থায় ছাগীদুগ্ধ ।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা । রস, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খতন্ত্র, সোহাগার ধৈ, হিং, শটীর পাশো,  
তালীশপত্র, মুখা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, বাইপুশ, আতাইব, শুঠ, পুহুধ্ব, (বুল), হরীতকী,  
রক্তচন্দন, তেজপত্র, জাতীকল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঠ, মেথি, ও শোধিত  
সিদ্ধিপত্র এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দন করিবে । বটী ৫ রতি ।

**দুগ্ধবটি :** আমাতিসার, পৈত্তিকাতিসার ও পিত্তশ্লেষ্মাভিত  
অতিসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা শ্লোগ উৎপন্ন হইবার অন্তর দিন পরেই  
হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, ইহার এক বটী প্রাতে দুগ্ধসহ সেবন  
করিতে দিবে । এই ঔষধ সেবনে উদরাময় এবং তদাশ্রিত শোথ ও জ্বর  
প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । পথ্য দুগ্ধায় । লবণ ও জল সংযুক্ত খাণ্ডদ্রব্য ও জ্ঞান  
নিবিদ্ধ । শোথ অতি প্রবল থাকিলে, দুগ্ধায়ের পরিবর্তে মানমণ্ড পথ্য দেওয়া  
যাইতে পারে ।

দুগ্ধবটি । প্রস্তুতবিধি ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**জাতীকল রস :** আমাতিসাররোগের মধ্যাবস্থায় বা শেষ  
অবস্থায় মল পরিপক্ব হইলে এবং রক্তপ্রবাহিকার ও শৈশ্বিকপ্রবাহিকার  
মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । আমাতিসার ও  
প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে অল্প জ্বর থাকিলেও, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে  
পারে । গ্রহণীরোগে পিত্তের আধিক্য হইলেও, এই ঔষধে উপকার হয় ।  
অহুপান—বেলশুঠ চূর্ণ ও মধু ।

জাতীকল রস । পারদ, গন্ধক, অজ, রসসিল্পুর, জাতীকল, ইন্দ্রবব, ধূতুরীবীজ, সোহাগার  
ধৈ; শুঠ, পিপুল, মরিচ, মুখা, হরীতকী, আম্রবীজের শাল ও দাড়িমের খোসা ; ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং বেলশুঠ চূর্ণ ২ ভাগ লইয়া সিদ্ধি পত্রের কাখে মর্দন  
করিবে । বটী ২ রতি ।

**রসপর্পটি :** আমাতিসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, রোগীকে যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অন্তান্ত অতিসারেও শোথ এবং জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু বৃদ্ধ বা যাহাদের শরীর কুশ অথবা বায়ুপিত্ত জনিত অন্তান্ত ব্যাধি শরীরে বিদ্যমান আছে, তাহাদের পক্ষে ইহার উপকারিতা স্থায়ী হয় না অর্থাৎ ঔষধ সেবনে কিছু সময় রোগ নিবৃত্ত থাকিয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাতশ্লেষ্ম-প্রধান শরীরে বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অগ্নিবৃদ্ধি, শোথনাশ বা আমবাতাশ্রিত অপক্ক রসকে শোষণ করিতে এই ঔষধ সমধিক শক্তিশালী। এই ঔষধ সেবনকালে রোগীকে দুগ্ধ পান করিতে দিবে, তৎপর ক্রমশঃ ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে, পুরাতন ততুলের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য দিবে। রোগের প্রবলাবস্থায় ও শোথ না থাকিলে, মাংস-বৃষ প্রদান করা যাইতে পারে এবং সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ধনে দ্বারা পক্ক পটোল, মান প্রভৃতির ব্যঞ্জন রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু দুগ্ধ সর্বাবস্থায়ই সেব্য। অন্নপান—নির্জল পক্ক দুগ্ধ। লবণ ও জল সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

রসপর্পটি। প্রস্ততবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**পক্কাস্থতপর্পটি :** আমাতিসার, পিত্তাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত বা শ্লেষ্মাশ্রিত প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তৎসঙ্গে শোথ, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, রোগীকে যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী ও অন্তান্ত রোগ বিনষ্ট হয়। উদরাময়রোগে শোথ থাকিলে, দুগ্ধায় সেব্য। অন্নপান দ্রুত ও মধু। এই ঔষধের পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পক্কাস্থতপর্পটি। প্রস্ততবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**লৌহপর্পটি :** আমাতিসার, পিত্তাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার, প্রবাহিকা, পৈত্তিকপ্রবাহিকা বা রক্তাতিসাররোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা এক অবস্থায় থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। যে সকল ব্যক্তির শরীর অতি কুশ এবং বায়ু ও পিত্তপ্রধান



অথবা বিবিধ রোগবশতঃ বাহাদের শরীরে রক্তের হীনতা সমধিক লক্ষিত হয়, তাহাদের উদরাময়রোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। পুরাতন জ্বর ও হৃৎতিকা প্রভৃতি রোগে উদরাময় বা শোথ থাকিলে অথবা অতিসারের সঙ্গে, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরাময়রোগে শোথ থাকিলে, দুগ্ধায় পথ্য দিবে। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অম্লপান—ধনে ও জীরার কাথ;

লৌহপর্পটী। একতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**অর্ণপর্পটী:** বাতাতিসার, পিত্তাতিসার, বাতপিত্তাতিসার, রক্তাতিসার ও প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইলে অথবা তৎসঙ্গে জ্বর ও শোথ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাহাদের শরীর ক্লশ অথবা অস্ত্রান্ত রোগে শরীরের দুর্বলতা অধিক লক্ষিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ সেবন একান্ত কর্তব্য। অম্লপান—দুগ্ধ। উদরাময়ের সঙ্গে শোথ থাকিলে, দুগ্ধায় সেব্য। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্ণপর্পটী। একতবিধি ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বিজ্ঞপর্পটী:** আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় অথবা মধ্য ও পুরাতনাবস্থায় মলের পরিপক্বতা দৃষ্ট হইলে এবং প্রবাহিকারোগে, পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে ও সান্নিপাতিক অতিসারের পুরাতনাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার লাভ হয়। অতিসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষমজ্বর, পাণ্ডু বা বক্ৰ প্রভৃতি রোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত রোগে দুর্বলতা ও ক্লশতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও অনেকাংশে দূরীভূত হয়। পথ্য—দুগ্ধায়। এই ঔষধ সেবনের পথ্যাপথ্যবিধি অর্ণপর্পটীর স্থায়।

বিজ্ঞপর্পটী। একতবিধি ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## অতিসারে—শূল-চিকিৎসা।

**হরীতক্যাদিকঙ্ক :** আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় রোগীর শ্লেষ্মাসংযুক্ত, দুর্গন্ধ মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত দিনে ২৩ বার সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ আমপাতক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

হরীতক্যাদি কঙ্ক। হরীতকী, আতইচ, হিং, সচলবলণ, বচ ও সৈন্ধবলণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১/০ দুই আনা বা ১০ চারি আনা।

**পাঠাদিচূর্ণ :** আমাতিসারে রোগীর অধিক শ্লেষ্মা-মিশ্রিত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং তজ্জন্ম উদরে বেদনা থাকিলে, এই চূর্ণ তাহাকে উষ্ণ জলের সহিত দিনে ২৩ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বেদনার লাঘব, অগ্নিবৃদ্ধি ও আমের পরিপাক হয়।

পাঠাদিচূর্ণ। আকনাদি, হিং, বমানী, বচ, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঠ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১/০ এক আনা বা ১/০ দুই আনা।

**শাণ্ডাদিচূর্ণ :** অতিসাররোগে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—উষ্ণ জল।

শাণ্ডাদিচূর্ণ। শঙ্খভঙ্গ, সৈন্ধবলণ, বিটলণ, সান্তার লবণ, সৌবর্জল লবণ, করকচ্, লবঙ্গ, যবকার, সোহাগার ঠে, জাতীকল, গুল্কা, বায়ানী, হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১/০ এক আনা হইতে ১০ চারি আনা।

**শূলহরণযোগ :** বাতাতিসার, আমাতিসার, বাতশ্লেষ্মিক অতিসার, ও প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে উদরে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জল সহ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## অতিসারে—পিপাসা-চিকিৎসা।

**হ্রীবেন্দ্রাদিপানীকঙ্ক :** অতিসার রোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে, এই জল রোগীকে পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য পান করিতে দিবে।

ত্রীবেদাদি পানীয়। বালা ও মুখা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া ৮৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নানাইবে, অনন্তর ঐ জল ছাকিয়া লইবে।

**মুস্তকাদিপানীয় :** অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই জল রোগীকে পিপাসা-কালে পান করিতে দিবে।

মুস্তকাদি পানীয়। মুখা ও ক্ষেতপাণ্ডা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া ৮৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে, অনন্তর ২ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে।

**ষড়ঙ্গপানীয় :** অতিসার-রোগীর পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই পানীয় রোগীকে পিপাসা-কালে পান করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গ-পানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**জম্বুদিকাথ :** অতিসার-রোগীর প্রবল পিপাসা উপস্থিত হইলে, পিপাসার সময়ে এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

জম্বুদিকাথ। জামের কচি পাতা, আমের কচি পাতা, বেণারমূল, বটের গুল্ম ও বটের মূরি : এই সকল ত্রয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; শীতল হইলে, প্রক্ষেপ মধু ১০ অঙ্ক তোলা। পিপাসাকালে অল্প অল্প ব্যতায় সেব্য।

## অতিসারে—বমন-চিকিৎসা।

**সর্ষপলেপ :** অতিসার অত্যন্ত প্রবল এবং তজ্জন্ত রোগীর পুনঃপুনঃ বমন হইলে, তাহা নিবারণার্থ এই লেপ আমাশয়ে প্রদান করিবে।

সর্ষপলেপ। সরিষা প্রথমতঃ পরিষ্কার করিয়া শিলায় পেষণ করিবে এবং কিকিৎ জল দিয়া নরম ও পুরু করিয়া আমাশয়ের উপরিভাগে লাগাইবে।

**চন্দ্রকান্তিরস :** অতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন হইলে, এই ঔষধ শশার বীজবাটা ও স্তনচূষ্ম সহ সেবন করিতে দিবে। বমনবেগ হ্রাস হইলে ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

চন্দ্রকান্তিরস প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**শিপ্পল্যাঙ্গ্যলৌহ :** অতিসাররোগে পিত্তের প্রবলতা বশতঃ হরিদ্রাভ বমন এবং রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্তপ্রধান হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অত্যন্ত বমন বেগ বশতঃ হিঙ্কা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে তাহা দূরীভূত হয়। অমুপান—শশার বীজ ও স্তনচূষ্ম।

শিপ্পল্যাঙ্গ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ব্রহ্মকমল রস :** অতিসাররোগে পুনঃ পুনঃ বমন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্বুপান—শালপাণীর রস।

ব্রহ্মকমল রস। পারদ, গজক, লৌহ, বটবধু, রক্তচন্দন, আমলা, ছোটএলাইচ, জবদ, মোহাগার ধৈ, পিপুল, জটাভাসী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে জইরা শালপাণী ও ইন্ধুরসে পৃথক পৃথক ৭ সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

## অতিসারে—উদরাগ্নান-চিকিৎসা।

**দারুশটক প্রলেপ :** অতিসার-রোগীর উদরাগ্নান হইলে, এই প্রলেপ উদরে লাগাইবে; একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় আগ্নানের আশঙ্কা থাকিলে, পুনঃ পুনঃ এই প্রলেপ লাগাইবে। এই প্রলেপ প্রদান করিলে, আগ্নানজনিত উদরের বেদনাও দূরীভূত হয়।

দারুশটক প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**অম্বপ্রলেপ :** অতিসার-রোগীর বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান এবং তজ্জন্ম উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে লাগাইয়া দিবে।

অম্বপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**দারুযোগ :** বাতজ্ব অতিসাররোগে রোগীর উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে এবং উদরে বেদনা অম্বুভব হইলে, এই ঔষধ তাহাকে আধঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। বিন্দুচিকা রোগে উদরাগ্নান হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহারও উপকার হয়।

দারুযোগ। দারুচিনি ২ তোলা কুড়িত করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিরা সেই কাথে ১০ এক আনা বা ১০ দুই আনা কর্পূর মিশ্রিত করতঃ রোগীকে দুই তিনবার সেবন করিতে দিবে। দারুচিনির কাথের অভাবে দারুচিনির আরক ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উহাতে জল মিশ্রিত করা আবশ্যিক।

**এলাইচচূর্ণ :** বাতজ্ব অতিসারে বা আমাতিসারে রোগীর উদরাগ্নান ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ কর্পূর-ভিজান জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। আমবদ্ধ জনিত বেদনাও এই ঔষধে দূরীভূত হইয়া থাকে।

এলাচ চূর্ণ। এলাইচ, দারুচিনি, পিপুল ও শুঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ এক আনা বা ১০ হই আনা।

**কাঙ্কিকষেদ :** অতিসাররোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরে বেদনা এবং উদরাগ্নান হইলে, মুহূর্ষুঃ এইরূপ ষেদ প্রদান করিবে, যাবৎ উদরাগ্নান নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ ষেদ প্রদান করা যাইতে পারে।

কাঙ্কিকষেদ। কাঙ্কি অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটা কাচপাত্র বা বাতুপাত্র পূর্ণ করিবে, পরে রোগীর বতদূর সরু হয়, এইরূপ উষ্ণ থাকিতে ঐ পাত্র দ্বারা উদরে ষেদ প্রদান করিবে; কাঙ্কি শীতল হইলে, পুনরায় অত্যন্ত কাঙ্কি পূর্ণ করিয়া দিবে।

**চতুর্দশ রস :** অতিসাররোগে উদরাগ্নান ও তৎসঙ্গে বস্তিদেহে বেদনা এবং প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি বায়ুজনিত উপদ্রব সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আতপ চাউল ধোয়া জল সহ ২ চুই ঘণ্টা অন্তর ১ এক বটি সেবন করাইবে। ইহা সেবনে উদরাগ্নানের নিবৃত্তি ও প্রস্রাবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

চতুর্দশ রস। প্রস্তুতবিধি ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## অতিসারে---জ্বর-চিকিৎসা।

**মৃতসঞ্জীবনী বটী :** নতুন পিত্তাতিসাররোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং সেই জ্বরের বেগ অধিক হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অহুপান—শীতল জল অথবা জীরা চূর্ণ ও মধু।

মৃতসঞ্জীবনী বটী। প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**আনন্দভৈরব রস :** নতুন পিত্তাতিসার রোগে অথবা অজ্ঞাত অতিসারে অহিতাচরণবশতঃ রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

আনন্দভৈরব রস। প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ব্রহ্ম কস্তুরীভৈরব (মতাস্তরে) :** নতুন অতিসার, আমাতিসার ও রক্তাতিসারে রোগীর তীব্রবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে অথবা তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, ঘর্ম্ম, প্রলাপ ও নাড়ীর

গতির বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ দুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অতিসারে ঐরূপ বিকার উৎপন্ন হইলে, বিশেষ ফল দর্শে ন। অমুপান—কজ্জাক ঘসা ও মধু ২ কোঁটা।

২৬৭ কস্তুরী তৈরব ( মতান্তরে )। প্রত্যবিধি ৪০ পুটার ঔষ্য।

**২৬৮ কস্তুরী টিক্তন :** পুরাতন অতিসার, আমাতিসার, প্রবাহিকা ও রক্তাতিসাররোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় জরের বেগ মধ্যবিধ হইলে অথবা সর্বদা জর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। অমুপান—ভাজা-জীরা চূর্ণ ও মধু।

২৬৯ কস্তুরী তৈরব। প্রত্যবিধি ১০০ পুটার ঔষ্য।

**পুটপক বিষমজ্বরাস্তক লৌহ :** অতিসার, রক্তাতিসার, প্রবাহিকা ও আমাতিসাররোগে মলের পরিপক্যাবস্থায় অর্থাৎ পুরাতন অতিসাররোগে রোগীর উদরে বেদনা এবং অগ্নক, স্নেহবহুল অথবা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে ও সেইরূপ অবস্থায় সর্বদা অথবা দিনে বা রাত্রিতে অল্পকাল মাত্র অল্পবেগে জর প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে জরের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। উদরাময়প্রাপ্তি-জরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অমুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

পুটপক বিষমজ্বরাস্তকলৌহ। প্রত্যবিধি ১০ পুটার ঔষ্য।

**২৭০ জ্বরাস্তক লৌহ :** পুরাতন অতিসার, আমাতিসার ও প্রবাহিকারোগে রোগীর জর অল্পবেগে কিছুকাল প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অমুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

২৭১ জ্বরাস্তক লৌহ। প্রত্যবিধি ১০ পুটার ঔষ্য।

**সর্বজ্বরহর লৌহ :** পুরাতন রক্তাতিসার, পিত্তাতিসার রক্তপ্রবাহিকা ও অন্যান্য প্রবাহিকারোগে বায়ু, ও পিত্তপ্রধান অবস্থায় রোগীর জর অল্পকাল বৃহৎ বেগে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে জরের বেগ এবং উদরাময় উভয়ই হ্রাস হয়।

সর্বজ্বরহরলৌহ। প্রত্যবিধি ১০০ পুটার ঔষ্য।

## অতিসারে-নাড়ীরগতির বিশৃঙ্খলতা

৩

### হিমাক-চিকিৎসা ।

**হৃতসঞ্জীবনী :** অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ দান্ত ও ববন প্রভৃতি দ্বারা রোগীর জ্ঞানলোপ, হিমাক বা নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। শরীর উষ্ণ বোধ হইলে, ঔষধ ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এই ঔষধ সার্নিপাতিক জরে বা বিশৃঙ্খিকারোগে হিমাক অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

**হৃতসঞ্জীবনী ।** বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, বাবলাছাল ২।০ সের এবং দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাহক্রান্তা, আতাইব, অম্বগন্ধা, দেবদারু, বেলাছাল, শোণাছাল, পারুল-ছাল, শালপাণা, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, পোন্ধুর, রাখালশশারবুল, কুলছাল, রক্তচিটা-মূল, আলকশীবীজ ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রত্যেকের ১।০ সোরা সের কুড়িত করিয়া একত্র করতঃ ২৫০ সের জল সহ একটি বাটির পায়ে ১০ দিন রাখিবে এবং পাত্রেয় মূখ এরূপ ভাবে বদ্ধ করিবে, বাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে ; অনন্তর ১৬ দিন পরে উহার সহিত গুপারী ১৪ সের এবং ধুতুরার মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, গুল্ফা, বহানী, মরিচ, জীরা, কুন্ধীরা, শটা, জটামাংসী, দারুচিনি, জাতিফল, মুখা, পেঁঠো, শুঠ, মেথী, মেথশুঙ্গী, ও বেতচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকের ১০ তোলা কুড়িত করিয়া মিশ্রিত করতঃ জালার মূখবদ্ধ করিয়া ৪ দিন রাখিবে, পরে ঐ সময় একত্র বকবয়ে চুয়াইরা, কাচপাত্রে মূখ বদ্ধ করিয়া রাখিবে।

**হৃগমদাসন :** অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ দান্ত হওয়ায় রোগীর জ্ঞান লোপ বা মতিভ্রম ঘটিলে অথবা হিমাক বা নাড়ীর গতির বিপর্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ ও শরীর যথোচিত উষ্ণ হইলে, ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

**হৃগমদাসন ।** পুর্বোক্ত নিরমাতুলসারে প্রস্তুত হৃতসঞ্জীবনী ১।০ সের অর্থাৎ ৪২.০ ভরি, মধু ২৫.০ হটাক, জল ১০.০ হটাক, হৃগমাদি ৩২ তোলা এবং মরিচ, লবঙ্গ, জাতিফল, শিপু লও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা একত্র করিয়া একটি বৃৎপাত্রে

একমাস দুখবদ্ধ করিয়া রাখিবে, পরে প্রব্যাঞ্জন ছাকিরা বোতলে পূর্ণ করতঃ দুখবদ্ধ করিয়া রাখিরা যিবে। মাত্রা ১ এক তোলা বা ২ ছই তোলা।

**দ্ব্যুপনাতিযোগ :** অতিসাররোগে প্রবল দান্ত, বমন ও অজ্ঞাত উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় রোগীর শরীর একবারে শীতল হইলে এবং চৈতন্ত্য লোপ পাইলে, এই ঔষধ ১ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে নাড়ীর এবং শরীরের উষ্ণতা বোধ হইলে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। অধিক বমনের পর শরীর শীতল হইলে, এই ঔষধ সেবন বন্ধ রাখিবে; যেহেতু বমন দ্বারা শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায়। অহুপান—জল।

দ্ব্যুপনাতিযোগ। প্রস্ততবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ব্রহ্ম কককেতু :** নূতন অতিসাররোগে বিবিধবর্ণের পাতলা দান্ত, অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত পাতলা দান্ত হইবার পর রোগীর শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে, নাড়ীর ক্রিয়ার বিপর্যয় দৃষ্ট হয় ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকায় জ্ঞান লোপ এবং শ্বাসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, সেই অবস্থায় রোগীকে একঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অহুপান—কক্কাক ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালের গুড়ার রস ও গধু।

ব্রহ্ম কককেতু। প্রস্ততবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ব্রহ্ম রত্নগর্ভ :** নূতন অতিসার রোগে অত্যধিক দান্ত বা বমন, বর্ধ, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর অবস্থায় বিপর্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—কক্কাক ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

ব্রহ্ম রত্নগর্ভ। প্রস্ততবিধি ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## অতিসারে—শ্বাস-চিকিৎসা।

**শ্বাসতিস্তামনি :** অতিসার-রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দান্ত অথবা অপক্ক মলযুক্ত রক্তভেদ, বমন, দাহ ও পিপাসা উৎপন্ন হইবার পর অনেকস্থানে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে, শ্বাস ক্রিয়ার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; এইরূপ অবস্থায় উর্দ্ধ, হির, কুহু বা মৃদাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে



এই ঔষধ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু ।

বাসচিহ্নাশনি । প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ব্রহ্ম-প্রাসচিহ্নাশনি :** অতিসার-রোগে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর শ্বাসের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে এবং সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র, উষ্ণ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অতিসার রোগের নূতন অবস্থায় এই ঔষধে সমধিক উপকার হয় ; কিন্তু পুরাতন অতিসার রোগে শরীর জীর্ণ ও শ্বাসের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে, তাদৃশ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। অল্পপান—বহেড়া-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ ।

বৃহৎ বাসচিহ্নাশনি । প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## অতিসাররোগে – পথ্য ।

অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত মলের পরিপাক না হয় তাবৎ অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপথ্য প্রদান করা কর্তব্য। পুরাতন খাত্তের ধৈর্যের মণ্ড, যবমণ্ড ( বার্লি ) বা চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে সেবন করিতে দেওয়া উচিত। আমাতিসারের অবস্থাবিশেষে ও দেশবিশেষে ধৈর্যের মণ্ড বা চিড়ার মণ্ড অতি উপকারী। অতিসার রোগে জ্বর বিজ্ঞমান থাকিলেও, ঐরূপ পথ্য প্রদান করা কর্তব্য। অতিসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল পরিপক হইলে, তাহাকে শিল্পী, থলিসা, মৌরলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের ঝোল এবং রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, ও দান্ত কমিয়া আসিলে, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের ঝোল এবং মসুর-যুব, অড়হর-যুব প্রদান করিবে। ছাগীদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, গব্যদধি, গব্যতজক, কলার মোচা, জাম, চালিতা, আমাদা, বৈচী, কয়েতবেল, গাবফল, আমকলশাক ও মিষ্ট দাড়িম ফল, এই সকল দ্রব্য এবং অন্যান্য অগ্নিবর্জক দ্রব্য পুরাতন অতিসার রোগে হিতকর ।

## গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

**নাটিক গ্রহণীর লক্ষণ :** বিবিধ অহিত দ্রব্য সেবনে বায়ু কুপিত হইলে, ক্রমশঃ পাচকারি দূষিত হইয়া বাতজ গ্রহণী উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে, ভুক্তদ্রব্য অতিক্রমে অর্থাৎ কাগবিলম্বে অগ্নরসে পরিণত হয়। এই রোগে শরীরের কক্ষতা, কঠ এবং মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধকারবৎ দর্শন, কর্ণে শব্দ শব্দ, পার্শ্ব, উরু কুচকি ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং বিস্মৃতির লক্ষণ (উদরাগ্নান, দান্ত ও বমন প্রভৃতি) প্রকাশ পায় ও রোগীর বক্ষস্থলে বেদনা, শরীরের কৃশতা, দুর্বলতা, মুখের বিরসতা, গুহ্রদেশে কঠনবৎ বেদনা, মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসাত্মক দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা, মনের অবসাদ অর্থাৎ কার্ণ্যে অনিচ্ছা, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। বাতজ গ্রহণীরোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে, অথবা জীর্ণ হইবার কালে উদরাগ্নান অর্থাৎ পেটফাঁপা প্রকাশ পায় এবং রোগী ভোজন করিলে, হুহু মনে করে। এই রোগে সময় সময় পাতলা, শুষ্ক (গুঠল) অল্প স্লেমা বা ফেনাযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হয় এবং রোগী বাতশূল, হস্ত্রোগ ও প্রীহার আশঙ্কা করিয়া থাকে।

**পৈতিক গ্রহণীর লক্ষণ :** এই রোগে দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদগার, হৃদয়ে ও গলায় জ্বালা, অকুচি ও পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নীল বা পীতবর্ণ পাতলা দান্ত হইয়া থাকে ও রোগীর শরীর পীড়িত হইয়া যায়।

**শৈথিল্যিক গ্রহণীর লক্ষণ :** এই রোগে অতি কমে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয়, মুখ স্লেমাধারা লিপ্ত থাকে ও মিষ্ট বোধ হয়, কাস, সর্দি, মুখ হইতে পুথু নিঃসরণ, হৃদয়ে ভারবোধ, উদরবিবন্ধ ও নিশ্চল বোধ, বিকৃত মধুর উদগার ও জীসহবাসে অনাসক্তি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী দুর্বলতা বোধ করে ও তাহার আলস্য জন্মে ও রোগীর ভাবা অথচ অপক স্লেমা-সংযুক্ত ও শুষ্ক মল (যে মল জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হয়।

**সান্নিপাতিক গ্রহণীর লক্ষণ :** বাতাদি

দোষত্রয়ের যে সকল লক্ষণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

**সংগ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ :** সংগ্রহ গ্রহণীরোগে রোগীর পেটভাঙ্গা, অালস্ত, শরীরের দুর্বলতা, মনের অবসন্নতা এবং ঘন, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, অপক ও পিচ্ছল মল নির্গত হয় ; পরন্তু উদরে বেদনা, দান্ত হইবার সময় শব্দ ও কটিদেশে বেদনা হইয়া থাকে এবং এক মাস, এক পক্ষ, বা দশদিন অন্তর অথবা প্রত্যহ এইরূপ পাতলা দান্ত হয়, দিবাভাগে এই রোগ বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রিকালে কমে । এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগী চিরকাল এই রোগে কষ্ট ভোগ করে । ইহাতে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিদেশ ও হস্তপদাদি সন্ধিস্থানে বেদনা প্রকাশ পায় ।

## গ্রহণী-রোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

অতিসার ও গ্রহণীরোগের চিকিৎসাবিধি প্রায়শঃ একই প্রকার, যেহেতু অতিসার নিবৃত্তি হইলে, পুনরায় অহিতজ্বর্য সেবন দ্বারা পাচকাগ্নি মন্দীভূত হইয়া গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হয় । অতিসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীতও মন্দাগ্নি ব্যক্তির পাচকাগ্নি দুর্বল বা নিস্তেজ হইলে, গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে । যেরূপ অহিত-সমুত অন্নদোষ হইতে অথবা নবজ্বর বিরাম হইলে, কোন কারণে দোষ কুপিত হইয়া বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়, গ্রহণীরোগও সেইরূপভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে । গ্রহণীরোগে বাতাদি দোষভেদে পাচকাগ্নি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায় । বাতজ গ্রহণীরোগে বায়ুবর্ধক জ্বর্যসেবন ও বায়ুবর্ধক ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে, পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া রোগ উৎপাদন করে ; সেই জন্যই তুচ্ছ জ্বর্যস্ব রস বায়ু দ্বারা পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়া বেদনা জন্মায় এবং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বিস্ফটিকার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় । কটু ও ক্ষারাদি পিত্তবর্ধক জ্বর্য সেবনে বা পিত্তবর্ধক ক্রিয়াদ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পিত্তের আগ্রয়ে (পচন) ক্ষমতা নষ্ট হয় ; সুতরাং পিত্তের পচন ক্রিয়ার অভাব বশতঃ অন্নোদগার উপস্থিত হয় ও অজ্ঞান লক্ষণ প্রকাশ পায় । কফজ গ্রহণীরোগে স্নেহাবর্ধক জ্বর্য সেবন বা স্নেহাবর্ধক ক্রিয়া দ্বারা স্নেহা

প্রকৃতি হইয়া পাচকারির ক্ষমতা হ্রাস করে ; হুতরাং দীর্ঘকালে অন্ন  
পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, উহা  
দ্বারা রক্তের কণিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া দৈহিক ক্রিয়ার বিধানানুসারে  
ক্ষুদ্রস্রবের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত বশতঃ সর্দি, কাস এবং শরীরের অলসতা প্রভৃতি  
উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

এইরূপ বায়ু, পিত্ত ও স্নেহবর্জক ক্রিয়া বা দ্রব্যাদির সেবন দ্বারা দোষত্রয়  
প্রকৃতি হইলে, সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । সান্নিপাতিক  
গ্রহণীরোগে দোষত্রয়ের প্রকোপ বিद्यমান থাকায়, উহা সর্বাণেকা  
কঠিন ।

গ্রহণীরোগের চিকিৎসাকালে অতিসাররোগের জ্ঞান উহার বাতাদি  
প্রকোপের ও আম পকাপকের লক্ষণ চিন্তা করিয়া চিকিৎসা কার্যে  
প্রযুক্ত হওয়া উচিত । যেরূপ অহিত দ্রব্য সেবন দ্বারা বিষমজর নবজরে  
পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় নবজরের বিধানানুসারে লঙ্ঘনাদি প্রদান করা  
কর্তব্য ; সেইরূপ গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায়ও শাস্ত্রকারগণ বাতিক, পৈত্তিক  
ও স্নৈমিকাসিয়ারের ঔষধ সমূহ দোষানুসারে প্রয়োগ করিতে উপদেশ প্রদান  
করিয়াছেন । অতিসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীত মন্দাগ্নি ব্যক্তির অহিতা-  
চরণ বশতঃ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমাবস্থায় অজীর্ণরোগ চিকিৎসার  
জ্ঞান লঙ্ঘনাদি ও ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য । কিন্তু অতিসার যেরূপ শীত  
প্রাণ-নাশক এবং অতিসারে যে প্রকার লঙ্ঘনাদির আবশ্যকতা অনুমিত  
হয়, গ্রহণীরোগ প্রায়শঃ সেইরূপ নহে, উহা বিষমজরের জ্ঞান সময় সময়  
হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । গ্রহণীরোগে গ্রহণী-নাড়ী ( অর গ্রহণী নাড়ী )  
দুর্বল বা শিথিল হইয়া পড়ে ; হুতরাং এই উভয় রোগের পুরাতন অবস্থায়  
প্রায়শঃ পৃথক ঔষধের প্রয়োজন হয় । অনেক স্থলে শুক্রাদি খাতুর কীণতা  
প্রযুক্ত অগ্নি দুর্বল হইলেও, গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, আবার  
অনেকস্থলে প্রীহা ও বৃক্ক প্রভৃতি বস্তুর ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃও এই রোগ  
উৎপন্ন হয় ; এরূপ স্থলে মূলরোগ নিবর্তক পাচক ও ধারক ঔষধ প্রয়োগ  
বিধেয় । গ্রহণীরোগী আহার বিহারের নিয়ম লঙ্ঘন বশতঃ পুনঃপুনঃ এই  
রোগে পীড়িত হইয়া থাকে, হুতরাং পুনরায় ঋতু পরিবর্তন কালপর্যন্ত

রোগীর অতি সাবধানে আহাৰাদি করা কর্তব্য ; বিশেষতঃ ঋতু পরিবর্তন-কালে সাবধানে লঘুপাক অন্ন ও বাঞ্জন ভোজন করিবে ।

বাতজ গ্রহণী রোগীর রোগ পূর্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমার রস, নৃপতিবল্লভ রস বা রাজবল্লভ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বাতজ গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ উদরাগ্নান প্রায়শঃ প্রবল হয় এবং সময় সময় পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা অহুত্বত হয়, হৃদয়াং তজ্জন্ম চিন্তামণি ও চতুর্মুখ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাষ্টবে, উহা দ্বারা উদরাগ্নানের হ্রাস হয় । গ্রহণীজনিত উদরাগ্নান ও পার্শ্ব-শূলাদিতে হিঙ্গু, ষ্টেক চূর্ণ বা সৈন্ধবাদিচূর্ণ অথবা শম্ববটী প্রয়োগ করিলে, অনেক স্থানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ; কিন্তু বাহাদেয় বায়ুর কক্ষতা-বশতঃ নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান থাকে, উদরাগ্নানের জন্ত তাহাদিগকে চিন্তামণি বা চতুর্মুখ রস প্রভৃতি ব্যবস্থা করা কর্তব্য । বাতজ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, মহারাজনৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাষ্টবে ও বায়ুদৰ্জক ত্রয সেবন, পরিশ্রম এবং রাত্রি-জাগরণাদি সর্বথা পরিত্যাগ করিতে রোগীকে উপদেশ দিবে ।

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে দুৰ্গন্ধ অন্নোদগার ও বন্ধঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অধোগত অন্নপিত্তরোগেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ; এক্ষণ অবস্থায় উহা পৈত্তিক গ্রহণী কিম্বা অধোগত অন্নপিত্তরোগ, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা কাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য ; যেহেতু অধোগত ও উৰ্দ্ধগত এই দ্বিবিধ অন্নপিত্তরোগে সহসা গ্রহণীরোগনাশক, ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, দান্ত বদ্ধ হইয়া বিপরীত ফল দর্শে । পৈত্তিক গ্রহণীরোগে—গ্রহণীগন্ধেত্রবটিকা, অমৃতার্ণব রস ও পূর্ণকলাবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে জলবৎ পাতলা দান্ত ও শরীর কৃশ হইলে, রোগীকে গজাধরচূর্ণ ও মহাগজাধরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । এই রোগে অন্নোদগার ও বন্ধঃজ্বালা প্রভৃতি গৌণ উপদ্রবসকল, খাত্তীলৌহ বা মহাপিত্তাস্তকরস প্রয়োগে বিনষ্ট হয় ; রোগ পুরাতন হইলে, মহারাজ-নৃপতি-বল্লভ বা বিজয়পর্লটি ঔষধ প্রয়োগ করিবে । পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগীকে কটু ত্রয, লঙ্কা ও রৌদ্রের উত্তাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিবে ।

গ্রীষ্মঋতু ও শরৎঋতুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সময় রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে ।

জৈম্বিক গ্রহণীরোগে জৈম্বিক প্রবাহিকার মলের পরিপক লক্ষণ অনেকাংশে প্রকাশ পায় ও পুনঃ পুনঃ দাও হয় ; কিন্তু ইহাতে মলের সহিত অল্প অপক স্লেষ্মা সংযুক্ত থাকে ও অল্প পরিমাণে দাও হয় । যাবৎ এই স্লেষ্মার লাঘব না হয় ও মল স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ না করে, তাবৎ যথানিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । এই রোগের প্রথমবস্থায় অগ্নিকুমার রস, বৃহৎ অগ্নিকুমার রস, বৃহৎ লবঙ্গাদিষট্টি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে । রোগ পুরাতন হইলে, জীরকাস্তচূর্ণ, জীরকাস্তমোদক, কামেশ্বরমোদক ও মুস্তকাস্তমোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

জৈম্বিক গ্রহণীরোগে রোগীকে তিক্ত দ্রব্য, দধি ও অন্ন প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে না । বিশেষতঃ রোগের প্রবলাবস্থায় রাজিকালে সান্ত, বার্লি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে ।

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগ অতি কষ্টদায়ক ; ইহাতে কখনও পাতলা জলের স্তায় মল নির্গত হয় এবং কখনও বা স্লেষ্মাসংযুক্ত ভাঙ্গা ছিবড়া মল নির্গত হয় ; কখনও বা গুঠলে শুষ্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে থাকে । বায়ু, পিত্ত ও স্লেষ্মা এই তিন দোষেরই লক্ষণ ইহাতে লক্ষিত হয় ; কিন্তু যখন যে দোষের প্রবলতা দেখিবে, তখন সেই দোষজ গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে ; অর্থাৎ যাহার জৈম্বিক গ্রহণীর লক্ষণ অর্থাৎ ভাঙ্গা স্লেষ্মাসংযুক্ত মল অধিক সময় নির্গত হয় ও কোনও সময় পাতলা জলবৎ, কখনও বা গুঠলে মল নির্গত হয়, তাহাকে প্রথমে জৈম্বিক গ্রহণীরোগোক্ত বৃহৎ অগ্নিকুমার রস বা বৃহৎ লবঙ্গাদিষট্টি সেবন করিতে দিবে, তৎপরে মলের অবস্থা পরিবর্তন হইলে, বিবেচনা পূর্বক অন্তরূপ বাতিক বা পৈত্তিক গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ যথাক্রমে সেবন করাইবে । ত্রিদোষের প্রবলতা থাকিলেও, একই শরীরে বায়ু, পিত্ত ও স্লেষ্মা একই সময়ে সমান ভাবে প্রবল হইয়া রোগোৎপাদন করে না, সুতরাং যখন যে দোষের লক্ষণ প্রবল দেখিবে, তখন সেই দোষাজিত গ্রহণীনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; বিশেষতঃ

ত্রিদোষগ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা রাজবল্লভ-রস প্রভৃতি ঔষধ, পিত্তের প্রবলতা থাকিলে, গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা বা অমৃতার্থব-রস ও শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদি বা বৃহৎ অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। ত্রিদোষজনিত গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় মৃত্তকাস্ত্র-মোদক, বৃহৎ জীরকাস্ত্রমোদক ও মহারাজ নৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ দোষভেদে অত্যন্ত উপকারী।

সংগ্রহ গ্রহণীরোগে মলের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, মলের সহিত শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকে, উদরে বেদনা, দান্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ, অলসতা এবং কটিদেশে বেদনা হয়; পরন্তু রোগী প্রায়শঃ নিভেকে আমবাত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে গ্রহণীরোগের নিবৃত্তি হইলে, ঐ বেদনার লাঘব হয়; সুতরাং ঐ অবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী প্রশমনের জন্য শ্লেষ্মার পাচক অথচ বায়ুনাশক ও অগ্নিবলবর্দ্ধক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী, বৃহৎ অগ্নিকুমার রস ও ভাস্কর লবণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা উচিত; যদি ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে অগ্নির বলবৃদ্ধি ও শ্লেষ্মার লাঘব এবং মল জলে ভাসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে, রাজবল্লভ রস, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা মহারাজ নৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে; যদি পূর্বোক্ত ঔষধ সেবনে মলের পরিপকতা না জন্মে পরন্তু পূর্বের জায় জলবৎ পাতলা দান্ত হয়, তাহা হইলে, অস্ত্রান্ত্র ঔষধ সেবন না করাইয়া পঞ্চামৃতপর্পটী বা বিজয়পর্পটী সেবন করাইবে। সংগ্রহ-গ্রহণীরোগের পুরাতনাবস্থায় বিজয়পর্পটী সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পর্পটী সেবনকালে রোগীকে একমাত্র পুরাতন শালিতুলের অন্ন ও নির্জল গোছুন্ধ্য পথ্য দিবে। যথানিয়মে একবার (১৪ বা ২১ দিন) পর্পটী সেবনে সম্যকরূপে রোগ নিবৃত্তি না হইলে, অর্থাৎ পর্পটীর মাত্রা হ্রাস হইয়া আসিবার সময়ও যদি মলের পূর্বাবস্থা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে পূর্ক নিয়মে পুনর্বার ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া আরও কয়েক দিন পর্পটী সেবন করাইবে। একবার সেবনে রোগ নিবৃত্ত হইলেও, শেষ দিন হইতে দুই রাত্রি নিয়মে ৭ দিন বা ১০ দিন পর্পটী সেবন করাইবে। সংগ্রহ-গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ জীরকাদি মোদক ও মৃত্তকাদিমোদকে প্রভৃতি নিয়ম পূর্বক

প্রয়োগেও অনেকস্থানে উপকার পাওয়া যায় । সংগ্রহ গ্রহণীরোগে দান্ত কম ও মলের পক্ষতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে ২১৩ মাস অর্থাৎ ঋতুপরিবর্তন কাল পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে, যেহেতু এই রোগ ১৫ দিন বা ১ মাস পর্য্যন্ত নিবৃত্ত থাকিয়াও পুনরায় প্রকাশ পায় ; হুতরাং রোগ নিবৃত্ত হইলেও, কিছুদিন রোগীকে অতি সাবধানে রাখিবে । রোগের পুরাতন অবস্থায় চাঙ্গেরী দ্রুত বা বিষাদি দ্রুত প্রভৃতি প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয় । ঐ অবস্থায় বা বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ থাকিলে গ্রহণীমিহিরতৈল মর্দনে মূলরোগ ও আত্মবজিক বেদনাদি হ্রাস হয় ।

**গ্রহণীরোগেস্ত উপদ্রব :** গ্রহণীরোগে কটিদেশ বা পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অকালে দস্তপাত, দস্তমূল ক্ষত, মাথায় ভার, সময় সময় কাস, চক্ষুর দৃষ্টিহানি, বক্ষঃস্থলে জ্বালা, মনের অপ্রসন্নতা ( সর্কদা চিত্তের অস্থঃসাহ ) ও রতিশক্তির হীনতা প্রভৃতি উপদ্রব সকল রোগী প্রায়শঃ অল্পভব করিয়া থাকে । প্রকৃতপ্রস্তাবে মূলরোগ নষ্ট না হইলে, আত্মবজিক উপদ্রবসকল ঔষধ সেবনে সমূলে নষ্ট হয় না, তথাপি প্রবল উপদ্রব সকল নিবারণের জন্ত যথাগন্তব্য চেষ্টা করা কর্তব্য ।

গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে বাতঘারা শরীর আক্রান্ত হয় ; হস্ত, পদাদি অঙ্গের অসাড়তা এবং কাহারও বা গায়ে বেদনা লক্ষিত হয় ; এইরূপ কটিদেশে বা শরীরের স্থান-বিশেষে বেদনা থাকিলে বাতগজেষ্ট্র সিংহ, রামবাণ রস বা আমবাতগজসিংহমোদক প্রভৃতি ঔষধ অল্পপান-ভেদে ও অধঃস্থানে প্রয়োগ করা কর্তব্য । হস্ত, পদাদি অসাড় বোধ হইলে, আমবাত-চিকিৎসার বক্ষ্যমাণ সৈন্ধবাদি তৈল ও বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল এবং বাতব্যাদি চিকিৎসার ঔষধ সকল ব্যবস্থা করিবে । মাথায় ভার বা বেদনা, দস্তমূলে বা জিহ্বায় ঘা, চক্ষুর দৃষ্টিহানি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস রস ও স্নেহশৈলেষ্ট্র রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু, পিত্তের প্রবলতা বশতঃ গ্রহণীরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও শিরোবর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে ; এমতাবস্থায় বৃহৎ বাতচিন্তামণি সেবন ও মহাতৃষ্ণরাজ তৈল মস্তকে মর্দন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হয় । পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বক্ষঃস্থলে জ্বালা থাকিলে, পূর্বোক্তাঙ্কিত ধাতুলৌহ ও সপ্তদ্রুত লৌহ



বিশেষ উপযোগী; ইহা সেবনে পিত্তাশ্রিত অজ্ঞাত রোগ ও দূরীভূত হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে স্নেহ্যর অথবা বাতস্নেহ্যর প্রকোপ লক্ষণ সকল সমধিক প্রকাশ পাইলে, ত্রীকামেধর মোদক বা ত্রীমদনানন্মোদক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়, উহা দ্বারা গ্রহণীরোগ ও দুর্বলতা উভয়ই বিনষ্ট হয়। দীর্ঘকালজাত গ্রহণীরোগে প্রায়শঃ রতিশক্তির হীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাতাদিক্য বা বাতপিত্তাদিক্য গ্রহণীরোগে ঐরূপ রতিশক্তির হীনতা থাকিলে, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ও কাশ্যহর লৌহ কুড়িতে সেবনে গ্রহণীরোগ এবং তদাঙ্ক-যজিক গাত্রবেদনাদির লাঘব হইয়া থাকে।

## গ্রহণীরোগে—ঔষধ।

**পাঠাঙ্গারূপ:** জরাতিসারে, নূতন পিত্তাতিসারে ও প্রবাহিকারোগে মলের প্কাবস্থার এবং পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অস্থপান—আতপচাউলধোয়া জল ও মধু।

পাঠাঙ্গ চূর্ণ। আকনাদি, বেলগুঁঠ, রক্তচিহ্না, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাম্বের বীজ, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কটকী, আতইচ, মুখা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং কুড়ির ছালচূর্ণ সর্বত্রব্যের সমান লইয়া সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ হই আনা বা ১০ চারি আনা।

**অম্ম পক্ষাঙ্গরূপ:** পিত্তাতিসাররোগে মলের প্কাবস্থার, প্রবাহিকারোগে, আমাতিসারে, পৈত্তিক গ্রহণীরোগে এবং আমগ্রহণীর প্রথমাবস্থার (মলের অপ্কাবস্থার) বা প্কাবস্থার এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। স্মৃতিকারোগে আমসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। অস্থপান—আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু—

অম্ম পক্ষাঙ্গ চূর্ণ। মুখা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইপুল, লোধ, কুড়িছাল, বেলগুঁঠ, মোচর, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইচ ও বরাঙ্গোষ্ঠা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ হই আনা বা ১০ চারি আনা।

**বৃহৎ পক্ষাঙ্গরূপ:** জরাতিসার, আমাতিসার ও পিত্তাতিসাররোগের মধ্যাবস্থার অর্থাৎ মলের পরিপ্কাবস্থার পুনঃপুনঃ দাঘ হইলে এবং পৈত্তিক গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থার রোগীকে এই চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। অস্থপান—আতপচাউলধোয়া জল ও মধু।

বৃহৎ গন্ধাধর চূর্ণ । বেলগুঠ, বোচরস, আকনাদি, ধাইপুল, ধনে, বরাহক্রান্ত, গুঠ, মুখা, আতইচ, আকি, লোধ, দাড়িমের খোসা, কুড়চিহাল, পারদ ও পদ্মক ; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । দ্বাত্রা ১০ দুই আনা বা ১০ চারি আনা ।

**মহাগন্ধাধরচূর্ণ :** অতিশয়, রক্তাতিশয়, রক্তপ্রবাহিকা, পিত্তাতিশয়, আমাতিশয় ও পান্নপাতিক অতিশয়রোগে মলের পরি ক্রম দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ মধ্যাবস্থার বা পুরাতন অবস্থার পুনঃপুনঃ দান্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । গ্রহণীরোগেও পুনঃ পুনঃ নানাবর্ণের আমসংযুক্ত বা পাতলা দান্ত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।  
অহুপান—ছাগদুগ্ধ অথবা শীতল জল ।

মহাগন্ধাধর চূর্ণ । বেলগুঠ, পাণিকলের পাতা, দাড়িমপাতা, মুখা, আতইচ, বেতমূল, ধাইপুল, মরিচ, পিপুল, বেলগুঠ, দারুহরিজা, চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসায়ন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্ত, বালা, বোচরস, শোধিত সিদ্ধিপত্র ও ভূমরাজ ; ইহাদের মূলচূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব দ্রব্যের সমস্ত সমান কুড়চিহালের চূর্ণ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে । দ্বাত্রা ১০ দুই আনা বা ১০ চারি আনা ।

**জীরকান্দ্যচূর্ণ :** লৈঙ্গিক বা বাতলৈঙ্গিক গ্রহণ রোগে আমসংযুক্ত বা বাধ বর্ণের দান্ত হইলে এবং লৈঙ্গিক অতিশয় বা বাতলৈঙ্গিক অতিশয়রোগে মলের পকতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । গ্রহণী এবং অতিশয়রোগে এক্রপ অবস্থার অগ্নিমান্দ্য হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও দূরীভূত হয় । অহুপান জল ।

জীরকান্দ্য চূর্ণ । জীরা, সোহাগার বৈ, মুখা, আকনাদি, কুলগুঠ, ধনে, বালা, তুলসী, দাড়িমের খোসা, কুড়চিহাল, বরাহক্রান্ত, ধাইপুল, গুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচি, ডেঙ্গুপাতা, এলাইচ, বোচরস, ইন্দ্রযব, অত্র, পদ্মক ও পারদ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব দ্রব্যের সমান জাতিকল চূর্ণ লইয়া সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে । দ্বাত্রা ১০ দুই আনা ।

**ভাঙ্গুর চূর্ণ :** বাতাপিত্ত, বাতপিত্তাপিত্ত অথবা বাতলৈঙ্গাপিত্ত গ্রহণীরোগে উদরায়ান এবং সময় সময় উদরে, কদরে ও পার্শ্বহাসে বেদনা, শরীরের অবসন্নতা ও পাতলা দান্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্নিবর্ধক অথচ বায়ু শান্তিকারক । অহুপান—উষ্ণজল ।

ভাকর লবণ। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, ককজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, ভেঙ্গপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা; সচল লবণ ৪০ তোলা এবং মরিচ, জীরা ও শুঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা; দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, করকচলবণ ৬৪ তোলা, অন্নদারিকলের খোসা চূর্ণ ৩২ তোলা ও অন্নবেতস চূর্ণ ১৬ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্র ১০ চারি আনা বা অর্ধ তোলা।

**নাগান্নাদ্যচূর্ণঃ** ১ পৈত্তিক গ্রহণীরোগে কিঞ্চিৎ নীল বা পীত-বর্ণের পাতলা দান্ত ও তৎসঙ্গে রক্তভেদ এবং উদরে বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতিসাররোগে মল কথঞ্চিৎ পরিপক হইলে এবং রক্তাধীরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।  
অহুপান—আতপচাউল খোয়া জল ও মধু।

নাগরাস্ত চূর্ণ। শুঠ, আতইচ, মুখা, ধাইফুল, রসায়ন, কুড়চিছাল, ইল্লব, বেলশুঠ, আকনাদি ও কটকী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্র ১০ চারি আনা বা ১০ আট আনা।

**বমানিকায়োগঃ** ১ গ্রহণীরোগে অথবা বিটকাজীর্ণে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে এবং উদর মধ্যে গুড়-গুড় শব্দ ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

বমানিকায়োগ। বমানী ও বিটলবণ সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে; মাত্র ১০ আনা।

**অগ্নিকুমাররসঃ** ১ বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় পাতলা দান্ত ও তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, বমন, ভেদ, উদরে গুড়-গুড় শব্দ ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক। অহুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

**ব্রহ্ম অগ্নিকুমাররসঃ** ১ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মাক্রান্ত গ্রহণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, দান্ত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা উদরাগ্নান, বকঃস্থল ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও দূরীভূত হইয়া থাকে। অহুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস। প্রস্তুতবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী :** বাতিক ও স্নৈমিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর বিবিধ উপদ্রবসহ পাতলা দান্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতিক গ্রহণীরোগে বাহাদের স্লেচ্ছামুবন্ধ অর্থাৎ আমসংযুক্ত মল ও বাতজন্য অস্বাভাবিক লক্ষণ বিস্তারিত থাকে, তাহাদের এই ঔষধ প্রশস্ত; ইহা সেবনে বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং বাহাদের শরীরে বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ বর্তমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষেও ইহা যথেষ্ট উপকারী। আম গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অহুপান—মুখার রস অথবা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**অমৃতার্ণব রস :** পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দান্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু বাহাদের অগ্নির বিদগ্ধতা হেতু অল্লোদগার ও বদহজম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাদৃশ উপকার হয় না, কিন্তু দান্ত অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে।

অমৃতার্ণব রস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা :** পৈতিক অথবা পিত্তস্নৈমিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় পাতলা ও বিবিধ বর্ণের দান্ত হইলে এবং রোগীর অর, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুখার রস ও মধু; মলের প্ৰকাবস্থায় চাগুদ্রব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**পূর্ণকলান বটী :** বাতিক, পৈতিক ও বাতপৈতিক গ্রহণী-রোগের মধ্যাবস্থায় রোগীর পাতলা দান্ত, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত থাকিলে এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে পিত্তের আধিক্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—ঘোল।

পূর্ণকলাবটী। পারদ, গন্ধক, মুখা, লৌহ, ধাঁপুশ, বেলগুঠ, বিব, ইন্দ্রবব, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাতন্ত্র, সোহাগার ধৈ, শিলাভূত ও অত্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা, খুলশুড়ি, শাচপাণি, চাবলে, বৃহতী, কটকারী, গোকুর, বেড়েলা, কাচড়াবাদ, বাড়িমের খোসা, পাণিকলের পাতা, নাগেশ্বর, আমহাল, দধিৰ মাৎ জয়ন্তীহাল, কেশুর ও ভীমরাজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা জলে মর্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

**স্থপতিব্রজত ১** বাতিকগ্রহণী, বাতশ্লৈষ্মিকগ্রহণী ও সংগ্রহ-গ্রহণীরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধ, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্ট এবং বাতজ ও বাতশ্লৈষ্ম্যতিসারে রোগীর মল পরিপাক হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অগ্নিমান্দ্য বা অক্ষীর্ণ দোষে পাতলা দান্ত ও বিস্ফটিকারোগের বিবিধ উপদ্রব নষ্ট হইলে, যখন কেবল রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা দান্ত বিद्यমান থাকে, তখন এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অল্পপান—ভাণ্ডা জীরাচূর্ণ ও মধু। অত্যন্ত পাতলা দান্ত হইলে মুখার রস ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ।

স্থপতিব্রজত। জাতীকল, লবঙ্গ, মুখা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার ধৈ, জীরা, তেজপাতা, বমানী, গুঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ অত্র, রস, গন্ধক ও তাম্র (অসহ্যে রৌপ্য); ইহাদের প্রত্যেক ত্রব্য ৮ তোলা এবং মরিচ ১৬ তোলা; এই সমস্ত ঔষধের চূর্ণ একত্র করিয়া ছাঁগদ্বয়ে মর্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি।

**ব্রহ্মস্থপতিব্রজত ১** বাতজগ্রহণী, বাতশ্লৈষ্মিকগ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে হ্রচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও কটিশূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অগ্নিমান্দ্যদোষে বাহাদের উদরে অর্থাৎ হৃদয় ও নাভি এই উভয়ের মধ্যভাগে পিত্তশ্লৈষ্ম্যপ্রিত শূল বিद्यমান থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এতদ্বিন্ন আমাজীর্ণে ও অগ্নিমান্দ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অল্পপান—ভাণ্ডা জীরা চূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধবস্থায় হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ। শূলরোগে ছাঁগদ্বয়।

ব্রহ্মস্থপতিব্রজত। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, সীসা, রক্তচিহ্ন, তেউড়ীশূল, সোহাগার ধৈ, জাতীকল, হিং, দারুচিনি, এলাইচ, মুখা, লবঙ্গ, তেজপাতা কুঙ্করী, বমানী, গুঠ, সৈন্ধবলবণ, মরিচ ও রূপা; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও বর্ণভঙ্গ ৮০ আনা; এই সমস্ত চূর্ণ

একত্র মিশ্রিত করতঃ সর্দন করিয়া আদার রসে ও আমলকীর কাথে বধাক্রমে সাত সাত গার ভাবনা দিবে । বটী ১০ রতি । পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূলরোগে বায়ুর প্রবলতা দুই হইলে, বর্ষ ভঙ্গ, পারদের সমভাগে বা অর্ধভাগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

**মহান্নাজ স্বতত্তিবলভরস :** বাতাপ্তিতগ্রহণী, বাত-শ্লেষ্মাশ্রিতগ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণীরোগে, পাতলা বা আমসংযুক্ত দান্ত অথবা কোষ্ঠবদ্ধ, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, উদরে বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তমান থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বিন্দুচিকা, পুরাতন ও উপদ্রববিহীন অলসক, বিলম্বিকা, পুরাতন বাতশ্লেষ্মা-তিসার ও পুরাতন বাতাজীর্ণ রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । অস্থপান—তাজা-জীরা চূর্ণ ও মধু ।

মহান্নাজ নৃপতিবলভ রস । প্রস্তুতবিধি ২৬০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ।

**স্বহং পুণ চন্দ্ররস :** পুরাতন পিত্তাশ্রিত বা বাত-পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে রোগীর দাহ, হাত পা জালা, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও আমসংযুক্ত পাতলা দান্ত বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অধোগত অগ্নিপিত্তরোগে এবং পিত্তশূলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির শরীর অত্যন্ত ক্লশ ও দুর্বল এবং বায়ু-পিত্ত প্রবল ও বাহ্যদের প্রমেহ বিস্তমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অমৃতের স্তায় উপকারী । উদরাময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এই সমস্ত রোগ বিস্তমান থাকিলেও, এই ঔষধ সেব্য । সংগ্রহগ্রহণীরোগে আমবাতেয় লক্ষণ অর্থাৎ বটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । অস্থপান—উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় জীরা-চূর্ণ ও মধু, অস্তান্ত অবস্থায় পানের রস ও মধু ।

স্বহং পূর্ণচন্দ্র রস । পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা ; অত্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা এবং বর্ষ, তাম্র ও কাঁচ, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা । জাজীকল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, মিরচু ও মুখা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করতঃ বৃত্তকুয়ারীর রসে সর্দন করিয়া ত্রিকলার কাথে ও কেতকীর হুলের রস দ্বারা পৃথক পৃথক ৭ সাতবার ভাবনা দিবে । শুক-ইন্দ্র-

ঔষধ এরূপপ্রকারে বেটন করতঃ বাস্তের মধ্যে ৩ তিন দিন রাখিবে, তৎপরে পুনরায় মর্দন করিয়া বটী করিবে। বটী ২ রতি।

**রাজবল্লভ রস :** বাতিক গ্রহণী, বাতশ্লেষ্মিক গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় পাতলা দান্ত বা বিবিধ বর্ণের দান্ত হইলে অথবা গ্রহণীরোগে, আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিশূল, পৃষ্ঠশূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায় ; পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূলরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। বাতজ্ব বা বাতশ্লেষ্মজ্বাতিসারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। অহুপান—উদরাময়রোগে, ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু। শূলরোগে, কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা আমবাতের আধিক্য থাকিলে, হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

রাজবল্লভ রস। জাতিফল, লবঙ্গ, মুখা, দারুচিনী, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীর, তেজপাতা, বনানি, শুঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অত্র, ভাত্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী-মূল ও রৌপ্য ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা পরিমাণে লইয়া আমলার রসে বা কাথে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**শীতশূষক রস :** পৈত্তিক গ্রহণীরোগে বা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দান্ত এবং আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে রক্তসংযুক্ত দান্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। আমাতিসার, রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকা রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অহুপান—দধিবিষ ও ইক্ষুগুড়।

শীতশূষক রস। প্রভববিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ব্রহ্মশীতশূষক রস :** পৈত্তিকগ্রহণী অথবা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এবং পিত্তাতিসার, প্রবাহিকা, আমাতিসার ও রক্তাতিসার রোগে মল পরিপক্ব হইলে, মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার লক্ষিত হয়। প্রবাহিকা বা আমাতিসারে জ্বর ও অস্ত্রান্ত উপজ্বর থাকিলে, তাহাও ইহা সেবনে বিনষ্ট হয়। অহুপান—দধিবিষ ও ইক্ষুগুড়।

বৃহৎ পীষবলীরস । স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগার খৈ, রসায়ন, বর্ণনাফিক ও মুক্তা, ইহাদের প্রত্যেক ১০ তোলা এবং পারদ, সন্ধ্যা, লবঙ্গ, মুগা, রক্তচন্দন, আকনাফি, আতাইব, ধনে, জীরা, কুড়ুচিহাল, ইন্দ্রবন, দারুচিনি, দাড়িমের খোসা, কেলুগুঠ, বালা, শুঠ, পাণ্ডী-কল, কুড় ও বরাহকান্তা ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করতঃ কেওরে-রসে মর্দন করিয়া কেওরে রসে, আকনাফির রসে ও কুড়ুরি কাথে বধাক্রমে সাতসাত বার ভাবনা দিবে ; অনন্তর ছাগীদ্রুকে পুনঃ মর্দন করিবে । বটী ৫ রতি ।

**শঙ্খকাদিন্ধিক** ১ বাতজ গ্রহণীরোগে হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, উদরাগ্নান ও শূল প্রভৃতি বিস্তমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য-জনিত শূলরোগও দূরীভূত হইয়া থাকে । অহুপান—জল ।

শঙ্খাদি বটিকা । শাঙ্কুতন্ত্র ও সৈন্ধবলষণ ; সমভাগে লইয়া মধুসহ মর্দন করিবে । বটী ৮০ হই আনা ।

**হিরণ্যগর্ভপোত্তিলীক্সস** ১ বাতিক, পৈত্তিক, বাত-পৈত্তিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর অল্পজর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি তৎসঙ্গে বিস্তমান থাকিলে অথবা বাতিক, পৈত্তিক বা বাত-পৈত্তিক অতিসার রোগে বিধা রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মল পরিপক হইলে এবং তৎসঙ্গে অল্পজর বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বিষমজরে বাহাদের উদরাময় অর্থাৎ আমসংযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও, এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে । অহুপান—স্থত, মধু ও ২১৩ টা মরিচচূর্ণ ।

হিরণ্যগর্ভ পোত্তিলীক্সস । পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৫ তোলা, কাঁসা ৩ তোলা, কড়িভস ৩ তোলা ও সোহাগার খৈ ২ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া পাক লেবুর রসে মর্দনপূর্বক ঘূষাযোগে স্থাপন করিবে, অনন্তর ৩০ বালা বিলম্বিত হারা বৃদ্ধপুটে পাক করিবে । মাত্রা ৪ রতি ।

**লৌহপপটী** ১ পৈত্তিক, বাত-পৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মাজাত গ্রহণীরোগ দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিস্তমান থাকিলে অথবা আম গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় মলের সহিত শ্লেষ্মার ভাগ সমধিক দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অল্প জর, কাস অথবা



শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সূতিকাক্রান্ত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূতিকারোগে উদরাময় এবং শরীর অত্যন্ত ক্লেশ হইলে ও শরীরে বাতপিত্তের আধিক্য থাকিলে, বিশেষতঃ সূতিকারোগের ঐরূপ অবস্থায় শোথ, জ্বর প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্ণি। একতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**অর্ণপর্ণি ২:** গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর অত্যন্ত দুর্বলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ নিয়ম পূর্বক তাহাকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগে জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উদরাময় হ্রাস হয় এবং উপদ্রবসকল দূরীভূত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বলবর্ধক। ঔষধ সেবনবিধি ও পথ্যাপথ্যবিধি ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বর্ণপর্ণি। একতবিধি ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**পকায়ুতপর্ণি ১:** পিত্তাক্রান্ত গ্রহণী, পিত্তশ্লেষ্মাক্রান্ত গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে নানাবর্ণের আমসংযুক্ত বা অপক শ্লেষ্মা অথবা রক্তসংযুক্ত অপক মল নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রবল গ্রহণীরোগে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে, অনেক সময় তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। পুরাতন অতিসাররোগে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঔষধ সেবনবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পকায়ুত পর্ণি। একতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**নিষ্কলপর্ণি ১:** পিত্তাক্রান্ত, পিত্তশ্লেষ্মাক্রান্ত, বাতশ্লেষ্মাক্রান্ত, সান্নিপাতিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দান্ত, অপক শ্লেষ্মবহুল মল বা আমরক্তসংযুক্ত পাতলা মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে বথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন আত্মাত্মার,

প্রবাহিকা, পিত্তশ্লেষ্মাতিস্যায় এবং পুরাতন গ্রহণীরোগের পক্ষে এইরূপ ঔষধ জ্ঞান নাই ; বিশেষতঃ উদরাময়রোগে জ্বর, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে দূরীভূত হয় । যখন অস্ত্রান্ত ঔষধে কোনরূপ উপকার লাভের আশা থাকে না, সেই অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায় । ঔষধ সেবনবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বিজ্ঞপনপটী । প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মুস্তকাদ্যমোদক :** ত্রৈমিকগ্রহণী ও বাতত্রৈমিক গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অপর শ্লেষ্মবহুল মল নির্গত হইলে এবং আমাতিস্যায় ও ত্রৈমিক প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায়, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিলে, সমধিক উপকার লাভ হয় । ইহাতে আমদোষ বিনষ্ট হয় । বিশ্চীরোগে যাবতীয় উপদ্রব নষ্ট হইবার পরে, যখন পাতলা দান্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থায় এই ঔষধে উপকার লাভ হয় ।  
অহুপান—শীতল জল ।

**মুস্তকাদ্যমোদক ।** শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিটা, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বনানী, বনবনানী, মৌরী, পান, শুল্ক, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন ও মেথী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, মুখচূর্ণ ৪৮ তোলা, ইন্ধুচিনি ১১২ তোলা ; যথানিয়মে মোদক পাক করিবে । দ্বাত্রিংশতি আনা হইতে ১০ আর্থ তোলা ।

**জীৱকাদ্যমোদক :** বাতশ্লেষ্ম বা পিত্তশ্লেষ্ম গ্রহণীরোগে রোগীর শ্লেষ্মবহুল বিবিধবর্ণের অপর মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে অথবা আম ও রক্তাতিস্যারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । পুরাতন জ্বর ও উদরাময় একত্র বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য । বাহাদের বাতপিত্ত প্রবল বা বাতপিত্তাশ্রিতরোগে শরীর অতি কৃশ, এই ঔষধ প্রয়োগে তাহাদের তাদৃশ উপকার হয় না ; বাতশ্লেষ্ম প্রধান বা পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলেই সমধিক উপকার পাওয়া যায় ।  
অহুপান—জল ।

**জীৱকাদ্যমোদক ।** জীরা-চূর্ণ, ৩৩ তোলা, তর্জিত সিংহিপত্র চূর্ণ ৩৭ তোলা এবং সৌহ, বঙ্গ, জত্র, মৌরী, ভালিপত্র, জরিয়া, জাতীকল, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া

দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, কিস্বিস, শর্টা, সোহাগার খে, কুল্লুখোটি, বটিমধু, বংশলোচন, কাঁকোলী, বালা, গোরক্ষচাকুলে, শুঠ, পিপুল, বরিচ, খাইফুল, বেলগুঠ, অর্জুনছাগ, তুলকা, দেবদার, কপূর, ত্রিফল, জীরা, মোচরস, কটুকী, পদ্মকাঠ ও লালুকা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সর্ব সন্নিহিত দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি লইয়া বথানিয়মে বোধক পাক করিবে। মাত্রা ১০ আনা, ১০ তোলা বা ১ তোলা।

**ব্রহ্ম জীৱকাদ্য মোদক :** বাতিক, পৈত্তিক, বাতশৈতিক, পিত্তশৈতিক ও সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অময় গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অতিসাররোগ পুরাতন হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। স্মৃতিকারোগে উদরাময় প্রবল হইলে এবং বাতপিত্তপ্রবল প্রদররোগে ও বাতপিত্তপ্রধান বিষবজরে উদরাময় বিস্তারিত থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পিত্তাশ্রিত বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অর্শোরোগেও উদরাময় অবস্থায় এই ঔষধ প্রশস্ত। অঙ্গপান—হৃৎ ও ইক্ষুচিনি।

**ব্রহ্ম জীৱকাদ্যমোদক।** জীরা, কুল্লুজীরা ( সালীরা ), কুড়, শুঠ, পিপুল, বরিচ, হরীতকী, আবেড়া, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ রক্তচন্দন, বেতচন্দন, কাঁকোলী, জীৱকাকোলী, জরিজী, জারকল, বটিমধু, মোরী, জটামাংসী মুখ্য সৌবর্তল লবণ, শর্টা পালো, খনে, দারুহরিদ্রা, হুরামাংসী, কিস্বিস, নখী, তুলকা, পদ্মকাঠ, মেথী, দেবদার, বালা, লালুকা, সৈন্ধব, গজপিপলী, কপূর, ত্রিফল, কুল্লুখোটি; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, অন্ন ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, এবং সর্বসমান ভাঙা জীরা চূর্ণ ও সর্বসন্নিহিত দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। প্রথমে চিনি পাক করিয়া বথানিয়মে ঐ সমস্ত চূর্ণ এতদান পূর্বক অতি মৃদু অগ্নিসন্নিপে আলোড়ন করিবে। পাকাবসানে নামাইয়া শীতল হইলে দ্রুত ও মধু সহযোগে বোধক গ্রন্থত করিবে। মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা।

**শ্রীকামেশ্বর মোদক :** বাতশ্লেষ্মপ্রধান অথবা শ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্ম প্রধান পুরাতন অতিসাররোগে রোগীর পাতলা দান্ত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের শরীর বাতশ্লেষ্মপ্রধান অথবা শ্লেষ্মপ্রধান, তাহাদের এই ঔষধদ্বারা সমধিক উপকার হয়; কিন্তু বাতপ্রধান শরীরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। পুরাতন উদরাময়রোগে শরীর অত্যধিক দুর্বল

হইলে অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে হৃদ্যবতা কোষ্ঠভঙ্গি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা শারীরিক, বল ও রক্তিশক্তি বৃদ্ধিত হয়। বাতিক বা পৈত্তিক মেহাক্রান্ত বা শিরোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির উদরাময় থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে। অল্পপান—দ্রুত।

শ্রীকামেবর যৌবক। অত্র, কটকট, কুড়, অবরক, উচকের পালো, বেণী, যোড়স, ছবিছড়া, ডালমুগী, পোকুর, কোকিলাক্ষবীজ, কবলীমূল, শতমূলী, বম্বারী, বাসকলাই, তিলের শাল, ধনে, বটমধু, গোরকচাকুলে, গন্ধমাত্রা, সরসী ফল, জারফল, সৈন্ধবলবণ, বামনহাটী, কাকড়াশুণী, শুঁঠ, পিপুল, বহিঃ, জীরা, কৃকজীরা, রক্তচিতা, দারুচিনি, ভেঙ্গপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্বা, গন্ধপিললী, কিসমিস, শট, বালা, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ও আলকুশী বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক তোলা, সিদ্ধিগু চূর্ণ ৫০ তোলা, ইন্ধুচিনি ১৮০ তোলা ; যথাদিরে যৌবক পাক করিবে। মাত্রা ৮০ তোলা।

**শ্রীমদনানন্দমোদক :** বাতশ্লেষ্মিক বা শ্লেষ্মিক গ্রহণরোগে অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা শ্লেষ্মিক অতিসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গ্রহণী রোগে বাহারা অত্যন্ত দুর্বল অথবা বাহাদের অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন স্মৃতিকারোগে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য ও উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু বাতপিত্তপ্রধান প্রস্রুতির উদরাময় রোগে ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। স্বভাবতঃ বাহাদের কোষ্ঠভঙ্গি ও শরীরে শ্লেষ্মার ও বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকে তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রক্তিশক্তি ও জুহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বীৰ্য্যবর্দ্ধক। গ্রহণী ও উদরাময়রোগে অল্পপান—হৃদ্যবৃদ্ধ, প্রাতঃকালে সেব্য। রক্তিশক্তির হীনতা থাকিলে, বাজীকরণার্থ গব্যদুগ্ধ ও ইন্ধুচিনি সহ সন্ধ্যাকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

শ্রীমদনানন্দমোদক। পারদ, গন্ধক, জৌহ ; ইহাদের প্রত্যেক ১ এক তোলা, অত্র ৩ তিল, তোলা এবং কুঁড়, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, বহিঃ, জারফল, জাভীফল, ভেঙ্গপাতা, কবল, জীরা, কৃকজীরা, বটমধু, কুড়, বা. বহিঃ, বেবনার, বিষ্ণুনাগ, সোহাগার বৈ, বামনহাটীর ছাল, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাকড়াশুণী, ডালমুগ, কিসমিস, রক্তচিতা, মূল, বটমধু, যোড়স, গোরকচাকুলে, দারুচিনি, গন্ধপিললী, শটের পালো, বালা, দুধ,

গজভাঙ্গনে, ছনিহুনাও, খটমূল, আকন্দমূল, আনহুশীবীজ, খোন্দ্রবীজ, বিতরিবীজ, সিদ্ধি-  
বীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ; এই সমূহের চূর্ণ খটমূলের রসে পেষণ করতঃ উক করিয়া  
পুনরায় চূর্ণ করিবে, অনন্তর সমস্ত চূর্ণের-চারি ভাগের একভাগ শিমুলমূল চূর্ণ এবং শিমুলমূল  
চূর্ণের সহিত অগ্নাত চূর্ণসমষ্টির অর্ধেক শোধিত সিদ্ধিগজ চূর্ণ লইবে, সমস্ত চূর্ণ একত্র  
করিয়া ছাগীছন্ধে পেষণ পূর্বক সমূহ চূর্ণের বিত্ত্ব ইন্ধুচিনি কিঞ্চিৎ ছাগীছন্ধে গুলিয়া  
বৃহ অগ্নিতে পাক করতঃ উহাতে সমূহ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া বথানিরসে বোধক পাক করিবে ।  
বোধক পাক হইলে উহার সহিত, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, বাগেশ্বর, কপূর, সৈন্ধব,  
গুঠ, পিঙ্গুল, ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং উপযুক্ত  
বৃত্ত ও বধু দ্বারা বোধক বাধিবে । মাত্রা চারি আনা হইতে অর্ধ তোলা । ইঞ্জির-শৈথিল্য  
ও ক্ষয়ভঙ্গ রোগে ॥০ তোলা মাত্রায় সেব্য ।

**নিম্নাদিস্থত :** বাতিক, পৈত্তিক, অথবা বাতপৈত্তিক গ্রহণী  
রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট  
হইলে, এই স্থত তাহাকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু গ্রহণীরোগে অল্লোদগার,  
উদারাস্থান, বন্ধঃস্থলে জ্বালা ও অরু প্রভৃতি উপদ্রব বিস্তারিত থাকিলে স্থত সেবন  
করিতে দেওয়া উচিত নহে ; যেহেতু স্থত স্বভাবতঃ গুরুপাক । গ্রহণীরোগে  
প্রথমতঃ অল্লমাংস প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করাইয়া সেবন করাইবে ।  
অল্পপান—ছাগীছন্ধ ।

বিধিবি দ্রুত । গব্যদুগ্ধ ৪ সের । বথানিরসে বুদ্ধিপাক করিবে । কাষাভব্য—বেলগুঠ  
১/২ সের, জল ১০ সের, শেব ৪ সের । রক্তভিত্তার মূল ২ সের, জল ১০ সের, শেব ৪ সের ।  
চই ১/২ সের, জল ১০ সের, শেব ৪ সের । আদার রস ৪ সের । ছাগীছন্ধ ৪ সের ।  
কক্ষব্য—বেলগুঠ, রক্তভিত্তি, চৈ ও আদা, ইহাদের প্রত্যেক ১০ তোলা । বথানিরসে দ্রুত  
পাক করিবে । মাত্রা ১০ হই আনা হইতে ১০ অর্ধ তোলা ।

**ভাকেন্দ্রীস্থত :** বাতপিত্ত প্রধান গ্রহণীরোগের পুরাতন অব-  
স্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য, সময় সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব  
দৃষ্ট হইলে, এই স্থত উক্ত দুই সহ তাহাকে সহমত সেবন করিতে দিবে ।  
যে সকল ব্যক্তির অধিক সামগ্ৰ্যবৃত্ত মল নির্গত হয় অথচ শরীর অত্যন্ত  
শ্রমপ্রধান, তাহাদিগকে সেবন করাইলে তাদৃশ উপকার পাইবার সম্ভাবনা  
নাই ।

চাকেন্দ্রী স্থত । গব্যদুগ্ধ ৪ সের । বথানিরসে বুদ্ধিপাক করিবে । আনন্দ পাকের

রস ১০ সের। দধির বাত ১০ সের। কঙ্করব্য—গুঁঠ, পিপুলমূল, রক্তচিহ্না, চৈ, ধোন্ধুর, পিপুল, বনে, বেলগুঁঠ, আকনাধি ও ববানী, এই সকল দ্রব্য মিলিত ১০ সের। বখানিরবে যত পাক করিবে। বাজা ১০ হই আনা হইতে ১০ অর্ধ তোলা।

**দাড়িহাদিতৈল :** বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, আশ-  
গ্রহণী ও প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায় যখন রোগীর শ্রান ও আহার  
সহ হয় অথচ সময় সময় রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়, সেই অবস্থায় এই  
তৈল উদরে ও নাভিদেশে মালিষ করিতে দিবে। পুরাতন প্রমেহ ও অর্ণো-  
রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দাড়িহাদি তৈল। তিলতৈল ১০ সের। বখানিরবে সুক্ষ্মপাক করিবে। কাষাভব্য—  
দাড়িমের ধোসা ৮ সের, জল ৩০ সের, শেষ ১০ সের। বালা ৮ সের, জল ৩০ সের, শেষ  
১০ সের। বনে ৮ সের, জল ৩০ সের, শেষ ১০ সের। কুড়চিহ্নাল ৮ সের, জল ৩০ সের  
শেষ ১০ সের। তক্র ১০ সের। কঙ্করব্য—গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া  
মুখা, চই, জীরা, সৈন্ধব লবণ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, মাসেবর, বৌরী, ভটায়াসী,  
লবঙ্গ, জরিজী, জারকল, ধনে, ববানী, বনবানী, কাচাড়াফান, বালা, আতাইব, ধূলকুড়ি,  
পানিকল, বৃহতী, কটকারী, আমহাল, জামহাল শালপাণী, চাকুলে, বহাফ্রায়া, ইন্দ্রবর,  
শতমূলী, ধাইকুল, বেলগুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, বেড়োলা, কুড়চিহ্নাল, ধোন্ধুর, লোথ,  
আকনাধি, খরিককাঠ, গুলক ও শিমুলহাল, এই সকল দ্রব্য একত্রে ১০ তোলা লইয়া  
চাউল খোয়া জলে পেষণপূর্বক প্রদান করিয়া বখানিরবে তৈল পাক করিবে।

**শিথিতৈল :** বাতিক, পৈত্তিক, স্নৈমিক, বাতপৈত্তিক, পিত্ত-  
স্নৈমিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শ্রান ও আহার  
সহ হইলে, এই তৈল তাহাকে উদরে ও নাভিদেশে মর্দন করিতে দিবে। এই  
তৈল আমপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পুরাতন গ্রহণীরোগে বা তৎসঙ্গে জীর্ণ-  
জর অথবা জীর্ণজরে গ্রহণীদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল রোগীর গায়ে  
ও উদরে মালিষ করিতে দিবে। পুরাতন শোথ এবং উদরাময়রোগে এই  
তৈল মালিষ করিতে পারা যায়। পুরাতন স্মৃতিকারোগে উদরাময় বা অঙ্গ-  
জর লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্বদেহে মালিষ করিতে দিবে এবং  
প্রসূতির শিরঃশূল, হৃৎশূল, বস্তিশূল, নিভ্রার অভাব ও শরীরের দুর্বলতা  
থাকিলে, এই তৈল মাথায় মাখাইয়া শ্রান করাইবে। প্রসূতির জীর্ণজর  
ও তৎসঙ্গে কাস ও বাসরোগ অথবা স্মৃতিকারোগের পুরাতন অবস্থায়

কেবলমাত্র কাস ও শ্বাস প্রবল থাকিলে, এই তৈল রোগিণীর বক্ষঃস্থলে বখারীতি মর্দন করিতে দিবে। ত্রীলোকের পর্জীবন্যর উদরে বেদনা এবং গর্ভ শ্রাবের আশঙ্কা থাকিলে, এই তৈল মালিষ করিতে দেওয়া যায়। ত্রীলোকের রক্তোদ্যোবেও এই তৈল প্রয়োগ করা বাইতে পারে।

বিষতৈল। তিলতৈল ৪ সের, বখানিরবে দুর্জীপাক করিবে। কাণ্ডদ্রব্য—বেলগুঠ ১৮০ সোণ। হর সের এবং বিষছাল, সোণাছাল, পাভারীছাল, পাকলছাল, গণিয়ারীছাল শালগাণী, চাকুলে, বুহতী, কটকারী ও পোকুর, ইহাদের এতদ্যেকের ১৮০ বশ ছটাক, জল ৩৩ সের, শেব ১৩ সের। আদার রস ১০ সের। কাঁজি ১০ সের। গোলমুগ ১০ সের। কঙ্কদ্রব্য—বাইপুল, বেলগুঠ, কুড়, শর্টা, রায়া, পুনর্ববা, গুঠ, পিপুল, বরিচ, পিপুলমূল, রক্তচিটা, গজপিঙ্গলী, দেবদার, বচ, কুড়, বোচরস, কটকী, তেজপাতা, বনবানী, গুলক, ভূমিকুমাণ্ড, অৰুণা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ইহাদের এতদ্যেকের ৪ তোলা, বখানিরবে তৈল পাক করিবে।

**বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল :** ষাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক, সংগ্রহগ্রহণী, প্রবাহিকা ও আমাতিসাররোগের পুরাতন অবস্থার রোগীর শ্বাস ও আহার সঙ্ক হইলে, এই তৈল তাহার উদরে গু নাভিদেশে মর্দন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, শ্বাস ও আহার সঙ্ক না হইলেও ইহা প্রয়োগ করা বাইতে পারে। এই তৈল রক্তপ্রবাহিকা ও স্ফাতিসারে অত্যন্ত উপকারী। গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থার অর, শ্বাস, কাস বা হিষ্কা বিস্তারিত থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগ করা বাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে প্রবাহিকা অর্থাৎ আম রক্তসংযুক্ত মল অথবা কেবল আমসংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং নাভিমূলে প্রবল বেদনা থাকে, সেই সকল ব্যক্তিকে এই তৈল উদরে ও নাভিমূলে মর্দন করিতে দিবে। ঐ রোগের পুরাতন অবস্থার অর ও কাস অন্তবেগে প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই তৈল মর্দনে দূরীভূত হয়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল। তিলতৈল ১০ সের। বখানিরবে দুর্জীপাক করিবে। কাণ্ডদ্রব্য—কুড়িছাল ১২০ সের, জল ৩৩ সের, শেব ১৩ সের। বসে ১২০ সের, জল ৩৩ সের, শেব ১৩ সের। তরু ১৩ সের। কঙ্কার্থ—বনে, বাইপুল, লোণ, বরাহজাতা, আতাইব, হরীতকী, লবক, বালা, পানিকলের পাতা, রসায়ন, শাণ্ডেবর, পদ্মকুট, গুলক, ইন্দ্রব,

কুড়ুরি হাল, বদানী, জীরা, শিরহু, কটকী, পয়কেশর, তগরপাছুকা, শওল, কুমরাল  
কেওর্তা, পুনর্বা, আমহাল, জাম হাল ও কদমহাল ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া  
বদানিরে তৈল পাক করিবে ।

## গ্রহণীরোগে—উদরাগ্নান-চিকিৎসা ।

**হিষ্টকচূর্ণ :** বাতাস্রিত বা বাতশ্লেষ্মাস্রিত গ্রহণীরোগে  
বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান ও তৎসঙ্গে উল্কারাদি বিস্তমান থাকিলে, এই  
ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । প্রত্যহ উদরাগ্নানবশতঃ আমরস-  
দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠাদি গ্রন্থিস্থানে বেদনা বা শরীরের অবসন্নতা অহুমিত  
হইলে, এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগীর সেই সমস্ত উপদ্রবও অনেকাংশে  
দূরীভূত হয় । প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে ।  
উদরাগ্নান প্রবল হইলে প্রত্যঃকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার সেবন করিতে দিবে ।

হিষ্টকচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চতুর্ম্মখরস :** বাতিক গ্রহণীরোগে রোগীর উদরাগ্নান  
পরিলক্ষিত হইলে এবং উদরাগ্নান বশতঃ আমরস দ্বারা শরীরের গ্রন্থিস্থলে  
(কটিদেশ, পৃষ্ঠদেশ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে) বেদনা অহুভূত হইলে, তাহাকে এই  
ঔষধ সেবন করিতে দিবে । প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদি বশতঃ যাহাদের শরীর  
অত্যন্ত কৃশ তাহাদিগের বাতাস্রিত গ্রহণীরোগে উদরাগ্নান থাকিলে, এই  
ঔষধ সমধিক উপকারী । বৈকালে প্রয়োগ করিবে । অল্পপান—চাউলধোয়া  
জল ।

চতুর্ম্মখরস । প্রস্তুতবিধি ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ভিস্তামণিরস :** গ্রহণীরোগে উদরাগ্নান লক্ষিত হইলে এবং  
বায়ুপিত্তাস্রিত অত্যন্ত উপদ্রবসমূহ বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে  
সেবন করিতে দিবে । গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রমেহ ও ধাতুক্ষয়  
প্রভৃতি রোগ বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয় ।  
উদরাগ্নানের প্রকোপ বশতঃ কটিশূল, পৃষ্ঠশূলদি লক্ষণসমূহও এই ঔষধের  
প্রভাবে নিবারিত হইয়া থাকে । বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে এক একটী  
প্রযোজ্য । অল্পপান—চাউলধোয়া জল ।



চিহ্নাধিকার। রসসিন্ধুর ২ তোলা, অত্র ২ তোলা লৌহ ১ তোলা এবং ঝর্ণ ১০ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য কুমারীর রসে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

## গ্রহণীরোগে—আমবাত-চিকিৎসা।

**বাতগজেন্দ্রসিংহ :** সংগ্রহ গ্রহণীরোগে অথবা বাতিক বা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে দীর্ঘকাল পরে আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ হস্ত, পদ, গ্রীবা, কাটদেশ প্রভৃতি বৃহত্তর সন্ধিস্থানে সমধিক বেদনা অহুত্বত হয়; অথবা উদরাময়ের প্রকোপ বশতঃ কাহারও হস্ত পদাদি আঙ্গুল বোধ হয়; এইরূপ লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অহুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ। স্বাভাবিক কোষ্ঠে উষ্ণ জল; বায়ু এবং পিত্তপ্রধান অবস্থায় ত্রিফলার জল ও মধু ২৩ কোটা।

**বাতগজেন্দ্রসিংহ :** অত্র, লৌহ, রস, গজক, তাম্র, সীসা, সোহাগার ষৈ, বিব, সৈন্ধবলবণ, লবঙ্গ, হিং ও জাতিফল; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং দারুচিনি, তেল-পাতা, এলাইচ, হরীতকী, আমলা বহেড়া ও জীরা। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ কুমারীর রসে মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

**আমবাণনাস :** সংগ্রহ গ্রহণীরোগে রোগীর অঙ্গবিশেষে বা সর্বদে প্রবল বেদনা অহুমিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং আমরসের পাচক। আমরস দ্বারা যে সমস্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগেও প্রয়োগ করা যায়। অহুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায়, আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। দান্ত পরিষ্কার থাকিলে, জীরাচূর্ণ ও মধু। উদরাময়াশ্রিত শোথে, শ্বেত পুনর্ণবার রস ও মধু।

রসবাণরস। প্রভাববিধি ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**আমবাতেশ্বরনাস :** গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে, বিশেষতঃ সংগ্রহ গ্রহণীরোগে কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও আমরস-পাচক। অহুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ; স্বাভাবিক কোষ্ঠে উষ্ণ জল।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা অলসক ও বলশ্বিকা-চিকিৎসা । ৩৫১

আমবাতেষর রস । পান্ন ২ তোলা, পঙ্ক ৪ তোলা, তাত্র ৪ তোলা ও লৌহ ২ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, পরে শুক হইলে চূর্ণ করিয়া পক্ষকোলের ( পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঠ ) কাথ দ্বারা ২০ বার ভাবনা দিয়া পরে পদ্মগুড়চার রসে ১০ বার ভাবনা দিবে ; ঔষধ শুক হইলে, পূর্ববর্তী সমস্ত ঔষধের সমান সোহাগার ষৈ এবং তাহার অর্দ্ধাংশ বিটুলবণ ও মরিচচূর্ণ লইবে ; তেঁতুলের খোসা ভস্ম ও দহীমূল চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া বর্দন করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিবে । সাতা ৩ রতি ।

## গ্রহণীরোগে—পথ্য-বিধি ।

অতিসাররোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় ধৈ সমস্ত পথ্য নিরূপিত হইয়াছে, গ্রহণীরোগেও নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে সেই সকল পথ্য প্রদান করিবে ।

## অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বলশ্বিকা-চিকিৎসা ।

**অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ :** অগ্নিমান্দ্যরোগে অন্নমাত্রভুজ-  
জ্বের দীর্ঘকালে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং কফজন্ম বিবিধ রোগ ( আলস, নিম্নাধিক্য, মাথার ভার, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্రిয়ের জড়তা ) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

**ভীক্ষ্মাগ্নির লক্ষণ :** অধিক মাত্রায় ভোজন করিলেও, অতিশীঘ্র পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । ভক্ষ্মক ইহার নামান্তর । এই রোগে তৃষ্ণা, কাস, মূর্ছা, ক্লান্তি, দাহ, মলের শুকতা, মোহ, শ্রমবোধ ও দর্শ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

**নিম্নমাত্রার লক্ষণ :** বিবমারি রোগে অন্ন পরিমাণে ভোজন করিলে, কখনও যথাসময়ে কখনও বা কালবিলম্বে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া থাকে ।

**আমাজীর্ণের লক্ষণ :** আমাজীর্ণে দেহের গুরুতা অর্থাৎ ভারবোধ, বমনবেগ, গণ্ড এবং চক্ষুর পাতায় শোথ ও আহাৰ্য্যদ্রব্যাক্রমণ মধুরাদি রসাত্মক উদগার প্রকাশ পায় । আমাজীর্ণ কক্ষের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

**বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ :** বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, পিত্তজনিত বহুবিধ রোগ, ধূমের উদগীরণবৎ অন্নোদগার, ঘৃণা এবং দাহ প্রকাশ পায়। বিদগ্ধাজীর্ণ পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

**বিষ্টকাজীর্ণের লক্ষণ :** বিষ্টকাজীর্ণে শূল, উদরাগ্নান, বায়ুজনিত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, শরীরের শুষ্কতা, মুচ্ছা ও শরীরের বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিষ্টকাজীর্ণ বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

**রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ :** রসশেষাজীর্ণে অমে বিদেহ, হৃদয়ের অবিগুহি ও গুরুতা প্রকাশ পায়। এই অজীর্ণ ভুক্তান্নজাত রসধাতুর অবশিষ্টাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

**বিস্মৃতিকান্ন লক্ষণ :** বিস্মৃতিকারোগে মুচ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হাত ও পায় খাইলধরা, হাঁট, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

**অলসকরোগের লক্ষণ :** অলসকরোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ; এই রোগে উদরাগ্নান ও মোহ উপস্থিত হয়, রোগী যন্ত্রণায় আতর্জনাদ করে, অধোগত বায়ু এবং মলের অনির্গম, কৃষ্ণিদেশস্থ বায়ুর অধোপ্রতিরুদ্ধগতি অর্থাৎ অধোদিকে নির্গত না হইয়া, হৃদয় ও কণ্ঠাদিস্থানে ধাবিত হওয়া ; অলসকরোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

**বিলম্বিকান্ন লক্ষণ :** বিলম্বিকারোগে বায়ু ও স্নেহের প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য দূষিত হইলে, উর্দ্ধ ও অধোমার্গে চালিত হয় না ; এই প্রকার কষ্টদায়ক রোগকে বিলম্বিকা কহে।

**অজীর্ণরোগের উপক্রম :** মুচ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখ হইতে লালাস্রাব, শরীরের অবসন্নতা ও ভ্রম ; এই সমস্ত উপসর্গ অজীর্ণরোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

**অজীর্ণরোগে আমলকসেন্ন কার্য্য :** অজীর্ণতা বশতঃ অপকরস দেহের যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানেই অধিক বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে,

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃতিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৩৫৩

অস্ত্রান্ত স্থানেও অল্প বেদনা প্রকাশ পায়, অনন্তর বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে বে দোষ শরীরকে আক্রমণ করে, সেই দোষের লক্ষণ এবং আমজনিত অস্ত্রান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

**বিস্মৃতিকারোগের উপদ্রব :** নিদ্রানাশ, শরীরে মানিবোধ, কম্প, মূত্ররোধ ও অজ্ঞানতা ; এই পাঁচটা বিস্মৃতিকারোগের ভয়ঙ্কর উপদ্রব।

**বিস্মৃতিকা এবং অলসকরোগের অনিষ্ট লক্ষণ :** যদি যোগীর দন্ত, ওষ্ঠ এবং নখ কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুয় কোটরগত এবং মোহ, বমন, ক্ষীণস্বর ও স্কিসমূহের শিথিলতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার জীবনের আশা থাকে না।

## অগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা-বিধি।

অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃতিকা ( কলেরা ), অলসক, বিলম্বিকা এবং বক্ষ্যমাণ অল্পপিত্ত এই কয়েকটা রোগে প্রধানতঃ পাচকাগ্নির ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু অতিসার ও গ্রহণীরোগে পাচকপিত্ত পূর্বো-  
ল্লিখিত বিবিধ কারণে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া মলকে দূবীভূত করে, সেই জন্যই ঐ সমস্ত রোগে পাতলা দান্ত হয় ; কিন্তু অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে শরীরস্থ বাতাদি দোষ বশতঃ অথবা বিবিধ অহিত জব্য সেবনে পিত্ত দূষিত (মন্দীভূত) হইলে, সর্বদা জলবৎ পাতলা দান্ত হয় না। অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণরোগ হইতে আহাৰাদির ব্যতিক্রম ও ঋতুবিপর্যয় বশতঃ প্রায়শঃ অতিসার অথবা গ্রহণী উপপন্ন হইয়া থাকে। যেকোন দীর্ঘকালস্থিত, মৃদুবেগযুক্ত পুরাতন জ্বর হইতে অনিয়ম বশতঃ সহসা বিবিধ উপদ্রবযুক্ত নবজ্বরের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অগ্নিমান্দ্য হইতেও, অতিসার অথবা গ্রহণীরোগ উপপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পুরাতন অতিসার, ক্রিমি ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ রোগ অথবা ঋতু বিপর্যয়, শোথ ও দূষিত পানীয় প্রভৃতি বিবিধ কারণ হইতে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগ সমুৎপন্ন হইয়া পাচক অগ্নিকে দূষিত বা মন্দীভূত করতঃ অস্ত্রান্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, অথবা অস্ত্রান্ত রোগের কারণ-স্বরূপ হয়। অজীর্ণরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, উহা হইতে কালপ্রবৰ্ধে বিস্মৃতি, অলসক প্রভৃতি রোগ সহসা সমুৎপন্ন হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস বিস্মৃতিকা ( কলেরা ),

অলসক বা বিলম্বিকারোগ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রম-  
জন্মক । পূর্বে হইতে অথবা অন্ততঃ ৩৪ দিন পূর্বে হইতে অগ্নির ক্রিয়ার বিপর্যয়  
ঘটে, কিন্তু তখন রোগী বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারে না, অনন্তর ঐ  
দোষ সঞ্চিত হইলে, সহসা আহারাদির নিয়মের ব্যতিক্রম বা দৈনন্দিক যত্নাদির  
ক্রিয়ার বিপর্যয় বশতঃ বিন্শ্চিকাদি রোগের উৎপত্তি হয় ।

যে রূপ নবজ্বর বা পুরাতন যুগ্মজ্বরে স্নানাহারাদি ক্রিয়ার বিপর্যয় বশতঃ  
সহসা যুত্যাশ্রদ সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অজীর্ণরোগ হইতে সহসা  
প্রাণনাশক বিন্শ্চী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের উৎপত্তি হইতে পারে ।  
এই সমস্ত রোগে বাতাদিদোষ অত্যন্ত প্রকুপিত হয়; সুতরাং ইহার  
চিকিৎসা-কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে ।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে বাতাদি দোষজ্বরের প্রকোপ পূর্বেই উক্ত  
হইয়াছে । অগ্নিমান্দ্যরোগে কফের প্রকোপ বশতঃ পাচকান্নি হীনবল হয়  
ও ভুক্তান্ন দীর্ঘকালে পরিপাক হয়, আমাজীর্ণরোগেও কফের প্রবলতা বশতঃ  
তদ্রূপ পাচকান্নি হীনবল হওয়াতে ভুক্তান্নের যথাসময়ে পরিপাক হয় না  
এবং তজ্জাত রস শিরা ও ধমনীদ্বারা শরীরের বিবিধ স্থানে চালিত হইয়া  
চক্ষুগোলকে শোথ ( ফুলা ) এবং গাত্রবেদনা প্রভৃতি উৎপাদন করে । বায়ুর  
প্রকোপ বশতঃ বিষমাত্রিরোগে ভুক্তান্নের অনিয়মিতরূপে পরিপাক হয়, কিন্তু  
ঐ বিষমাত্রিরোগও আবার বিবিধ কারণে বিষ্টকাজীর্ণে পরিণত হইতে পারে ।  
এই বিষ্টকাজীর্ণে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক না  
হওয়ার উদরায়ান ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন হয় । ভীক্ষ্মগ্রিরোগে  
পিত্তের প্রকোপ বশতঃ ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হইলেও, পিত্তের বিকৃতিহেতু  
তৃষ্ণা, কাস, মুচ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়া থাকে । বিদগ্ধাজীর্ণেও পিত্তের  
বিকৃতিবশতঃ তৃষ্ণা, মুচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় ।

প্রাচীন গ্রন্থকর্তৃদিগের মধ্যে কাহারও মতে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ,  
ও বিষ্টকাজীর্ণ হইতে যথাক্রমে বিন্শ্চী, অলসক ও বিলম্বিকারোগের উৎপত্তি  
হইয়া থাকে ; কিন্তু এই মত যুক্তিসিদ্ধ নহে, যেহেতু বিলম্বিকারোগে  
বাতজ্বরে প্রকুপিত হয়, শব্দে ইহা উক্ত হইয়াছে । বিন্শ্চিকারোগেও বাতাদি  
দোষজ্বরের প্রকোপ প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উহা অত্যন্ত

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিন্দুচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৬৫৫

ভয়জনক ও মারাত্মক। আবার অলসক ও বিলম্বিকা উভয়রোগেই বাতশ্লেষ্মার প্রকোপের লক্ষণ পরিব্যক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অলসক-রোগে বায়ুর প্রকোপই অধিক লক্ষিত হয় এবং সেই জন্যই ঐ রোগে তীব্র শূলাদি উপস্থিত এবং মল মুত্র বৃদ্ধ হয়। উহার চিকিৎসা আমাশয়াদিগত বাতের দ্বারা। এই অলসকরোগ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারাত্মক হইয়া থাকে। বিন্দুচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা এই ত্রিবিধ রোগই শীঘ্র প্রাণনাশক; সুতরাং প্রথমে এই তিন রোগের উপশ্রব নিবারণার্থ চেষ্টিত হইবে।

বাতাদির প্রকোপবশতঃ ত্রিবিধ অগ্নিমান্দ্যের উৎপত্তি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রকারগণ সমাগ্নিকে রোগমধ্যে ধরিয়া চতুর্বিধ অগ্নিমান্দ্যরোগ স্বীকার করেন; অথচ প্রকৃতপক্ষে সমাগ্নি রোগমধ্যে গণনীয় নহে, কারণ তৎক্ষণ্য কোন উপশ্রব উপস্থিত হয় না। তীক্ষ্ণাগ্নি বশতঃ যেসকল মুচ্ছা ও কাসাদি উপশ্রব জন্মে, সমাগ্নি বিচ্যুতমান সত্ত্বে দেহীর তাদৃশ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। শ্লেষ্মাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ বশতঃ অজীর্ণরোগ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং রসশেষবশতঃ চতুর্থ অজীর্ণ, দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ এবং প্রজ্জ্বলিতগত বিকার রহিত ষষ্ঠ অজীর্ণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চম ও ষষ্ঠ অজীর্ণের মধ্যে পঞ্চম অজীর্ণে ভুক্ত দ্রব্যের অহোরাত্রে পরিপাকীক্রিয়া সমাধা হয়, কিন্তু দীর্ঘকালে পরিপাক হইলেও, উদরায়ান, উদরার প্রস্ফুটি কোনরূপ উপশ্রব লক্ষিত হয় না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন দ্বারা বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা; এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ উহাকে রোগমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অজীর্ণেও প্রত্যেহ ভুক্ত-দ্রব্যের অজীর্ণতা দিন ব্যাপিয়া লক্ষিত হয় অর্থাৎ আহারের পর আর প্রহারের মধ্যে ক্ষুধা বোধ হয় না, কিন্তু ঐরূপ অজীর্ণে পূর্ববর্ত উদরায়ান প্রস্ফুটি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

ঐরূপ সর্ববিধ অজীর্ণরোগেই অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন করা অসম্ভব; যেহেতু অপরিপাক সত্ত্বে ভোজন করিলে, পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, উদরায়ান ও দাহ প্রস্ফুটি উৎপন্ন হয়। চতুর্থ রসশেষাজীর্ণে ভুক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন রস বায়ু দ্বারা স্বদয়ে নীত হইয়া স্বদয়ের গুরুতা এবং বেগন উৎপাদন

করে। এইরূপ আমাজীর্ণ, বিষ্টকাজীর্ণ, মন্দাগ্নি এবং বিষমাগ্নি প্রভৃতি রোগেও আমবাতের লক্ষণ প্রধানতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-কার্যের সুবিধার জন্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও বিস্মৃচী প্রভৃতি পাচকাগ্নির বিকৃতিজনক রোগসমূহকে প্রাচীন চিকিৎসকগণ একই শ্রেণীতে নির্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু একই ঔষধদ্বারা উক্ত ত্রিবিধ রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। যথা—অগ্নিমূখচূর্ণ, হিঙ্গুচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ বিষমাগ্নি, বিষ্টকাজীর্ণ (বাতাজীর্ণ), অলসক ও বিলম্বিকা প্রভৃতি রোগে সমান উপকারী।

অগ্নিমান্দ্যরোগে সর্ষ প্রথমে রোগীকে লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ পুরাতন স্কৃত ততুলের অন্ন, মশুরেরযুগ, মুগেরযুগ, কই ও খলিসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের কোল পথ্য প্রদান করা কর্তব্য। শীতল, বাসি অথবা স্নেহবর্জক দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দিবে না। মাংস, দধি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। রাজিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া সাণ্ড, যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি পথ্য প্রদান ও উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ নিয়ম পালনদ্বারাও অনেকাংশে রোগের লাঘব হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত নিয়ম পালনে অগ্নিমান্দ্য নিবৃত্ত না হইলে, রোগীকে হতাশন রস বৃহৎ-হৈতাশন রস, অজীর্ণকটক রস, লবঙ্গাদিবটী, শঙ্খবটী, অথবা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অল্পপানে সেবন করিতে দিবে এবং পূর্বের উল্লিখিত পথ্য প্রয়োগ করিবে। ঐ সকল ঔষধ সেবন দ্বারা আমাশয়স্থিত স্নেহের লাঘব হইলে অগ্নি সবল হইতে থাকে। অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় আহারের বিপর্যয় ঘটিলে আমাজীর্ণ, বিস্মৃচিকা বা অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা সুতরাং অতি সাবধানে আহারাদির ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

বিষমাগ্নিরোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ অল্পপরিমিত তুষ্ণদ্রব্যও প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে জীর্ণ হয় না, বায়ু প্রায়শঃই শুভিত থাকে; সুতরাং অগ্নির উদ্বীপক লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্তব্য। পূর্বোন্নিখিত অগ্নিমান্দ্যে যে সমস্ত পথ্য বিহিত হইয়াছে, বিষমাগ্নিরোগে ঐ সমস্ত পথ্য বিবেচনা পূর্বক সেবন করিতে দিবে; বিশেষতঃ বিষমাগ্নিরোগে বায়ুর অজলোম-কারক লঘুপাক পথ্য প্রয়োগ এবং উষ্ণজল পান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃতিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৩৫৭

তদ্বারা দান করান আবশ্যক। রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া ঘুমও (বার্ণি), সাণ্ড, প্রভৃতি পথ্য প্রদান করা কর্তব্য। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা রোগের লাঘব না হইলে, বাড়বানলচূর্ণ, হিঙ্গুচূর্ণ, স্বল্পাশ্মিযুগ চূর্ণ, ও শম্ববটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা এবং পূৰ্বোক্ত নিয়মে পথ্য প্রদান করা উচিত। উপযুক্ত ঔষধ এবং উপযুক্ত পথ্য যথানিয়মে সেবন দ্বারা যখন পাচক অগ্নি স্বীয় অবস্থা ধারণ করে, তখন তুচ্ছ দ্রব্য পূর্ববৎ নিয়মিতসময়ে প্রত্যহ জীর্ণ হইতে থাকে, এবং প্রত্যহ যথাবিধি কোষ্ঠভৃচ্চি ও ভোজনের ইচ্ছা পূর্ববৎ বলবতী হইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগের উপশম বুঝিতে পারা যায়।

তীক্ষ্ণাগ্নি অর্থাৎ ভস্মকরোগে তুচ্ছদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই রোগীকে পুনরায় আহার করিতে দিবে, যেহেতু পরিপাক কার্যের অবসর না হওয়াতে অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে দীর্ঘকালান্তে ভোজন দ্বারা পাচকাগ্নি প্রবল হইয়া দাস্তাদি শোষণ পূর্বক রোগীকে নিহত করিতে পারে; সুতরাং তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে স্নেহবর্জক ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। মাহিবহুত্ব সাধারণতঃ তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির প্রধান পথ্য ও আহারান্তে দিবানিত্রা একান্ত কর্তব্য। এইরূপ নিয়ম পালন পূর্বক উড়ুঘরযোগ উড়ুঘরাদিপায়স রোগীকে সেবন করাইবে। পিত্ত-প্রশমনার্থ রোগীকে জিফললৌহ, সপ্তাশ্বতলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐ সকল ঔষধ সেবন দ্বারা পিত্ত-শমতা প্রাপ্ত হয়। পিত্তের শমতা হইলে, যথানিয়মে পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হয় এবং পিপাসা, দাহ ও জ্বাতি প্রভৃতি উপদ্রবের লাঘব হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণরোগে স্নেহের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে; বিশেষতঃ ক্ষুধা প্রায়শঃ অল্পভূত হয় না এবং শরীর শুভিত থাকে, এই অবস্থার রোগীকে প্রথমতঃ বচাদিপানীয় বা পিঙ্গল্যাদিপানীয় সেবন করাইবে, অথবা ধাত্তককাথ প্রয়োগ করিয়া দোষের সংশোধন করিবে, অনন্তর অগ্নিমান্দ্যের দ্বার লঘুপথ্য, উকজলে দান ও উকজল পান এবং অজীর্ণকটক রস, বৃহৎ হতাশনরস, লবঙ্গাদিবিটী ও শম্ববটী প্রভৃতি ঔষধ যথাস্থানে নিয়ম পালন পূর্বক সেবনের ব্যবস্থা করিবে। অজীর্ণরোগে



আহারের নিয়ম পালন বিশেষ আবশ্যিক। আহারের নিয়ম পালন ও লঘুপাক পথ্য সেবন না করিলে, শত ঔষধ সেবন দ্বারাও রোগের প্রতীকার হয় না; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতে সক্ষম, তদপেক্ষা অল্পপরিমাণ অন্ন ভোজন করিতে দেওয়া কর্তব্য। দধি, দুগ্ধাদি শীতল ও জলীয় দ্রব্য কখনও ভোজন করিতে দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু সাণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য তরল হইলেও, উহা লঘুপাক; সুতরাং রাজিতে উহা ভোজনে উপকার ভিন্ন অপকার হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালনের জ্ঞান শারীরিক ব্যায়ামও অত্যন্ত উপকারী।

বিষ্টকাজার্ণে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান, উদরে বেদনা প্রধানতঃ লক্ষিত হয়। কটিদেশে এবং পৃষ্ঠাদি স্থানেও সময় সময় বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ও শরীরের ক্লান্ততা অস্বীকৃত হয়। শারীরিক অবস্থাভেদে এই সমস্ত লক্ষণের অনেক স্থানে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাহারও বা বাতাজার্ণে উদরাগ্নান অধিক হয়, কাহারও বা উদরে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের আতিশয্য হইয়া থাকে; এইরূপ উদরের বেদনায় অনেক চিকিৎসক শূলরোগাগ্নুঘায়ী ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, বাক্সা হটক রোগীর উদরাগ্নানের আতিশয্য হইলে, হিঙ্গু, টেকচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বাড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে; উহা দ্বারা কোষ্ঠও দৃঢ় হইলে, বায়ুজনিত বেদনার অনেকাংশে লাঘব হয়। বায়ুর ক্লান্তাবশতঃ ঐরূপ অবস্থায় নিত্রার অল্পতা ও শরীরের ক্লান্ততা প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত থাকিলে, তৎসঙ্গে চতুর্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উদরে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল থাকিলে বৃহৎ শাখবটী, বৃহৎ নৃপতিবল্লভরস রাজবল্লভরস বা শূলহরণ যোগ প্রভৃতি অল্পপান-বিশেষে সেবন করিতে দিবে। যদি ঐ সকল ঔষধ দ্বারক গুণযুক্ত হইয়া কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মায়, তথাপি আগ্নেয় গুণাধিক্য বশতঃ উহা বাতাস্থ-লোমক অল্পপান সহযোগে সেবন করাইলে, বেদনার নিবৃত্তি করে। কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল হইলে, পূর্বোক্ত ঔষধ ব্যবহারকালে মধ্যে মধ্যে হরীতকীখণ্ড বা স্কুমারমৌদক সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

বাতাশ্রিত শূল ও বাতাজীর্ণরোগে শূলের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। যদিও, বাতিক শূলের দ্বায় বাতাজীর্ণরোগেও কটিদেশ, পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, তথাপি উদরাগ্নানই অজীর্ণ-রোগের প্রধান লক্ষণ। বাতাশ্রিত শূলরোগে অন্নজীর্ণ-কালে এবং বায়ুর প্রকোপকালে, সন্ধ্যার সময়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ও শীতকালে প্রবল হয়। অজীর্ণ-রোগে ঐরূপ শূলোৎপত্তির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, ইহাতে প্রায়শঃ বেদনা থাকে, বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয় এবং উদরাগ্নান ও অজীর্ণদোষ হ্রাস পাইলে, ঐ বেদনাও অনেকাংশে হ্রাস পায়; কিন্তু বাতাজীর্ণজনিত শূল দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইলে, বক্ষ্যমাণ শূলরোগের ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। অজীর্ণাশ্রিত শূলরোগে কেবলমাত্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বেদনার হ্রাস করিবার চেষ্টা করিলে, উপকারের পরিবর্তে অপকার সাধিত হয়। অজীর্ণরোগে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক সময়ে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলে, তৎকালে বেদনা নিবারণার্থ আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; কিন্তু অজীর্ণদোষে শূলরোগ প্রকাশ পাইলে, অগ্নির উদ্দীপক মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় কটিদেশ, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে যে বেদনা লক্ষিত হয়, তাহা অজীর্ণদোষ নষ্ট হইলেই, প্রায়শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে। শূল-চিকিৎসার চিকিৎসাবিধিস্থলে সেই সমস্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

বিদগ্ধাজীর্ণ রোগে—অন্নোদগার, হৃদয়ে ভারবেশ ও দাহ প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, বক্ষ্যমাণ উর্দ্ধগত অন্নপিত্তরোগেও, ঐ সকল লক্ষণ অনেকাংশে লক্ষিত হয়। উর্দ্ধগত অন্নপিত্তরোগে অনেক সময় ভোজনা-বস্থায়, কখনও ভোজনের পূর্বে বিবিধ তিক্তরস বা অন্নরসসংযুক্ত বমন হইয়া থাকে এবং জরাদি অন্ত্রাশ্র উপসর্গও প্রধানতঃ প্রতীয়মান হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে রোগীকে শীতল জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যিক; যেহেতু শীতল পানীয় ব্যবহারে বিদগ্ধাঘ্নের পরিপাক ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্ব গুণ বিদগ্ধমান থাকার পিত্ত প্রশমিত ও অন্ন অধোদেশে নীত হয়। এই রোগে রোগীকে লঘুপাক পিত্তনাশক দ্রব্য বথা—পলতা, হিঁকা, নিমের ঝোল ও বেতের ডগা প্রভৃতি তরকারী পথ্য প্রধান

করিবে। অন্নরসযুক্ত বমন বা শ্বলাদি প্রকাশ পাইলে, খাজীলৌহ, সপ্তার্নভ-লৌহ এবং অস্ত্রান্ত উপদ্রব নিবারণার্থ জিবৃতাদিমোদক ও লবঙ্গান্তমোদক প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে ভোজনের ব্যতিক্রম বশতঃ যে পর্য্যন্ত তুচ্ছ দ্রব্য যথাসময়ে জীর্ণ না হয় ও বুকজালা, অন্নোদগার প্রভৃতি উপসর্গের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ যথানিয়মে ঐ সমস্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

রসশেষাজীর্ণে রোগীকে দিবানিজ্রা, উপবাস ও নির্বাতস্থানে অবস্থান এবং শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। দিবানিজ্রা রসশেষাজীর্ণের প্রধান ঔষধ। দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ ও ষষ্ঠ অজীর্ণ বাহা শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, তন্নিবারণার্থ, বৃহৎ শঙ্খবটী, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ সমধিক উপযুক্ত এবং রোগের মূলদোষ নাশক। ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে তুচ্ছদ্রব্য অন্ন সময়ে জীর্ণ হয় ও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে।

বিস্মৃতিকা কলেরা) রোগ শীঘ্রই প্রাণনাশক। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে সমস্ত কারণে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহার মধ্যে অনেকস্থলে জল ও বায়ু পরিবর্তনই এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগে শীঘ্রই ইন্দ্রিয়-শক্তি নাশ করে। বোধ হয় পুরাকালে (আয়ুর্বেদের উৎপত্তি কালে) কলেরারোগ ঐরূপ প্রাণনাশক ছিল না, তাহা হইলে প্রাচীন গ্রন্থকর্তৃগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করিতেন। বর্তমানে এই রোগ ক্রমশঃই সাংঘাতিক ও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ জলবায়ুর দোষ এবং আহার ও নিদ্রার বিপর্যয়, এই রোগের প্রধান কারণ। দূষিত জল বা দূষিত বায়ু শরীরে প্রবেশ করিলে, অনেক স্থানে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এতদ্বিরূপ গ্রীষ্মকালে শীত, শীতকালে গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর বিপর্যয়বশতঃ এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক ঘরে এক জনের এই রোগ উৎপন্ন হইলে, অস্ত্রান্ত লোকও এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মল মূত্রাদি দ্বারা দূষিত জল বায়ুর দোষে, পল্লী, গ্রাম ও নগরবাসী লোক ঐ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে; ক্ষুদ্রাৎ

## অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্ফটিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৩৬১

উহাকে সংক্রামক বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন গ্রীষ্মাতিশয্যে অগ্নির মন্দতা-প্রযুক্ত অথবা ভয়, শোক প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলেও, এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তন্নিম্ন ঐ রোগ যখন পল্লীময় ব্যপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আতঙ্কের সঞ্চারবশতঃ রোগের সংক্রামকতা বৃদ্ধি পায়; তাহার কারণ এই—ভয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হওয়ার যথারীতি কোষ্ঠত্বকি হয় না এবং ক্ষুধা হ্রাস হয় ও অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পায়, সুতরাং পল্লীগ্রামস্থ লোকের এই সময়ে বাহাতে মন প্রকুল থাকে, তদ্রূপ কার্য করা ও অন্ন পানীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যে সমস্ত বিস্ফটিকারোগে কেবলমাত্র পিত্তের প্রকোপ বশতঃ প্রবলাতিসার, দাহ, বমন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত বিস্ফটিকারোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া দ্বারা দোষের সংশোধন হইতে পারে। ঐ সকল বিস্ফটিকারোগে দাহ, বমন ও ঘর্ম্ম নিবারক বাহু ও আভ্যন্তরিক বক্ষ্যমান ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ ধারক ঔষধ অর্থাৎ অমৃতার্ণবরস, মহাগন্ধক, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বিকার লক্ষিত হইলে, বৃহৎ রত্নগর্ভ, কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) প্রয়োগে অনেকাংশে উপকার লক্ষিত হয়। বিস্ফটিকারোগে যেখানে স্লেষ্মার আতিশয্য দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে বায়ু বা পিত্ত মিলিতভাবে তাহার সঙ্গে প্রায়শঃ প্রকাশ পায়, অনেক স্থানে দোষত্রয় প্রকোপের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

বিস্ফটিকারোগ একদোষোৎপন্ন হয় না, তন্নিবন্ধন আয়ুর্কেন্দ্রশাস্ত্রে বিবিধ-যুক্তি দ্বারা “অজীর্ণমামং বিষ্টকমিত্যাদি” শ্লোকে আমাজীর্ণ, বিষ্টকাজীর্ণ এবং বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে বিস্ফটী, অলসক ও বিলম্বিকারোগ উৎপন্ন হয়, এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া “অজীর্ণাৎ পবনাদীনাং বিজ্ঞমো বলবান্ ভবেৎ” এই শ্লোকার্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে; প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ রোগে তিন দোষের বা দুই দোষের প্রকোপই দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহার চিকিৎসাকালে দোষ-সমূহের (বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা বা বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা) প্রকোপ-লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করা কর্তব্য। সরিষাপাত জ্বর চিকিৎসার দ্বায় বিস্ফটিকারোগের উপদ্রবগুলি হ্রাস পাইলে, রোগও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু সরিষাপাত জ্বরের

উপদ্রবগুলি ক্রমাগত কালবিলম্বে প্রকাশ পায়, বিন্ধুচিকারোগের উপদ্রব মুহূর্ত-মধ্যে প্রকাশ পায় ও তদ্বারা রোগীর আশু জীবন নষ্ট হইতে পারে, সুতরাং অতি সাবধানে সত্বর তাহার প্রতীকার করা কর্তব্য।

বিন্ধুচিকারোগে স্লেষ্মাপ্রকোপ বশতঃ যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মৃগমদাসব, মৃতসজীবনী সূরা ও বৃহৎ সূচিকাতরুণ প্রভৃতি ঔষধে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ঔষধ দ্বারা স্লেষ্মিক উপদ্রব অর্থাৎ নাড়ীর বিখৃৎলতা ও শরীরের শীতলতা এবং জ্ঞানলোপ প্রভৃতি শীঘ্রই দূরীভূত হয়; কিন্তু ঐ সমস্ত স্লেষ্মিক উপদ্রব সমূহ বায়ুর প্রকোপ জনিত উদরাগ্নান, দান্ত ও প্রস্রাব বন্ধ, খাইল ধরা, কক্ষ প্রভৃতি উপদ্রবের সহিত বা অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পায়; উভয়বিধ লক্ষণ মিলিত হইলে, বাতস্লেষ্মনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যদিও পূর্বো-ল্লিখিত স্লেষ্মিক বিকারোক্ত ঔষধগুলি স্লেষ্মদোষ বিদূরীত করিয়া বায়ুজনিত উপদ্রবগুলি বিনষ্ট করিয়া থাকে, তথাপি বিন্ধুচিকারোগে বায়ু এত বলবান হইয়া রোগীর শীঘ্রই বিনাশ সাধন করে, যে তন্ময় বাতস্র ক্রিয়া সর্বদাই আবশ্যক হয়। দারুঘটক প্রলেপ ও যবপ্রলেপ প্রভৃতি ঔষধ আমাশয় ও পকাশয়গত বাতনাশক। উদরাগ্নান নিবারণার্থ হিঙ্গুদ্রাবর্জি, ত্রিকটাদ্রাবর্জি প্রভৃতি স্লেসকল ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহাও পকাশয়গত বায়ুর অহুলামকারক। বিম্বিকান্তপ্রলেপাদি বস্ত্রিগত বায়ুনাশক। খসী অর্থাৎ খাইলধরা ও মূত্রসংজ্ঞননার্থ যে সমস্ত ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা শিরাগত বাতনাশক। এইরূপে বায়ু-নাশক ঔষধসকল এবং স্লেষ্মানিবর্তক ঔষধসমূহ বিন্ধুচিকারোগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিন্ধুচিকারোগে পিপাসা, বমন, দাহ ও ঘর্ম প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, যে সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহার অনেক ঔষধই পাচক অগ্নির এবং কতকগুলি ভ্রাজক অগ্নির ক্রিয়া বর্ধিত করিয়া ঐ সকল উপদ্রবের নিবৃত্তি করে। এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিন্ধুচিকারোগের উপদ্রব সমূহ বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহা যে ত্রিদোষগত অর্থাৎ সান্নিপাতিক তাহা স্বীকার করা বাইতে পারে; কিন্তু প্রধানতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়াই বাতস্লেষ্মিক বিকারে পরিণত হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩৬৩

বিস্মৃচিকা ( কলেরা ) রোগ উৎপন্ন হইলে, প্রথমেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যিক ; যেহেতু রোগের কারণ নির্ণীত না হইলে, তাহার চিকিৎসা বড়ই কঠিন । অজীর্ণদোষে দুই একবার দান্ত দাত্ত বা বমন দ্বারা এই রোগ প্রকাশ পাইলে, অজীর্ণদোষ সংশোধনে চেষ্টিত হওয়া এবং রোগীর বমন ও মল পরীক্ষা করা কর্তব্য । বমনে দুর্গন্ধযুক্ত তুচ্ছ-দ্রব্য এবং মলের সঙ্গে ঐরূপ তুচ্ছ দ্রব্যের কণিকা নির্গত হইলে, অজীর্ণদোষে বিস্মৃচিকা উৎপন্ন হইয়াছে, বৃষ্টিতে হইবে । এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক ভাস্করলবণ, মহাশঙ্খবটী ও যক্ষ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; কিন্তু যাহাতে দান্ত অথবা বমন বন্ধ হয় তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে ; যেহেতু অজীর্ণ-তুচ্ছদ্রব্য নির্গত না হইলে, সহসা উদরাগ্নানের সম্ভাবনা ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ বমনে যখন আর দূষিত পদার্থ নির্গত না হইয়া কেবল অলবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে, তখন বমন বন্ধ-কারক চন্দ্রকান্তিরস ও পিঙ্গল্যাঙ্ক লৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা কর্তব্য । অন্তান্ত কারণে বিস্মৃচিকা উৎপন্ন হইলে, রোগীর দান্ত বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া নিতান্ত গহিত কার্য ; কারণ দান্ত বন্ধ হইলে উদরাগ্নান দ্বারা সহসা বিপদের আশঙ্কা । এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য । এই রোগ অবস্থান্তরে পরিণত অর্থাৎ হাত-পায়ে খাইলধরা, ঘর্ম্ম, দাহ প্রভৃতি উপদ্রবসহ প্রকাশিত হইলে, তখন অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে । এই অবস্থায় উপদ্রবনাশক ঔষধ-সেবন ও বাহ্য-প্রলেপ এবং শ্বেদ প্রদান করা কর্তব্য ; যেহেতু উপদ্রব সকল বিনষ্ট না হইলে, রোগ কোনও রূপে প্রশমিত হয় না এবং রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয় । বিস্মৃচিকারোগে উপদ্রব বিনাশার্থ চেষ্টা করাই একান্ত কর্তব্য ; কারণ, উপদ্রব সকল বিনষ্ট এবং নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ হইলে, রোগের লাঘব হইয়া থাকে ।

**বিস্মৃচিকা রোগে বমন :** বিস্মৃচীরোগে পুনঃপুনঃ বমন হইলে এবং বমনে কেবলমাত্র অলীয়পদার্থ উৎখিত হইলে, বমন নিবারণার্থ, চন্দ্রকান্তিরস, পিঙ্গল্যাঙ্কলৌহ, যক্ষকরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থান্তরে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর উদরের উর্দ্ধভাগে সরিষা বাটিয়া তাহা দ্বারা প্রলেপ

দিবে; এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বমনের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগীর উদরাগ্নানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অল্প বমন থাকিলে, প্রথমে উদরাগ্নান নিবারণের চেষ্টা করিয়া পশ্চাৎ বমন-নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করিবে যেহেতু বমনের নিবৃত্তি হইলে, প্রথমেই সহসা আগ্নান দ্বিগুণিত হইয়া রোগীকে বিপন্ন করিতে পারে।

**নিষুতিকারোগে-হিকা :** বিন্শচীরোগে হিকা প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে, এবং এই হিকা ক্রমশঃ মূহমূহঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, স্ততরাং প্রথমাবস্থায়ই উহা নিবারণের চেষ্টা করা কর্তব্য। হিকা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে পিঙ্গল্যাত্তলৌহ ও অম্মান্ত যোগ প্রয়োগ করিবে এবং রাইসরিষা মর্দন করিয়া রোগীর ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে। এই অবস্থায় খাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, খাস-নিবারণের জন্য পৃথক ঔষধ প্রয়োগও আবশ্যক।

**নিষুতিকারোগে-পিপাসা :** বিন্শচীরোগে পিপাসার আধিক্য হইলে, শীতল জলে কপূর দিয়া সেই জল পিপাসাকালে, রোগীকে পান করিতে দিবে; ইহাতে পিপাসার লাঘব হয় এবং পাকস্থলীতে পিত্তের আগ্নেয়-ক্রিয়া বদ্ধিত হয়। বিশেষতঃ কপূরের উত্তেজকগুণ বিদ্যমান থাকায়, উহা নাড়ীর গতিকে প্রকৃতিস্থ করে, অথবা লবঙ্গসিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। বিন্শচীরোগে সময় সময় জঙ্ঘুকাথ বা তৃকান্তক-রস প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও, রোগীর পিপাসার অনেক লাঘব হয়। অনেকেই এই রোগে পিপাসা উপস্থিত হইলে, জল প্রদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না; কিন্তু এই রোগে পিপাসায় রোগী অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ে, স্ততরাং জল প্রদান বিশেষ কর্তব্য।

**নিষুতিকারোগে-মূত্ররোধ :** বিন্শচিকারোগে প্রস্রাব বদ্ধ হইলে, প্রস্রাব করাইবার জন্য বাহ ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ কর্তব্য; কারণ প্রস্রাব ও দান্ত বদ্ধ হইলে, শীত্রই উদরাগ্নান দ্বিগুণিত হয়। উদরাগ্নানের নিবৃত্তি হইলেও, অনেক স্থানে কালবিলম্বে প্রস্রাব হয়, কোনও স্থানে প্রস্রাব হয় না; স্ততরাং উদরাগ্নান এবং মূত্ররোধ নিবর্তক ঔষধ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। প্রস্রাব করাইবার জন্য বটপত্রী প্রলেপ বস্তিস্থানে

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃতিকা, অলসক ও বিলম্বিকা চিকিৎসা । ৩৬২

প্রয়োগ করিবে অথবা স্থলপদ্মের রস ইক্ষুচিনি সহযোগে সেবন করিতে দিবে । এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা প্রস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু সম্যকরূপে উদরাগ্নানের নিবৃত্তি এবং অগ্নি স বল না হইলে, প্রস্রাব হয় না, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় । প্রস্রাব হইলে, রোগের প্রকোপ হ্রাস হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।

**বিস্মৃতিকারোগে উদরাগ্নান :** বিস্মৃতিকারোগে উদরাগ্নান হইলে, তাহার নিবারণার্থ সর্বদা চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য ; যেহেতু বিস্মৃতীরোগে উদরাগ্নান রোগীর আশু-মারাত্মক উপসর্গ, এরূপ অবস্থায় দাক্ষ-যটক প্রলেপ বা ঘবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে । উদরাগ্নান হ্রাস না হইলে, বস্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য । কারণ বস্তি প্রয়োগ দ্বারা বায়ু অহুলাম হইলে, উদরাগ্নানের নিবৃত্তি হয় । বস্তি প্রয়োগের সঙ্গে স্থায়ী উপকারের অল্প বায়ু-নাশক চিন্তামণি রস বা চতুঃস্থ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । উদরাগ্নানকালে মূত্রবদ্ধ হইলে, তাহার জন্য বস্তি স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

**বিস্মৃতিকারোগে বেদনা :** বিস্মৃতীরোগে রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে, উদরে তর্পণ তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে, ইহাতে উদরের বেদনার লাঘব হয় ; বিশেষতঃ উদ-রাগ্নানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

**বিস্মৃতিকারোগে অশ্ম :** বিস্মৃতিকারোগে অধিক ঘর্ম হইলে, রোগীর গাত্রে পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব মাখাইবে । একবার ঘর্মের লাঘব হইয়া পুনরায় ঘর্মের উল্লেখ হইলে, সেই সময় পুনরায় আবির্ভাব মাখাইবে ; এইরূপে উপযুক্তপরি আবির্ভাব মাখান উচিত । এই অবস্থায় প্রবাল ভস্ম ২১১ রতি মাত্রার মধুর সহিত সেবনের ব্যবস্থা করা বাইতে পারে ।

**বিস্মৃতিকারোগে শূলো :** বিস্মৃতিকারোগে রোগীর হাত পায় খাইল ধরিলে, কুষ্ঠাদি তৈল বা তুগাচুতৈল তাহার হস্ত ও পায় মর্দন করাইবে । এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা হাত পায়ের খাইল ধরা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে ।



**বিস্মৃতিকারোগে হিমাঙ্ক :** বিস্মৃতিকারোগে রোগীর শরীর শীতল বোধ হইলে, হাত ও পায় মুহূর্মুহঃ স্নেহ প্রদান করা কর্তব্য ; কিন্তু রোগীর শরীর ঘর্মাধিক্য বশতঃ শীতল হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রদান করা আবশ্যক, কারণ ঘর্মাধিক্য বশতঃ শরীর শীতল হইলে, উষ্ণ স্নেহ প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না, বরং উহাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক মৃতসঞ্জীবনীসূরা ( অভাবে ত্রাণ ) ও তৎসঙ্গে পুষ্টিকর পথ্য সেবনদ্বারা অনেক উপকার হয় এবং যুগনাভি-যোগ বা যুগমদাসব অথবা বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব (মতাস্তরে) সেবনদ্বারাও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনেক স্থানে এইরূপ অবস্থায় শরীর শীতল হইবার কারণ এই যে, সাধারণতঃ পিত্তদ্বারাই শরীরের উষ্ণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সেই পিত্তের ক্রিয়ায় হ্রাস বা বিকৃতি হইলে, আবার শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায় এবং ঔষধ ও পুষ্টিকর পথ্যাদি দ্বারা পিত্তের সমতা হইলে, শরীর পুনরায় উষ্ণ হইয়া থাকে। স্নেহাধিক্য বশতঃ শরীর অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়িলে এবং নাড়ীর গতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলে, বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব, যুগনাভি যোগ ও যুগমদাসব প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

**বিস্মৃতিকারোগে জ্ঞানলোপ :** বিস্মৃতীরোগে সংজ্ঞা লোপ হইলে, এবং নাড়ীর গতির বিপর্যয় অথবা নাড়ীর গতি অল্পভূত না হইলে, যুগমদাসব, যুগনাভিযোগ বা মৃতসঞ্জীবনীসূরা প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ( মতাস্তরে ) সেবনে অনেক উপকার পাওয়া যায় ; কিন্তু বমনের প্রবলতাসঙ্গে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগে অনেক স্থানে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না ; আবার অনেক স্থানে অল্পপান বিশেষে উহা প্রয়োগে সমধিক উপকার দৃষ্ট হয় ; কিন্তু বিস্মৃতিকারোগের প্রবলাবস্থায় যখন অন্য কোন ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ রোগীর জীবনের আশা থাকে না, তখন তাহার বয়স ও রূপাবলি বিবেচনা করিয়া, বৃহৎস্মৃতিকা-ভরণ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক এবং ঔষধ সেবনান্তে ঔষধের ক্রিয়া অল্পভব করিয়া অর্থাৎ শরীর উষ্ণ ও চক্ষু রক্তাভ হইলে, শৈত্য দ্রব্যাদি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃতিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩৬৭

**বিস্মৃতিকারোগে-শিরোবেদনা :** বিস্মৃতিকা-রোগে মাথার উদ্বেগ ও বেদনা থাকিলে এবং শিরোদেশ অত্যন্ত উষ্ণ হইলে, শীতল জলে বা বরফ জলে কাপড় ভিজাইয়া রোগীর কপালে তাহা দ্বারা পুন্টিস প্রদান করিবে । চন্দ্র রক্তবর্ণ হইলেও, ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে ।

**বিস্মৃতিকারোগে-শ্বাস :** বিস্মূচীরোগে বন্ধঃস্থলে শ্লেষ্মা প্রাশঃ আবদ্ধ হয় না এবং প্রবল দান্ত হওয়ায় বায়ুর অহুলোম বশতঃ শ্বাসের বেগ তাদৃশ প্রবল হয় না, কিন্তু, উদারায়ান দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে শ্বাস প্রবল হইতে দেখা যায় ; সেই অবস্থায় শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি বা বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

উৎকট বিস্মূচীরোগে প্রধানতঃ বায়ুর অহুলোমতার জন্ত বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ এবং উদারায়ান, মূত্ররোধ-নিবৃত্তি ও শারীরিক উষ্ণতা রক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য । পূর্বোন্নিখিত লক্ষণ সমূহ একবার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এই জন্ত যে পর্য্যন্ত নাড়ী প্রকৃতিস্থ ও ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবৎ অন্নপথ্য প্রদান বরিলে, রোগ পুনরায় প্রকাশ পায়, অথবা উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ; সুতরাং ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে যবমণ্ড (বার্লি) ও অন্নমণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে এবং যথারীতি ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাটকা মৎসের ঝোল প্রভৃতি পথ্য দিবে ।

বিস্মূচিকারোগ অগ্নাস্ত কারণেও উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । ঋতুপরিবর্তন, গ্রীষ্মপ্রতিশয্য, রোগের আক্রমণ দর্শনে মনে ভয়ের উদ্রেক ও জলবায়ুর দোষ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে যে সমস্ত বিস্মূচিকার উৎপত্তি হয়, তাহাতেও লক্ষণভেদে পূর্বোক্ত ঔষধ এবং রাহু প্রলেপাদি প্রয়োগে বিষয় উপকার হইয়া থাকে ; যে সমস্ত বিস্মূচিকারোগে শীত্ৰই অর্থাৎ ২।১ বার দান্ত বা বমন হইয়াই নাড়ীর গতির বিপর্যয় হয় বা নাড়ী একেবারে অহুত্বত হয় না, সেই সমস্ত বিস্মূচিকারোগে

ঔষধ প্রয়োগ করিবারও সময় পাওয়া যায় না অর্থাৎ শীঘ্রই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কখনও বা আন্তঃ বিপদ-জনক ২১১টা লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই রোগী পঞ্চম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সাত্ৰাতিক বিন্ধুচীরোগে ২১১টা লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্রই যে সমস্ত ঔষধে শরীরের উষ্ণতা অথচ বাতাদির অমূলোমতা রক্ষা হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। যেহেতু বিন্ধুচীরোগে বায়ুর প্রকোপ অধিকাংশ স্থলেই লক্ষিত হইয়া থাকে; স্তত্রাং বাহাতে উদরাগ্নান নিবৃত্তি থাকে ও দান্ত, প্রস্রাব প্রভৃতি বন্ধ না হয়; তজ্জন্ত পূর্বোক্ত ঔষধ সমূহ প্রয়োগের প্রতি মনঃসংযোগ করা আবশ্যক; বিশেষতঃ যে ঘরে ঐ রোগ প্রকাশ পায়, সেই ঘরের বা সেই বাটীস্থ অস্ত্রান্ত ঘরেও জল বায়ু বাহাতে রোগীর মলমূত্র দ্বারা দূষিত হইতে না পারে, তাহার প্রতীকার করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে প্রত্যেক ঘরের বায়ু সংশোধনার্থ গন্ধক ও ধূনা জ্বালান উচিত এবং জল উষ্ণ করিয়া কাষ্ঠের কয়লা ও বালুকা দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া পান করা আবশ্যক। যখন বিন্ধুচীরোগ সংক্রামক হইয়া দেশ-ব্যাপ্ত হয়, তখন গ্রামবাসীর মনে একটা ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহা নিবারণার্থ গ্রামে পূজা ও হরিনাম কীর্ত্তনাদি করা কর্তব্য।

অলসকরোগে যদিও বায়ু ও স্নেহা উভয়ই প্রকৃপিত হয়, তথাপি সর্বদা উদরাগ্নান এবং মল ও মূত্ররোধ প্রভৃতি বায়ুর প্রকোপ লক্ষণই অনেকাংশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিন্ধুচীরোগে যেরূপ বমন এবং দান্ত হয়, অলসকরোগে তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; মল, মূত্র অনির্গমন হেতু রোগী যাতনায় অস্থির হয়, অনেক স্থানে পিচ্কারী প্রয়োগ দ্বারাও উদরস্থ মল নির্গত এবং মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাও মূত্র নির্গত হয় না। সময় সময় কাহারও তৃষ্ণা বা উদগার প্রকাশ পায়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সর্ব প্রথমে রোগীকে বমনকারক কক্কাদি-পানীয় বা অস্ত্রান্ত যোগ প্রয়োগ দ্বারা বমন করাইবে। বমন দ্বারা দোষ অনেকাংশে দূরীভূত হয়, কিন্তু বমন না হইলে, উদরাগ্নান নিবৃত্তিকারক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। বায়ুর প্রতিলোমতা বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং বায়ু অমূলোম হইলে, রোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং দান্তও প্রস্রাব সহজেই হইয়া থাকে; স্তত্রাং

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিলুচিকা. অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৩৬৯

দারুচটক প্রলেপ অথবা যবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে, অথবা কাঁজি অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটা পাত্রে পূর্ণ করতঃ ঐ পাত্র দ্বারা, যাবৎ আগ্নান নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ উদরে মুহূর্হঃ শ্বেদ প্রদান করিবে। স্নানেন্নের বস্ত্রাদি উষ্ণ করিয়া তাগ দ্বারাও উদরে শ্বেদ প্রদান করা যাইতে পারে ; কিন্তু রোগের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, দারুচটকপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রদান করা আবশ্যক ; অনেকস্থলে কটুসাধ্য রোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উপকার লক্ষিত হইয়াছে। রোগী পিপাসাকাত্ত হইলে, ভাজা ধনে-ভিভান জল অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। উদরাগ্নান নিবৃত্তির সঙ্গে মূত্রসঞ্জননার্থ বটপত্রী-প্রলেপ অথবা বিহিকাক্ত-প্রলেপ বস্তি স্থানে প্রয়োগ করিলে, মূত্রনির্গত হয় ; এই অবস্থায় চতুর্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি বায়ুর অহুস্বেদকরক ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগীর দান্ত বদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, ত্রিকটাস্তবস্তি, ফলবস্তি বা হিল্লাস্তবস্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিবে, উহাতে বায়ুর অহুস্বেদতা সম্পাদন ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ-প্রয়োগে রোগীর উদরাগ্নান নিবৃত্তি এবং মলমূত্রের নির্গমন দ্বারা রোগের প্রকোপ হ্রাস হইলে, রোগীকে হিল্লটক চূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ, মহা শঙ্খচী বা গুড়াটক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগের পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কা থাকিলে, বিরচনার্থ ত্রিবৃত্তাদিবটীকা বা স্নহুয়ারমোদক এবং তৎসঙ্গে চতুর্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে দিনে ২ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ নিবৃত্তি হইলেও, যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, তাদৃশ ঔষধও ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে, অথবা পুনরায় ঐরূপ আক্রান্ত হইবার পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে কিছুদিন নিয়মপূর্বক ঔষধ ও পথ্য প্রদান করা বর্তব্য। রোগের পুরাতন অবস্থায় উদরে বিকূটেল মর্দন এবং চিন্তামণিরস বা চতুর্মুখরস প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিলম্বিকারোগেও অলসকরোগের দ্বায় কটহারক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগেও উদরাগ্নান এবং তুস্ত্রব্যের উষ্ণ ও অথো পয়ন জিহ্বায় অজ্ঞা পরিচালিত হয় ; তুস্ত্রব্য সর্বল একভাবে অবস্থিতি করে। রোগের

প্রায়শ্চেষ্টে লবণ মিশ্রিত জল পান করাইয়া বমন করাইলে, অনেক উপকার দর্শে; কিন্তু বমনের সময় অতীত হইলে, বমন করাইবার চেষ্টা দ্বারা প্রায়শঃ বমন হয় না; এইরূপ অবস্থায় উদরাগ্নান নিবারণার্থ যবপ্রলেপ, দারুচটক-প্রলেপ এবং মূত্র-সঞ্জননার্থ রটপত্রীপ্রলেপ বা আমলকীপ্রলেপ বস্তি-স্থানে প্রয়োগ করিবে। উদরাগ্নান নিবারণ এবং কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য কলবস্তি, ত্রিকট্যাক্তবস্তি বা হিঙ্গুাক্তবস্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিলম্বিকারোগের প্রবলাবস্থায় অলসকরোগের তায় অগ্নাত্ত আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; এবং পুরাতন অবস্থায় অগ্নিবর্ধক ও বায়ুর অহ-লোমকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। অনেক চিকিৎসক এই অবস্থায় নিরুহণ (পিচকারী) প্রয়োগ দ্বারা দান্ত করাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বস্তি প্রয়োগ দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইতে পারে; বিশেষতঃ এই রোগে বায়ু এত প্রবল হয় যে, উদরাগ্নান নিবৃত্তি না হইলে, বস্তি প্রয়োগ বা পিচকারী দ্বারা দান্ত করাইবার চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে। উদরাগ্নানের নিবৃত্তি হইলে, বিরেচনার্থ স্কুমার মোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

## অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসৃচিকা, অলসক ও

### বিলম্বিকারোগে--ঔষধ।

**বচাদিপানীক্স :** আমাজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা, দেহের শুষ্কতা ও উদার প্রকাশ পাইলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে, অজীর্ণ দোষের শাস্তি হয়।

বচাদিপানীয়। বচচূর্ণ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা; উত্তর জ্বা একত্র মিশ্রিত করিয়া ১১ সের পরিমিত উষ্ণ জলে গুলিয়া আকর্ষ পান করিতে দিবে।

**শিপল্যাতিপানীক্স :** আমাজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা, দেহের শুষ্কতা, তৃক্লব্যাহরূপ মধুব, লবণ বা তিক্তাদি রসযুক্ত উদার প্রকাশ

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিনুচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৫৭১

পাইলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে, অজীর্ণ দোষের নিবৃত্তি হয়।

শিগল্যাঙ্গি পানীয়। শিগূল, বট, ও সৈন্ধব লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০০ আনা পরিমাণে লইয়া ১ সের শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া আর্ধ পান করিতে দিবে।

**কক্কাদি পানীয় :** অলসক বা বিলম্বিকারোগে উদরাগ্নান এবং দান্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে, এই জল রোগীকে আর্ধ পান করিতে দিবে; ইহা সেবনে বমন হইলে, দোষ অনেকাংশে মন্দীভূত হয়।

কক্কাদি পানীয়। ডহরকরঞ্জকল, নিমছাল, আপাণ্ডবীজ, গুলক, যেতভুলসী ও ইন্দ্র-বব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল দুই সের, শেষ একসের।

**প্রত্যাককথা :** আমাজীর্ণরোগে রোগীর উদরে বেদনা, দেহের শুষ্কতা, বমনবেগ বা ভুক্তদ্রব্যাহরূপ উদগার প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অজীর্ণদোষ এবং উদরে বেদনার নিবৃত্তি ৫ মুদ্রাশয় বিশোধিত হয়।

প্রত্যাক কাথ। ধনে ও গুঠ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া রোগীকে পান করাইবে।

**উড়ুঅন্ন যোগ :** তীক্ষ্ণায়িরোগে রোগীর ভুক্তদ্রব্য অতি অল্প কালের মধ্যে জীর্ণ হইয়া পুনরায় ভোজনেচ্ছা বলবতী হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ দিনে দুই তিন বার ও রাত্রে ২১ বার সেবন করিতে দিবে।

উড়ু অন্ন যোগ। বজ্রভূবুরের ছাল তনুদুকে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। সাতাঃ এক তোলা হইতে ২ দুই তোলা।

**উড়ুঅন্ন পান্স :** তীক্ষ্ণায়ি ব্যক্তির ভোজনেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইলে, এই পান্স তাহাকে দিনে ও রাত্রে আহারকালে বথেষ্ট আহার করিতে দিবে।

উড়ু অন্ন পান্স। বজ্রভূবুরের ছালচূর্ণ ১০ অর্ধ পোরা ও ততুল ১০ এক পোরা লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে তনুদুকে এবং চিকিৎসক জল মিশ্রিত করিয়া পান্স প্রস্তুত করিবে।

**বড়বানল চূর্ণ :** অগ্নিমান্দ্যরোগে তুচ্ছজ্বরের দীর্ঘকালে পরিপাক এবং তৃষ্ণা অকুচি, অলসতা ও কার্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ প্রাতে ও অবস্থাভেদে সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে : বিষমায়িরোগেও যথানিয়মে অর্থাৎ কোনও দিন কাল-বিলম্বে কোনও দিন নিয়মিত সময়ে অল্পের পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হইলে, এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বাতাহুল্যময়ক এবং কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক ।

বড়বানলচূর্ণ । সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চৈ ৪ ভাগ রক্ত-চিতা ৫ ভাগ, শুঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে ।  
মাত্রা ১০ গ্রহীত্বা ।

**সৈন্ধবান্দ্য চূর্ণ :** অগ্নিমান্দ্যরোগে দীর্ঘকালে তুচ্ছজ্বরের পরিপাক, কার্যে অনিচ্ছা ও অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং বিষমায়িরোগে অথথানিয়মে তুচ্ছজ্বরের পরিপাক, উদরে নানাবিধ শব্দ ও বায়ুর অবরোধ অল্পভূত হইলে এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে এবং অবস্থাভেদে সন্ধ্যার পর উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে ।

সৈন্ধবান্দ্য চূর্ণ । সৈন্ধবলবণ, রক্তচিটার মূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগার খৈ, শুঠ, চৈ, বনানী, মৌরী ও বচ. এই সকল জ্বের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ এক আনা হইতে ১০ চারি আনা ।

**হিষ্টিষ্ক চূর্ণ :** বিষমায়িরোগে যথানিয়মে তুচ্ছজ্বরের পরিপাক না হইলে এবং উদরে বায়ুরোধজন্য বিবিধ শব্দ অল্পমিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বিষ্টকাজীর্ণে পেট ফাঁপা, উদরে বেদনা ও কোষ্ঠকাটিন্ত প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও, এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যায় । অল্পপান—উষ্ণজল ।

হিষ্টিষ্কচূর্ণ । একতরবিধ ১০ পৃষ্ঠার ঔষধ ।

**অল্প অগ্নিানুৎ চূর্ণ :** বিষমায়িরোগে তুচ্ছজ্বরা যথাসময়ে পরিপাক না হওয়ায় শরীরে বিবিধ গ্রানি বা উদরে নানারূপ শব্দ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে । বিষ্টকাজীর্ণে কোষ্ঠবদ্ধ

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিন্দুচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৩৭৬

বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ কোষ্ঠওদ্বিকর, বাতাস্থলোমক এবং অগ্নিবর্ধক। অলসক ও বিলম্বিকারোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পর প্রযোজ্য। অহুপান—উষ্ণ জল।

কর অগ্নিসুখ হূর্ণ। প্রত্যবিধি ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ।

**হিক্কা দ্যালেপঃ।** বিষ্টকাজীর্ণ, আমাজীর্ণ ও বিদম্বাজীর্ণরোগে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীর উদরে সেপন করিয়া নিত্রা যাইতে উপদেশ দিবে। অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত হৃৎকর ঔষধ। ইহাতে অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়।

হিক্কা দ্যালেপ। হিং, তুঁঠ, পিপুল, সরিষ ও সৈন্ধব লবণ; এই সকল ত্রয় সমভায়ে লইয়া জলে বর্ধন করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

**ভাস্কর লবণঃ।** বিষমারিরোগে ভূতভ্রব্য বধাসময়ে পরিপাক না হইলে, ও তজ্জন্তু বিবিধ গ্রানি প্রকাশ পাইলে এবং বিষ্টকাজীর্ণ বা আমাজীর্ণ-রোগে ভূতভ্রব্যের পরিপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে শূল, মলের পিচ্ছিলতা ও অপক মল নির্গমন, কখনও পাতলা দাও বা আমরসের অপরিপাক বশতঃ বিবিধ বাতবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রত্যাহিক অজীর্ণদোষে ও রসশেযাজীর্ণ প্রভৃতি রোগেও ব্যবস্থা করা যায়।

ভাস্কর লবণ। প্রত্যবিধি ৩০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ।

**ব্রহ্ম অগ্নিসুখ হূর্ণঃ।** বিষমারিরোগে অবধাসময়ে ভূতভ্রব্যের পরিপাক ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব ও অগ্নিমান্দ্যরোগের পুরাতন অবস্থার রোগীর ভূতভ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাকহেতু বিবিধ গ্রানি উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বহুকালের আমাজীর্ণ ও বিষ্টকাজীর্ণরোগে এই ঔষধ সেবন দ্বারা উপকার দৃষ্ট হয়। শ্রীহা ও জন্মাদি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। মিনব্যাপী প্রাত্যহিক অজীর্ণরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধের আবিষ্কারকর্তা, এই ঔষধকে ব্রহ্ম



মিশ্রিত অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির সহিত মিলিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বৃহৎ অগ্নিসূত্র চূর্ণ। যবকার, সাতমাটি, রক্তচিহ্নমূল, আকনাগি, করঞ্জমূলের ছাল, বিটুলবর্ণ, সাতার লবণ, সৌবর্জল লবণ, করকট লবণ, ১ অঙ্গলবণ, ছোট এলাইচ, ভেজপত্র, বামনহাটীর ছাল, বিড়ল শাস, হিঃ কুড়, শটীর পালো, দারুকারিমা তেউরীমূল, মুখা, বচ, ইন্দ্রবব, আমলা, জীরা, মহাদা, পল্লিপিললী, কৃষ্ণজীরা, অন্নবেতস, তেঁতুলের খোসা ভস্ম, বমানী, বেবদার, হরীতকী, আতাইব, বিস্তারকবীজ, হবুখ, সৌদালকলের শাস, তিল-নালের ক্ষার, ঘটাপারুলের ক্ষার, শর্দিনামূলেরছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশের ক্ষার, অগ্নিতাপে উত্তীর্ণ ও গোমুত্রে নিমজ্জিত মধুরত্ন, এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া টাংগ লেবুর রসে ৫ দিন, কাঁজিতে ৩ দিন এবং আদার রস দ্বারা ৩ দিন বথাক্রমে ভাবনা দিবে; অনন্তর চূর্ণ করিয়া রাখিবে। নাত্রা। ১০ চারি আনা বা ১০ অর্দ্ধ তোলা।

**ছত্যাশন রসঃ** অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে ও তজ্জন্তু বিবিধ গ্ৰানি উপস্থিত হইলে এবং আমাশয়রোগে অগ্নিমান্দ্য বশতঃ বিবিধ উদগার ও অন্তান্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ আদার রস সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অজীর্ণ দোষে ও বিন্দুচিকারোগের প্রথমাবস্থায় ২।১ বার দান্ত হইলে, প্রয়োগ করা যায়। অল্পপান—মুখার রস ও মধু।

ছত্যাশন রস। গজক, পারদ ও সোহাগার খই; ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ এবং বিব ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্র করিয়া কাগজীলেবুর রসে ১ দিন মর্দন করিবে। বটী ১ রতি।

**বৃহৎ ছত্যাশন রসঃ** অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে এবং বিবিধ গ্ৰানি প্রকাশ পাইলে ও আমাশয়রোগে গেহের শুষ্কতা এবং মলের বিকৃত ভাব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা স্নেহাধিক্য রূপিত অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ দোষের উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু বাতাদিক্য শরীরে বিশেষতঃ তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য সেবন করিয়া বায়ুর প্রকোপবশতঃ বাতাদির অজীর্ণ দোষ প্রবল তাহাদের পক্ষে ভাঙ্গন উপকারী নহে। অল্পপান—জল।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিন্শ্চিকা, অলসতা ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩৭৫

বৃহৎ হস্তাশ্ব রস । বিব ১ ভাগ, সোহাগার ১৫-২ ভাগ ও মরিচ ১২ ভাগ ; এই সমস্ত ত্রব্য একত্র করিয়া জলে বর্জন করিলে । বটী ১ রতি ।

**অজীর্ণকটক রস :** অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তব্রব্যের দীর্ঘ-কালে পরিপাক, শরীর ভার ও বেদনা অল্পভূত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ উল্কার ও বমনেচ্ছা প্রকৃতিলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতাজীর্ণরোগেও অবতাল্লনারে ইহা সেবনে উপকার পাওয়া যায় । স্নিগ্ধদেহ ও পুষ্টধাতু সম্পন্ন ব্যক্তির অতিবিক্ত ভোজন দ্বারা বাতাজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত । বিন্শ্চিকারোগের প্রথমাবস্থায় ২১০ বার দান্ত হইলে এবং কোন উপদ্রব উপস্থিত না হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাউতে পারে । অল্পপান—অগ্নিমান্দ্যরোগে জল । বিন্শ্চিকার—মুখার রস ও মধু ।

**অজীর্ণকটক রস ।** পারদ, গন্ধক ও বিব প্রত্যেক ১ ভাগ এবং মরিচ চূর্ণ ৩ ভাগ ; এই সকল ত্রব্য একত্র বর্জন করিয়া কটককারী কলের রসে ২১ বার কাবনা দিবে । বটী তিন রতি ।

**অগ্নিকুমান্ন রস :** অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রবলাবস্থায় ভুক্তব্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক, উল্কার ও শরীরের অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত থাকিলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ রসসংযুক্ত উল্কার, বমনেচ্ছা ও অন্তান্ত বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাউক । বাতাজীর্ণ, বিন্শ্চিকা ও গ্রহণীরোগের প্রথম অবস্থায়ও, ইহা ব্যবহার করা যায় । এই ঔষধে অগ্নক দোষের পরিপাক হয় এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকে । অল্পপান—জল । বিন্শ্চীরোগে—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুখার রস ও মধু ।

অগ্নিকুমান্ন রস । প্রত্যবিধি ১১২ পুটার ত্রব্য ।

**অগ্নিকুমান্ন রস :** অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ, বাত-জীর্ণ, রসশৈথিল্য ও অন্তান্ত বৈকল্যে অজীর্ণ দোষবহিত অথচ সন্মতনিত্তে ভুক্ত-ব্রব্যের পরিপাক জিয়া সমাধা হয়, সেই সমস্ত রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । এই ঔষধ সাত, পিত্তাদি প্রকৃতিভেদে প্রায় সমস্ত রোগে কুলা

উপকারী । ইহা ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক অথচ বায়ুজনিত উদরাশ্বানাদি বিনাশক ।  
বিশ্চিকারোগের শেষ অবস্থায় উপজীবসমূহ দূরীভূত হইলে, মলের গাঢ়তা  
ও অগ্নির উদ্দীপনার্থ এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । অহুপান—জীরার্চণ  
এবং মধু ২।৩ কোঁটি ।

বৃহৎ অগ্নিকুশার রস । প্রস্তুতবিধি ৩১৩ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য ।

**লবঙ্গাধি বটী :** অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ এবং অজীর্ণদোষ-  
সমুৎপন্ন বিশ্চিকারোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে,  
পাচকাগ্নি বর্দ্ধিত এবং অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয় । অহুপান—জল ।

লবঙ্গাধি বটী । প্রস্তুতবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য ।

**বৃহৎ লবঙ্গাধি বটী :** অগ্নিমান্দ্য ও আমাজীর্ণরোগে  
ক্ষুধামান্দ্য, বমনবেগ ও বিবিধ রস সংযুক্ত উদগারের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে,  
এবং রোগীর অজীর্ণদোষে পাতলা জলের স্রাব বা আমসংযুক্ত দাঙ্গ হইলে, এই  
ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে পুরাতন অজীর্ণ  
ও অগ্নিমান্দ্যরোগ দূরীভূত হয় এবং বাতাজীর্ণ রোগেও, অবস্থা-বিশেষে  
ইহা প্রয়োগে উপকার লক্ষিত হইয়া থাকে । বিশ্চিকারোগের পুরাতন অব-  
স্থায় পাতলা বা আমসংযুক্ত দাঙ্গ হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে  
পারে । অহুপান—পানের রস ও মধু । বিশ্চিকা বা গ্রহণীরোগে জীর-  
ার্চণ ও মধু ।

বৃহৎ লবঙ্গাধি বটী । প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য ।

**অগ্নিকুশার রস :** অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে কৃতকৃত্যবোর  
দীর্ঘকালে পরিণাক ক্রিয়া নিষ্ফল হওয়ার পুনরায় ভোজনে অনিচ্ছা, শরীরে  
ভারবোধ ও আলস্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অজীর্ণরোগাক্রান্ত  
ব্যক্তির ক্রিমিজন্ত অর, গর্দি, মুখ হইতে থুথু উদগীরণ ও সময় সময় বমন প্রভৃতি  
উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অজীর্ণ-  
রোগে পাতলা দাঙ্গ হইলে, ইহা মুখার রস ও মধুসহ প্রয়োগে করিবে ।

অগ্নিকুশার রস । রস, গন্ধক, ধিৎ, বমানী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সাদিমাটি, ক-

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্ফটিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ২৭৭

কার, রক্তচিহ্না, সৈন্মবলবণ, জীরা, সচলবণ, বিড়ম্ব, করকচ্, লবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব সমান শোধিত কুচিলাচূর্ণ ; এই সমুদয় একত্র করতঃ গোড়ালেবু ( জাম্বীর ) রসে মর্দন করিবে । বটী ১ রতি ।

**ভাস্কর রস :** আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে পাতলা দান্ত, বন্ধ : জালা, উদরে ও নাভিমূলে শূল প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বিস্ফটিকারোগের প্রারম্ভে অথবা উপশ্রবাসি বিনষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে পানের সহিত বটী চর্ষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

ভাস্কর রস । বিব, পারদ, গন্ধক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ, অন্ন ও কড়িফল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, সমুদয়ের সমান লবনচূর্ণ, এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া জ্বীরের ( গোড়ালেবুর ) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে । বটী ২ রতি ।

**শাণ্ডিল্য রস :** অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিবমারিরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্নিবর্ধক, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অহুলোমক, উদরাগ্নান ও অজীর্ণদোষ নাশক । ভূক্তভব্যের অপরিপাক বশতঃ অন্নোদ্যায় এবং তজ্জনিত বন্ধঃস্থলে ও ক্ষুদ্রে জালা প্রভৃতি উপশ্রব, এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয় । অধোগত অন্নপিত্তরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে, তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হয় । অহুপান--ভুল । পাতলা দান্ত হইলে, মুখার রস বা তাজা জীরাচূর্ণ ও যম্বু ।

শাণ্ডিল্য রস । পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিব ৩ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, শঙ্খচূর্ণ ১২ তোলা এবং শুঠ, সাজিমারী, হিং, পিপুল, সৈন্মবলবণ, সৌবর্জ্য লবণ, মিষ্টলবণ, করকচ্চলবণ ও পাঙ্গালবণ, ইহাদের প্রত্যেক ১০ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করতঃ মর্দন করিয়া কাগজী লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে । বটী ২ রতি ।

**মহাশাণ্ডিল্য রস :** আমাজীর্ণ, বিটকাাজীর্ণ, রূপণেবাজীর্ণ, ও দোষ-রহিত দিনপাকী অজীর্ণরোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী । দীর্ঘকালের আমাজীর্ণ ও বিটকাাজীর্ণরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায় । এই ঔষধের

প্রভাবে তুচ্ছব্য শীত্ৰই জীর্ণ এবং ক্ষুধার উল্লেখ হয় ও দীর্ঘকালজাত প্রবল উদরাগ্নান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, অথচ আমদোষ বিনষ্ট ও মলের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে সেব্য। অহুপান—উষ্ণজল।

মহাশম্বটী। শম্বতন্ত্র, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, কুরকচ লবণ, সান্তার লবণ, সৌবর্জল-লবণ, তেঁতুলখোসার ক্ষার, শুঁঠ পিপ্প, মরিচ, হিং, বিব, পারদ, পদ্মক, লৌহ ও বঙ্গ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে; সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া আপঙুসে, রক্তচিটার-মূলের রস (অভাবে কাথ), জম্বীররস (গোড়ালেবুর রস) ছোলললেবুররস, টাবালেবুররস, অন্নবেতস, আমরুলশাক, তেঁতুল, কুশ ও করঞ্জ; এই সকল অন্ন দ্রব্যের কাথ দ্বারা বধাক্রমে সাত সাত বার ভাবনা দিবে এবং ঔষধ অন্নরস হইলে, ভাবনা শেষ হইয়াছে, বুঝিবে। বটী ২ রতি। এই ঔষধে লৌহ ও বঙ্গ প্রদান না করিলে, তাহাকে শম্বটী কহে, তাহা ও পূর্ববৎ উপশালী।

ত্রিফলালৌহঃ। তীক্ষ্ণায়িরোগে অগ্নির প্রবলতা বশতঃ তুচ্ছব্য অতি শীত্ৰ জীর্ণ হয় এবং ভোজনেচ্ছা অতীব বলবতী হয়, পিত্তের বিকৃতি বশতঃ এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ যোগীকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—দুগ্ধ বা জল।

ত্রিফলালৌহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, ইক্ষুচিনি, পিপ্পল, আপাঙ্গ-বীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব সর্ব লৌহ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সুকুমারমোদকঃ। বিষ্টকাজীর্ণে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাগ্নান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তির নিয়মিতরূপে কোষ্ঠবদ্ধ না থাকে, অর্থাৎ কোনও দিন কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং কোনও দিন পাতলা দান্ত হয়, তাহাদিগকে ইহা প্রদান করিবে না। এই ঔষধ উদাবর্ত ও আনাহরোগে অত্যন্ত উপকারী। স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা অমৃতের দ্বায় উপকারী। প্রাতঃকালে বা রাত্রে ভোজনান্তে সেব্য। অহুপান—জল।

হৃদযায় মোদক। পিপ্পল, পিপ্পলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, রক্তচিটা, অন্ন, কলকের পালো ও কটকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, দাড়ীমূল চূর্ণ ৬ তোলা,

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৩৭২

তেউড়ীমূল-চূর্ণ ১০ তোলা, ইকুটিবি ২০ তোলা। বখানিরমে চিনির পাক শেষ হইলে, পাণ্ড অবতরণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ প্রদান করতঃ আলোড়ন করিবে; অনন্তর উপযুক্ত মধুসহ বোরক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১০ চারি আনা হইতে ১ এক তোলা।

**ত্রিভুতাদিমোদক :** বিদগ্ধাজীর্ণে, আমাজীর্ণে, অগ্নি-  
মান্দ্যে ও বিবিধ কারণে অগ্নির বিকৃতি হইলে; এই ঔষধ রোগীকে সেবন  
করিতে দিবে। অন্নপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় বিশেষতঃ দান্ত বন্ধ, হাত,  
পা জালা ও অক্ষচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে সমধিক  
উপকার লক্ষিত হয়। অল্পপান—জল।

**ত্রিভুতাদিমোদক।** তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শিপুলমূল, শিপুল ও রক্তচিটা, ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, গুলকের পালো ৪০ তোলা, শুঠ-চূর্ণ ৪০ তোলা, ইকুটিবি  
২০ তোলা; এই সমস্ত দ্বারা বখানিরমে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১০ অর্ধ তোলা  
হইতে ১ এক তোলা।

**লবঙ্গশাঙ্গাদিমোদক :** বিদগ্ধাজীর্ণরোগে অন্নোদ্যার, পাতলা  
দান্ত, বর্ষ ও বন্ধস্থলে জালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে  
সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে দীর্ঘকালের অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়।  
পিত্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় এবং অধোগত অন্নপিত্তরোগে দান্ত ও  
বমন প্রভৃতি উপশ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অব্যুতের জ্ঞার উপকারী।  
অল্পপান—জল।

**লবঙ্গাভ্রমোদক।** লবঙ্গ, শিপুল, শুঠ মরিচ, জীরা, কুকারী, নাসেবর, ভগ্নপাণ্ডকা,  
এলাইচ, জাতিকল, বংশলোচন, কটকল, তেজপাতা, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাকোলা, অশ্বক,  
বেণারমূল, অন্ন, কপূর, জরিয়া, মৃধা, জটামাংস, ববতুল, ধনে ও তণ্ডুলা ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান লবঙ্গ-চূর্ণ; লবঙ্গচূর্ণসহ অভ্রাভ্র চূর্ণের সমস্ত  
বিভিন্ন ইকুটিবি; বখাবিধানে মোদক পাক করিবে। মাত্রা ১০ অর্ধ তোলা হইতে ১  
এক তোলা।

**মুস্তকাক্লিষ্ট :** অমাজীর্ণ অথবা অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রথম বা  
মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বিস্মৃচিকারোগের পুরাতন  
অবস্থায় পাতলা দান্ত ও অগ্নির দুর্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে,  
রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। আমগ্রহণীরোগে বা লগ্রহ

গ্রহণীরোগে আয়ুসংযুক্ত পাতলা দান্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা বাইতে পারে । ইহা সন্ধ্যাকালে বা প্রাতঃকালে একবার সেব্য ।

নৃত্তকারিট । মুখা ২৫ সের, পার্কার্ণ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬০ সের ; এই কাথ হাকিরা লইয়া ইহ'র সহিত ইক্ষুগুড় ৩৭৪০ সের, বাইপুল ২ সের এবং বমানী, শুঠ, বরিচ, লবঙ্গ, বেবী, রক্তচিটা ও ভীরা ; ইহাদের এত্ব্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া একটা বাটীর পায়ে ১ বাস কাল মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, যেন পাত্রেয় অভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট না হয়, অনন্তর ১ বাস পরে ঔষধ হাকিরা কাচপাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে । যাত্রা ১ এক তোলা হইতে ২ দুই তোলা ।

**তত্ত্বত-হরীতকী :** বিষ্টকাজীর্ণরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, উদর, কটদেশ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা, উদরে গুড়-গুড় শব্দ, উদরান্বান, উদরে বায়ুপূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ যোগীকে সেবন করিতে দিবে । আনান্দ, বাতজ্বর অর্শঃ এবং বাতাপ্রিত গ্রহণীরোগেও, ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায় । এই ঔষধ নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায় সমান ফলপ্রসূ । ইহা সেবনে কোষ্ঠবৃদ্ধি ও অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয় এবং পাচকারি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । অল্পপান—জল ।

অবৃত্ত-হরীতকী । উৎকৃষ্ট হৃৎক হরীতকী ১০০ টি লইয়া উপযুক্ত পরিমাণ তক্ষে সিদ্ধ করিবে ; অনন্তর সাবধানে ঐ হরীতকীর মধ্যস্থিত বীজ এরূপ ভাবে কেলিয়া দিবে, যেন হরীতকী ভগ্ন না হয়, পরে শুঠ, পিপুল, বরিচ, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিটা, বিটলবর্ণ, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্জললবণ, সাত্তার লবণ, করকচ লবণ, হিং, ববকাক, সাজিমাটা, কুক-জীরা ও বমানী এই সকল ত্রবেদে চূর্ণ সমভাগে লইয়া চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধ ভাগ তেউড়ীমূল-চূর্ণ পূর্বোক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে সমস্ত চূর্ণ চূকাপালদের রসে ৭ বার ভাকিয়া দিয়া আত্র অবস্থায় উহা ঐ নৃত্ত-গর্ত হরীতকীর মধ্যে পূর্ণ করিবে এবং রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া একটা পাত্রে রাখিবে । এতাহ উহার ১ টি হরীতকী বর্দন করিয়া জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে ।

**অগ্নিস্রবত :** অগ্নিমান্দ্যরোগ পুরাতন হইলে, আময়ল, বারী হৃদয়, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং পিত্তের বিপণ্য বশতঃ ক্ষুধামান্দ্য, সময় সময় দান্ত, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও দৃষ্টির হানি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, এই রূপ অবস্থায় বায়ু ও পিত্তের বৈষম্য বিবেচনা করিয়া

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৩৮১

রোগীকে এই দ্রুত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ বাহাদের কোঠকাঠির অথচ অগ্নিমান্দ্য বিস্তারিত, তাহাদিগকে ইহা ব্যবস্থা করা বিধেয়। কিন্তু, যে সকল ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্যবশতঃ প্রায়শঃ অলবৎ পাতলা অথবা আমসংযুক্ত মল নির্গত হয়, তাহাদিগকে ইহা ব্যবস্থা করিবে না; বিশেষতঃ বালক, নব-প্রসূতি এবং জ্বর, কাস, সর্দি প্রভৃতি রোগাভিভূত ব্যক্তির পক্ষে এই দ্রুত প্রযোজ্য নহে। অপরাহ্নে সেবা। অন্নপান—উষ্ণ ছাগী দুগ্ধ।

অগ্নিদ্রুত। পর্বাদ্রুত ১/৪ সের। বর্ষাবিধি দুগ্ধপাক করিবে। দধি ১/৪ সের, কাঁচি ১/৪ সের। শুক্ল ১/৪ সের। আদার রস ১/৪ সের। ককার্থ—পিপুল, গিগ্লমূল, চই, রক্তচিটা, গজপিপুল, হিং, সৈন্ধবলবণ, বিটুলবণ, সান্তারলবণ, করকচলবণ সৌবর্কলবণ, বদকায়া, সাজিবাটি ও হবু; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা। লইয়া বর্ষানিরসে দ্রুত পাক করিবে নাজা ১০ চারি আনা হইতে এক ১ তোলা।

## অজীর্ণরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

অগ্নিকুমান রসঃ অগ্নিমান্দ্য, বিষমারি, আমাজীর্ণ ও বিষ্টকাজীর্ণরোগে জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে লবঙ্গচূর্ণ সহ এই ঔষধের এক এক বটিকা সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণতাবশতঃ ২১ বার দান্ত এবং তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, অথবা অজীর্ণ দোষে অত্যধিক পাতলা দান্ত ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে, শুষ্কচূর্ণ কিম্বা ধনে ও শুঠের কাথ সহ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ উদরাময় অর্থাৎ অতিসারে মল পরিপক হইলে অথবা গ্রহণীস্থানে আমসংযুক্ত পাতলা দান্ত হইলে বা আমাতিসারের অল্প প্রকোপ অবস্থায় জ্বর প্রকাশ পাইলে, ধনে ও শুঠের কাথ বা মুখার রস ও মধু অথবা ভাজা জীরা চূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অগ্নিকুমান রস। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় উক্ত।

অত্যুষ্ণ রসঃ অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণরোগে পুরাতন জ্বর দ্রুতভাবে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ১০ অঙ্ক তোলা জ্বর (গোড়া-লেবুর) রস সহ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু অজীর্ণদোষ প্রবল হওয়ার জ্বরের বেগ অধিক হইলে, জ্বররোগের পরিবর্তে পানের রস সহ সেবন করিতে



দেওয়া উচিত ; যেহেতু জরের প্রবলাবস্থায় আমরসের বৃদ্ধিহেতু অম্লরসাত্মক জ্বীররস সহযোগে ঔষধ সেবনে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া থাকে ।

বৃত্তান্তর রস । প্রত্যতিবিধি ১ পৃষ্ঠায় জটয়া ।

### অজীর্ণ রোগে—শিলাপুষ্ণু ও

### গাজবেদনা-চিকিৎসা ।

**জ্বালাপুষ্ণু রস :** আমাজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও বিষ্টকাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ক্রমশঃ কটিদেশ, গ্রীবা, ও অন্তান্ত সন্ধিস্থান বা সর্কাকে বেদনা অল্পভূত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু । অজীর্ণতাবশতঃ দান্ত বা পাতলা মল নির্গত হইলে, জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা কেবলমাত্র জলসহ ঔষধ সেবন করিতে দিবে । জলবৎ পাতলা দান্ত হইলে, মুখার রস ও মধুসহ প্রযোজ্য ।

রাসবাণ রস । প্রত্যতিবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় জটয়া ।

**শ্লেষ্মাষ্টশলেন্দ্র রস :** আমাজীর্ণ, বিষ্টকাজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, তৎসঙ্গে শিরোবেদনা, চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও গাজবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এইরূপ অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে নিসিন্দাপাতার রস বা পানের রস ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিকে । জরাদি রোগেও, শিরোবেদনা এবং গাজবেদনা থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয় ।

শ্লেষ্মাষ্টশলেন্দ্র রস । প্রত্যতিবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় জটয়া ।

**বাতগজেন্দ্রসিংহ রস :** অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টকাজীর্ণ রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় কটিদেশ, হস্ত, পদ ও অন্যান্য স্থানে বেদনা বিস্তারিত থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতাজীর্ণরোগে সর্কাক কোষ্ঠকাঠিন্যবস্থায় ইহা প্রয়োগে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় না । অল্পপান—হরীতকী চূর্ণ বা হরীতকী বাটা ও সৈন্ধবলবণ ।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসৃচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩৮৩

## অজীর্ণরোগে—শূল-চিকিৎসা ।

**শূলহরণযোগ্য :** অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টকাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুক্ত অব্যয় পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ রোগীর আমাশয়, পকাশয় বা বস্তুস্থানে (নাভির নিম্নভাগে) কাহারও বা সমস্ত উদরে বেদনা প্রকাশ পায় ; অজীর্ণদোষ হইতে এইরূপ বেদনা উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । উদরের স্থান-বিশেষে নিয়মিত কালে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায় । অজীর্ণ-জনিত সাধারণ বেদনায় ইহা প্রযোজ্য নহে ।

শূলহরণযোগ্য । প্রস্ততবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**শাণ্ডাঙ্গাদিচূর্ণ :** অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টকাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে উদরের স্থান বিশেষে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণ অলসহ সেবন করিতে দিবে । অজীর্ণদোষে সাধারণ বেদনায়, এই ঔষধ প্রযোজ্য নহে ।

শাণ্ডাঙ্গাদিচূর্ণ । প্রস্ততবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## বিসৃচিকারোগে—হিক্কা ও বমন চিকিৎসা ।

**চক্ষুকাতি ক্লম :** বিসৃচিকারোগে বমন উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরায়ান এবং মলমূত্ররোধ অথবা তল্লনিত কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা সেবন নিষিদ্ধ । অহুপান—শশারবীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ ।

চক্ষুকাতিরস । প্রস্ততবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**পিপ্পল্যাঙ্গাদিকৌহল :** বিসৃচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন প্রকাশ পাইলে এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বমনে তিক্তরসবিশিষ্ট নীল অথবা হরি-ব্রাজ অলীর পদার্থ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাহারের বমনে পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়, তাহারের পক্ষে এই ঔষধ

অত্যন্ত উপকারী। বমনের সহিত হিকা প্রকাশ পাইলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অল্পপান—শশারবীজ বাটা ও স্তনচুষ্য।

পিলগাছ সৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ব্রহ্মকলস :** বিসৃচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন লক্ষিত হইলে এবং বায়ু-জনিত উপদ্রব অর্থাৎ উদরাগ্নান ও মলমূত্ররোধ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসৃচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মাপ্রধান রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ বমননিবৃত্তিকর এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। অল্পপান—শালপাণীর রস।

বৃষকলস। প্রস্তুতবিধি ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## বিসৃচিকারোগে-উদরাগ্নান, মল ও মূত্ররোগ-চিকিৎসা।

**দারুশত্ক প্রলেপ :** বিসৃচিকারোগে অজ্ঞাত উপদ্রবের সহিত অথবা কেবলমাত্র উদরাগ্নান লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ প্রদান করিবে। যাবৎ উদরাগ্নানের নিবৃত্তি না হয় অথবা পুনরায় আগ্নানের আশঙ্কা থাকে, তাবৎ এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

দারুশত্ক প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**যবপ্রলেপ :** বিসৃচিকারোগের প্রবলাবস্থায় অজ্ঞাত উপদ্রবের সহিত অথবা কেবলমাত্র উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, উদরে এই ঔষধ প্রলেপ দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চতুর্মুখ কলস :** বিসৃচিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ, হাতে, পায়ে খাইল ধরা ও অজ্ঞাত উপদ্রবের সহিত উদরাগ্নান লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—চাউল খোদা জল।

চতুর্মুখ কলস। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ক্ষান্ধাশোণা :** বিসৃচিকারোগের প্রবলাবস্থায় উদরাগ্নান এবং ভৎসনে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই ঔষধ এক বটী অন্তর্য্যোগীকে সেবন

অগ্নিমান্য, অজ্ঞোর্ণ, বিন্শুচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ২৮৫

করিতে দিবে। অহুপান—সোয়া ভিজ্ঞান জল অথবা পাথরকুটির পাতার রস। প্রস্রাব হইলে, ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে।

কারবোণ। পলিন্দ্র ও প্রবালভঙ্গ ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ এবং বরফের উত্তরের সমষ্টির তুল্য লইয়া পাথরকুটির রসে মর্দন করিবে। বটা ৫ রতি।

**বটপত্রী প্রলেপ :** বিন্শুচিকারোগের প্রবল অবস্থায় রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাগ্নান প্রভৃতি অন্ত্র উপজ্ব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ দ্বারা বস্তিহানে প্রলেপ দিবে। প্রস্রাব যথারীতি পরিষ্কার হইলে, প্রলেপ বন্ধ করিবে।

বটপত্রীপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**বিষিকাদ্য প্রলেপ :** বিন্শুচিকারোগের প্রবল অবস্থায় রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ও তৎসঙ্গে উদরাগ্নানাদি উপজ্ব প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ বস্তি-স্থানে প্রয়োগ করিবে। যাবৎ প্রস্রাব না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

বিষিকাদ্য প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**হিঙ্গুদ্যাবর্জি :** বিন্শুচিকারোগে দান্ত বন্ধ হওয়ায় উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এই বর্জি যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহারে দান্ত হয় এবং উদরাগ্নানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গুদ্যাবর্জি। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**ত্রিকটুকাদ্যাবর্জি :** বিন্শুচিকারোগে অধোগত বায়ু বন্ধ হওয়ায় দান্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই বর্জিতে কিকিৎ স্তুত মাখাইয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহারে দান্ত পরিষ্কার ও প্রস্রাব হয় এবং উদরাগ্নান হ্রাস পায়।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্জি। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**বিন্শুচিকারোগে—পিপাসা-চিকিৎসা।**

**ভূকান্তক স্নান :** বিন্শুচিকারোগে রোগী পিপাসার অতিক্রম হইলে, এই ঔষধ দুইদুই মধুসহ লেহন করিতে দিবে; রোগী লেহন করিতে (চাটিয়া থাকিতে) অসমর্থ হইলে, তাহার জিহ্বার উপর লাগাইয়া দিবে।

তৃণাস্তক রস। কাবাবচিনি ১ তোলা, বটুমধু ১০ তোলা, কজলী ১০ আনা; এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১/০ এক আনা বা ১/২ হই আনা।

**কপূর পানীক** : বিশ্বচিকারোগে রোগী পিপাসায় অভিভূত হইলে, এই জল তাহাকে পিপাসা কালে, পুনঃপুনঃ পান করিতে দিবে।  
 [৩০০] কপূরপানীক। শীতল জল ১ তোলা ও কপূর ৩ রতি একত্র ভিজাইয়া রাখিবে।

**জম্বুকাণ্ড** : বিশ্বচিকারোগের প্রবলাবস্থায় নিরন্তর পিপাসা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমন বিদ্যমান থাকিলে, এই কাণ্ড শীতল করিয়া অল্প অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে।

অনুকাণ্ড। জাম্বের কচিপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা এক্ষেপ যথু ১০ অর্দ্ধ তোলা।

## বিশ্বচিকারোগে—হিমাজ, জ্ঞানলোপ

৩

### নাড়ীর গতিরবিপর্যায়-চিকিৎসা।

**হৃৎসঙ্গীবনীশূন্য** : বিশ্বচিকারোগে নাড়ীর গতির শিথিলতা এবং স্লেষ্মার অধিক্য বশতঃ রোগীর শরীর শীতল বোধ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে ১ ঘণ্টা বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্নিপাত করে হিমাজ অবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই ঔষধ সেবনে স্নিগ্ধা হইলে, বিশ্বচিকারোগের শান্তি হয়।

হৃৎসঙ্গীবনীশূন্য। প্রস্তুতবিধি ৩২ঃ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**হৃৎসঙ্গীবনীশূন্য** : বিশ্বচিকারোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্ঞান-লোপ, শরীরের শীতলতা, নাড়ীর গতির বিপর্যায় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। যাবৎ নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ না করে এবং শরীর ঠাণ্ডাবোধ না হয়, তাবৎ এই ঔষধ পুনঃপুনঃ সেবন করাইবে। সন্নিপাত করে হিমাজ ও নাড়ীর গতির শিথিলতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকার ভাব লক্ষিত হইলে, ইহা সত্যতঃ উপকারী।

হৃৎসঙ্গীবনীশূন্য। প্রস্তুতবিধি ৩২ঃ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিন্ধুচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা। ৩৭

**দ্ব্যপন্যভিযোগ :** বিন্ধুচিকারোগের প্রবলাবস্থার নাড়ীর শিথিলতা, শরীরের শীতলতা ও জ্ঞানলোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। সমধিক বর্ষ বা বমন দ্বারা নাড়ী শিথিল এবং হিমাক হইলে, ইহা প্রয়োগে তাদৃশ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

দ্ব্যপন্যভিযোগ। প্রত্যতিবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) :** বিন্ধু-চিকারোগে স্নেহের প্রকোপ বশতঃ শরীরের শীতলতা, জ্ঞানলোপ, ও নাড়ীর গতির বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রক্তাক্ষ-ঘসা ও স্তনহৃৎ অথবা তালের বাগুড়ার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তের আধিক্য বশতঃ বমন প্রবল থাকিলে, ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; কিন্তু বমন নিবৃত্তি-হইলে, অথবা অল্প বমন থাকিলে, শশার বীজের শাস ও স্তনহৃৎ সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব [মতান্তরে]। প্রত্যতিবিধি ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ সূতিকাতরুণ রস :** বিন্ধুচিকারোগে স্নেহের সমধিক প্রকোপবশতঃ নাড়ীর গতিলোপ, শরীর একেবারে শীতল, জ্ঞানলোপ ও অস্ত্রান্ত উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এবং অস্ত্র কোনও ঔষধে কোন উপকার না হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনান্তে নাড়ী কথঞ্চিৎ উত্তবোধ হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই রোগীর মস্তক ও গাত্রে তিল তৈল মাখাইয়া জলধারা দিবে এবং বিবিধ শীতল দ্রব্য অর্থাৎ দধি, নারিকেলজল প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ রোগীকে পান করিতে দিবে। একটী বটী সেবন করাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পর্যন্ত তাহার শুণ পরীক্ষা করিবে। এক বটীতে উপকার না হইলে, পুনরায় আর এক বটী সেবন করিতে দিবে এবং তাহাতেও উপকার না হইলে, অর্দ্ধঘণ্টা পরে আর এক বটী সেবন করাইবে। এইরূপ ৪।৫টী বা অবস্থা-বিশেষে ও বয়ঃক্রম অনুসারে ৭।৮টী বটীও প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ বা গড়িষ্টদিগকে কদাপি সেবন করাইবে না। অল্পপান—তাবের জল।

বৃহৎ সূতিকাতরুণ রস। প্রত্যতিবিধি ৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরকল্পবটিকা :** বিসৃচিকারোগে অত্যধিক দাস্ত ও বমন এবং অজ্ঞাত উপদ্রব সমূহ দ্বারা রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল, নাড়ীর শিথিলতা এবং যাবতীয় শারীরিক শক্তির হীনতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রাত, বমন ও উদরাগ্নান প্রভৃতি উপদ্রব সমূহ বিদ্যমান, এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। উপদ্রব সমূহ দূরীভূত হইলে, নাড়ীর স্পন্দিতা ও শরীরের যথোচিত তাপ সংরক্ষণার্থ, এই ঔষধ পানের রস সহ প্রয়োগ করা আবশ্যিক। বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে। অল্পপান—পানের রস ৬ মধু।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরকল্প। বর্ণিসিন্দূর ৮ তোলা, কপূর ৮ তোলা, এবং জাতীকল মরিচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক ৩২ তোলা, মৃগনাডি ১০ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া ভলে মর্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি।

**মকরকল্পবটিকা :** বিসৃচিকারোগে বমন, দাস্ত, হিকা, ও অজ্ঞাত উপদ্রব দ্বারা শরীরের সমধিক দুর্বলতা, নাড়ীর শিথিলতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান শরীর সমধিক দুর্বল বা কুশ হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ কোনও উপকার হয় না; ইহা সেবনে শরীরের দুর্বলতা ও তজ্জনিত নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা বিনষ্ট হয়। রোগী সমধিক দুর্বল হইলে, মাংসের যুষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও বলকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

মকরকল্পবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## বিসৃচিকারোগে—খল্লী-চিকিৎসা।

**কুষ্ঠাদ্যামর্দন ও কুষ্ঠাদ্যটৈল :** বিসৃচিকারোগে হাতে ও পায়ে খাইল ধরিলে ও রোগী উদরের বেদনাদ অভিকূত হইলে, এই ঔষধ তাহার তৎতৎ স্থানে মর্দন করিতে দিবে। যাবৎ খাইল ধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এই ঔষধ রোগীর হাতে ও পায়ে মালিশ করিবে। খল্লীনামক বাতব্যাধিরোগে এই মর্দন এবং এই তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

অগ্নিসান্দ্য, অজীর্ণ, বিস্মৃতিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩৯

চুটান্নবর্জন ও চুটান্নতৈল । চুড় ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ২ তোলা লইয়া তিলতৈল  
 ৮০ অর্ধ পোয়া এবং কাঁচি অর্ধ পোয়া সহ মিশ্রিত করতঃ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইবে । ইহা  
 দ্বারা তৈল পাক করিতে হইলে, তিলতৈল ১ সের, চুড় (অভাবে কাঁচি) ৪ সের । ককার্ধ—  
 সৈন্ধব লবণ ৮ তোলা ও চুড় ৮ তোলা লইয়া বখাবিধি পাক করিবে ।

**দার্দ্র্যাদি মর্দন ও দার্দ্র্যাদি তৈল :** বিস্মৃতিকা-  
 রোগে হাতে পারে বাইল ধরিলে, এই ঔষধ রোগীর তৎতৎ স্থানে মাণিব  
 করিতে দিবে । যে পর্যন্ত বাইল ধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ মাণিব করা  
 উচিত । এই ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলেও, বাইল ধরা নিবৃত্তি  
 হয় । শলী নামক বাতব্যাদিরোগে এই তৈল প্রয়োগ করা যায় ।

দার্দ্র্যাদি মর্দন ও দার্দ্র্যাদি তৈল । দারুচিনি, ভেলপাতা, রাসা, অণুর, শমিনাছাল,  
 চুড়, বচ, ও তুলকা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁচিবার উত্তমরূপে পেষণ করিবে ।  
 এই ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিতে হইলে, তিল তৈল ১ সের ও কাঁচি ৮ সের এবং  
 ককার্ধ—দারুচিনি, ভেলপাতা, রাসা, অণুর, শমিনাছাল, চুড়, বচ ও তুলকা ; ইহাদের  
 প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া বখাবিধি তৈল পাক করিবে ।

## অলসক ও বিলম্বিকারোগে— উদরাধান-চিকিৎসা

**অন্ন-প্রলেপ :** অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধান প্রবল  
 হইলে এবং তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদগার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,  
 এই ঔষধ বখান্নিষয়ে প্রস্তুত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ দিবে । ২১৩ বটী  
 অন্তর পুনরায় প্রলেপ পরিবর্তন করা কর্তব্য ।

বক-প্রলেপ । অন্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**দারুশত্ৰু প্রলেপ :** অলসক ও বিলম্বিকারোগে  
 উদরাধান প্রবল এবং তন্মুক্ত হাত ও প্রস্তাব একেবারে বন্ধ হইলে ও সময় সময়  
 উদগার প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে । অন্তর  
 ও বিলম্বিকারোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ২১৩ বটী অন্তর প্রলেপ পরি-  
 বর্তন করিয়া পুনরায় নূতন প্রলেপ দিলে, সমধিক উপকার হয় ।

দারুশত্ৰু প্রলেপ । অন্ততবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।



**কাত্তিকক্ষেপ** : অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, উদরে পুনঃ পুনঃ শ্বেদ প্রদান করা কর্তব্য ; বাবৎ আত্মানের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এইরূপ শ্বেদ প্রদান আবশ্যক।

কাত্তিক শ্বেদ। প্রস্ততবিধি ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কলপবত্তি** : অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাগ্নান প্রবল এবং তজ্জন্ম দান্ত ও প্রস্রাব বদ্ধ হইলে, এই বত্তি গুহ্মদেশে প্রবেশ করাইয়া কিছু সময় রাখিয়া দিবে। এইরূপ ভাবে বত্তি কিছুক্ষণ থাকিলে, বায়ু নির্গত এবং কোষ্ঠওদ্ধি হইয়া থাকে। এই বত্তি বিন্দুচিকা ও অন্তান্ত বায়ুপ্রধান রোগে আগ্নান-নিবর্তক।

কলবত্তি। বরনাকল, পিপুল, কুড়, বচ ও বেত সর্বপ ; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ ; শুভ-সর্বসন্ধান এবং দুই উপরুক্ত পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করতঃ বত্তি প্রস্তুত করিবে।

**হিন্দু ষ্টক চূর্ণ** : অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ দুই ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অজীর্ণজন্ম অলসকরোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার হয়। রোগের প্রবলাবস্থায় ও অন্তান্ত বাহ্য প্রলেপাদি ব্যবহার কালেও, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অমুপান—উষ্ণজল।

হিন্দু ষ্টক চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**অল্প অগ্নিমুখচূর্ণ** : অলসক ও বিলম্বিকারোগে রোগীর উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণদোষ বিদ্যমান থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। রোগ প্রবল হইলে, বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগকালেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উদরাগ্নান হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে কোষ্ঠ ওদ্ধি হয় এবং রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। অলসক ও বিলম্বিকারোগপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। অমুপান—উষ্ণজল।

অল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**হস্তীতক্যাদি চূর্ণ** : অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। রোগের

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিন্শটিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩৯১

প্রবল অবস্থার অন্ত্যস্ত বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ-কালে, ইহা আয়ুর্জিক প্রয়োগ করিবে । অহুপান—উষ্ণ জল ।

হরীতক্যাণি চূর্ণ । হরীতকী, পিপ্পল, সৌবর্জলবণ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । দ্বাত্রা ১০ ছই আনা ।

**চতুর্ভুজ রস :** অলসক ও বিন্শটিকারোগে উদরান্নান এবং তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদগার প্রকাশ পাইলে, রোগীকে ২৩ ঘণ্টা অন্তর ইহার ১ বটী সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে কোষ্ঠাজিত বায়ুর অহুনোম হয় ; অলসক ও বিলম্বিকারোগে বায়ুর সমধিক প্রবলাবস্থার এবং বাতপিণ্ডাধিক শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । অহুপান—ত্রিফলাভিজান জল ।

চতুর্ভুজ রস । প্রত্যতিবিধি ১২ পুটার ঔষ্য ।

**চিষ্টামণি রস :** অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরান্নান এবং তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদগারাদিকা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—ত্রিফলাভিজান জল ।

চিষ্টামণি রস । প্রত্যতিবিধি ৩০ পুটার ঔষ্য ।

**ত্রিফলাভিজান রস :** অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরান্নান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে দাঁত ও প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে, এই রসি রোগীর গুহ্মদেশে কিছুকাল অর্থাৎ যে পর্যন্ত উদরান্নানের নিবৃত্তি বা মলত্যাগ না হয়, তাবৎ প্রবেশ করাইয়া রাখিবে ; এইরূপ ক্রিয়াধারা উদরান্নানের নিবৃত্তি ও কোষ্ঠভঙ্গি হইয়া থাকে ।

ত্রিফলাভিজান রস । প্রত্যতিবিধি ৩০ পুটার ঔষ্য ।

**ত্রিফলাভিজান রস :** অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরান্নান প্রবল এবং তৎসঙ্গে দাঁত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে, এই রসিতে কিছুকাল ইহা রোগীর গুহ্মদেশে প্রবেশ করাইবে । ইহা দ্বারা বায়ু অহুনোম এবং কোষ্ঠ ভঙ্গি হইয়া থাকে ।

ত্রিফলাভিজান রস । প্রত্যতিবিধি ৩০ পুটার ঔষ্য ।

## অলসক ও বিলম্বিকারোগে—

### মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা।

**বটপত্রী প্রলেপ :** অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ এবং রোগীর বস্তি-স্থান ফীত হইলে, এই প্রলেপ বস্তিস্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা বস্তিগত বায়ু অস্থলোম হয় এবং প্রস্রাব হইতে থাকে।

বটপত্রী প্রলেপ। প্রত্যবিধি ৩০ পুটার ঔষ্য।

**আমলকী-প্রলেপ :** অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে, বস্তি স্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

আমলকী প্রলেপ। শুষ্ক আমলকীর বীজ পরিভ্যাগ করিয়া উহাকে মলে মর্দন করিয়া বস্তি স্থানে প্রলেপ দিবে।

**সুকুমার মোদক :** অলসক ও বিলম্বিকারোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বাহ ও আময়িক অন্তান্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, এই ঔষধ উক্ত অলসক প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

সুকুমার মোদক। প্রত্যবিধি ৩৭৮ পুটার ঔষ্য।

## অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, নিস্পুভিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে—পথ্য :

অগ্নিমান্দ্য ও বিকম্পারোগের প্রথমাবস্থায় মধ্যাহ্নে অতি পুরাতন রক্ত-শালী তরুলের অন্ন, কই, বলিসা, শিদি ও মোরলা প্রভৃতি কুহ টাটকা মৎস্তের বোল, বেতের ডগা, বেতোশাক, কচি মুলা, কাঁচাকলা, পটোল, শজিনার ডাটা, কচিবেগুন, গন্ধতালুলেশাখ ও করোলা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন ও অন্তান্ত লঘুপাক দ্রব্য এবং রাজিতে ধৈর্যমণ্ড, ববমণ্ড, বালি, সাজ বা কাঁচামুগের কুহ পথ্য দিবে। ঐ রোগে সর্বদা উষ্ণজলপান এবং উষ্ণ জল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা রোগীকে স্নান করান বিধেয়, এবং সাহায্যে রাজিতে স্থিত হইয়া, একপাত্রে শরনেরব্যবস্থা করা উচিত। রোগ পুরাতন হইলে, অথবা রোগ অনেকাংশে নিবৃতি হইলে, মধ্যাহ্নে ঐ সমস্ত দ্রব্য এবং রাজিতেও অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত পথ্য দেওয়া বাইতে পারে, কিন্তু তীক্ষ্ণ-

অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ, বিলুচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩৯৬

রোগে পুনঃ পুনঃ আহার এবং গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্জক দ্রব্য অর্থাৎ দধি প্রভৃতি ও অস্ত্রান্ত দ্রব্য রোগের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া পথ্য দেওয়া বাইতে পারে । এইরোগে আহারান্তে দিবানিত্রা প্রশস্ত ।

আমাজীর্ণ রোগের প্রারম্ভে বা প্রকোপাবস্থায় অতি লঘুপথ্য, সাণ্ড, যবমণ্ড অর্থাৎ বালি, অন্নমণ্ড বা খৈরমণ্ড রোগীকে প্রদান করিবে এবং অগ্নি সল ও উপদ্রব সমূহ হ্রাস হইলে, অগ্নিমান্দ্য রোগের পথ্যাবৎ প্রাতে অতি পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাস্তিতে যবমণ্ড বা সাণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং উষ্ণজল পান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া রোগীকে পান করাইবে । রোগ নিবৃত্ত হইলে মধ্যাহ্নে ও রাস্তিতে অতি পুরাতন বক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের ঝোল ও অস্ত্রান্ত ব্যঞ্জনাদি প্রদান করিবে । বেশ কাল ও রোগীর প্রকৃতিভেদে রাস্তিতে হজির রুটী ও ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের ঝোল পথ্য দেওয়া বাইতে পারে; কিন্তু গুরুপাক দ্রব্য, অধিক পরিমানে আহার, শীতল বা বালি দ্রব্য পথ্য দেওয়া কদাপি কর্তব্য নহে ।

বিষ্টকাজীর্ণরোগেও, আমাজীর্ণের স্থায় রোগারম্ভে অতি লঘুপাক দ্রব্য পথ্য, উষ্ণজল পান এবং উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে এবং রোগের বিবিধ উপদ্রব নিবৃত্তি হইলে; আমাজীর্ণরোগের স্থায় মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যাহ্বারী বিবিধ দ্রব্যের ব্যঞ্জন, রাস্তিতে সাণ্ড, যবমণ্ড, মূগেরমূষ বা মসুরমূষ প্রভৃতি এবং রোগী আরোগ্যলাভ করিলে, মধ্যাহ্নে ও রাস্তিতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের ঝোল ও অস্ত্রান্ত পূর্বোক্ত ব্যঞ্জনাদি পথ্য দিবে ।

বিদহাজীর্ণেও, পূর্ববৎ লঘু অথচ পিত্তনাশক অন্ন-পানীয় এবং অন্নপিত্ত-রোগের পথ্যাহ্বারী তিক্ত, মধুরাদি দ্রব্য অবস্থাবিশেষে পথ্য দেওয়া যায় । তক্ষ ( ঝোল ), কাঁচি প্রভৃতি অজীর্ণরোগীর পক্ষে সমধিক উপকারী ।

বিলুচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগের প্রবল অবস্থায়, রোগীকে প্রথমে লজ্জন প্রদান কর্তব্য, অনন্তর অতি লঘুপথ্য, যথা—সাণ্ড যবমণ্ড, শরীরপোলো, এরাকট, বা চিকার মণ্ড প্রভৃতি সাংস্ফ্রকমত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ রোগের প্রকোপাবস্থায় উপবাস ও উষ্ণ প্ররোগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নিবৃত্ত হইলে অগ্নি বল অল্পসময়ে সাণ্ড বা বালি প্রভৃতি পথ্য দেওয়া বাইতে পারে,

তদনন্তর মলের পরিপকতা, প্রস্রাব পূর্ববৎ নির্গমন, উদরাগ্নান, বমন ও উদরের বেদনা প্রভৃতি নিবৃত্ত হইয়া, অগ্নি স বল হইলে ও ক্ষুধা বোধোচিত প্রকাশ পাইলে রোগীকে মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্তের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যাত্ম্যায়ী পথ্য প্রদান করা কর্তব্য । রাজিতে সাঙ, স্বমণ্ড প্রভৃতি পথ্য এবং উষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যিক । এইরূপ ভাবে কিছুদিন অতীত হইলে এবং শরীর স বল ও ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে, মধ্যাহ্নে ও রাজিতে দুই বেলা অন্ন পথ্য দেওয়া বাইতে পারে । যে পর্যন্ত রোগীর শারীরিক বল ও অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ না পায়, তাবৎ গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রদান করা উচিত নহে । শরীরের বল রক্ষার্থ পায়রা, কুকুট, হরিণ, ধরগোশ ও লাবণকী প্রভৃতির মাংসের অতি পাতলা বৃষ রোগীকে প্রদান করা বাইতে পারে । বিম্বটী, অলসক ও বিলম্বিকারোগে অতি সাবধানে রোগীকে পথ্য প্রদান করা কর্তব্য, যেহেতু পথ্যের অনিয়ম হইলে, পুনর্বার রোগ প্রবল হইয়া রোগীর প্রাণ বিনাশ করিতে পারে । অনিচ্ছাক্রমে বা অজীর্ণে পুনরায় ভোজন, রাজিভাগরণ, অধিক জলপান, পীঠক আলু, ছানা, কীর, দধি, সরবৎ, মিঠাই, দ্রুত ও তৈলবহুল দ্রব্য, মাংস, কীর ও মৎস্তাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন; সর্ষপ্রকার ডাইল, বাসি বা পচা মৎস্তের ব্যঞ্জনাদি ও অধিক মিষ্ট-দ্রব্য সেবন, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিম্বটিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে সর্ষদা পরিত্যজ্য । যে পর্যন্ত রোগী স বল না হয়, ততদিন উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান করান আবশ্যিক ।

## অন্ন-চিকিৎসা ।

অগ্নিপিষ্টরোগের লক্ষণ ।

অগ্নিপিষ্টের সাধারণ লক্ষণ : তৃকদ্রব্যের অপরিপাক, ক্লাস্তিবোধ, বমন, তিক্ত অথবা অন্ন উল্কার, শরীর ভারবোধ, বক্ষঃস্থল ও গলা জ্বালা এবং অরুচি এই সমস্ত অগ্নিপিষ্টরোগের সাধারণ লক্ষণ ।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিন্শ্চিকা, অলসক ও রিলম্বিকা-চিকিৎসা । ৩২৫

**অধোগত অগ্নপিণ্ডের লক্ষণ :** হরিৎ, পীত অথবা অস্তান্ত বর্ণবিশিষ্ট দুৰ্গন্ধ, পাতলা মলভেদন এবং গিপাসা, দাহ, মূৰ্ছা, জ্বর, জ্ঞানের বিপথ্য, বমনবেগ, শরীরের স্থানে স্থানে কোঠি (ছত্রাকার) উৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, বর্ষ ও শরীরের পীতাত, এই সমস্ত উপদ্রব অধোগত অগ্নপিণ্ডরোগের লক্ষণ ।

**উর্দ্ধগত অগ্নপিণ্ডের লক্ষণ :** উর্দ্ধগত অগ্নপিণ্ড-রোগে হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ, দীর্ঘ রক্তাভ, বা রক্তাভ, মাংস প্রকালিত জ্বলের দ্বায় পিচ্ছিল, কক সংস্ফট এবং বিবিধ বর্ণযুক্ত, তিক্ত, অন্ন বা লবণ রসাস্বক বমন, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণ অবস্থায় অথবা অতুজাবস্থায় বমন করিলে, তিক্ত বা অন্নরসাস্বক বমন এবং উদগারেও ঐরূপ তিক্ত বা অন্নরস প্রতীক্ষমান হইয়া থাকে । এই রোগে হৃদয়, কণ্ঠ ও কৃকিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত, পা জালা, শরীর সর্বদা উষ্ণবোধ, অত্যন্ত অক্লি, চুলকণা, মণ্ডলাকৃতি বহুসংখ্যক পীড়কায় উৎপত্তি, অবিপাক ও বমন-বেগ ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী ককপিণ্ডলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে ।

**বাতিক অগ্নপিণ্ডের লক্ষণ :** কন্দ, প্রলাপ, মূৰ্ছা, শরীর বিন্ধিবিন্ধবোধ, অবসাদ, গাজ-বেদনা, অন্ধকারবৎ দর্শন, বিভ্রম, ঘোহ ও শরীর-রোমাঞ্চ ; এই সমস্ত লক্ষণ বাতিক অগ্নপিণ্ডরোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

**শ্লেষ্মিক অগ্নপিণ্ডের লক্ষণ :** মুখ হইতে শ্লেষ্মাকরণ, শরীরের গুরুতা, জড়তা ও অবসাদ, অক্লি, শীতবোধ, বমি, কক-বিশৃঙ্খল বোধ, অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, কণ্ঠ ও অতিশয় নিদ্রা ; এই সমস্ত লক্ষণ অগ্নপিণ্ডরোগে কফের আধিক্য থাকিলে প্রকাশ পায় ।

**বাতশ্লেষ্মিক অগ্নপিণ্ডের লক্ষণ :** কন্দ, প্রলাপ ও মূৰ্ছা প্রভৃতি বাতিক অগ্নপিণ্ডের লক্ষণ এবং মুখ হইতে শ্লেষ্মাকরণ, শরীর ভারবোধ ও জড়তা প্রভৃতি শ্লেষ্মিক অগ্নপিণ্ডের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে বাতশ্লেষ্মিক অগ্নপিণ্ড কহে ।

**শ্লেষ্মপিণ্ডরোগের লক্ষণ :** অন্ধকারবৎ দর্শন, আলস্ত, শিরোবেদনা, প্রসেক (সাদাআব), মুখের মধুর আকার, এই সমস্ত শ্লেষ্মপিণ্ডের লক্ষণ ।

**অগ্নিপিত্তরোগের সাধা সাধা লক্ষণঃ ?** অগ্নিপিত্তরোগ অগ্নিনি হইতে প্রকাশ পাইলে এবং যতপূর্বক চিকিৎসা করিলে উহা সাধ্য। বহুদিনোৎপন্ন এবং কুপথ্যাসেবী ব্যক্তির অগ্নিপিত্ত অসাধ্য।

## অগ্নিপিত্তরোগের চিকিৎসা-বিধি।

বিকৃত দ্রব্য, দূষিত অন্ন, বিদাহি দ্রব্য ও অজ্ঞাত পিত্তপ্রকোপকারী দ্রব্য ভোজনে পাচকারি বিকৃত হয়, তাহা চইতে উর্দ্ধগত ও অধোগত উভয়বিধ অগ্নিপিত্তরোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু বিদহাজীর্ণ অগ্নিপিত্তের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না, অথচ বিদহাজীর্ণ হইতে অনেক স্থলে, অগ্নিপিত্তরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধোগত অগ্নিপিত্তরোগের চিকিৎসার সহিত পৈত্তিক গ্রহণীর চিকিৎসার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অগ্নিপিত্তরোগ প্রবল হইলে, যখন অজ্ঞাত বাহ্য লক্ষণ ( গায়ে কোঠ বা মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন ও পীড়কা প্রভৃতির উৎপত্তি ) এবং হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে শূল ও উদরে গুল্মাদি প্রকাশ পায়, তখন উহার চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসাশ্রমণী হইতে অনেকাংশে পৃথক্ বৃত্তিতে হইবে। উর্দ্ধগত এবং অধোগত উভয়বিধ অগ্নিপিত্তরোগেই পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়। উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্তরোগে বিবিধবর্ণের পাতলা দান্ত হইয়া থাকে; অতএব বমন ও দান্ত দ্বারা অগ্নিপিত্তরোগের গতি নিরূপণ করা যায়। অবস্থাবিশেষে এই বমন ও দান্ত বৃগপৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে, অগ্নিপিত্ত-রোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। বিদহাজীর্ণরোগ অহিতাচরণ বশতঃ পৈত্তিকগ্রহণী অথবা উদয়বিধ অগ্নিপিত্তে পরিণত হইতে পারে। বিবিধ-কারণে পাচকারির বিদাহই অগ্নিপিত্তের প্রধান কারণ।

**অগ্নিপিত্তে অবস্থাঃ ?** বমন অগ্নিপিত্তরোগের একটি প্রধান উপদ্রব; কিন্তু, উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্ত-রোগেই বমন প্রবল হয়, অধোগত অগ্নিপিত্ত-রোগে সমর সমর

বমনবেগ মাত্র প্রকাশ পায় এবং প্লেমপিত্তরোগেও সময় সময় বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে । অন্নপিত্তরোগে বমন অনেক স্থানে দুর্দমনীয় হইয়া পড়ে, বিবিধ মুষ্টিযোগ ও বিবিধ ঔষধ দ্বারাও অনেক সময় উপকার পাওয়া যায় না । এই বমন বা উদরাগ্ন—তিক্ত, অন্ন বা কটু প্রভৃতি রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, পিত্তের আধিক্য বা বিকৃতি বশতঃই ঐরূপ হয়, তথাপি তুচ্ছ-জ্বরের অপরিপাকবশতঃ অন্নরসাত্মক বমন হইয়া থাকে । কিম্বির প্রকোপ বশতঃ অথবা তুচ্ছজ্বরের পরিপাক ক্রিয়ার অন্তে তিক্তবহুল অন্নরসযুক্ত বমন প্রকাশ পায় ; অনেক স্থলে, তিক্ত, অন্ন ও কটু রসাত্মক তুচ্ছজ্বরের রস হইতে তিক্ত, অন্ন বা কটুরসবিশিষ্ট বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই প্রকার বমনে পাচকক্রিয়ার ক্রিয়ার ব্যতিক্রম সহজেই অনুমিত হয় । ঐরূপ বমন প্রকাশ পাইলে, খাজীলোহ ও সপ্তাশ্বতলোহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অন্নপিত্তরোগে স্থূল ও গুল্মশূলাদি উপদ্রব সকল প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে বমন থাকিলে, খাজীলোহ ( মতান্তরে ) ও অজীর্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অন্নপিত্তরোগে বাহাদের প্রায়শঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে ; অথচ অজীর্ণ জন্ত উদরাগ্নান বা অজ্ঞ কোনরূপ উপসর্গ প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না, তাহাদিগকে বিরচনার্থ হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সপ্তাহে ২।১ দিন প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে । বিরচন দ্বারা অনেকাংশে বমনের নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু বাহাদের দান্ত, উদরাগ্নান ও অজীর্ণজন্ত বিবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে বিরচক ঔষধ প্রদান না করিয়া, বমন নিবারনার্থ খাজীলোহ, খাজীলোহ ( মতান্তরে ), সিভামগুর বা সপ্তাশ্বতলোহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অন্নপিত্তরোগে বমন ও দান্ত, উভয় এক সময় প্রবল হইলে, প্রথমে বমন নিবারক ঔষধই প্রদান করা কর্তব্য, কারণ এক সময়ে বমন ও দান্ত উভয় বন্ধ করিলে, রোগ বিগুণ বর্ধিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব বমনের নিবৃত্তি ও তৎকালীন বুকজ্বালা, স্থূল, পান্ধূলাদি হ্রাস পাইলে, দান্ত নিবারনার্থ ঔষধ প্রদান করিবে ; কেবলমাত্র পিত্তপ্রশমনার্থ পিত্তাস্তক-রস বা মহাপিত্তাস্তকরস, অধিক পাতলা দান্ত হইলে বিবনে ১ খাত্ত মাত্র সেবন করিতে দিবে ।

**অন্নপিত্ত উদরাগ্নান :** অধোগত অন্নপিত্তরোগে উদরাগ্নান



একটি প্রধান উপসর্গ, উদরাময় প্রবল হইলে, নানাবর্ণের পাতলা দাঁত হইয়া থাকে। উদরাময়প্রবল রোগীর অবস্থানসারে উদরাগ্নান এবং কটি, পার্শ্ব ও গ্রীবা প্রভৃতি সন্ধিস্থানে সময় সময় বেদনাও প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগী অনেক সময় আমবাত বা বাত রোগদ্বারা আক্রান্ত বলিয়া মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বাত, অল্পপিত্তাপ্রিত উদরাময় ও উদরাগ্নানাদি উপসর্গ নিবৃত্ত না হইলে দূরীভূত হয় না, তবে ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা কিছু সময়ের জন্য প্রশমিত হইতে পারে। উদরাময় নিবারণার্থ অমৃতার্ণব রস, গ্রহণীগ্জেন্দ্র বটিকা, শম্ববটী, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস বা লবঙ্গাভ্যমোদক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময় পুরাতন হইলে এবং মলের সহিত আম লক্ষিত হইলে, মহারাজ নৃপতিবল্লভরস বা বিজয়পর্ণী প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। এই অবস্থায় পিত্তাস্তকরস ও মহা-পিত্তাস্তকরস অতিশয় উপকারী। উদরাময় এবং বমন দুগুণ প্রকাশ পাইলে প্রথমে বমন নিবারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বমনের নিবৃত্তি করিয়া পশ্চাৎ উদরাময়-নিবারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

**অল্পপিত্তে উদরাগ্নান :** অল্পপিত্তরোগে সাধারণতঃ উদরাগ্নান সর্বত্র দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু কাহারও কাহারও অজীর্ণদোষবশতঃ উদরাগ্নান প্রকাশ পায় ; ঐ সকল ব্যক্তি অনেক সময়ে বাতকর্ক আক্রান্ত হয় অর্থাৎ কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে সময় সময় বেদনা অনুভব করে। উদরাগ্নান হইতেও অনেক সময় পাতলা দাঁত হইয়া থাকে, অবস্থান্তরে আবার ঐ উদরাগ্নান ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এরূপ অবস্থায় চিন্তামণিরস, চতুর্দুগ্ধরস অথবা বৃহৎ বাতচিন্তামণি অপরাধে ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর উদরে উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। উদরাগ্নান প্রবল হইলে, অতিশয় লঘুপাক অন্ন-পানীয় ব্যবস্থা করা কর্তব্য। অবস্থান্তরে রাস্তিতে অন্নাহার পরিত্যাগের পরামর্শ দেওয়া উচিত।

**অল্পপিত্তে ভিত্তচাক্ষুঃ ও শিরঃকম্প :** অল্প-পিত্তরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ মনের অস্থিরতা, মানসিক দুর্বলতা ও শরীরের কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, অনেকের রাস্তিতে একেবারে নিদ্রা হয় না

এবং নিত্রার অভাব প্রযুক্ত সৰ্কদাই দুৰ্বলতা অতুত হয় । এইরূপ অবস্থা উৰ্দ্ধগত ও অধোগত উভয়বিধ অগ্নিপিত্তেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । নিত্রার অভাব প্রযুক্ত মানসিক চুচিন্তা, উদরাগ্নান ও তজ্জনিত বহুবিধ উপদ্রব সংঘটিত হয় ; এই অবস্থায় বায়ু পিত্তাশ্রিত হওয়ার শীতল ক্রিয়া দ্বারা কিয়দংশে আন্ত উপকার পাওয়া যায় । রাত্রিতে নিত্রার অভাব, শিরোঘূৰ্ণন ও শরীর কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গুড়ুচ্যাদি তৈল, বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি-তৈল বা বাতব্যাধিচিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ মধ্যমনারায়ণতৈল বা ত্রিশতিপ্রসারণী তৈলাদির বাহ্য প্রয়োগে এবং চিন্তামণিরস, বৃহৎবাতচিন্তামণি বা বীরেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধ সেবনে অনেকাংশে উপকার সাধিত হয় ; কিন্তু রোগীর উদরাময় প্রবল থাকিলে, কেবলমাত্র এই সকল ঔষধের উপায় নির্ভর না করিয়া উদরাময় নাশক পূৰ্বোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করা কর্তব্য । উৰ্দ্ধগত অগ্নিপিত্তে শিরোঘূৰ্ণন ও মানসিক দুৰ্বলতা নিবারণার্থ পূৰ্বোক্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধের সহিত শতাবরীযুত প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায় ; কিন্তু উদরাগ্নান বা পাতলা দান্ত অথবা অম্লোদগার থাকিলে, যত ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে ।

**অগ্নিপিত্ত-শূল :** উৰ্দ্ধগত অগ্নিপিত্তরোগে হৃদয়, মস্তক, গ্রীবা ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায় এবং এই বেদনা সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি চইয়া থাকে, কারণ অম্লোদগার ও বমন উপদ্রবের সহিত হৃদয়, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনার সম্বন্ধ রহিয়াছে ; সুতরাং অম্লোদগার ও উদরাগ্নান প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে, আবার এই সকল বেদনা অনেকাংশে হ্রাস পায় । অগ্নিপিত্তরোগে বায়ু ও পিত্তের আধিক্য বশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং বক্ষঃস্থলের নিয়ন্ত্রাণে, কৃচ্ছিদেহে ও উদরে শূল প্রকাশ পাইলে, বিরচনার্থ অগস্ত্যচূর্ণ বা হরীতকীখণ্ড ২১ দিন অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই প্রকার শূল প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থলেই প্রকাশ পায়, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি অন্তর স্থানেও প্রকাশিত হয় । এইরূপ শূলে খাজীলৌহ, ত্রিকলা-মণ্ডুর, সৌভাগ্যসুদীমোদক, বিভাধরাজ ও সপ্তাযুতলৌহ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । এই সকল ঔষধ সেবনে অম্লোদগার, বমন এবং তজ্জনিত শূলাদির নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু রোগীর উদরাগ্নান প্রবল থাকিলে, চিন্তামণিরস, বৃহৎ চিন্তামণি বা

চতুর্ধরস তৎসঙ্গে ব্যবহা করা কর্তব্য। যে সমস্ত অন্নপিত্তরোগীর দান্ত, অজীর্ণদোষ ও তৎসঙ্গে শূল প্রবল থাকে, তাহাদিগকে মহাশয্য বন্ধি, বৃহৎ নৃণ্ডিবল্লভ বা মহারাজ নৃপতিবল্লভ সেবন করাইবে; কিন্তু অন্নপিত্তশূলে দান্ত ও বমন উভয়ই প্রবলরূপে প্রতীয়মান হইলে, প্রথমাবস্থায় বমন নিবর্তক ঔষধ সমূহ ব্যবহা করা আবশ্যক।

**অন্নপিত্তে-জ্বর** ১ উর্দ্ধগত অন্নপিত্তরোগে রোগীর দান্ত বদ্ধ হয় ও অনেক সময় জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু ঐ জ্বর অল্পবেগেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং তৎসঙ্গে উদরাগ্নান, বমন প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্নান, আহার বদ্ধ অথবা কক্ষগুণযুক্ত ঔষধ সেবন করাইলে, ঐ জ্বর কোনও মতে হ্রাস পায় না, আবার অনেক স্থলে স্নান আহারেও, রোগ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না, এইরূপ দেখা গিয়াছে,—কিন্তু উদরাগ্নান, বমন ও দান্ত প্রভৃতি বিজ্ঞমান থাকিলে, স্নান ও আহারের নিয়ম প্রতীপালনের সহিত রোগীকে যথানিয়মে জ্বর ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ জরাস্তকলৌহ, সর্কজ্বর-হরমৌহ বা পুটপক বিষমজরাস্তকলৌহ প্রভৃতি বিবেচনা পূর্বক ব্যবহা করিবে।

**অন্নপিত্তে-কোষ্ঠবদ্ধ** ১ অন্নপিত্তরোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় প্রায়শঃ উদরাগ্নান লক্ষিত হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাগ্নানবশতঃ আবার পিত্তাশ্রিত শূল ও গুল্ম বৃদ্ধি পাইতেও দেখা যায়। এইরূপ উদরাগ্নান, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি একত্র প্রকাশ পাইলে রোগ অত্যন্ত কঠিন হয় অর্থাৎ উহার চিকিৎসায় ফল লাভ করা প্রায়শঃ কঠকর হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় রোগীর উদরাগ্নান থাকিলে, তাহার প্রতীকার করা সর্বাগ্রে আবশ্যক; যেহেতু আগ্নানের নিবৃত্তি না হইলে, বিরেচক ঔষধ সেবনদ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না, আবার বিরেচনক্রিয়া ভিন্ন গুল্ম (চাকা বা চাপ) অথবা শূলেরও নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং সর্বাগ্রে উদরাগ্নান নিবারণার্থ বাতাহুলোমক চিন্তামণিরস বা চতুর্ধরস প্রভৃতি ঔষধ ক্রমিক প্রত্যহ বৈকালে প্রয়োগ করা আবশ্যক। উদরাগ্নানের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইলে, অগস্ত্যচূর্ণ বা হরীতকীও প্রভৃতি ঔষধ বিরেচনার্থ রোগীকে ২০দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ঐ সকল ঔষধ সেবনে ২১০ বার

দাস্ত হইলে, শূলনিবারণার্থ যথোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বধারগতি কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, শূল অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়, গুল্মও হ্রাস পায় এবং অগ্নিপিত্ত-রোগের সমস্ত উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু অধোগত অগ্নিপিত্ত রোগীকে বিরেচক ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্তব্য। বাহাতে ২।১ বার প্রত্যহ কোষ্ঠাশ্রিত মল সহজে নির্গত হয়, এইরূপ যুগ্ম-ঔষধ ব্যতীত কখনও তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য নহে। এই অস্ত্রই শাস্ত্রে অধোগত অগ্নিপিত্তরোগীর যুগ্ম বিরেচন নির্দিষ্ট হইয়াছে; যেহেতু অধিক পাতলা দাস্ত হইতে পুনরায় উদরাময় জন্মিবার আশঙ্কা। অধোগত অগ্নিপিত্তে শিরোমূর্ধন, শূল গাজ্জদাহ, ও বমনবেগ প্রভৃতি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। যে সকল অগ্নিপিত্তরোগীর অজীর্ণ দোষ প্রবল অথচ তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং বক্ষঃস্থল ও হাত, পা জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না; কেবল মাত্র, মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ প্রভৃতি ও অস্ত্রান্ত্র উপদ্রবের জন্ত যথানির্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

**অগ্নিপিত্ত-গাজ্জদাহ ১** উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্তরোগে রোগীর হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে সময় সময় জ্বালা বোধ হয়; ঐ জ্বালা সময় সময় এত বৃদ্ধি পায় যে, রোগীর নিজার পর্য্যন্ত ব্যাঘাত হয়, আবার সময় সময় উহা স্বয়ং কক্ষিং হ্রাস পাইয়া থাকে; এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীর গাজ্জে গুড়ুচ্যাদিঠৈল বা বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিঠৈল মালিষ্য করিতে দিবে এবং গুড়ুচ্যাদিলৌহ বা ধাতুলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অল্পপান-বিশেষে সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং উদরাময় বা অজীর্ণদোষ বিদ্যমান না থাকিলে, তাহাকে তিত্তকম্বুত, মহাতিত্তকম্বুত বা পঞ্চ-তিত্তকম্বুত সেবন করাইলে, ঐ জ্বালা সত্ত্বরই বিনষ্ট হয়। অগ্নিপিত্তরোগে অজীর্ণদোষ বা অন্নোদগার অবস্থার দ্বত-সেবনে বিশেষ উপকার হয় না বরং অনিষ্টই ঘটে, অতএব বিবেচনা পূর্বক রোগীকে দ্বত সেবন করিতে দিবে।

**অগ্নিপিত্ত-গাজ্জকণ্ঠ ও পীড়কা ১** উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্তরোগে গাজ্জকণ্ঠ ও পীড়কা প্রভৃতি লক্ষিত হয়, এবং তৎসঙ্গে বমন, দাস্ত

প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এইরূপ অবস্থায় রোগীকে বিরোচনাৎ বৃহৎ হরিত্রাখণ্ড সেবন করিতে দিবে, উহা দ্বারা বিরোচন হইলে, পীড়কার নিবৃত্তি হয় । এই অবস্থায় তিত্তকম্বুত বা মহাতিত্তকম্বুত রোগীর অগ্নিবল বৃদ্ধিরা সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে ।

**শ্লেষ্মপিত্তের চিকিৎসা :** শ্লেষ্মপিত্তরোগেও, অন্ন-পিত্তের দ্বায় বমন, মুচ্ছা ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; অধিকন্তু শিরোবেদনার আধিক্য প্রায়শঃ লক্ষিত হয় । অন্নপিত্তরোগে বমন, মুচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ পৃথকরূপে বর্ণিত হইয়াছে, শ্লেষ্মপিত্তরোগে এই সকল অবস্থায় সেই সমস্ত ঔষধ-প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায় । মুচ্ছা, নিদ্রার অভাব ও শিরোগূর্ণন প্রভৃতি অবস্থায় বীরেশ্বররস, বৃহৎ-বীরেশ্বর রস বা শ্লেষ্মপিত্তাস্তক রস সেবন করিতে দিবে । রোগীর কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও গাত্রদাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, বৃহৎহরিত্রাখণ্ড প্রয়োগে সমধিক উপকার হয় ।

## অন্নপিত্তরোগে—ঔষধ

**বাসাদি ক্রাথ :** অন্নপিত্তরোগে রোগীর জ্বর, গাত্রকণ্ডু ও গাত্রজ্বালা লক্ষিত হইলে, এই কাথ শীতলাবস্থায় তাহাকে অপরাক্ষে সেবন করিতে দিবে ।

বাসাদি কাথ । বাসক<sup>১</sup>হাল, পদ্মলক ও কটকারী ; এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা ।

**ত্রিকলাদি ক্রাথ :** উর্দ্ধগত অন্নপিত্তরোগে জ্বর, বমন ও গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই কাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল করতঃ বৈকালে সেবন করিতে দিবে ।

ত্রিকলাদি কাথ । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলতা ও কইকী ; এই কয়েকটি দ্রব্য সম-ভাগে মিলিত ২ তোলা ; জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা । শীতল হইলে, একেণ ইন্ধুচিনি, বটমুহূর্ণ ও মধু এই সকল সমভাগে মিলিত ১০ তোলা ।

**ওড়ুভাদি ক্রাথ :** উর্দ্ধগত অন্নপিত্তরোগে হাত, পা জ্বালা,

জর, বমন, গাত্রকণ্ডু ও শীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শীতল করতঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

গুড়ুচ্যানি কাথ । পদ্মগুলক, নিমহাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা । শীতল হইলে একেপ মধু ১০ তোলা ।

**দশাক কাথ :** উর্দ্ধগত অন্নপিত্তরোগে হাত পা জালা, জর, বমন, গাত্রকণ্ডু বা শীড়কা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ শীতল করতঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

দশাক কাথ । বাসকহাল, পদ্মগুলক, কেতপাপড়া, নিমহাল, চিরতা, তুলসী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পটোলপত্র ; এই সমুদয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; শীতল হইলে একেপ মধু ১০ তোলা ।

**পটোলাদি কাথ :** পিত্তশ্লেষ্মরোগে অথবা অন্নপিত্তরোগে পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, জর, বমন, গাত্রকণ্ডু ও জ্বর প্রভৃতি বিস্তারিত থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

পটোলাদি কাথ । পটোলপত্র, শুঠ, পদ্মগুলক ও কটুকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা ।

**বৃহৎ এলাদি চূর্ণ :** অন্নপিত্তরোগে গাত্রজালা, জর ও বক্ষঃস্থলে বেদন প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ কিকিৎ সহস্র সহ অথবা ইক্ষুচিনি সহ অপরাহ্নে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ এলাদি চূর্ণ । এলাইচ, টাপায়কের ছাল, রক্তচন্দন, হরীতকী, ধনে, রক্তচিটা, আমলা, পোরকচাকুলে পলতা ও মুখা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ও মধু এতদ্যেক সমভাগে লইয়া মিলিত করিবে । সাজা ১০ ছই আনা ।

**হিঙ্গুদি চূর্ণ :** উর্দ্ধগত অন্নপিত্তরোগে রোগীর বমন, শূল ও জর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে ।

হিঙ্গুদি চূর্ণ । শোধিত হিং ১ ভাগ, নির্বলীকল ২ ভাগ, তেঁতুলহাল ১ ভাগ এবং পদ্ম-হুত ৮ ভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া মুখবন্দ করতঃ পাক করিবে এবং ভরীকৃত হইলে, উহার পাক সম্পন্ন হইয়াছে, জানিবে । সাজা ১০ চারি আনা ।

**পিত্তান্তক রস :** অধোগত অন্নপিত্তরোগে বমনবেগ, দাস্ত  
লান্তি ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে  
সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—ধনে ও পলতা-ভিজান জল ।

**পিত্তান্তক রস ।** জাতীকল, জটামাসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাকীক, লৌহ, অজ্র ও  
লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান রৌপ্য ভস্ম ; একত্র জলে মর্দন  
করিবে ; বটী ৩ তিন রতি ।

**মহাপিত্তান্তক রস :** অধোগত অন্নপিত্তরোগে প্রবল  
বমনবেগ, অরুচি, দাস্ত ও উদরে শূল প্রভৃতি বিচ্যুত থাকিলে, এই ঔষধ  
অপরাহ্নে সেবনের ব্যবস্থা করিবে । ইহা সেবনে ঐ সমস্ত উপদ্রব শীঘ্রই  
দূরীভূত হয় । অল্পপান—ধনে ও পলতা ভিজান জল ।

**মহাপিত্তান্তক রস ।** পিত্তান্তক রসে স্বর্ণমাকীকের পরিবর্তে স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে  
তাহাকে মহাপিত্তান্তক রস কহে ।

**বীরেশ্বর রস :** অন্নপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্তজনিত নিদ্রার অভাব,  
হাত, পা জ্বালা এবং ভ্রম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথবা শ্লেষ্মপিত্তরোগে  
রোগীর মুচ্ছা, অন্ধকারবৎ দর্শন এবং অস্ত্রান্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ  
সন্ধ্যাকালে বা অপরাহ্নে ক্ষেতপাণ্ডার রস সহ সেবন করা হইবে । নিদ্রার  
অভাব ও উজ্জ্বলিত অস্ত্রান্ত উপদ্রব প্রবল হইলে, ইহা সমধিক উপকারী ।

**বীরেশ্বর রস ।** রুসিন্দ্র, তামা, অজ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কাকড়াশূলী, বচ,  
সোহাগারথৈ, বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে শিশা-  
ইরা পটোলপত্রের রস অথবা ক্ষেতপাণ্ডার রস দ্বারা মর্দন করিবে । বটী ৫ রতি ।

**ব্রহ্ম বীরেশ্বর রস :** অন্নপিত্তরোগে বা শ্লেষ্মপিত্ত-  
রোগে নিদ্রার অভাব বা হাত, পা জ্বালা, ভ্রম ও অস্ত্রান্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ  
পাইলে এবং পিত্তরোগে রোগীর মুচ্ছা, অন্ধকারবৎ দর্শন ও অন্যান্য বাত-  
জনিত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় বা অপরাহ্নে সেবন করিতে  
দিবে । বাহ্যদেহের নিদ্রার অভাব এবং উজ্জ্বলিত অন্যান্য লক্ষণ সকল  
অনেকদিন হইতে প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপ-  
কারী । অল্পপান—ক্ষেতপাণ্ডার রস ও মধু ।

বৃহৎ বীরেবর রস । বর্ণসিন্দূর, রূপা, বর্ণ, অজ, হরিতাল, রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, শুঠ, বামনহাটী, হরীতকী, বালা, ও যবনে । এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাণ্ডার-রসে বর্ধন করিবে । বটী ৫ রতি ।

**শ্লেষ্মাপিত্তান্তক রস :** শ্লেষ্মাপিত্তরোগে মুচ্ছা, ভ্রম, কমন, আলস্ত ও শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা যাবনে পিত্তজনিত উপদ্রবসমূহও দূরীভূত হয় ।  
অমুপান—হরীতকী, পিপুল, শুড় ও শুঠচূর্ণ সমভাগ ।

**শ্লেষ্মাপিত্তক রস ।** রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, রক্তচিটা, গন্ধক, সোহাগার খৈ, চিরতা, ইন্দ্রবব, রান্না, পদ্মভলকের পালো ও পদ্মকাঠ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাণ্ডার রসে বর্ধন করিবে । বটী ৩ রতি ।

**পিত্তান্তক লৌহ :** উৎকণ্ঠ অগ্নিপিত্তরোগে রোগীর উদরে ও কুক্ষিদেশে বেদনা, হাত, পা জালা, জ্বর, গাত্র-কণ্ডু ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ পটোল-পত্রের রস সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বন্ধঃস্থলে জালা, কুক্ষিদেশে বেদনা ও অগ্নিপিত্তপ্রিত গাত্রকণ্ডু প্রভৃতিতেও, ইহা অতিশয় উপকারী ।

। পারদ, গন্ধক, অজ, জাতীকল, লবঙ্গ, ফুড়, দারুচিনি, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রবব, চিরতা, সৈন্ধবলবণ, রসসিন্দূর, তাম্র, বঙ্গ, পালাশবীজ, মুখা, যমানী ও ভেজপাতা ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা ও লৌহ ২৫ তোলা ; এই সমস্ত একত্র বর্ধন করিয়া পটোলপত্র, গীমা, হিঙ্গা, নিমপাতা ও আপাণ্ড ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে । বটী ৩ রতি ।

**পানীক্লান্তিকারী :** অগ্নিপিত্তরোগে উদরে বা কুক্ষিদেশে, শূল, পার্শ্বশূল, মন্সারি ও গ্রহণীদোষ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরূহে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—চাউলখোয়া জল ।

**পানীরবটিকা ।** ভেটকীমূল, মুখা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও রক্তচিটা ; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা ; পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ, অজ, ও বিড়ল, ইহাদের প্রত্যেক ৫ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া ত্রিকলার কাথে বর্ধন করিবে । বটী ৫ রতি ।



**অন্নপিত্তান্তক রস :** অন্নপিত্তরোগে গাজদাহ, কুঙ্কিশূল ও বমনবেগ প্রভৃতি উপদ্রব অথবা উর্দ্ধগত বা অধোগত অন্নপিত্তের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।  
অল্পপান—মধু অথবা ধনে ও পলতার জল ।

অন্নপিত্তান্তক রস । রসনূর, অজ ও লৌহ ; এই সকল সমভাগ এবং সর্ব সমান হরীতকী চূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, জলে সেবন করবে । বটী ৫ রতি ।

**শুভীখণ্ড :** অন্নপিত্তরোগে হৃদয় ও কুঙ্কিদেহে শূল, অগ্নিমান্দ্য, বমন ও কটিদেশ বা সন্ধিস্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অন্নপিত্তে অতিশয় উপকারী ।

শুভীখণ্ড । শুঠ-চূর্ণ ৩২ তোলা, ইক্ষুচিনি, ১/১ সের গব্য ঘৃত ১/১ সের ও গোমুত্র ৮ সের; এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া পাকশেষে পাঁচ নামাইয়া উকাবহার আমলকী, ধনে, মুখা, জীরা পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে, মধু ২৪ তোলা প্রদান করিবে । মাত্রা ১০ গানি আনা ।

**সৌভাগ্যশুভীমোদক :** অন্নপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্য ও তৎসঙ্গে গাজবেদনা ও ভারবোধ, কুঙ্কিশূল, হৃৎশূল, শিরঃশূল পার্শ্বশূল ও রোগীর অলসতা প্রভৃতি বাতশ্লেষ্মিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক অন্নপিত্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ শীতল জল বা গোমুত্র সহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে । ইহা অন্নপিত্তরোগে অতিশয় উপকারী এবং পুষ্টিকর, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক ।

সৌভাগ্যশুভীমোদক । শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা বহেড়া, তুষ্ণরাজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, বম্বানী লৌহ, অজ, কাকড়াশূরী, কটকল, মুখা, এলাইচ, জাভীকল, জটাংগাঙ্গী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাপেবর, গন্ধমাত্রা, শটীর গালো, বটীমধু, লবঙ্গ ও রক্ত চন্দন ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, সর্বচূর্ণের সমষ্টির সমান শুঠ-চূর্ণ এবং শুঠ-চূর্ণ ও অমৃতচূর্ণের সমষ্টির ষণ্ডণ ইক্ষুচিনি ও সমুদায়ের চতুর্ভাগ গব্য ঘৃত । এখানে গোমুত্রে চিনি পাক করিয়া পরে অতি মৃদু অগ্নিতাপে অমৃতচূর্ণ ৩ চিনির সহিত বোদকব্য পাক করিয়া নামাইবে । মাত্রা ১০ অর্ধ তোলা বা ১ এক তোলা ।

**শতাবলী দ্রুত :** অগ্নিপিত্তরোগে রোগীর মুচ্ছা, নিদ্রানাশ, গাজদাহ, পিত্তাধিক্য বা বিবিধ উপদ্রব-জনিত মানসিক দুর্বলতা অর্থাৎ চিত্ত-চাক্ষু্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই দ্রুত সেবন করিতে দিবে। উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় দ্রুত সেবন করাইবে না। সাধারণতঃ মন্দাগ্নি থাকিলে, অল্প পরিমাণে অপরাহ্নে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা শুষ্ক ও বল-বর্ধক। অহুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

শতাবলী দ্রুত। পব্যদ্রুত ১৪ সের। বধানিরমে মুচ্ছাপাক করিবে। শতমূলীর বরস ১৪ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কক্কা—শতমূলী ১১ সের। বধানিরমে দ্রুত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ গরি আনা।

**জীরকাদ্য দ্রুত :** শ্লেষ্মপিত্তরোগে মন্দাগ্নি, বমন ও অকুচি প্রকাশ পাইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই দ্রুত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

জীরকাদ্য দ্রুত। পব্যদ্রুত ১৪ সের। বধানিধানে মুচ্ছাপাক করিবে। পার্শ্বজল—১০ সের। কক্কা—কৃষ্ণজীরা ৩২ তোলা ও ধনে ৪ তোলা। বধানিরমে দ্রুতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ গরি আনা।

**নারায়ণ দ্রুত :** অগ্নিপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় গাজজালা, বমন ও মুচ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব বিজ্ঞম্ন থাকিলে এবং রোগীর উদরাময় ও উদরাধান প্রভৃতি বিজ্ঞম্ন না থাকিলে, এই দ্রুত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

নারায়ণ দ্রুত। পব্যদ্রুত ১৪ সের। বধানিরমে মুচ্ছাপাক করিবে। কক্কা—ত্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঠ, কটকী ও বচ, ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা। কাথ্যদ্রব্য—পিপুল ২ সের, জল ২০ সের, শেব ১৫ সের। পদ্মগুলকরস ১৪ সের। আমলকী রস ১৭০ সাড়েনাত সের। বধানিরমে দ্রুতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ গরি আনা।

**ত্রিবিষ্ণু তৈল :** অগ্নিপিত্তরোগে রোগীর উদরাময়, হাত, পা জালা, শরীরের সমধিক দুর্বলতা ও অরতাব প্রভৃতি উপদ্রব বিজ্ঞম্ন থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায়, এই তৈল তাহাকে নাতিদোষে ও অল্পাধিক মালিষ করিতে দিবে। ইহা উদরাময় প্রশমক ও পুষ্টিকর। ত্রীলোকের স্মৃতিকার্য্যে উদরাময় অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ত্রিবিহুতৈল। তিলতৈল ৪ সের। কাথাক্রব্য—কচি বেলগুঁঠ ১২০ সের, জল ৬৪ সের  
শেষ ১০ সের। আমলকীরস ৪ সের। হাগীদ্রুক্ষ ৮ সের। কক্ক্রব্য—আমলা, লাক্ষা,  
হরীতকী, মুখা রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মল্লিকা, বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ,  
ভগ্নপাদ্মকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়দ্রু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধ,  
গুল্মা ও পুনর্নবা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। বথানিয়মে তৈলপাক  
করিয়া ছাকিয়া লইবে।

## অগ্নিপিত্তে—বমন চিকিৎসা।

**প্রাক্তীলোহ :** অগ্নিপিত্তরোগে অগ্নরস বিশিষ্ট বমন হইলে অথবা  
তিক্ত বা অগ্নরস বিশিষ্ট উদগার উঠিলে, এই ঔষধ অপরাহ্নে পটোল-পত্র-  
রস অথবা ধনে-পলতা-ভিজান-জল সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।  
অগ্নিপিত্তরোগে বমনের সঙ্গে হাত, পা জ্বালা এবং কৃক্ষিদেহে ও বক্ষঃস্থলে  
বেদনা বা শূল প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধে ঐ সমস্তই বিনষ্ট হয়।  
ইহা অত্যন্ত উপকারী।

প্রাক্তীলোহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**প্রাক্তীলোহ (মতান্তরে) :** অগ্নিপিত্তরোগে ভোজনের  
অস্তে বা অপরাহ্নে অথবা অন্ত্র সময়ে অগ্নরস বিশিষ্ট বমন বা অগ্নোদগার হইলে  
এবং তৎসঙ্গে উদরের ও কৃক্ষিদেহের শূল এবং জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ অসহ-  
নীয় হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অগ্নিপিত্তপ্রতিত শূলরোগে  
ইহা অতিশয় উপকারী। অগ্নিপিত্তপ্রতিত হাত, পা জ্বালা ও অকচি প্রভৃতি  
উপদ্রব এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ইহা সেবন  
করিলে, উৎকট শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

প্রাক্তীলোহ (মতান্তরে)। কুড়িত ববতুল ৩২ তোলা, পাক্যর্ষ জল ১২৮ তোলা, শেষ  
৩২ তোলা; বক্রপুত শতমূলীর রস, আমলকীর রস, দধি ও দুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেক ৬৪ তোলা,  
ভূমিকুন্ডলোরস, গব্যযুত ও ইন্দুরস, ইহাদের প্রত্যেক ৩২ তোলা; এই সমূহ একত্র করিয়া  
গোমূত্র দ্বারা শোধিত ও চূর্ণাকৃত মধুর ৪৮ তোলা উহাতে প্রদান করতঃ পাক করিবে;  
পাক শেষে অতি দুগ্ধ অগ্নিসত্তাপে জীরা, ধনে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, পঞ্চপিন্নলী,  
মুখা, হরীতকী, লোহ, অত্র, গুঁঠ, পিপ্পল, মরিচ, রেণু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তালীশ

পত্র ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একেপ বিরা আলোড়ন করিয়া লইবে । দাত্রা ১০ চারি আনা হইতে ১ এক তোলা ।

**সপ্তাষ্মত লৌহ :** অম্লপিত্তরোগে ভোজনের অন্তে বা অপরাহ্নে অম্লরস বিশিষ্ট বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । ইহা অম্লপিত্তপ্রিত শূলরোগেও অতিশয় উপকারী ।  
অম্বপান—গোহৃৎ ।

সপ্তাষ্মতলৌহ । প্রভতিবিধি ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**সিতামণ্ডুর লৌহ :** অম্লপিত্তরোগে আহারের পর মধ্যাহ্নে অথবা অন্ত কোন সময়ে বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আহারের পূর্বে সেবন করিতে দিবে । ইহা অম্লপিত্ত জনিত শূলরোগে অতিশয় উপকারী । হাত, পা জ্বালা, মূচ্ছা, শূল ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব অম্লপিত্তের সহিত প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হয় । অম্বপান—শীতল গোহৃৎ ।

সিতামণ্ডুর । মণ্ডুর অগ্নিতে দ্রব করতঃ ক্রমাধর সাতবার গোমুত্রে নিক্ষেপ করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে । এই নিয়মে মণ্ডুর-চূর্ণ ৮০ তোলা, ইক্ষুচিনি ৪০ তোলা, পুরাতন গব্যাস্ত ৩০ তোলা, গব্য দুগ্ধ ১২৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র মৃদু অগ্নিতে লৌহপাত্রে পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে, পাত্র নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে শুষ্ক পিপ্পল, মরিচ, বটমধু, এলাইচ, ছরালতা, বিড়ম্বাশ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কুড় ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, উহাতে প্রদান করিবে এবং শীতল হইলে, মধু ১৩ তোলা মিশ্রিত করিবে দাত্রা ১০ অর্ক তোলা ।

## অম্লপিত্তে-উদরাময়-চিকিৎসা ।

**অম্বতর্পণরস :** অধোগত অম্লপিত্তরোগে জলবৎ বা স্নেহা-সংযুক্ত পাতলা দাও হইলে এবং উদরে শূল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অথবা ১ বার দাত্রা সেবন করিতে দিবে । অম্বপান—মুখার রস অথবা ভাঙ্গা-স্মীরা-চূর্ণ ও মধু ।

অম্বতর্পণরস । প্রভতিবিধি ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**প্রাশ্নশীপাভেদ্র স্ফটিকা :** অধোগত অম্লপিত্তরোগে জলবৎ পাতলা দাও হইলে এবং উদরে উদরে বেদনা ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান

থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে । অহুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু ।

গ্রহণীগজেন্ন বটিকা । প্রস্তুতবিধি ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ব্রহ্মপুর্ণচন্দ্র রস :** অধোগত অগ্নিপিত্তরোগে রোগীর পাতলা দান্ত এবং তৎসঙ্গে বৃকে, কুক্ষিদেহে বা কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি বাতের উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত ও উদরাময়জনিত যাবতীয় উপসর্গ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত বল ও গুরুবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর । অহুপান—অত্যন্ত পাতলা দান্ত হইলে, ডাঙ্গা জীরাচূর্ণ ও মধু । এবং দান্তের তাদৃশ তারল্য না থাকিলে, পানের রস ও মধু ।

ব্রহ্মপুর্ণচন্দ্র রস । প্রস্তুতবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ব্রহ্মলবঙ্গাদি বটী :** অধোগত অগ্নিপিত্তরোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমসংযুক্ত পাতলা দান্ত ও তৎসঙ্গে উদরাগ্নান, কটি, পৃষ্ঠ ও কুক্ষিস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—উষ্ণজল ।

ব্রহ্মলবঙ্গাদি বটী । প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহান্নাজ হৃপতিবল্লভ রস :** অধোগত অগ্নিপিত্তরোগে প্রত্যহ বা ২।৩ দিন অন্তর মুহমূহঃ জলবৎ পাতলা দান্ত অথবা আমসংযুক্ত দান্ত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর বমন এবং ক্ষুদ্র, পার্শ্ব বা কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অভীর্ণদোষ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্নিপিত্তজ্ঞিত গ্রহণীরোগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ । প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা একবার মাত্র প্রযোজ্য । অহুপান—ডাঙ্গা-জীরাচূর্ণ ও মধু ।

মহান্নাজ হৃপতিবল্লভ রস । প্রস্তুতবিধি ২৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**রাসপর্ণি :** অধোগত অগ্নিপিত্তরোগে বাতশ্লেষ্মাদিক রোগীর পাতলা দান্ত হইলে এবং ঐরূপ দান্ত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, যখন অন্যান্য ঔষধে

উপকারের আশা থাকে না, তখন তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অন্নপিত্তরোগে যাহাদের উদরাময়ের প্রবলতা বশতঃ বাবতীর সন্ধিহানে বেদনা এবং উর্দ্ধশ্বাসগত রোগসকল প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবন কালে অতি লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্তব্য, কিন্তু দুগ্ধ প্রতিদিনই সহ্যমত সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধের সেবন-বিধি ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

রসপর্ণি । প্রস্ততবিধি ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**নিজস্বপর্ণি :** অধোগত অন্নপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ উদরাময় দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইলে, যখন অত্যন্ত ঔষধে উপকারের আশা থাকে না, সেই সময় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে উদরাময়প্রতিত আমবাত প্রশমিত এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি হয় । অন্নপিত্তরোগে ইহা উদরাময় নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ । এই ঔষধ সেবনকালে প্রতিদিন লঘুপাক অন্ন ও ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ সহ্যমত পথ্য দিবে । ইহার সেবন ৬ পথ্যবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বিজ্ঞপর্ণি । প্রস্ততবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**শাণ্ডনতি :** অধোগত অন্নপিত্তরোগে পাতলা দান্ত ও তৎসঙ্গে উদরাগ্নান, বৃকজালা, অথবা দুর্গন্ধ উল্গার থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । যে সকল ব্যক্তির উদরাগ্নান বা উল্গার প্রকাশ পায় না এবং কেবল দান্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষেও ইহা বারি অনেকাংশে উপকার হয় । এই ঔষধ অগ্নিবর্দ্ধক । অন্নপান—তাজাজীরাচূর্ণ ও মধু অথবা সুধার রস ও মধু ।

পথ্যবিধি । প্রস্ততবিধি ৩৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**লবঙ্গাদ্য মোদক :** অধোগত অন্নপিত্তরোগে রোগীর বিবিধবর্ণের পাতলা দান্ত এবং তৎসঙ্গে বকঃস্থলে জালা, অগ্নিমান্দ্য ও উল্গার প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা বল ও পুষ্টিজনক । অন্নপান—জল ।

লবঙ্গাদ্য মোদক । প্রস্ততবিধি ৩৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## অন্নপিত্তে—উদরাগ্নান-চিকিৎসা ।

**ভিত্তামনি রূপ :** অন্নপিত্ত রোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ সর্বদা বা কিছু সময়ের জন্য উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এবং তৎসঙ্গে নিজ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে ১ বার অথবা অবস্রান্তে অর্থাৎ রোগের আতিশয্যে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। অন্নপান—কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় শুঠ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল অর্দ্ধচটাক ও মধু ২ কোঁটা। স্বভাব কোষ্ঠ বা উদরাময় থাকিলে, চাউলধোয়া জল অর্দ্ধচটাক ও মধু ২ কোঁটা।

ভিত্তামনি রূপ । প্রস্তুতবিধি ৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চতুর্ভুজ রূপ :** অন্নপিত্তরোগে রোগীর বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে শিরোঘূর্ণন, মাথায় বিবিধ-প্রকার যন্ত্রণাবোধ বুকজালা ও অন্নোদগার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে কেবল অপরাহ্নে এক বার অথবা মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে দুইবার সেবন করিতে দিবে। ইহা পুষ্টিকর। অন্নপান—কোষ্ঠবদ্ধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল। উদরাময় থাকিলে, চাউলধোয়া জল।

চতুর্ভুজ রূপ । প্রস্তুতবিধি ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ শাতভিত্তামনি :** অন্নপিত্তরোগে বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ রোগীর উদরাগ্নান থাকিলে অথবা অন্নপিত্তের প্রবলতা বশতঃ শিরো-ঘূর্ণন, নিজ্রার অভাব, হাত পা জালা, বমন ও পাতলা দান্ত প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাগ্নান ভিন্ন অন্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে, তাহাও দূরীভূত হয়। ইহা অত্যন্ত বলকর ও পুষ্টিজনক। অপরাহ্নে একবার প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ বাত-পিত্ত প্রধান রোগীকেই সেবন করাইবে। অন্নপান—আতপচাউলধোয়া জল।

বৃহৎ শাতভিত্তামনি । বর্ণ ৩ ভাগ, রূপা ২ ভাগ, অজ ২ ভাগ, সৌহ ২ ভাগ, প্রবাদ ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ এবং বর্ণসিন্দূর ১ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া দ্রুতকায়ীর সঙ্গে বর্জন এবং ছায়ায় শুক করিবে। বটী ২ রতি।

**অগ্নিপিত্তরোগে** : অগ্নিপিত্তরোগে, অগ্নিমান্দ্য বা অস্বীর্ণদোষপ্রযুক্ত উদরায়ান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমনভাব, দান্ত কিংবা বকঃ বা হাত পা জ্বালা থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে । অহুপান—জল ।

মহাশয্য বসি । প্রত্যহবিধি ৩৭৮ পুষ্ঠায় ত্রুটয় ।

## অগ্নিপিত্তে—কোষ্ঠবদ্ধতা চিকিৎসা ।

**অগ্ন্যহুপান** : অগ্নিপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে বমন, হাত পা জ্বালা, প্রবল বেদনা এবং মাথাবোরা, প্রতৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে বিরোচনার্থ সেবন করিতে দিবে । কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, ইহা ব্যবহা করা যায় । ইহা অবস্থা বিশেষে প্রত্যহ সেবন না করাইয়া ২৩ দিন অন্তর সেবন করাইবে । অহুপান—জল বা নারিকেলজল ।

অগ্ন্যহুপ । শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়ল, বড়এলাইচ ও তেজপাতা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১০ তোলা, ডেউড়ীচূর্ণ ৫ তোলা এবং ইন্ধুচিনি ৮০ তোলা মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—১০ অর্ধ তোলা ।

**হরীতকী প্রণয়** : অগ্নিপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল শূল, বমনবেগ বা হাত, পা জ্বালা প্রতৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ কোষ্ঠবদ্ধির জন্য প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু মন্দারি বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রত্যহ ইহা সেবন করাইলে, উদরায়ান হইবার সম্ভাবনা । এমতাবস্থায় ২৩ দিন অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অগ্নিপিত্তে কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও, এই ঔষধ ব্যবহা করা যায় । অহুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণ জল ।

হরীতকী প্রণয় । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ নাগেশ্বর, বনানী, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, বনে, মৌরী, গুলকা ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৫ তোলা, ডেউড়ীচূর্ণ ও সোণাচূর্ণ ১০ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ৩০ তোলা, ও ইন্ধুচিনি ২৫০ তোলা । প্রথমে চিনি পাক করিয়া অতি দূর অগ্নির তাপে অত্যন্ত চূর্ণ প্রদান পূর্বক পূর্ণ পূর্ণ আলোড়ন করিয়া বসি প্রস্তুত করিবে । মাত্রা ১০ অর্ধ তোলা ।



## অগ্নিপিত্তে—শূল-চিকিৎসা।

**প্রাজ্ঞীলৌহ :** অগ্নিপিত্তরোগে প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে অর্থাৎ কুক্ষিদেশে, অনন্তর বক্ষঃস্থলে এবং গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপবাহু সেবন করিতে দিবে। অগ্নিপিত্তে কেবল মাত্র রোগীর বেদনা প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অমুপান—পল্তার রস বা ধনে ও পলতা ভিজান জল, বায়ুপিত্ত প্রধান শরীরে অর্থাৎ গরম ধাতুতে ডাবের জল।

প্রাজ্ঞীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**প্রাজ্ঞীলৌহ ( মতান্তরে )** অগ্নিপিত্তরোগে রোগীর প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী। অগ্নিপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধের সহিত প্রবল বমন বা বমনবেগ, হাত পা ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব বিद्यমান থাকিলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বৈকালে অথবা ভোজনের আদিতে, মধো ও অন্তে সেব্য। অমুপান—ধনে ভিজানজল ও ইক্ষুচিনি। বায়ু ও পিত্তের অত্যন্ত প্রাধান্ত থাকিলে—অর্থাৎ গরম ধাতুতে পলতার রস ও ইক্ষুচিনি কিম্বা ডাবের জল।

প্রাজ্ঞীলৌহ ( মতান্তরে )। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**সপ্তাহতলৌহ :** অগ্নিপিত্তরোগে রোগীর কুক্ষিদেশে বা হৃদয়ে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনার সহিত বমন, বমনবেগ, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও অন্তান্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অমুপান—দুধ, তদভাবে জল।

সপ্তাহতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বিদ্যাধ্বজ :** অগ্নিপিত্তরোগে কুক্ষিদেশে, হৃদয়ে বা নাভি ও হৃদয়ের মধ্যভাগে প্রবল শূল বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তশৈথিল্যজনিত শূলরোগেও ইহা অত্যন্ত উপকারী।

অগ্নিপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্য ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও, এই ঔষধে অনেকাংশে দূরীভূত হয় । অহুপান—ছাগীছত্ব ও ইক্ষুচিনি । গরম ধাতুতে পলতার রস ও ইক্ষুচিনি কিষা ডাবের জল ।

বিষ্ঠাধরাত্র । বিড়ঙ্গশাস, যুখা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পদ্মগুলকের পালো, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, রক্তচিটা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা, পোষুত্রে জারিত মণ্ডুরভস্ম ৩২ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, কৃকাজভস্ম ৮ তোলা, খুলকুড়ীর রসে মর্দিত ও বহুগুণত পারদ ১৪০ দেড় তোলা এবং শোধিত গন্ধক ২ ছুই তোলা, প্রথমে যথানিরনে পারদ ও গন্ধকের কঙ্কালী করিয়া অস্তান্ত চূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করতঃ লৌহপাত্রে সূত ও মধুসহ লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দন করিবে । অনন্তর সূতের পাত্রে ঔষধ রাখিবে । সাতা ১০ দশ রতি ।

**ত্রিফলামগুন্ন :** অগ্নিপিত্তরোগে রোগীর উদরে ও কৃকিদেশে প্রবল শূল বিস্তারমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বেদনার সহিত হৃদয়ে বা বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবও ইহাতে বিনষ্ট হয় । অহুপান—শীতলজল বা গোদুগ্ধ ।

ত্রিফলামগুন্ন । হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং মণ্ডুরভস্ম ৩ তিন তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া সূত ও মধু দ্বারা মর্দন করিবে । ষটি ৩ তিন রতি ।

**সৌভাগ্যশুষ্ঠী মোদক :** অগ্নিপিত্তরোগে হৃদয়, পার্শ্বঘর মস্তক ও কৃকিদেশে প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এবং রোগীর অগ্নি-মান্দ্য, গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, সময় সময় জ্বর ও কার্ষ্যে অহুৎসাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিস্তারমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অহুপান—গোদুগ্ধ বা শীতল জল ।

সৌভাগ্যশুষ্ঠী মোদক । প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**শাণ্ড্বাদিকচূর্ণ :** অগ্নিপিত্তরোগে বমনবেগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাস্থান, হৃদয় ও কৃকিদেশে বেদনা, মাথাধোরা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—শীতল জল ।

শাণ্ড্বাদিকচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## অন্নপিত্তে—গাত্রকণ্ড ও দাহ-চিকিৎসা।

**গুড়ুচ্যাদিলৌহঃ** অন্নপিত্তরোগে রোগীর হাত-পা জালা এবং তৎসঙ্গে রাজিতে নিজার অভাব বা গাত্রকণ্ড ও অস্ত্রান্ত উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অস্থপান—হিকার রস বা পল্ভার রস ও মধু।

গুড়ুচ্যাদিলৌহ। গুলকের পালো ১ তোলা, শুঠ, পিপুল, বরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গশাস, সুখা, ও রক্তচিটা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ, ১৮ তোলা; একত্র ভলে মর্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

**ভাঙ্গরাযত্নতাল** অন্নপিত্তরোগে রোগীর গাত্রদাহ, গাত্রকণ্ড অথবা ঘর্ষ প্রভৃতি উপসর্গ বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রতিদিন পল্ভার রস সহ সেবন করাইবে।

ভাঙ্গরাযত্নতাল। কৃষ্ণাঙ্গ ভঙ্গ ২ তোলা লইয়া উহাকে বাসক ছালের কাথ, পদ্মগুলক, কেণ্ডুর্ভে, কেণ্ডাপাণ্ডা, নিমহাল, ভুলরাজ, সুখা, বেতপূর্নবা, বৃহতী, বেড়েলার মূল ও শত-মূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে, ভাবনা দিয়া, পুনর্বার শতমূলীর রস ১২ তোলা দ্বারা ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

**হরিত্রিফা-খণ্ডঃ** অন্নপিত্তরোগে রোগীর হাত পা জালা, গাত্র কণ্ড ও পিড়কা প্রভৃতি বিস্তমান থাকিলে, স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বিস্ফোটক ও দ্রুত প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হয়। অস্থপান—উষ্ণজল।

হরিত্রিফাখণ্ড। হরিত্রাচূর্ণ ৬০ তোলা, পব্য যুত ৪৮ তোলা, পব্য হুঙ্ ১৩ সের, ইন্দুচিনি ১০০ সের। এই সমস্ত দ্রব্য যুহু যন্ত্রের উত্তাপে পাক করিয়া শুঠ, পিপুল, বরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নাগেশ্বর, সুখা ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা একত্র দিবে এবং পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। বাজা ১ এক তোলা হইতে ২ দুই তোলা।

**স্বহং হরিত্রিফাখণ্ডঃ** অন্নপিত্তরোগে রোগীর হাত পা ও অস্ত্রান্ত অঙ্গে কণ্ড বা পিড়কা লক্ষিত হইলে এবং কোষ্ঠ-বন্ধ থাকিলে, এই ঔষধ

বিরেচনার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা শীতপিত্ত, উদরদীর্ঘ এবং ক্রিমিরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অহুপান—উষ্ণজল ।

বৃহৎ হরিদ্রাধূত । হরিদ্রাধূত ৩২ তোলা, ভেউড়ীমূলধূত ৩২ তোলা, হরীতকীধূত ৩২ তোলা, ইক্ষু চিনি ১০ সের এবং দারুহরিদ্রা, মুখা, বমানী, বনবমানী, রক্তচিহ্না, কটুকী, কুক-জীরা, পিপুল, শুষ্ক দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, কিড়ল, পদ্মশুলকের পালো, বাসকমূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, ধনে, লৌহ ও অজ্র ; ইহাদের প্রত্যেকের ধূত ১ তোলা । এখনে ইক্ষুচিনি কিঞ্চিৎ জলসহ পাক করিবে ; বখারীতি পাক হইলে, অতি বৃহৎ অগ্নির তাপে অস্ত্রাভূত ধূত উহাতে প্রদান করিরা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। যাত্রা ১০ অর্ধ তোলা হইতে ১ এক তোলা ।

**তিক্তক দ্রুত :** অন্নপিত্তরোগে রোগীর হাত পা জ্বালা এবং গাজে কণ্ঠ ও পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই দ্রুত তাহাকে সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু অন্নপিত্ত রোগীর অন্নোদগার, উদরাগ্নান ও দান্ত প্রভৃতি উপজব বিস্ত-মান থাকিলে, দ্রুত সেবন নিষিদ্ধ । অহুপান উষ্ণদুগ্ধ ।

তিক্তক দ্রুত । পব্যদ্রুত ১০ সের। বখানিরসে মুর্ছাপাক করিবে। কাথায়বা—হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, ছুরালতা, ক্ষেতপাণড়া, পটোলপত্র, বলাড়ুমুর, কটুকী ও নিমহাল ; ইহাদের প্রত্যেকের ১০ তোলা, জল ৩০ সের শেষ ১০ সের। কক্ষরব্য—পিপুল, মুখা, রক্তচন্দন, বলালতা, ইন্দ্রবন ও চিরতা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১০ সের। বখানিরসে দ্রুতপাক করিরা ছাকিরা লইবে। যাত্রা—১০ অর্ধ তোলা ।

**মহাতিক্তক দ্রুত :** অন্নপিত্তরোগীর দাঁহ এবং গাজে কণ্ঠ ও পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই দ্রুত তাহাকে সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু উদরাগ্নয়, অন্নোদগার ও উদরাগ্নানাদি উপজব বিস্তমানে, এই দ্রুত সেবন করাইবে না। এই ঔষধ গাজকণ্ঠ প্রভৃতি চর্মগত বিবিধ রোগে অতিশয় উপকারী। ইহাতে জীর্ণ জ্বরাদি উপজবও দূরীভূত হয়।

মহাতিক্তক দ্রুত । পব্যদ্রুত ১০ সের। বখানিরসে মুর্ছাপাক করিবে। আদিকীর রস ১০ সের। কক্ষরব্য—হাতিমহাল, জাতইব, সোন্দাল, কটুকী, আকনাথি, মুখা, বোনার মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পটোলপত্র, নিমহাল, ক্ষেতপাণড়া, ছুরালতা, রক্তচন্দন, পিপুল, পক্ষিপুল, পদ্মকাঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বট, বাখালশসা, পতুলী, ভাসালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রবন, বাসকছাল, মূর্বী, পদ্মশুলক, চিরতা, বাল্লব ও বলালতা ; এই সকল

জ্বা সমভাগে মিলিত ১/১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। বথানিরমে দ্রুত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ অর্ধ তোলা।

**গুড়ুচী তৈল :** অন্নপিত্তরোগে হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গে প্রবল দাহ উপস্থিত হইলে, এই তৈল গাত্রে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে। অন্নপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ নিদ্রার অভাব হইলে, এই তৈল মস্তকে মর্দন করা যাইতে পারে।

গুড়ুচীতৈল। তিলতৈল ১/৪ সের। বথানিরমে মুছাপাক করিবে। কাথ্যব্যা—পদ্মগুলক ১/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। কক্কব্যা—পদ্মগুলক ১/১ সের। বথানিরমে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**ব্রহ্ম গুড়ুচী তৈল :** অন্নপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ গাত্রদাহ, গাত্রকণ্ড বা বিবিধ পিড়কা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল স্নানের পূর্বে ২১৩ ঘণ্টা কাল গাত্রে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। কুষ্ঠ এবং বাতরক্ত-রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ব্রহ্ম গুড়ুচীতৈল। তিলতৈল ১/৪ সের বথানিরমে মুছাপাক করিবে। কাথ্যব্যা—পদ্মগুড়ুচী ১২১০ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। গোহৃৎ ১৬ সের। অগপদা, ভূমিকুণ্ডা, কাকোলী, কীরকাকোলী, বেতচন্দন, শতমূলী, পোরকচাকুলে, পোঙ্গুন, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ল, হরীতকী, অমলা, বহেড়া, রামা, বলাড়ুব, অননমূল, জীবন্তী, শিপুলমূল, শুঠ, শিপুল, মরিচ, সোমরাজবীজ, থলকুড়ী, রাখালশশার মূল, পেঁচোলা, মল্লিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কাঁচা হলুদ, শুষ্ক ও ছাতিমছাল; ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। বথানিরমে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

## অন্নপিত্তরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

**ব্রহ্ম জ্বরাস্তক লৌহ :** অন্নপিত্তরোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, এবং পাতলা দান্ত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের অন্ন বেগ এবং তৎসঙ্গে অন্ত্র উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য। অন্নপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অস্থান জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে, পানের রস ও মধু।

ব্রহ্ম জ্বরাস্তকলৌহ। একতবিধ ১৮ পৃষ্ঠার ত্রৈল্য।

**সর্বস্বল্পহরলৌহ :** অন্নপিত্তরোগে রোগীর জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় বা বমনবেগ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। যে সকল ব্যক্তির পিত্তের বা বাতপিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অমৃতবৎ উপকারী। স্নেহাধিক ব্যক্তিকে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা কর্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা করা বাইতে পারে। অধোগত অন্নপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অহুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে পানের রস ও মধু।

সর্বস্বল্পহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠার ২৫৬।

**পুটপক বিষমজ্বরাস্তক লৌহ :** অন্নপিত্তরোগে রোগীর অল্পবেগে বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা বাইতে পারে। অধোগত অন্নপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অহুপান—তাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় পিপুলচূর্ণ ও মধু।

পুটপক বিষমজ্বরাস্তক-লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠার ২৫৬।

## অন্নপিত্তরোগে—চিত্তচাঞ্চল্য ও

### বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা।

**চিত্তামণি রস।** অন্নপিত্তরোগে মনের অস্থিরতা, বৃত্তিলোপ ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাপ্তিত্ত পিত্তের প্রকোপবশতঃ নিদ্রার অভাব বা সর্বদা চিত্তের চঞ্চলতা প্রকাশ পাইলে, ইহা বৈকালে প্রয়োগ করা বাইতে পারে। অহুপান—হরীতকী, আমলা ও বহোদ্রা ডিঙ্কান জল এবং মধু ২।১ ফোঁটা। উদরাময় থাকিলে, চউলধোয়া জল ও মধু।

চিত্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৩৪২ পৃষ্ঠার ২৫৬।

**ব্রহ্মকান্তচিত্তামণি।** অন্নপিত্তরোগে রোগীর মনের অস্থিরতা, নিরোদ্বৃণ, নিদ্রার অভাব, সর্বদা বিবরণভাব ও বৃত্তিপতির লোপ

প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । রোগীর বায়ু ও পিত্তের সমধিক প্রকোপ ও উদরায়ণ প্রকাশ পাইলে, ইহা সমধিক উৎকরী । পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না । অল্পপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল ও মধু । উদরায়ণ থাকিলে, আতপচাউল-খোয়া জল ও মধু ।

বহুং বাতচিহ্নাশি । প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চতুর্মুখ রস :** অল্পপিত্তরোগে রোগীর মনের চাকলা, নিদ্রার অভাব, শিরোগুর্জন, শরীরের কশ্ম ও শ্রুতিশক্তির লোপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল মধু । উদরায়ণ বিস্তমান থাকিলে, চাউল-খোয়া জল ও মধু ।

চতুর্মুখ রস । প্রস্ততবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বহুং গুড়চী তৈল :** অল্পপিত্তরোগে নিদ্রার রোগীর অভাব, শিরোগুর্জন ও শ্রুতিলোপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে ।

বহুং গুড়চী তৈল । প্রস্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## অল্পপিত্তরোগে—পথ্যাপথ্য ।

অল্পপিত্তরোগে উর্দ্ধ ও অধোগত ভেদে পথ্য নিরূপণ করিবে । সাধারণতঃ অধোগত অল্পপিত্তরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, জাফল প্রাণীর মাংসের ঘূষ, করলা, পটোল, হিঞ্চাশাক, বেতের ডগা, পাকাকুমরা, কলার মোচা, ও বেতোশাক প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন এবং অন্তান্ত তিক্তরস প্রধান দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে । অল্পপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধ বা বমন প্রবল থাকিলে, রাজিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া টাটকা খৈ ও গরম দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে । উর্দ্ধগত অল্পপিত্তরোগেও, ঐ সমস্ত পথ্য প্রদান করা বাইতে পারে । অল্পপিত্তরোগে নূতন তণ্ডুলের অন্ন, লব্ধা ও অন্তান্ত কটু ( ঝাল ) দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি এবং মধু প্রভৃতি বিবাহী অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য-সেবন একেবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

## অর্শোরোগ-চিকিৎসা ।

### বাতিক অর্শোর নিদানপূর্বক লক্ষণঃ

কমর, কটু অথবা তিক্তরসবিশিষ্ট এবং কক্ষ, লঘু বা শীতল দ্রব্য ভোজন, অত্যন্ত পরিমানে ভোজন, তীক্ষ্ণ মস্তপান, উপবাস, শীতলদেশে বাস, ব্যায়াম, শেখর, শীত, প্রবল বায়ু ও যৌক্ত-সেবা, এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বাতজ অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়। এই অর্শের বসি-প্রাচ-বহিত, চিম্‌চিম্‌ বেদনামুক্ত, স্নান, ধূমের দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট বা অক্ষণবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিত, গোষ্ঠিহীন এবং কঁকশ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কটিকাণ্ড, বিভিন্নরস, বড়োমাপের, তীক্ষ্ণগ্র এবং ক্ষুটিত মুখ হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোমল বলির আকার বন কার্পাসের কলের দ্যায় এবং কোনটির আকার কম্বলপুষ্পের দ্যায় কোনটির আকার বা শ্বেতসর্পের দ্যায় হইয়া থাকে। বাতিক অর্শোরোগে মস্তক, পাশ, হৃদয়, কটি, উরু ও বক্ষ (হৃৎকী) প্রভৃতি স্থানে বেদনা অসহনিত হয় এবং হাঁচি, উলসার, উদরে ভার-বোধ, বক্ষস্থলে বেদনা, অকটি, কাল, শূল, বিষমাত্রি, কপের অভ্যস্তবেশক ও জ্বাতি; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে আমাশয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ পিচ্ছিল, ফেনাবিশিষ্ট, বহু, গুঠিল-মল নির্গত হয় এবং মলত্যাগ কালে অত্যন্ত কষ্ট অসহন, শব্দের সহিত মল নির্গমন ও রোগীর তৃষ্ণা, শয্য, মূত্র, নেত্র ও মুখ কক্ষবর্ণ হইয়া থাকে। এই সবতম অর্শঃ হঠাৎ প্রোহা, উদরী ও অঙ্গীসারোগে জন্মিতে পারে।

### পৈথিক অর্শোর নিদানপূর্বক লক্ষণঃ

কটু, অন্ন বা লবণরসাত্মক অথবা উষ্ণ-দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি এবং রোজের উত্তাপ, উষ্ণদেশ ও উষ্ণ কাল, জোখ, মস্তপান, তীব্রা, বিবাহী ও তীক্ষ্ণ-দ্রব্য ভোজন এবং উষ্ণকোষ্ঠপানীয় পান ও অবশ্য সেবন, এই সমস্ত কারণে পৈথিক অর্শের দ্বারা বাতজ অর্শের মাতাভূত সকল পাতক্য, রক্তরসবিশিষ্ট আমাশয় নীল, রক্ত, শীত বা কক্ষবর্ণ হইয়া থাকে, উদরে অসহনিত বেদনা পুটে হয় ও উহা দীর্ঘকাল, লবণান এবং অক্ষণ-বিষয় বড়োমাপের



জ্বরের মুখের দ্বার আকৃতি-বিশিষ্ট, ববের দ্বার মধ্যভাগ স্থল এবং উদ্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকে । পৈত্তিক অর্শোরোগে দাহ, পাক, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মুচ্ছা, অকৃতি, মোহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নীল, পীত বারক্তবর্ণ পাতলা, অপকমল-ভেন হয় ও রোগীর শব্দ, নথ, মল, নেত্র ও মুখ হরিত, পীত অথবা হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয় ।

### শৈথিল্যিক অর্শোরোগের নিদান পুঙ্খানুপুঙ্খ :

মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অন্ন বা গুরুজ্বা ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, দিবানিত্রা, সর্বদা সুখজনক ( কোমল ) শয্যা শয়ন ও সর্বদা সুখজনক আসনে উপবেশন, পূর্বদিগাগত বায়ু-সেবন, শীতল-দেশে বাস, শীতকাল এবং চিন্ম-শূন্ততা এই সমস্ত কারণে শৈথিল্যিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় । শৈথিল্যিক অর্শের অঙ্গুর সকলের মূলভাগ বৃহৎ, ঘন অর্থাৎ গাঢ় অবয়বযুক্ত, অন্ন বেদনা বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থল, তৈলাভ্যন্তবৎ স্নিগ্ধ, সরল, গোলাকৃতি, গুরুজ্বা-ক্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আত্মবজ্রাবৃতবৎ মন্থন, অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত ও স্পর্শে সুখজনক ; ইহাদের আকার বংশাস্থর, কাঠালবীজ বা গোস্তন সদৃশ । শৈথিল্যিক অর্শোরোগে রোগীর বক্ষণদ্বয়ে অর্থাৎ কুচকিতে বন্ধনবৎ কষ্ট এবং গুরুদেশে, বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখ ও নাসিকা হইতে স্রাব, অকৃতি, সর্দি, মেহ, মুত্র-কৃচ্ছতা, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমন, অপক মল-বহুল পীড়ার উৎপত্তি বা প্রবাহিকার লক্ষণযুক্ত, বলা-সদৃশ ককমিশ্রিত মলের নির্গমন ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইহা হইতে রোগ-রক্তাদি স্রাব হয় না ; এবং মলের কাঠিন্য থাকাতোও, অর্শের বলিসকল বিদীর্ণ হয় না ; এই রোগে রোগীর শব্দ ও মলাদি তৈলাভ্যন্তবৎ স্নিগ্ধ ও গাঢ়বর্ণ লক্ষিত হয় ।

### বাতপৈত্তিক অর্শোরোগের নিদান পুঙ্খানুপুঙ্খ :

বাতিক ও পৈত্তিক অর্শোরোগের মিলিত কারণ হইতে বাত-পৈত্তিক অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় এবং ঐ অর্শোরোগে বাতিক ও পৈত্তিক অর্শের সমুদায় লক্ষণ মিলিত থাকে ।

**বাতশ্লেষ্মিক অর্শের নিদানপূর্বক লক্ষণ :** অর্শের যে সমস্ত কারণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শ সেই সমস্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বাতিক ও শ্লেষ্মিক অর্শের যে সমস্ত লক্ষণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

**পিত্তশ্লেষ্মিক অর্শের নিদানপূর্বক লক্ষণ :** পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক অর্শরোগের যে সমস্ত কারণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণে পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শরোগ উৎপন্ন হয় এবং পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক অর্শের লক্ষণসকল পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শে মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

**সান্নিপাতিক অর্শের নিদানপূর্বক লক্ষণ :** বাতিক পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক অর্শরোগের যে সমস্ত কারণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণে সান্নিপাতিক অর্শরোগ উৎপন্ন হয় এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক এই তিন দোষোৎপন্ন অর্শরোগের লক্ষণ সকল যুগপৎ সান্নিপাতিক অর্শরোগে প্রকাশ পায় ।

**রক্তাশেঁক লক্ষণ :** রক্তাশেঁকের লক্ষণ পিত্তাশেঁকের ত্যায় হইয়া থাকে । রক্তাশেঁকের মাংসাত্মক সকলের আকৃতি বটাফুরবৎ, কুঁচকল এবং প্রবালের ন্যায় লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে । ঐ অর্শের বাল কঠিন মলের আঘাতে পেষিত হইলে, অর্শ হইতে সহসা উক রক্ত নির্গত হইয়া থাকে ; রক্তের অধিক আববশতঃ রোগী তেজবৎ পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং রক্তক্ষয়জনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । রোগীর বল, বর্ণ, উৎসাহ ও ওজোবাহুর ক্ষয় হইয়া যায় এবং রোগী বিকলেগ্রিয় অবস্থায় পরিণত হয় । ইহাতে কৃকবর্ণ, কঠিন ও কক্ষ মলত্যাগ হয় এবং অধোগত বায়ুর নিঃসরণ হয় না ।

**শািতোন্মাদ রক্তাশেঁক লক্ষণ :** রক্তাশেঁকরোগে বায়ুর আধিক্য হইলে, তরল, অকৃকবর্ণ ও কেনাধূক রক্ত নির্গত হইয়া থাকে এবং কটি, উরু ও শুষ্কবেশে বেগুনী ও অধিক কক্ষতা বশতঃ রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ।

**পিত্তরোগের রক্তাংশের লক্ষণ** : রক্তাংশের পিত্তের প্রকাশ হইলে, রক্তাংশের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়, যে-হেতু পিত্তের প্রকাশ বশতঃই রক্তাংশেরাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃত পৃথক লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

**শ্লেষ্মারোগের রক্তাংশের লক্ষণ** : শ্লেষ্মাধিক রক্তাংশ-রোগ, গুরু ও শিথল ত্রয়া সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং এই রোগে, রোগীর মল শিথিল, শত বা গীতবর্ণ, শিথল, গুরু ও শীতল হয়। অর্শের রক্ত গাঢ় প্রাক্তবর্ণ, পিচ্ছিল ও সূতার ন্যায় দৃঢ় হয় এবং মলদ্বার আশ্র চক্ষুতবৎ ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

**সহজ অর্শের লক্ষণ** : বাতিক, পৈতিক ও স্নৈমিক অর্শের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সহজ ( ভগ্ন হইতে জাত ) অর্শেও সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

**অঙ্গাদিপিত্ত অর্শের লক্ষণ** : নাশা, লিঙ্গ ও নাভিহলে কৈটোর সূত্রের ন্যায়, পিচ্ছিল ও কোমল অর্শ উৎপন্ন হয়, উহার লক্ষণ, বাতাদি ভেদে অর্থাৎ বাতিক, পৈতিক ও স্নৈমিক অর্শের দ্বারা প্রকাশ পায়।

**অগ্নিক্রান্ত লক্ষণ** : সর্কশরীরহিত ব্যান বায়ু শ্লেষ্মাকে আশ্রয় পূর্বক চর্মের বহির্ভাগে গোমার দ্বারা অঙ্গ ও কর্কশ মাংসাত্মক উৎপাদন করে, ইহার নাম চর্মকীলক আছিল। এই রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, এই সকল চর্মকীল সূত্রীবিদ্যবৎ বেদনামুক্ত ও কর্কশ হইয়া থাকে। পিত্তপ্রধান চর্মকীলের মুগ্ধককর্ণ। ককপ্রধান চর্মকীল শিথল, গ্রন্থিকৃত ও গায়ের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

**অগ্নিক্রান্ত লক্ষণের সাধারণ্য লক্ষণ** : বাতবলি ( শাখরী ) অগ্নিক্রান্ত একরোগবিশিষ্ট ( বাতিক, পৈতিক বা স্নৈমিক ) অর্শ-রোগ, উৎপত্তির কাল হইতে একবৎসর সময়ের না হইলে, অগ্নিক্রান্ত। বাত-বলিজাত অর্শঃ শিথোবশিত এবং সন্ধ্যাসন্ধ্যায়ী অথবা এক বৎসরের অধিক কাল দ্বারী হইলে, কটমাত্ত ও ত্রয়োমাত্র হইলে সেই অর্শঃ বাত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বলিতে ( শিথলনীতে ) উৎপন্ন অর্শঃ রোগ একবৎসর সময়ের

একদোষাক্রান্ত হইলে, উহা কটরাশ্য ; দ্বিদোষাক্রান্ত হইলে, উষ্ম ও পিত্তাদি সেবনে বাপ্য হয় এবং ত্রিদোষাক্রান্ত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে ।

তৃতীয় বলিভূত (প্রবাহিনীভূত) উৎপন্ন অর্শঃ, একদোষাক্রান্ত হইলে, তাম্রা বাপ্য, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাক্রান্ত হইলে, উহা অসাধ্য এবং সহজ অর্শঃও ত্রিদোষাক্রান্ত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে ।

**অর্শোদেহাঙ্গেন্ন উপক্রম-ভেদে অসাধ্য লক্ষণভেদ :** অর্শোরোগে হস্ত পদ, মুখ, নতি, গুহদেশ ও অণুবোব, এই সকল স্থানে শোথ এবং জ্বরে ও পার্শ্বরে বেদনা, এই সমস্ত উপক্রম মিলিত ভাবে উপস্থিত হইলে, রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে ।

জ্বর ও পার্শ্বরে সমধিক বেদনা, মোহ, এমন, অজবেদনা, জ্বর, পিপাসা ও গুহদেশের পকতা ; এই সমস্ত লক্ষণ একত্র বা ইহার কোন একটী পৃথক রূপে প্রকাশ পাইলে, অর্শোরোগী বিনষ্ট হয় ।

পিপাসা, অরুচি, পাজবেদনা, অধিক পরিমাণে রক্তপ্রস্রাব, শোথ ও অভিজার এই সমস্ত লক্ষণ মিলিত হইলে বা ইহাদের কোন একটী পৃথকরূপে প্রকাশ পাইলে, সেই অর্শোরোগ অসাধ্য হইয়া থাকে ।

## অর্শোরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

গুহদেশের অভ্যন্তরে ৫০ সাড়ে পাঁচ অঙ্গুলী প্রায় একটী ফুলনাড়ী আছে, ঐ নাড়ীতে শল্যের আঘাতের দ্বারা তিনটী বলি উৎপন্ন হইয়া অবস্থিত । তাহার উর্দ্ধদেশে অবস্থিত অঙ্গুলি পরিমিত অংশকে সংবরণী নাড়ী বা প্রথম বলি কহে ; তাহার উর্দ্ধাংশে ১০ অঙ্গুলি পরিমিত বিশদলী নাড়ী অবস্থিত, উহাকে দ্বিতীয় বলি কহে এবং তদুর্দ্ধে ১০ অঙ্গুলি পরিমিত তৃতীয় বলি অবস্থিত, উহাকে প্রবাহিনী কহে । বাতাসি মোকদ্দমে ঐ সকল বলি আবার তির্যক্ ভিত্ত আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই তিনটী বলিতে অঙ্গুর উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল অঙ্গুরকেই বলা-নির্বৃত্ত হইয়া যথাক, ইহাই রোগ অর্শোরোগ । এই অর্শোরোগে উপর্য উপর্য পূর্বে বিবিধ কামলে বায়ু, সিত ও প্রায় প্রায়সিক বহু-ওষধ এই যোগেই পরীক্ষা কর, যাহা ও কোন সাহায্য করিত, প্রত্যক্ষিত অঙ্গুর উৎপাদন কর । এই অর্শোরোগে

পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চবিধ পিত্ত ও পঞ্চবিধ কফ এবং গুহাস্তর্গত ত্রিবিধ বলি, ইহারা সকলেই যুগপৎ প্রকুপিত হয় ।

এই অর্শোরোগ হইতে অস্ত্রান্ত বহু ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে । এইস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পঞ্চবিধ বায়ু, পিত্ত ও স্লেমা একই সময় প্রকুপিত হইয়া কি প্রকারে একই সময়ে পীড়া উৎপাদন করে ? যেহেতু প্রাণবায়ু হৃদয়ে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, ব্যানবায়ু সর্কশরীরে এবং অপান বায়ু গুহদেশে অবস্থান করে ; এইরূপে পঞ্চবিধ স্লেমা ও পঞ্চ পিত্ত শরীরে পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চপিত্ত ও পঞ্চস্লেমার মধ্যে দেহের কোন স্থানে বায়ু প্রকুপিত হইলে, তাহার নিকটবর্তী স্থানের বায়ুও প্রকুপিত হয় অর্থাৎ গুহস্থিত অপান বায়ু প্রকুপিত হইলে, মল মুত্রাদি নির্গমনের ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং দৈহিক বিধানানুসারে নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ুও প্রকুপিত হয়, আবার বায়ু প্রকুপিত হইলে, স্লেমা এবং পিত্তও ক্রমশঃ কুপিত হয় । এইরূপ একদোষ প্রকুপিত হইলে অস্ত্রান্ত দোষও ক্রমশঃ প্রকুপিত হইতে থাকে, এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে “একঃ প্রকুপিতো দোষঃ সর্বানুব প্রকোপয়েৎ ।” এইরূপ দোষদ্বারা রস রক্তাদি ধাতু-সমূহের মধ্যে কোনও একটা প্রকুপিত হইলে তৎসঙ্গে অস্ত্রান্ত ধাতু ক্রমশঃ দূষিত হইয়া থাকে । সর্কবিধ অর্শোরোগে রোগীর মলবদ্ধ থাকে ; কিন্তু, বাতাদি দোষভেদে উহা কঠিন, পাতলা বা আমসংযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং পাচক অগ্নির বৈষম্য বা মন্দতা অর্শোরোগের প্রধান লক্ষণ-মধ্যে গণনীয় ।

বাতিক অর্শোরোগে পঞ্চ বায়ু প্রকুপিত হইলে, বায়ুজনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শির, পার্শ্ব, বক্ষদেশ, কটি, হৃৎকি ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, তৎসঙ্গে উল্কার, বিষ্টভ ও পাচকঅগ্নির বৈষম্য প্রভৃতি বাতাপ্রিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় । মল অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে, কোষ্ঠবদ্ধজন্ত গুল্ম, দ্রীহোদর প্রভৃতি উৎপন্ন হইবারও সম্ভাবনা থাকে ; কাল হাসাদি উপসর্গও, প্রকাশ পায়, এই সকল লক্ষণ দ্বারা পঞ্চস্থানে অবস্থিত পঞ্চবিধ বায়ুর ক্রিয়ার বৈষম্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক অর্শোরোগে পঞ্চ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া দাহ, জ্বর, বর্ষ, পিপাসা, মুচ্ছা ও মলের বিভিন্নরংগতা প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে । এই রোগে পিত্তের বিকৃতি রসতঃ অস্ত্রান্ত বিবিধ রোগও উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ।

দৈনিক অর্শোরোগেও, পূর্ববৎ পক্ষ্মেয়া প্রকৃপিত হইয়া অর, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং ঐ সকল উপদ্রব হইতে কালপ্রকারে আবার ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপন্ন হয়। দৈনিক অর্শে অগ্নির মন্দতা প্রযুক্ত ভুক্তজব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হয়; হুতরাং উহা হইতে ক্রমশঃ আম সঞ্চয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ, ঐ রোগে মল সম্যক রূপে নির্গত না হওয়ায় উদরে অধিক পরিমাণে আম (অপক মেয়া) সঞ্চিত হয় এবং অবশেষে ঐ মেয়া সময় সময় নির্গত হইয়া থাকে। অর্শো-রোগে বায়ু ও পিত্ত অথবা বায়ু ৫ মেয়া কিম্বা পিত্ত ও মেয়া এই উভয় দোষের লক্ষণসকল যখন মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অর্শোরোগ অতীব কষ্টদায়ক হইয়া থাকে; তিনদোষের লক্ষণ মিলিত হইলে রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়।

রক্তার্শোরোগে পিত্তার্শের পূর্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সমধিক রক্ত নির্গত হয়, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে; হুতরাং রক্তার্শোরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ আর পৃথক পৃথক উপসর্গ প্রকাশ পায় না, বায়ু এবং মেয়ার প্রকোপভেদে পৃথক পৃথক উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সহজ অর্থাৎ চর হইতে যে অর্শঃ প্রকাশ পায়, তাহাতেও ত্রিদোষ জনিত অর্শের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শাস্ত্রে অর্শোরোগের চিকিৎসাশ্রমণী সাধারণতঃ চারি প্রকার নিকৃপিত হইয়াছে; যথা—ঔষধ-প্রয়োগ, ক্ষার-প্রয়োগ, শস্ত্র প্রয়োগ এবং অগ্নি-প্রয়োগ। অর্শের অবস্থানসারে ঐ সকল চিকিৎসার প্রার্থন্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাতজনিত বা অজ্ঞাত অর্শে বায়ু ও পিত্তাদি নাশক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠভাঙ্গি এবং বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দোষের নিবৃত্তি হইলে, বলিকে ঔষধবিক অবস্থার পরিণত করা; ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা প্রযুক্ত বলি কঠীকরণ, শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বলি ছেদন এবং মেয়জনিত বৃহৎ অর্শে অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বলি কঠীকরণ, শাস্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এছাড়া মলৌকা দ্বারা অর্শের রক্তশািত এবং প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা বলিও মলনিষিদ্ধি পায়ে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ প্রলেপ দ্বারা বলির বিনাশ, মল

প্রাণান ও ঔষধ সেবন দ্বারাই অর্শের চিকিৎসা হইয়া থাকে। প্রলেপাদি দ্বারা বলি স্থলনের চেষ্টা না করিলে আন্তর্যমিক ঔষধ প্রবেশে তাৎপৰ্য উপকার হয় না অথবা পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ পায়, এইজন্যই বলি-স্থলনার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। অর্শের বলি স্থলিত হইলে পুনরায় ঐ রোগ প্রকাশ পায় না। এইরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে।

সাতজনিত অর্শেরোগে কোষ্ঠস্থির ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ কর্তব্য। যে সময় ঔষধে বায়ু অস্থল্য হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি পায়, সেই প্রকার ঔষধ অর্শেরোগীর পক্ষে বিজ্ঞকর।

সদধারণতঃ সাতজনিত অর্শে অক্ষুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, বাহাতে ঐ অক্ষুর স্থলিত হয়, সেইরূপ বিবিধ প্রলেপ প্রয়োগ এবং কর্পূরাদি চূর্ণ, অগ্নিচূর্ণ চূর্ণ, লবণোত্তর চূর্ণ বা বিজয়চূর্ণ অবহাঙ্গদ্বারা রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। এই সময় ঔষধ আয়ত্ন এবং বাতাহুগ্ন্যমক। বাতজ অর্শেরোগীর কোষ্ঠবন্ধ ও উদরাগ্নান প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, যন্ত্র অগ্নিমুখ চূর্ণ, অগ্নিমুখলবণ এবং অবস্থা-বিশেষে বিরচনার্থ নারারচূর্ণ বা হরীতকীযোগ পৃথক পৃথক সেবন করিতে দিবে। উদরাগ্নান প্রবল হইলে চতুর্ভুগ্নরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। রোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় প্রাণদাগুড়িকা, কর্পূরচূর্ণ, শূরণমৌলিক বা কাকায়ন মৌলিক প্রভৃতি ঔষধ, বাতাদিমৌলিক ভেদে সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বাতজ্বৈরপ্রধান অর্শেরোগে প্রথমে অর্শের অক্ষুর বাহাতে বিনষ্ট হয়, তৎপরে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে, বক্ষনীচূর্ণ ও বিটলবণ একত্র করিয়া তৎকাল অথবা বিজয়চূর্ণ বা যন্ত্র অগ্নিমুখ চূর্ণ, রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কাকায়ন মৌলিক, শ্রীবাহুশাল-গুড়, শূরণমৌলিক বা বৃহৎ শূরণ মৌলিক প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে থাকিয়া দিবে।

পিত্তপ্রধান অর্শেরোগে অর্শের অক্ষুর বৃদ্ধি পাইলে, তদ্বিষয়কার্থ বহোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং কর্পূরচূর্ণ বা মধুশূক্লভ লৌহ সেবন করা দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, প্রাণদাগুড়িকা বা শ্রীবাহুশাল গুড় সেবন করিতে দিবে। উপকার হয়। উদরাগ্নান প্রবল থাকিলে, শীঘ্রজী রস, বৃহৎ অগ্নিমুখর প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

রক্তার্শোরোগের প্রথমাবস্থায় রক্তস্রাব নিবারক কোনও ঔষধ প্রদান করিবে না, যেহেতু দূষিত রক্ত বন্ধ হইলে তাহা হইতে বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে । এই রোগে প্রথমতঃ পিত্তের সমতাকারক বিবিধ যোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কারণ পিত্ত প্রশমিত হইলে, রক্তস্রাব আপনিই নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

রক্তার্শোরোগে অঙ্গুরসকল-বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে, প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, অনন্তর রক্তস্রাব নিবৃত্তিকারক বিবিধ যোগ, চন্দনদি কাপ, মানাস্তলোহ, কুটজলেহ বা কুটজাটক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । রক্তার্শোরোগ পুরাতন হইলে, কুম্মাণ্ডাবলেহ বা বৃহৎ কুম্মাণ্ডাবলেহ রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

বাতপিত্তপ্রধান অর্শোরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, বাতার্শ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ উদরায়ান ও শূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, তল্লিবারণার্থ চতুশ্লুথ রস বাতচিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য এবং জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইলে, তল্লিবারণার্থ বক্ষ্যমাণ উপদ্রব-চিকিৎসার নিয়মামুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে । বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা হরীতকী যোগ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু পিত্তের প্রবলতা বশতঃ পাতলা বা অপক্কমল নির্গত অথবা রক্তস্রাব হইলে, ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিকুমার রস, মহাশঙ্খবটী বা কণাদ্য লোহ অল্পপানভেদে প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত না হয়, এইরূপ অল্পপান-হযোগে পীম্বুবল্লী রস বা বৃহৎ পীম্বুবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । সাধারণতঃ প্রাণদাণ্ডিকা, তীক্ষ্ণমুখ রস, চন্দ্র-প্রভাণ্ডিকা বা অগ্নিমুখলোহ, প্রভৃতি ঔষধ বায়ু বা পিত্তের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া অর্শোরোগে সেবন করিতে দিবে এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় চব্যাদি দ্ব্যত বা কুটজাটক প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে ।

শৈথিল্য অর্শের অঙ্গুর সকল কঠিন ও দীর্ঘাকৃতি হইলে প্রথমতঃ অর্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; যেহেতু ঐ সকল অঙ্গুর ক্ষয় না হইলে, আত্যন্তিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ভাঙ্গণ উপকার হয় না । আত্যন্তিক প্রয়োগের অন্ত বিবিধ যোগ এবং আতিকলাদি বটী বা রসগুড়িকা ব্যতীত



করিবে ও আমপাচনার্থ মহাশয্যবটী বা বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শোরোগে অর্শের অঙ্গুর সকল তীক্ষ্ণ ও বর্ধিত হইলে তন্নিবারণার্থ প্রলেপ প্রয়োগ কর্তব্য। পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পাতলা দান্ত বা রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিকুমার বা পীযুষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অগ্নিমান্দ্য, পুনঃ পুনঃ পাতলা দান্ত ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, বৃহৎ অগ্নিকুমার, বৃহৎ লবঙ্গাত্তচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা পীযুষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে এবং অর্শোরোগে আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ প্রাণদাগুড়িকা, অগ্নিমুখলৌহ, বা কুটজলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায়ও, ঐ সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

সান্নিপাতিক অর্শোরোগে যে দৌষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, তদনুসারে চিকিৎসা করিবে এবং অর্শের অঙ্গুর বর্ধিত হইলে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অর্শে যাহাতে সহজে কোষ্ঠতৃষ্ণা হয়, এরূপ বাতানুলোমক ঔষধ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা কর্তব্য। এই রোগে সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাগ্নান হইলে, ঋত্ন অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গুচূর্ণ বা নারাজ-চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ও দান্ত হইলে, বৃহৎ লবঙ্গাত্তচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা পীযুষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণার্থ, বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অর্শোরোগে দশমূল-গুড়, ত্রিবাহশাল গুড়, শূরণমোদক, বৃহৎ শূরণমোদক, প্রাণদাগুড়িকা, চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ দৌষের বলাবল অনুসারে সেবন করিতে দিবে এবং পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে পিঙ্গল্যাঙ্গু তৈল অনুবাসন অর্থাৎ পিচকারীর দ্বারা প্রয়োগ করিবে ও মালিশের জন্য কাসীসান্ধ তৈল বা বৃহৎ কাসীসান্ধ তৈল ব্যবস্থা করিবে। ইহা প্রয়োগে অর্শের অঙ্গুর নিপতিত হয়। সান্নিপাতিক অর্শের চিকিৎসানুসারে সহজ অর্শেই চিকিৎসা করিবে।

**অর্শোরোগে—উপদ্রবঃ** অর্শোরোগে বাতাদি দৌষভেদে ময়ূক, পাণ্ড, কটী, হৃৎকি, গুহ্মদেশ, বক্ষঃস্থল, বস্তি ও নাভিস্থল প্রভৃতিস্থানে বেদনা

কাস, শ্বাস, অগ্নির বিষমতা, পাতলা বা আমসংযুক্ত দান্ত, গ্রহণীরোগ, কখনও বা গুঠ্লেমল নির্গমন অথবা কোষ্ঠবদ্ধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মল নির্গমন, দান্তের সময় গুরুদেহে বেদনা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, কণ্ঠাভ্যন্তরে ঘন ঘন শব্দ, স্রম, জ্বর, পিপাসা, মূচ্ছা, বম্ব, অরুচি, সর্দি, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, ও বমন প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল উপদ্রবের মধ্যে বলগান্ উপদ্রবের চিকিৎসা না করিলে, রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়; সুতরাং যখন যে উপদ্রব প্রবল হইবে, তখন সেই উপদ্রবের নিবারণার্থ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

**অর্শোরোগে-উদরাগ্নান বা উদরে বায়ুপূর্ণতা :** অর্শোরোগে উদরাগ্নান হইলে, চতুর্দ্বারস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বায়ু প্রকোপজন্য উদরাগ্নানের সহিত পার্শ্ব, বস্তিদেশ, বক্ষঃস্থল ও কটদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, তাহা ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। উদরাগ্নানের সঙ্গে অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, অগ্নিমান্দ্যচিকিৎসোক্ত অল্প অগ্নিমূখচূর্ণ, বড়বানলচূর্ণ বা হিঙ্গুচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কোষ্ঠবদ্ধ প্রবল হইলে, নারাচচূর্ণ বা হরীতকী-যোগ সেবন করাইবে; কিন্তু, তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দান্ত করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে দুর্বলতাবশতঃ বায়ু প্রস্থপিত হয়, সুতরাং উদরাগ্নান নিবৃত্তি হয় না।

**অর্শোরোগে-কোষ্ঠবদ্ধতা :** অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, অগ্নিবর্দ্ধক যুগ্ম-বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা আবশ্যক। উদরাগ্নান নিবারণ জন্য পূর্বোন্নিখিত নারাচচূর্ণ, হরীতকীযোগ বা অল্প অগ্নিমূখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে এবং উহাতে কোষ্ঠওজি না হইলে, ফলঘটি বা হিঙ্গুভাষাতি প্রভৃতি বায়ু ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে দান্ত করাইবে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে ও কটদেশে বেদনা থাকিলে, বায়ুও পিত্তের প্রবলতা অনুসারে হুম্মারমোদক, হরীতকীও বা অগ্ন্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা খাইতে পারে; কিন্তু, এই সকল বিরেচক ঔষধ অধিক সাজায় সেবন করাইবে না, বাহাতে ২১ বার দান্ত দান্ত হয়, এইরূপ ভাবে

প্রয়োগ করিবে অর্শোরোগ চিকিৎসা করিতে হইলে, কোষ্ঠকৃদ্ধির উপর দৃষ্টি প্রদান অত্যন্ত আবশ্যিক ।

**অর্শোরোগে-বেদনা :** অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, শরীরের নানাস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, কোষ্ঠবদ্ধজন্ত উদরায়ান প্রকাশ পাইলে, এই বেদনা প্রবল হয় ; উদরায়নের জন্যও সময় সময় স্থান-বিশেষে অল্প বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে । অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও মন্দাগ্নি হইতে শরীরে বেদনা হইলে, অলম্বুযাজ-চূর্ণ, বৈশ্বানর-চূর্ণ বা যোগরাজ গুণ-গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীর অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে । এই সমস্ত ঔষধ বায়ুর অহুলোমক ও কোষ্ঠকৃদ্ধিকর এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক ; হুতরাং অর্শোরোগীর কটি, গ্রীবা অথবা পার্শ্বাদি সন্ধিস্থিত বাতের পক্ষে, উহা অত্যন্ত উপকারী । মস্তক এবং তৎসন্নিহিত স্থানে বেদনা থাকিলে, স্বল্পলক্ষ্মী-বিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা স্নেহশৈলেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । উদরে ও নাভিস্থানে বেদনা থাকিলে, অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ অর্থাৎ মহাশঙ্খবটী বা শূলহরণ যোগ প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অহুপানের সহিত সেবন করিতে দিবে । গুহদেশ বা বস্তিস্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, চিস্তামণিরস বা চতুর্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

**অর্শোরোগে-জ্বর :** অর্শোরোগে পিত্তাধিক্যবশতঃ জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই জ্বরের বেগ কখনও হ্রাস হয়, কখনও বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগী সমধিক কষ্ট অহুভব করে । অর্শোরোগের প্রবলাবস্থায় জ্বরবৃদ্ধি হইয়া থাকে । জ্বরের প্রবলাবস্থায় ও শরীর সবল থাকিলে, জয়াবটী, মৃত্যুঞ্জয়রস অথবা মহাজরাচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ অহুপানভেদে সেবন করাইবে । এইরূপ অবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া রোগীকে অবস্থানুসারে পথ্য প্রদান করিবে ; কিন্তু জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর জ্ঞান ও আহার সচ্ছ হইলে চূড়ামণিরস বা বৃহৎজরাস্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ দোষানুসারে তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অর্শে ক্ষার বা তীক্ষ্ণ প্রলেপাদির প্রয়োগকালে শারীরিক অবস্থানুসারে অনেকের জ্বর হইয়া থাকে, এই জ্বর অর্শের কত ওক

হইলেই দূরীভূত হয় ; সুতরাং তজ্জন্ত পৃথক পৃথক ঔষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না ।

**অর্শোরোগে—মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ :** অর্শোরোগ-ক্রান্ত ব্যক্তির অনেক সময় মেহ বা মূত্রকৃচ্ছদোষ অর্থাৎ প্রস্রাবকালীন বাতনা অথবা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে । এইরূপ মেহ ও মূত্রকৃচ্ছতা বহুগত বায়ুর প্রকোপ, কোষ্ঠত্বক্কির অভাব অথবা অগ্নিমান্দ্য-জনিত অস্ত্রান্ত উপদ্রববশতঃ প্রকাশ পায় । এই মেহরোগে অনেক সময় প্রস্রাবের নিয়মগত চূর্ণের জ্বায় বা লাল মিশ্রিত পদার্থ দৃষ্ট হয় । বিবিধ শীতল দ্রব্য প্রয়োগদ্বারা উহার বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি পায় না । এইরূপ বেহ প্রায়শঃ রোগের প্রবলাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় লক্ষিত হয় ; সুতরাং তদ্বিবারণার্থ মেহমূদগর-বটিকা, চন্দ্রপ্রভাবটিকা, মহাবলেশ্বর বা বদাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । এ সকল ঔষধে মূত্রকৃচ্ছ ও মেহ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে । তজ্জন্ত প্রায়শঃ অস্ত্রান্ত ঔষধ সেবন করিতে হয় না । মূত্রকৃচ্ছ প্রবল হইলে, মেহমূদগরবটিকা, বৃহৎ সোমনাথরস বা চন্দ্রপ্রভাবটিকা সেবনে সমধিক উপকার হয় । অর্শোরোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, স্নান ও আহারা দির পালন করা অতি আবশ্যক ।

**অর্শোরোগে—উদরাময় :** অর্শোরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাময় প্রবল হইয়া থাকে । পিত্তাধিক্য বশতঃ পাতলা দান্ত হয় । শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ প্রবাহিকা রোগের জ্বায় আম সংযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে । এই উভয় অবস্থায় বাতালুগ্নোমক অথচ ধারক ঔষধ তাকর-লবণ, বৃহৎ লবঙ্গাচুর্ণ, পীযুষবল্লীরস বা মহাশল্মলী প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে । ইহাদের মধ্যে পীযুষবল্লীরস ও বৃহৎ লবঙ্গাচুর্ণ আমদোষ নিবৃত্তিকারক এবং অস্ত্রান্ত ঔষধ ধারক অথচ অলুগ্নোমক । আমসংযুক্ত রক্তবর্ণ অথবা সরক্ত পাতলা দান্ত হইলে, পীযুষবল্লীরস, কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয় । অর ও উদরাময় একত্র মিলিত হইলে, কুটজাষ্টক বা বৃহৎ-কুটজাবলেহ, প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে অর ও উদরাময় উভয়ই প্রায়শঃ প্রশমিত হয়, তবে আবশ্যক হইলে, সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস, মহাগন্ধক ও অমৃতার্ণব রস প্রভৃতি ঔষধও রোগের প্রথম অবস্থায়

সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু, উদরাময় পুরাতন হইলে ও তৎসঙ্গে অর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, পুটপাক বিষমজরাস্ত্রলৌহ, সূর্যকরহর লৌহ বা বৃহৎ জরাস্ত্রলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

**অশোণিত্রোগে-সর্দি ও কাস :** নৈমিত্তিক অশোণিত্রোগে অনেক সময় সর্দি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হয় । কোষ্ঠ বদ্ধ হইলেও এই সর্দি, কাস প্রভৃতি প্রবল হইয়া থাকে ; সর্দি ও কাস প্রভৃতির জন্ত পৃথক ঔষধ সেবন না করাইয়া, শুল্কলক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস, কফচিহ্নামণি বা শ্বাকারাজ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সকল ঔষধ অমুপানভেদে সেবন করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায় । শ্বাসচিহ্নামণি, শ্বকাদি-চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ কাস ও শ্বাসের প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু ঐ সকল ঔষধদ্বারা পুরাতন কাস বা শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয় না ।

## অশোণিত্রোগে-ঔষধ ।

**অর্ককীরাদি লেপ :** অশোণিত্রোগীর অশের অঙ্গুর বর্দ্ধিত, কঠিন বা তীক্ষ্ণগ্র হইলে, এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে । ইহা লাগাইলে, ঐ সমস্ত অঙ্গুর খসিয়া পড়ে ।

**অর্ককীরাদি লেপ ।** আকশের কীর, সীজের কীর, তিতলাউয়ের কচিপাতা ও ডহর-করঞ্জার ছাল, এই সকল দ্রব্য সমানভাণে লইয়া ছাগীমূত্রে পেষণ করিবে ; অনন্তর উহা বলিতে লাগাইবে । .

**সুহীক্ষ্মকীরাদি লেপ :** বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক অশের অঙ্গুর কঠিন ও বৃহৎ এবং ঐ অশের মূলভাগ বৃহত্তর হইলে, এই প্রলেপ বলির মুখে লাগাইয়া দিবে । ইহাতে অশের অঙ্গুর সকল খসিয়া পড়ে ।

**সুহীক্ষ্মকীরাদি লেপ ।** সীজের কীর ও হরিদ্রা-চূর্ণ সমভাণে মিশ্রিত করিয়া বলিতে লাগাইবে, অথবা উভয়দ্রব্য একত্র কাপাঁসের পত্বে মাখাইয়া পুনঃপুনঃ মৌত্রে শুক করিয়া, তৎকাল দৃঢ়রূপে অশের বলি বন্ধন করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা রাখিলে ঐ বলি ছিন্ন হয় ।

**কুণ্ডলিকাচূর্ণ লেপ :** বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক অশের অঙ্গুর বর্দ্ধিত এবং অশের মূল বৃহৎ ও কষ্টকাকীর্ণ হইলে, এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে । উহা লাগাইলে বলি খসিয়া পড়ে ।

তুখিকান্ত লেপ। সবীজ তিত লাউ কাকিতে পেথন পূর্বক উহাতে শুড় মিশ্রিত করিয়া মর্শে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

**হরিদ্রাদি লেপ।** দৈন্যিক অর্শে বলির মূলভাগ বুহৎ এবং উহা বেদনাবিশিষ্ট হইলে ও অর্শের বলি বাহিরে থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে।

হরিদ্রাদি লেপ। হরিদ্রা, রক্তচিটা, সোহাগার ধৈ এবং ওল, ইহাদের চূর্ণ ও শুড় একত্র করিয়া কাকি ঘারা পেথন পূর্বক অর্শে প্রলেপ দিবে।

**অপামার্গ লেপ।** লিঙ্গস্থিত অর্শঃ প্রবল হইলে, ঐ অর্শের মুখে এই প্রলেপ লাগাইবে, ইহা লিঙ্গার্শোরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপামার্গ লেপ। আপাওঁহুল অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ই কার এবং হরিতাল সমভাগে লইয়া জলে পেথন করিবে ; অনন্তর অর্শে লাগাইবে।

**পঞ্চকোল লেপ।** দৈন্যিক অথবা বাতদৈন্যিক অর্শোরোগে কাস, শ্বাস, অরুচি, মস্তকে ভারবোধ ও গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপশ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তক্র ( ঘোল ) সহ সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চকোল বোগ। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিটা ও শুঠ, এই সকল জবোর চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। যাত্রা ১/০ দুই আনা হইতে ১০ গারি আনা।

**হরীতকী ষোগ।** বাতিক ও বাতপৈত্তিক অর্শোরোগের কোষ্ঠবদ্ধ এবং তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

হরীতকী ষোগ। মোটা হরীতকী পূর্বদিন গোসূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পর দিন প্রাতে পেথন পূর্বক, উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। হরীতকী-চূর্ণ শুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায়।

**হরীতক্যাদি চূর্ণ।** বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, এবং কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায়া নানাপ্রকার উদ্বেগ, দাহ, রক্তস্রাব ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ফল্গু ছালের রস সহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, খোসাবিহীন কুকড়িল, আমলকী, কিসমিস ও মধু। ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। যাত্রা ১/০ দুই আনা হইতে ১০ অর্ধ কোলা।

**শুল্কণ ষোণ :** শ্লেষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, আমাশয় এবং অন্ত্রান্ত উৎস্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

পূরণ ষোণ । বস্ত্রগুলি মাটিঘারা লেপন পূর্বক, বনধুটের অগ্নিতে দহক করিবে, পরে সিদ্ধ ওলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও কিঞ্চিৎ তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

**তিল ষোণ :** রক্তাশোরোগে মলদ্বার হইতে সমধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং রক্তার্শের অন্ত্রান্ত লক্ষণ অর্থাৎ হস্ত, পদ ও প্রভৃতি স্থানে পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

তিল ষোণ । কৃকতিল ১ তোলা পেষণ পূর্বক উহার সহিত ইক্ষুচিনি ১০ তোলা, ছাগীদ্রব ১ তোলা মিলিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

**শতমূলী ষোণ :** রক্তাশোরোগে মলদ্বার হইতে অধিক রক্তনির্গত হইলে এবং রক্ত নির্গমন হেতু দাহ, পিপাসা ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি রক্তার্শের লক্ষণ সকল মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ বৈকালে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে । রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে দুই বেলা দুই বার ঔষধ প্রযোজ্য

শতমূলী ষোণ । শতমূলী ২ তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণ পূর্বক উহার সহিত ছাগীদ্রব মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

**অপামার্গ ষোণ :** রক্তাশোরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও অঙ্গুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিতে ।

অপামার্গ ষোণ । আপামার্গ ১০ তোলা, চাউলঘোষা জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

**কুটিল ষোণ :** রক্তার্শে মলদ্বার হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে এবং পিত্তার্শে রক্তসংযুক্ত তরল মলভেদ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

কুটিল ষোণ । কুটিল ১০ তোলা পরিমাণে পেষণ পূর্বক উহার সহিত তরু মিশ্রিত করিয়া, দিনে ২৩ বার সেবন করিতে দিবে ।

**দেহবল্যঙ্গী যোগ :** বাতিক, পৈতিক বা শ্লেষিক অর্শোরোগে অর্শের অঙ্গুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই কল দ্বারা অর্শের বলি ধোত করিবে । অর্শোরোগের ইহা প্রধান ঔষধ ।

বেষদালী বোণ । ঘোষালতা পূর্ব দিন রাত্রে ডিঙ্গাইয়া রাখিবে; অথবা অর্ধ সের ঘোষালতা ১৫ সের রসে সিদ্ধ করিয়া ১০ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিরা নইরা, সেই কল দ্বারা অর্শের বলি দিনে ৩০ বার ধোত করিয়া দিবে ।

**পদ্মক যোগ :** রক্তাশোরোগে রক্তদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে রক্তাশোজনিত বিবিধ উপদ্রবও বিনষ্ট হয় ।

পদ্মক বোণ । কচি পদ্মপাতা সেবণ পূর্বক উহার সহিত কিকিৎ ইকুটিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

**অশ্বগন্ধাদি ধূপ :** বাতিক, পৈতিক, শ্লেষিক বা রক্তাশোরোগে অর্শের অঙ্গুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং গুহদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ধূপ অর্শে লাগাইবে ।

অশ্বগন্ধাদি ধূপ । অশ্বগন্ধা, নিসিন্দা, বৃহত্তী ও পিপুল ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে নইরা তাহার সহিত স্নাত মিশ্রিত করিবে এবং এবং উহাতে অগ্নি ধবাইবা তাহার ধূম অর্শে গ্রহণ করিতে দিবে ।

**চন্দনাদি কাথ :** রক্তাশোরোগে অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব হইলে এবং তজ্জন্ম বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, জ্বর ও পাতুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

চন্দনাদি কাথ । রক্তচন্দন, চিরতা, দুর্গালতা ও নাগরমুখা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; এই কাথ ছাকিরা শীতল হইলে সেবন করিতে দিবে ।

**লঙ্গাশ্ব্যাদি ককাদি :** রক্তাশোরোগে অর্শঃ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং পিত্তের প্রকাশ কষ্টকর দাহ ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে, রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।



দার্কাদি কাথ। দার্কহরিদ্রা, দার্কচিনি, বেণারমূল ও জিহ্বাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

**কক্লাদিচূর্ণ :** রক্তাশোষণে অর্শঃ হইতে রক্তশ্রাব এবং তজ্জনিত বিবিধ উপশ্রব অর্থাৎ বস্তিদেহে বেদনা, শরীরের পীতাতা ও ক্লান্তা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ তক্রসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

করঞ্জাদি চূর্ণ। করঞ্জকলের শাস, রক্তচিহ্ন, সৈন্ধব, শুঠ, ইন্দ্রবৎ ও সোন্দাল; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। সাতা ৮০ আনা হইতে ১০ গারি আনা।

**কপূরাদিচূর্ণ :** বাতিক অর্শোরোগে রোগীর সমধিক দুর্বলতা এবং কটি, পৃষ্ঠ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে পাতলা দান্ত, অতিসার, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপশ্রব বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জনসহ সেবন করিতে দিবে।

কপূরাদি চূর্ণ। কপূর, লবঙ্গ, এলাইচ, দার্কচিনি, নারেকর, ভাতীকল, বেণার মূল, শুঠ, কৃকজীরা ( সাজীরা ), কৃকাকর, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলগন্ধি, পিপুল, রক্তচন্দন, তগরপাছ, বালা ও কাকোলী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। সাতা ৮০ ছই আনা হইতে ১০ গারি আনা।

**মরিচাদিচূর্ণ :** বাতিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

মরিচাদি চূর্ণ। মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হস্তীতকী, রক্তচিহ্ন ও বমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; এবং পুরাতন শুড় ৪ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিবে। সাতা ৮০ ছই আনা।

**লবণোত্তমচূর্ণ :** বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ তক্রের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

লবণোত্তম চূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, রক্তচিহ্ন, ইন্দ্রবৎ, তহরকরঞ্জার মূলের ছাল এবং দ্রহ্মদিবের ছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। সাতা ৮০ ছই আনা।

**মিষ্ণুচূর্ণ :** বাতিক অর্শে মগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ, ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি

স্থানে বেদনা, ভোজনে অনিচ্ছা ও বাতশৈথিল্য অর্শে উদরাম্বল, অর, কাস, শ্বাস ও মাথার বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিধ্যাতিক অর্শোরোগে বায়ুর বা বাতশৈথিল্য আধিক্য প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা বাইতে পারে।  
অস্থপান—জল।

বিষক চূর্ণ। শুঠ, পিপুল, বরিশ, হরীতকী, আদনা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, বচ, হিং, আকনাথি, ববকার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কটুকী, ইল্লবণ, রক্তচিটা, শুক্লা, সৈন্ধবলবণ, বিটুলবণ, সাতার লবণ, সৌবর্জলবণ, করকলবণ, পিপুলমূল, বেলেগুঠ, ও বমারী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে যাত্রা ১০ অঙ্ক তোলা।

**সমশর্করূর্ণ :** পৈত্তিক বা পিত্তশৈথিল্য অর্শোরোগে অগ্নিমান্দ্য, কাস, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস এবং শ্বাস রোগেও, প্রয়োগ করা যায়।  
অস্থপান—জল।

সমশর্করূর্ণ। ছোট এলাইচ ১ এক ভাগ, দারুচিনি ২ দুই ভাগ, তেজপাতা ৩ তিন ভাগ, নাগেশ্বর ৪ চারি ভাগ, বরিশ ৫ পাঁচ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ ও শুঠ ৭ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণের সমান ইকুচিনি, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। যাত্রা ১০ দুই আনা হইতে ১০ চারি আনা।

**অগ্নিমুখলবণ :** বাতিক বা বাতশৈথিল্য অর্শে অগ্নিমান্দ্য, উদরাম্বল, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথার ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর মীহা বা বক্রবৃদ্ধি অথবা গুস্ত্র প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে, কিম্বা সাধারণতঃ মীহা বা বক্র রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, ইহা ব্যবহা করা বাইতে পারে। প্রাতে প্রযোজ্য। অস্থপান—উষ্ণজল।

অগ্নিমুখ লবণ। রক্তচিটা, হরীতকী, আদনা, বহেড়া, দত্তী, ডেউকীমূল ও বৃহৎ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান সৈন্ধবলবণ, এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া, সীজের কীড় দ্বারা ভাঙিয়া দিয়া সীজের গাছ অথবা সীজের ডালের মধ্যে পূর্ণ করিবে, অনন্তর বহুদুগ্ধ সীজের ডাল দ্বারা রুদ্ধ করিয়া উহাকে দাড়াই দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং ঔষধ একেবারে ভস্মীভূত না হই, একপাত্রে বসন্তের অগ্নিতে পাক করিবে। যাত্রা ৫ পাঁচ রহি।

**প্রাণদা শুভিক্তিকা :** বাতিক, পৈত্তিক, শৈথিল্য, বাতশৈথিল্য,

পিত্তগ্নৈমিক ও সান্নিপাতিক অর্শের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কোষ্ঠ-বদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য অথবা পাতলা দান্ত, অকৃচি, জ্বর, কাস এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভার, ক্ষুধামান্দ্য ও অন্ত্রাস্ত্র লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অহুপান—জল।

প্রাণফা শুড়িকা। শুঠ ২৪ তোলা, সরিচ ৮ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, চৈ ৮ তোলা; তালীশপত্র ৮ তোলা, নাপেষ্বর ৪ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, এবং বেণার মূল ১ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ এবং পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাঝা ৮০ দুই আনা হইতে ১০ অর্দ্ধ তোলা। এই ঔষধ কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইলে, ঔষধে শুঠের পরিবর্তে হরীতকী চূর্ণ এবং পিত্ত প্রবল ব্যক্তির পাতলা দান্ত অথবা সেবন করাইতে হইলে, পুরাতন গুড়ের পরিবর্তে ইক্ষুচিনি দিবে।

**চন্দ্রপ্রভাশুড়িকা।** বাতিক, বাতপৈত্তিক, বাতগ্নৈমিক বা সান্নিপাতিক অর্শে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রামহদোষ, বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা, পুরাতন জ্বর ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রশস্ত। ইহা সেবনে অর্শোরোগীর ঐ সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধ প্রমেহ, অশ্মরী এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগেও, ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা সেবন করিয়া নিয়ম পূর্বক আহারাদি করা কর্তব্য। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি, কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং বায়ু অহুলোম হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনান্তে শীতল জল পান করিতে দিবে। অহুপান স্তম্ভ ও মধু।

চন্দ্রপ্রভা শুড়িকা। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অত্র ৮ তোলা এবং বিড়ঙ্গশাস, রক্তচিহ্না, শুঠ, পিপুল, সরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপুলমূল, মুখা, শর্টায় পালো, বচ, বর্ণমাকিক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জলবণ, ববক্ষার, সারীমাটি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খনে, গজপিপ্লী ও আতাইব; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত শিলাজতু ৩৪ তোলা, শোধিত শুণ্ডমূল ১৬ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা, বংশলোচন, দস্তীমূল, তেউনীমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২৮/১০ রতি; এই সমস্ত ত্রয়া একত্র মিশ্রিত ও জলদ্বারা বর্দন করিয়া শুক করিবে। মাঝা ৮০ এক আনা হইতে ১০ চারি আনা।

**কাসশুড়িকা।** গ্নৈমিক বা বাতগ্নৈমিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য ও আম-

সংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, জ্বর বা শরীরের অবসন্নতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।  
অহুপান—হরীতকী-চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ ।

রসগুড়িকা । রসসিন্দূর ১ তোলা এবং বিড়ল, বরিচ ও অত্র ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া গাংরাই শাকের রসে বর্দন করিবে । বটী ১ এক রতি ।

**চক্রেপ্তররস** । বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর অগ্নি-মান্দ্য, কাস, ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সহ সেবন করিতে দিবে ।

চক্রেপ্তর রস । রসসিন্দূর ১ তোলা, সোহাগার খৈ এবং অত্র প্রত্যেক ১ তোলা ; এই সকল একত্র করিয়া বেত পূর্ণবার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে । বটী ২ দুই রতি ।

**জাতীকলাদি বটী** । শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগে আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস ও সন্ধি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—হরীতকী-চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ ।

জাতীকলাদী বটী । জাতীকল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, শুঠ, গুড়, রবীন্দ্র, হিঙ্গুল ও সোহাগার খৈ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া জ্বার (গোড়া লেবুর) রসে বর্দন করিবে । বটী ২ দুই রতি ।

**অগ্নিমুখ লৌহ** । বাতশৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য, শরীরের পাতুলতা, আমসংযুক্ত পাতলা লাঠি, কটি ও পৃষ্ঠাদি স্থানে বেদনা এবং পীড়া বা যত্নত বৃদ্ধি ও শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা বল ও অগ্নি-বর্দ্ধক । অহুপান—ঘৃত বা দুগ্ধ ।

অগ্নিমুখ লৌহ । তেউড়ীমূল, রক্তচিটা, মিসিন্দা, সীতামূল, সুতিরী ও ভুই আমলা ; ইহাদের প্রত্যেকের ৩৩ তোলা, পাকার্থ জল ৬৬ সের, শেষ ১৬ সের । ছাকিয়া লইয়া উহাতে উকীকৃত প্যারসু ১০২ তোলা, বৈদ্যমূলের রসদ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহকল্প ২০ তোলা, এবং ইকুটিরি ২০ তোলা এতদান করিয়া প্রাক করিবে এবং ঘন হইলে, উহাতে বিড়ল-চূর্ণ ১৪ তোলা, শুঠ, পিপুল, বরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের সমভাগে মিশ্রিত চূর্ণ ৪০ তোলা, শিলাজত ২ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য

এখান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে, মধু ১০ তোলা এখান করিবে ; যাত্রা—  
১০ দুই আনা হইতে ১০ চারি আনা বা ১০ অর্ধ তোলা।

**মাণ্ড্যলৌহ।** পৈত্তিক বা রক্তার্শে রোগীর পাতলা দান্ত বা  
রক্তসংযুক্ত দান্ত হইলে এবং দেহের পাণ্ডুতা, দাহ, অগ্নজ্বর, শরীরের দুর্বলতা  
প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।  
অম্বুপান—রক্তার্শে ছাগীদুগ্ধ। পিত্তার্শে—শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি।

**মাণ্ড্যলৌহ।** মাংস, ওল, রক্তচন্দন, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী,  
আমলা, বগেড়া, বিড়ঙ্গ, মুখা ও রক্তচিহ্না ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব সমান  
লৌহ ; জলদ্বারা সর্দন করিবে। বটী ৩ দিন রতি।

**ভীক্ষু মুখ রস।** বাতিক, বাতপৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক  
অর্শে রোগীর কটি ও পৃষ্ঠাদি স্থানে বেদনা, কাস, মাথার উষ্ণতা, প্রমেহ বা  
মূত্রকৃচ্ছ্র ও সর্বদা বায়ুজনিত বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ  
তাহাকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অম্বুপান—হরীতকী, আমলা, ও  
বহেড়া ভিজান জল ২ তোলা ও মধু ২ ফোঁটা অথবা ইক্ষুচিনি।

**ভীক্ষু মুখ রস।** রসসিন্দূর, তাম্র, বর্ণ, অম্র, ভীক্ষলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক, মধু ও বর্ণ-  
মাকিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, বৃতকুমারীর রসে একদিন সর্দন করিবে, পরে  
মুখামধ্যে রাখিয়া মাটিদ্বারা লেপ প্রদান পূর্বক, রৌদ্রে শুক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পাক  
করিবে। যাত্রা ২ দুই রতি।

**অর্শঃকুষ্ঠান রস।** বাতিক বা শৈথিল্যিক অর্শে রোগীর কোষ্ঠ  
বদ্ধ, উদরাগ্নান, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃৎ  
বৃদ্ধি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।  
অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শের প্রবলাবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

**অর্শঃকুষ্ঠান রস।** পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, এবং লৌহ, তাম্র, দস্তীমূল, শুঠ,  
পিপুল, মরিচ ও ওল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, বংশলোচন, সোহাগার গৈ,  
ববকার ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, শোধিত সীসের কীর ৪০ তোলা ;  
এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিবে ; প্রথমে গোমূত্র ৫ লেহ পাক করিবে এবং অর্দ্ধাংশেবে উহার  
সহিত ঐ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গুহ্ম অগ্নির সমভাগে পাক করিবে। যাত্রা ১০ চারি আনা।

**কুটজলেহ :** পৈত্তিক, পিত্তশ্লেষিক, সান্নিপাতিক বা রক্তাশ্মা-  
রোগে পাতলা দাত, আময়ক সংযুক্ত শুঠলে মল অথবা কেবল রক্ত নির্গত  
হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগীর গ্রহণীয়  
অর্থাৎ উদরাময় অবস্থায়ও, ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ ধারক অথচ  
কোষ্ঠবদ্ধকারক নহে। রক্তাশ্মা বা পিত্তাশ্মাজনিত পাতুতা ও অকচিৎ পুষ্টি  
উপদ্রব ইহাতে বিনষ্ট হয়। ইহা রক্তাশ্মার মধ্যে বা পুরাতন অবস্থায়  
প্রযোজ্য। অহুপান—ছাগীছন্দ বা শীতল জল।

**কুটজলেহ :** সরস কুটজের ছাল ৮০০ তোলা পার্কার্ব জল ৬৪ সের, শেব ৮ সের। এই  
কাথ ছাকিয়া লইয়া পুনরায় অগ্নিতে পাক করিবে এবং উহাতে পুরাতন শুড় ২৫০ তোলা,  
গব্যমূত্র ৬৪ তোলা প্রদান করিবে; ঔষধ যম হইলে, ঐ পাত্র অবতরণ পূর্বক, রক্তচন্দন,  
বিড়ঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রসায়ন, রক্তচিটা, ইন্দ্রযব, বচ,  
আতাইচ ও বেলগুঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান পূর্বক বৃহ অগ্নির সম্মুখে  
পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে, ঔষধ শীতল হইলে, উহাতে বহু ৬০ তোলা  
মিশ্রিত করিবে। সাতা ১০ চারি আনা বা ১০ অর্দ্ধ তোলা।

**কুটজাষ্টক :** রক্তাশ্মা বা পৈত্তিক অর্শে রোগীর সমধিক  
রক্তশ্রাব অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে  
সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তরোধক, রক্তাশ্মার প্রথম অবস্থায় অথবা অল্প  
রক্ত নির্গত হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অথবা অধিক  
পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে, ইহা সেবনে রক্ত একেবারে বন্ধ হইয়া নানা  
বিধ কঠিন রোগ উৎপাদন করিতে পারে, সুতরাং ঐ অবস্থায়, ইহা প্রয়োগ  
সমীচীন নহে। রক্তাশ্মার মধ্যাবস্থায় পিত্তশ্লেষা প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন  
করিতে দিবে। অহুপান—ছাগীছন্দ বা শীতল জল।

**কুটজাষ্টক :** প্রথমবিধি ২০০ পুটার হটব্য।

**শুল্কপুটোমাক্ষক :** বাতিক বা বাতশ্লেষিক অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ,  
কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বাদিতে বেদনা এবং কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব  
প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগের মধ্য ও  
পুরাতন অবস্থায়, এই ঔষধ অধিক উপকারী। অহুপান—জল।

শূণ্ণমোদক । মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৪ তোলা, রক্তচিটা ৮ তোলা এবং ওল ১৬ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণের সমান পুরাতন শুষ্ক অর্ধাং ৩০ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া মোদক পাক করিবে । মাত্রা ১০ চারি আনা হইতে ১০ অর্দ্ধ তোলা ।

**হৃৎ শূলনাশোদক :** বাতিক ও বাতশৈল্পিক অর্শের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায়, রোগীর অগ্নিমান্দ্য, কাস, কোষ্ঠবদ্ধ কটি ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পুরাতন অর্শোরোগে প্রীঃ ও যকৃৎবৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় । ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক । পুরাতন অর্শোরোগীর পক্ষে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী ।  
অস্থপান—উষ্ণজল ।

হৃৎ শূণ্ণমোদক । ওল ১৬ তোলা, রক্তচিটা ৮ তোলা, শুঠ ৪ তোলা মরিচ ২ তোলা, এবং হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, শোণিত তেলা, ও বিড়ল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ; ডালমূলী ৮ তোলা, বিতাদকবীজ ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া পুরাতন শুষ্ক ১৮০ তোলা সহ মিশ্রিত করতঃ মোদক পাক করিবে । মাত্রা ১০ চারি আনা বা ১০ অর্দ্ধ তোলা ।

**কাষ্ঠান্নমোদক :** বাতিক বা বাতশৈল্পিক অর্শের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় কটি ও পার্শ্বাদি বেদনা, শরীরের ক্লান্ততা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধে অর্শোরোগের বিবিধ উপদ্রব নষ্ট হয় । পৈত্তির এবং পিত্তশৈল্পিক অর্শে পাতলা দান্ত, দাঁড়, জ্বর এবং অন্তান্ত উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় । এই ঔষধ অতি সাবধানে সেবন করিতে দিবে । প্রথমে অতি অল্পমাত্রায় প্রযোজ্য ।  
অস্থপান—তৃষ্ণ ।

কাষ্ঠান্নমোদক । হরীতকী ৪০ তোলা, জীরা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, পিপুলমূল ১৬ তোলা, চৈ ২৪ তোলা, রক্তচিটা ৩২ তোলা, শুঠ ৪০ তোলা, ববকার ১৬ তোলা, উৎকৃষ্টরূপে শোণিত তেলা ৬৪ তোলা, ওল ১২৮ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত ঔষধের বিত্তন পুরাতন শুষ্ক গ্রহণ করিয়া মোদক পাক করিবে । মাত্রা—২ রতি হইতে ৩ বা ৮ রতি ।

**দংশমূল প্রভৃতি :** বাতিক, বাতশৈল্পিক ও সান্নিপাতিক অর্শোরোগের

পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, কটি, উদর বা পার্শ্বদিকে বেদনা, মাথাব্য-  
ভার, কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন  
করিতে দিবে ইহা অত্যন্ত । অগ্নিবর্দ্ধক, অথচ কোষ্ঠভঙ্গিকারক । অল্পপান—  
উষ্ণ জল ।

দশমূল গুড় । বেলহাল, শোণাহাল, বাতাসীহাল, পাকলহাল, পদিসারী, শালপাণী,  
চাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোকুর, রক্তচিটা, দস্তীমূল ; ইহাদের প্রত্যেক ১০ তোলা,  
পাকার্থজল ৩০ সের, শ্বেত ১০ সের । এই কাথ হাকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় ১২০ সের  
মিশ্রিত করিয়া বথানিরবে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে, পাত্র নামাইবে এবং শীতল হইলে,  
উহাতে ডেউড়ীমূল-চূর্ণ  $\frac{১}{২}$  সের ও পিপ্পল চূর্ণ  $\frac{১}{১}$  সের মিশ্রিত করিয়া দ্রুতভাবে রাখিবে । রাজা  
১০ অর্ধ তোলা হইতে ১ এক তোলা ।

**শ্রীনাথশাল গুড়** । বাতিক, পৈত্তিক, বাতশৈথিল্য ও  
সান্নিপাতিক অর্শের পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বাভাবিকরূপে মল  
নির্গত হইলে, অথচ কটি, পার্শ্বাদি স্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, জ্বর  
ও শ্লীশ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । বহুকালের  
পুরাতন অর্শে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । প্রথমে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ  
করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে । অল্পপান—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, উষ্ণজল ।  
পৈত্তিক অর্শে বা সহজকোষ্ঠে ছাগীহস্ত ।

শ্রীনাথশাল গুড় । ডেউড়ীমূল, চই, দস্তীমূল, গোকুর, রক্তচিটা, শট, রাখালশশা, মুখা,  
গুঠ, বিড়ক ও হরীতকী ; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা, শোণিত তেলা ৩০ তোলা, বিস্তা-  
রক বীজ ৪৮ তোলা, তল ১২৮ তোলা, পাকার্থজল ১২৮ সের, শ্বেত ৩২ সের । ঐ কাথ  
হাকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ১২০ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে এবং  
খন হইলে, পাত্র নামাইয়া উহার সহিত ডেউড়ীমূল, চই, তল ও রক্তচিটা ; ইহাদের  
প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা এবং এলাইচ, দারচিনি, মুখা ও কম্বিসিন্দী ; ইহাদের প্রত্যেকের  
চূর্ণ ৪৮ তোলা প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে । রাজা ১ এক তোলা ।

**ঋতুকৃত্যাতানলেহ** । রক্তার্শঃ পুরাতন হইলে এবং রোগীর  
বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।  
অন্তর্শোরোগে দাহ, শরীরের প্রাভুতা ও ক্রমশঃ প্রভৃতি উপদ্রবও, ইহাতে  
দূরীভূত হয় । পুরাতন রক্তার্শোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । অল্পপান—জল ।

ঋতুকৃত্যাতানলেহ । প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।



**বৃহৎ কুম্ভাভাবলেহ :** রক্তার্শোরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্ত নিঃসরণ ও রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে, এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শোরোগে পাণ্ডু, দাহ, পিপসা ও অন্ত্রাত্ত উগ্ৰব বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে তাহারও উপকার হয়। পুরাতন রক্তার্শোরোগে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন, ইহা সেবন করিলে, শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অমুপান—জল।

বৃহৎ কুম্ভাভাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কুটজাদ্যস্থত :** রক্তার্শোরোগের পুরাতন অবস্থায়, রোগীর অগ্নি সৰ্বল থাকিলে এবং সময় সময় আমসংযুক্ত মল নির্গত অথবা রক্তস্রাব হইলে, এই স্থত ঔষধ সহ তাহাকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

কুটজাদ্যস্থত। গব্যস্থত ৮৪ সের। বথানিরমে মুছা পাক করিকে। কঙ্করব্য—ইন্দ্রবদ, কুড়িছান, নাগেশ্বর, নীলহম্বি, লোধ ও বাইফুল; এই সকল দ্রব্য মিলিত ৮১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। বথানিরমে স্থত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৪০ অর্দ্ধতোলা।

**পিপ্পলাদ্যটৈল :** পুরাতন অর্শোরোগে বায়ুর প্রােপ বশতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, বিশেষতঃ উদাবর্ন্তের লক্ষণ অর্থাৎ উদর বায়ুপূর্ণ অন্নভূত হইলে এই তৈল দ্বারা মলদ্বারে পিচকারী দিবে; ইহাতে বায়ু অন্ন-লোম হয়, স্ততরাং কটি, পৃষ্ঠ ও গুহদেশে প্রতৃতি স্থানের বেদনা, মলের বন্ধত ও মুক্তকচ্ছতা প্রতৃতি দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে।

পিপ্পলাদ্য টৈল। তিলটৈল ৮৪ সের। বথানিরমে মুছা পাক করিবে। গব্যস্থত ৮৮ সের। জল ১৬ সের। কঙ্করব্য—পিপুল, বটরস, বেলেড়, শুক্ল, বরনাকল, বচ, শটী, রক্তচিটা ও দেবদারু; প্রত্যেক ১ ভাগ ও কুড় ২ ভাগ; এই একাদশ ভাগ দ্রব্য সমভাবে মিলিত ৮১ সের লইয়া বথানিরমে টৈল পাক করিবে।

**বৃহৎ কাসীসাদ্যটৈল :** অর্শোরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল অতি উপকারী। পুরোক্ত প্রলেপাদি দ্বারা যে সমস্ত বলি খলিত না হয়, তাহাও, এই তৈল প্রয়োগে খলিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ কাসীসাদ্য টৈল। তিলটৈল ৮৪ সের। গোবৃত ১৬ সের। কঙ্করব্য—হীরাবস, সৈন্দব, পিপুল, শুঠ, কুড়, ঈশলাজলিরা, পাথরকুটি, কয়রী, দহী, বিড়ম, রক্তচিটা,

হরিতাল, বনঃশিলা, সোনাধূতী, সিজের কীর, ও আঁকরের কীর ; এই সকল দ্রব্য সম-  
ভাগে মিলিত ১১ সের। বথানিরসে তৈল পাচ করিবে। শাকাবসানে তৈল ছাকিরা  
লইবে।

## অর্শোরোগে—উদরাগ্নান-চিকিৎসা ।

**চতুর্ভুজ রস** । অর্শোরোগে বায়ুর আধিক্য বশতঃ উদরাগ্নান  
বা উদর বায়ুপূর্ণ অল্পভূত হইলে, এবং তৎসঙ্গে কটী, পৃষ্ঠ ও গুহদেশে প্রভৃতি  
স্থানে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর অল্পলো-  
মক এবং প্রমেহ ও মুত্রকৃচ্ছ্রনাশক। অপরাহ্নে সেব্য। অল্পপান—হরীতকী,  
আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধু।

চতুর্ভুজ রস। একতবিধি ৫০ পুটার ঔষ্য।

**চিস্তামণি রস** । বাতিক, বাতপৈত্তিক, বা সান্নিপাতিক  
অর্শোরোগে উদরাগ্নান বা উদর বায়ুপূর্ণ অল্পভূত হইলে, এই ঔষধ বৈকালে  
প্রয়োগ করিবে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ কটী, পৃষ্ঠ ও গুহদেশে প্রভৃতি স্থানে  
বেদনা থাকিলে, ইহা সেবনে তাহাও, দূরীভূত হয়। অল্পপান—সমানাংশে  
হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধু।

চিস্তামণি রস। একতবিধি ৩৫০ পুটার ঔষ্য।

**অগ্নিমান্য রস** । অর্শোরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ  
বশতঃ উদরাগ্নান, অগ্নিমান্য, অজীর্ণ ও কোষ্ঠান্ত্রি প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত  
থাকিলে এবং তৎসঙ্গে উদরে, পার্শ্বদেশে বা কুক্ষিতে বেদনা অল্পভূত হইলে, এত  
ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠান্ত্রি ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।  
প্রাতে বা সন্ধ্যার পর সেব্য। অল্পপান—উষ্ণজল।

অগ্নিমান্য রস। একতবিধি ১০ পুটার ঔষ্য।

**বড়শাকল রস** । অর্শোরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ  
উদরাগ্নান, কোষ্ঠান্ত্রি, অগ্নিমান্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত থাকিলে  
এবং তৎসঙ্গে উদর, কুক্ষি বা পার্শ্বদেশে বেদনা অল্পভূত হইলে, এই ঔষধ  
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—উষ্ণজল।

বড়শাকল রস। একতবিধি ৩৭২ পুটার ঔষ্য।

**অম্মতহরীতকী :** অর্শোরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাগ্নান, অকীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাভ্যুতি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং তন্মুক্ত উদরে কৃষ্ণিহানে বা পার্শ্বদেশে বেদনা অম্মকৃত হইলে, প্রত্যাহ প্রাতে এই হরীতকী ভক্ষণ করিতে দিবে। অর্শোরোগে পাতলা বা আমসংযুক্ত দান্ত এবং তৎসংক উদরাগ্নান থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।  
অম্মপান—উষ্ণজল।

অম্মতহরীতকী। প্রস্ততবিধি ৩০ পৃষ্ঠার ঐষ্টব্য।

## অর্শোরোগে—কোষ্ঠবদ্ধ—চিকিৎসা।

**নারাচূর্ণ :** বাতিক বা বাতশ্লেষ্মিক অর্শোরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদর বায়ুপূর্ণ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগে মল কঠিন হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক। ভোজনের পূর্বে ইহা সেবন করিতে দিবে। অম্মপান—মধু।

নারাচূর্ণ। ইকুচিনি ৮ তোলা, তেউড়ী মূলচূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপূল চূর্ণ ২ তোলা ; এই সমস্ত বিজ্রিত করিবে। যাত্রা ২ দুই তোলা।

**হরীতকী ঋণ্ড :** বাতিক বা বাতশ্লেষ্মিক অর্শোরোগে কোষ্ঠ-বদ্ধ অথচ মলের কঠিনতা লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠাভ্যুতি হয় এবং উদর ও কৃষ্ণিদেশের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রাতে প্রযোজ্য। অম্মপান—উষ্ণজল।

হরীতকী ঋণ্ড। প্রস্ততবিধি ৪১০ পৃষ্ঠার ঐষ্টব্য।

**অগস্ত্যচূর্ণ :** বাতিক বা বাতশ্লেষ্মিক অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ অথচ মলের কাঠিন্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠাভ্যুতি হয় এবং উদর ও কৃষ্ণিদেশের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। অর্শোরোগে পাতলা দান্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ নিবেদন।  
অম্মপান—জল।

অগস্ত্যচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪১০ পৃষ্ঠার ঐষ্টব্য।

**সুকুমার মোদক :** অর্শোরোগীর বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং তন্মুক্ত গুঠনে মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ

তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে মল তরল ও বায়ু অহুলোম হয়। প্রাতে এক বটী প্রয়োজ্য। অহুপান—উকজল।

অহুপান বোধক। প্রস্ততবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ফলবন্তি** ১ অর্শোরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাগ্নান বিস্তমান থাকিলেও পূর্বোক্ত বিরেচক ঔষধ সেবনে উপকার না হইলে অথবা বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা অহুচিত বোধ হইলে, অর্থাৎ মলের তরলাবস্থায় বায়ু দ্বারা উদর পূর্ণতা বা উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এই বন্তি গুহ্মদেশে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ুর অহুলোমতা, উদরাগ্নানের নিবৃত্তি এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে।

কলবন্তি। প্রস্ততবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**হিকাদ্যবন্তি** ১ অর্শোরোগে বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্নান ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই বন্তি গুহ্মদেশে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু অহুলোম হয় এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে।

হিন্দাদ্যবন্তি। প্রস্ততবিধি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## অর্শোরোগে—বেদন চিকিৎসা।

**অলম্বুমান্যচূর্ণ** ১ অর্শোরোগে বাতশ্লেষ্মা বা বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ অথবা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্ধক ও বাতনাশক অর্থাৎ বিরেচক নহে, এই জন্য অর্শোরোগে রোগীর স্বাভাবিক দান্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহুপান—ঘোল। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উকজল।

অলম্বুমান্য চূর্ণ। মুণ্ডির, গোকুর, গুলকের পালো, বিতারক বীজ, পি পুল, তেউড়ীমূল, মুখা, বরগরুর মূল, পুনর্ণবা হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ও ওঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিজিত করিবে। যাত্রা ১০ হই আনা হইতে হইতে ১০ অর্ধ তোলা।

**বৈশ্বানরচূর্ণ** ১ বাতিক বা বাতশ্লেষ্মিক রোগীর কটি, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তৎসঙ্গে, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

ইহা মূহ বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক । অহুপান—উষ্ণজল । স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে তত্র অর্থাৎ বোল ।

বৈদ্যানর চূর্ণ । সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, শুঠ ৫ ভাগ ও হরীতকী ১২ ভাগ ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা ১০ ছুই আনা হইতে অর্দ্ধ ১০ অর্দ্ধ তোলা ।

**যোগেন্দ্রাজ গুগ্গুলু :** অর্শোরোগে বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে প্রকুপিত বায়ু অহুলোম ও মল জ্ববীভূত হয় অথচ জলবৎ পাতলা দান্ত হয় না । অহুপান—উষ্ণজল ।

যোগেন্দ্রাজ গুগ্গুলু । রক্তচিহ্না, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, যমানী, জীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বেণারমূল, ববকার, তালীশপত্র এবং তেজপত্র ; এই সকল জ্বয়ের হস্ত-চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্বসমান শোধিত গুগ্গুলু লইবে । গুগ্গুলু প্রথমে ছুড়ে শোধন পূর্বক রৌদ্রে শুক করিয়া তাহার সহিত বৃত্ত মিশ্রিত করিবে, অনন্তর মর্দন পূর্বক ক্রমে অস্তান্ত চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিতে থাকিবে এবং মধ্যে মধ্যে বৃত্ত মিশ্রিত করিয়া গুগ্গুলু ময়ম করিয়া লইবে । এইরূপে সমস্ত চূর্ণ গুগ্গুলুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বৃত্তাক্ত পাত্রে রাখিবে । মাত্রা ১০ চারি আনা হইতে ১০ অর্দ্ধ তোলা ।

**মহালক্ষ্মীশিলাস রস :** নৈমিক অর্শোরোগে মাথায় ভার বা বেদনা ও তৎসঙ্গে জ্বর ও কাস প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্লেষ্মাপ্রধান অর্শোরোগে মাথাভার, মাথাঘোরা সময় সময় মাথাবেদনা বা কর্ণেশন্ শন্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু কেবল মাত্র বায়ুর প্রাধান্ত বশতঃ মাথাঘোরা ও অস্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না । অহুপান—পানের রস ও মধু ।

মহালক্ষ্মীশিলাস রস । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ।

**ফেনেস্টাগলেন্দ্র রস :** নৈমিক অর্শোরোগে মাথায় বেদনা বা ভার থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । জ্বর, কাস, শ্বাস ও গাত্র-বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবগুলি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে

তাহাও দুরীভূত হয় । স্নেহগ্রন্থান অর্শোরোগীর জরেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায় । অহুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু ।

সৈন্দ্রশৈলৈ রস । প্রত্যতিবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**অমলম্মীবিলাস রস :** অর্শোরোগে রোগীর সাধার বেদনা ও ভার থাকিলে, এবং তৎসঙ্গে গায়ে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—পানের রস ও মধু ।

অমলম্মীবিলাস রস । প্রত্যতিবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## অর্শোরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

**জ্বরান্নাভি :** অর্শোরোগে জ্বর প্রবল হইলে, জ্বরের অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । জ্বরের সহিত কাস, দাহ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অহুপান—পানের রস ও মধু । পাতলা দান্ত হইলে, জীরাচূর্ণ ও মধু ।

জ্বরান্নাভি । প্রত্যতিবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**হৃদ্যাক্ষর রস :** অর্শোরোগীর জ্বরের নৃতনাবস্থায় জ্বরের বেগ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, সর্দি ও মাথাভার প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অহুপান—পানের রস ও মধু । পাতলা দান্ত হইলে, জীরাচূর্ণ ও মধু ।

হৃদ্যাক্ষর রস । প্রত্যতিবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহাঙ্গুরাঙ্গুশ :** অর্শোরোগীর জ্বরের নৃতনাবস্থায় কাস, সর্দি ও মাথার ভার প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে । অহুপান—পানের রস ও মধু ; অথবা নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস ও মধু ।

মহাঙ্গুরাঙ্গুশ । প্রত্যতিবিধি ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**হৃদ্যাক্ষর রস লৌহ :** অর্শোরোগে জ্বরের বেগ প্রবল থাকিলে ও কাস, দাহ প্রভৃতি না হইলে, বিশেষতঃ এই অবস্থায় রোগীর

উদরাময় বা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—জীরাচূর্ণ ও মধু ।

বৃহৎ জরাস্তক লৌহ । প্রত্যতিবিধি ২০ পুষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ছড়ামণি রস :** অর্শোরোগীর জরের পুরাতন অবস্থায় অল্প বা মধ্য বেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় আনাহার সঙ্ঘ হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । কাস, সর্কাসশূল ও শিরোরোগ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যায় । অল্পপান—পানের রস ও মধু ।

ছড়ামণি রস । রসসিল্পুর, প্রবাল, বর্ণ, রূপা, বঙ্গ, ভামা, যুক্তা, লৌহ ও অঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

## অর্শোরোগে—প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ-চিকিৎসা ।

**মেহমুদগ্নর বটিকা :** অর্শোরোগে প্রস্রাবের সহিত শুক্র নির্গত বা প্রস্রাব ঘোলাটে, লাল অথবা প্রস্রাবের নিম্নভাগে চূর্ণের স্তায় পদার্থ-সঙ্ঘ বা প্রস্রাবে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ছাগীহৃৎসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে । অর্শোরোগীর পাণ্ডু, কামলা এবং অকচি প্রভৃতি থাকিলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । বাতপিত্ত-প্রধান ব্যক্তির এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয় ।

মেহমুদগ্নর বটিকা । রসাজুন, বিটলবর্ণ, দারুহরিদ্রা, বেলগুঁঠ, গোন্ধুর বীজ, দাড়িমের-খোসা, চিরতা, পিপ্পলমূল, শুঠ, পিপ্পল, সরিষ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ও তেউড়ীমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ১৫ তোলা ও শোধিত শুণ্ডুল ৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া স্তব্ধ দ্বারা মর্দন করিবে । বটী ৫ পাঁচ রতি ।

**চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা :** অর্শোরোগীর প্রস্রাব ঘোলাটে বা হরিত্রাবর্ণ হইলে এবং প্রস্রাবের নিম্নে চূর্ণের স্তায় পদার্থ সঙ্ঘ বা প্রস্রাব কালীন যন্ত্রণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অর্শোরোগীর পাণ্ডুতা, কাস, দাহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলেও, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । বাতপিত্ত বা পিত্তপ্রধান ব্যক্তির প্রমেহরোগে ইহা সমধিক উপকারী । অল্পপান—ছাগীহৃৎ বা জল ।

শ্লেষ্মাভিদ্ধিকা। সোমরাঙ্গী, বচ, মুখা, চিরতা, বেবদার, হরিজা, আতইচ, দার-  
হরিজা, পিপুলমূল, রক্তচিটা, তেউড়ীমূল, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও বঙ্গলোচন  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছই তোলা, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া চই, বিড়ল,  
পত্রপিল, বর্ণমাকিক, শুষ্ক, পিপুল, রসিচ, ববকার, সাক্ষিমাটি, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জল-  
লবণ ও বিটলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ অর্ধ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, ইকুচিনি ৮ তোলা,  
শিলাজতু ১৩ তোলা এবং শোধিত শুণ্ডশু ১৩ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া ভাল  
বর্ধন করিবে। বটী ৫ রতি।

**বজ্রাষ্টক :** অর্শোরোগীর প্রস্রাবের সহিত শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জালা  
ও অত্যন্ত উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।  
বাতশ্লেষ্মাপ্রধান অর্শোরোগীর পুরাতন জরের সহিত মেহ থাকিলে, এই ঔষধ  
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; শ্লেষ্মাধিক বা বাতাস্রিত শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির  
পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। অল্পপান—হরিজাচূর্ণ, আমলকীর  
রস ও মধু।

**বজ্রাষ্টক।** পারদ, পদ্মক, লৌহ, রোণা, বচ, অজ ও তাত্র, এই সকল সমভাগ এবং  
সর্বসন্ধান বচ; এই সমুদয় একত্র করিয়া ভাল বর্ধন পূর্বক দু্যামধ্যে রাখিয়া পত্রপুটে  
পাক করিবে। মাত্রা ২ ছই রতি।

**অহানবকেশ্বর রস :** অর্শোরোগীর প্রস্রাবে জালা, শুক্র-  
নিঃসরণ, প্রস্রাবের নিয়ে চূর্ণের স্তায় পদার্থ-সঞ্চয় বা প্রস্রাবে হরিজাতা বিদ্যমান  
থাকিলে, বিশেষতঃ প্রমেহদোষবশতঃ রোগীর শরীর অতি ক্লান্ত হইলে, এই  
ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—হৃদ্ব।

**মহাবজ্রেশ্বর রস।** পারদ, পদ্মক, লৌহ, অজ, বর্ণ, বচ, মুখা ও বর্ণমাকিক;  
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া বৃত্তকুমারীর রসে বর্ধন করিবে। বটী ২ রতি।

**হৃদ্ব সোমনাথ রস :** অর্শোরোগে ব্যতিগত বায়ুর  
প্রকোপ বশতঃ প্রস্রাবে সমধিক যন্ত্রণা, জালা ও হরিজাতা প্রভৃতি উপসর্গ  
প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কষ্টসাধ্য বায়ু-  
রোগে বা পিত্তপ্রধান অর্শোরোগে প্রস্রাবের যন্ত্রণা থাকিলে, এই ঔষধে তাহাও,  
হরীভূত হয়। ইহা অশ্মরী এবং মূত্রাঘাতরোগেও উপকারী। অল্পপান—  
আমলাভিধান-জল ও মধু, অথবা হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিধান-জল ও মধু।



বৃহৎ সোমনাথ রস। হিন্দুলোথ পারদকে পালিথাপাতার রসে সাত বার এবং শোধিত গন্ধককে ইন্দুরকাণীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, অনন্তর ঐ পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের দুই তোলা লইয়া কলসী করিবে, তৎপরে লৌহতর দ্রুতকুমারীর রসদ্বারা ৭ বার ভলন দিরা ঐ লৌহ ৭ তোলা এবং অত্র. বদ. রূপা দত্তা, বর্ণমাকিক ও বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা লইবে। এই সমস্ত ত্রয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্দন পূর্বক দ্রুতকুমারীর রসে ৭বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

## অর্শোরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

**ভাস্করলবণঃ** বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক রোগীর পাতলা দান্ত অথচ উদরাগ্নান ও শরীরে গ্নানি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতাত্মলোমক ও অগ্নিবর্দ্ধক।  
অস্থপান—জল।

**ভাস্করলবণ।** প্রস্তুতবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**হৃৎকললবণাদ্য চূর্ণঃ** বাতিক, বাতপৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতশ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শোরোগীর উদরাময় বা আমসংযুক্ত পাতলাদান্ত এবং তৎসঙ্গে উদরাগ্নান, কাস বা সর্দি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অস্থপান—জল।

বৃহৎ লবণাদিচূর্ণ। লবঙ্গ, আতইচ, মুখা, পিপুল, মরিচ, সান্দারলবণ, সৈন্ধব-লবণ, ধনে, কটুক, কুড়, জরিজী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসায়ন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, ভেতপত্র, তালীশপত্র, নাগেবর, রক্তচিতা, বিটলবণ, জীরা, বেলগুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুলমূল, বনবম্বী, বম্বী, বরাহকোষ্ঠা, ইন্দ্রবব, গুঁঠ, দাড়িবের খোসা, ববকার, নিমহাল, ধুনা, সাতিকার, সমুদ্রকেনা, লোহাগার খে, বালা, কুড়িরহাল, আমহাল, আমহাল, কটুকী, অত্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ; এই সকল-ত্রয়ের চূর্ণ সমভাগ এবং ধনে চূর্ণ ২ দুই ভাগ; এই সমস্ত ত্রয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। সাত্রা। ১০ চারি আনা।

**শীঘ্রলবণী রসঃ** পৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক বা শ্লেষ্মিক অর্শোরোগীর পাতলা বা আমসংযুক্ত দান্ত হইলে, অথবা আমবদ্ধ হইয়া অগ্নিমান্দ্য, শোথ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময়

পুরাতন হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ আমপাচক।  
অহুপান—বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়।

পীষবদীরস। প্রস্তুতবিধি ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**মহাশঙ্খবটী:** অর্শোরোগীর আমসংযুক্ত পাতলা দাঁত ও তৎসঙ্গে উদরে ভারবোধ বা উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস বা অন্ত্রান্ত্র লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বাতাহুল্যমাক, অগ্নিবর্দ্ধক, আমশূলনাশক ও আমপাচক।  
অহুপান—জল।

মহাশঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কুটজাষ্টক:** অর্শোরোগীর রক্তশ্রাব হইলে, অথবা আম কিম্বা রক্তসংযুক্ত অপক্কমল দান্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উদরাগ্নয়ের সহিত জ্বর, কাস ও হস্ত পদাদিতে শোথ থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, পুরাতন অর্শোরোগেও, ইহা উপকারী। অহুপান—জল বা ছাগীছত্ব।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ কুটজাবলেহ:** অর্শোরোগীর বলি হইতে সমধিক রক্তশ্রাব অথবা আম কিম্বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গম এবং তৎসঙ্গে উদরের বেদনা, জ্বর, কাস ও শরীরের গ্নানি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অর্শোরোগের নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই এই ঔষধ তুলা কার্যকরী। অহুপান—ছাগীছত্ব বা জল।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। প্রস্তুত বিধি ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## অর্শোরোগে—পথ্য।

নূতন ও পুরাতন অর্শোরোগে পুরাতন শালিত্বুলের অন্ন এবং কুলখ-কলাইয়ের ডাইল, পটোল, ওল, মর্নি, বেতোশাক, কচিবেগুন, পলতা, নিম ও হিঙ্গে প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য, বাজ্রন ও তরু প্রভৃতি হিতকর। গুরুপাক-শীতল দ্রব্য, এবং অহুপদেশজাত প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, পিষ্টক,

মাষকলাই, বাঁশের কৌর, বেল, লাউ ও পুইশাক প্রভৃতি স্নেহা ও পিত্ত-বর্জক দ্রব্য অর্শোরোগীর কুপথ্য।

রক্তাশৌরোগে রোগীকে পূর্বোন্নিখিত রক্তপিডরোগের নিয়মাবলম্বী পথ্য প্রদান করিবে।

## ক্রিমিরোগ—চিকিৎসা।

**ক্রিমিন্ৰভেদঃ** ১ ক্রিমি প্রধানতঃ দুইপ্রশীতে বিভক্ত যথা—  
বাহ্যক্রিমি ও আভ্যন্তর ক্রিমি।

**ক্রিমিন্ৰ উৎপত্তিভেদঃ** ১ বাহ্যক্রিমি শরীরস্থ মল বা ময়লা হইতে উৎপন্ন। আভ্যন্তরিক ক্রিমিসকলের কতকগুলি রক্তগত, কতকগুলি আমাশয়স্থিত ও কতকগুলি পকাশয়স্থ পুরীষগত, সর্বসমেত এই চারি প্রকার ক্রিমি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাহ্য ক্রিমিসকল শরীরের মল ও বর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। উহারা সাধারণতঃ কেশ ও চর্ম্মাশ্রয়ী। যথা—মূক, লিপি ইত্যাদি।

রক্তগত ক্রিমি সকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থান করে। উহারা ছয় প্রকার। উহারা পাদরহিত, অতি সূক্ষ্ম; উহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস ইত্যাদি। আমাশয়স্থিত ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি কৈচোর ন্যায়, কতকগুলি খাঙ্গারুরবৎ, কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম, উহারা আমাশয়স্থিত স্নেহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পকাশয়-গত অর্থাৎ পুরীষজ ক্রিমি ৫ পাঁচ প্রকার। উহাদের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং কতকগুলি পীত বা বেগুনবর্ণ ও কতকগুলি সূক্ষ্ম।

**বাহ্যক্রিমিন্ৰ উৎপত্তি কাল্পণ ও উপ-  
শ্রেষ্টঃ** ১ সর্কাদে বা মণ্ডকে ময়লা সঞ্চিত হইলে, তাহা হইতে অথবা বর্ষ হইতে এই ক্রিমি অর্থাৎ উহুন বা চর্ম্মকীটের উৎপত্তি হয়। এই বাহ্য ক্রিমি-সকল পীড়কা, কৃৎ অর্থাৎ চুলকণা ও গলগণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

**রক্তজক্রিমির কালন ও উপদ্রবঃ** কীরমংস্তাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন, অস্বীর্ণ সম্বন্ধে ভোজন এবং শাকাদি দ্রব্য ভোজনে রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। ইহারা কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে।

**আমায়শয়স্থিত ক্রিমির কালন ও উপদ্রবঃ** মংস্ত, মাংস, গুড়, কীর, দধি, মধুর ও অন্নসাম্রাজ্য দ্রব্য, অত্যধিক তরলদ্রব্য, দিব্যানিজ্রা এবং কীর, মংস্তাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন, এই সমস্ত কারণে আমায়শয়স্থিত ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত ক্রিমি বর্ধিত হইয়া উদরের নানা স্থানে বিচরণ করে এবং বমননেচ্ছা, মুখ হইতে জলস্রাব, অপরিপাক, অরুচি, মূর্ছা, বমন, জর, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া অর্থাৎ বায়ু-দ্বারা মল মূত্রের অনির্গম-জনিত—ক্লেশ, কৃশতা, হাঁচি, সর্দি : এই সমস্ত উপসর্গ উৎপাদন করে।

**পকাশয়স্থিত ক্রিমির কালন ও উপদ্রবঃ** মাষকলায়, পিষ্টক, অন্নদ্রব্য, লভন, গুড়, শাক, মধুরস বা অন্নসাম্রাজ্য দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে দ্রব্য অর্থাৎ তরল পদার্থ পান এবং কীর মংস্তাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন ; এই সমস্ত কারণে পকাশয়স্থ পুরীষজ ক্রিমি বর্ধিত হইয়া থাকে। পুরীষজ ক্রিমি বিমার্গগামী হইলে, পাতলা দান্ত, শূল, উদরের বেদনা ও শুষ্কতা, শরীরের কৃশতা, পাণ্ডুতা রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও মলদ্বারে চুলকণা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়।

## ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

ক্রিমি কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমেই অবগত হওয়া কর্তব্য। যে সমস্ত দ্রব্য ভোজনে স্নেহা বর্ধিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিলে, আমায়শয় স্নেহাবহুল হয় এবং আমায়শয়স্থ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। স্নেহবহুল, দ্রব্য ও কীর মংস্তাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একসঙ্গে সেবনদ্বারা পকাশয়ে স্নেহা বা মল সঞ্চিত হইলে, ঐ মলে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ইহাই পুরীষজ ক্রিমি। বিবিধ বিরুদ্ধ দ্রব্য ও শাকাদি সেবনদ্বারা রক্তবাহি শিরাসমূহে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম কীট উৎপন্ন হয়, ঐ কীট উৎপন্ন হইলে, চর্মে বিবিধ পীড়কা ও

কৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে । মস্তকের ময়লা হইতে একপ্রকার ক্রিমি জন্মে, ইহাকে উকুন কহে । গায়েও উকুনের জায় একপ্রকার ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, ঐ ক্রিমি সময় সময় কাহারও কাহারও গায়ে দৃষ্ট হয় । এই চারিপ্রকার ক্রিমির মধ্যে আমাশয় ও পকাশয়গত ক্রিমি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে । এই দুই প্রকার ক্রিমি শিশুদিগের উদরে প্রায়শঃ উৎপন্ন হয় ; যেহেতু দুগ্ধ ও মিষ্টবহুল দ্রব্যই শিশুদিগের প্রধান খাদ্য । এই রূপ যে সকল বালক ও যুবক অধিক মিষ্ট ও দুগ্ধপ্রিয়, তাহাদিগের উদরেও ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে । শিশুদিগের ঐরূপ আমাশয়গত ক্রিমিরোগ হইতে জ্বর, সর্দি, ইটি, বমন, এবং অরুচি জন্মে ; কাহারও পেটে বেদনা, বমন, দান্ত বা অতিসার, জ্বর ও সর্দি, প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, এইরূপ উপসর্গ প্রকাশ পাইবার কারণ নিরূপণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় চিকিৎসকের মতিভ্রম হইয়া থাকে । ক্রিমি হইতে শিশু ও বালক বালিকা-দিগের অনেক সময় উদরাময় বা অতিসার উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ অতিসারে জ্বর, প্রকাশ পায় ; সুতরাং এই অবস্থায় উহা ক্রিমিজনিত অতিসার বা জ্বরাতিসার তাহা নিরূপণ করা বিশেষ আবশ্যক । বালক বা যুবকদিগের পুরীষজ ক্রিমি হইতে নাভিদেশে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীরের ক্লান্ততা ও পাণ্ডু প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ; কাহারও বা পাতলা দান্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে । ক্রিমি উর্জগামী হইলে, তাহা হইতে ক্রোণ, খাস, উদরাধ্বান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পীড়া জন্মে, এমন কি শিরোরোগাদি পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে । আমাশয়স্থ ও পকাশয়স্থ উভয়বিধ ক্রিমিই উর্জগামী ও অধোগামী হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমাশয়গত বড় ( কৈচোর আকৃতি ) ক্রিমি-সকল হ্রদয়ে গমনপূর্বক সময় সময় মুখ হইতে নির্গত হইয়া থাকে । আমাশয়-স্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধাত্তাকুরবৎ ক্রিমিসকলও পকাশয়ে গমন করিয়া মলের সহিত অনেক সময় নির্গত হয় । আমাশয়গত ক্রিমিসকল এইরূপভাবে উর্জ ও অধোগামী হইতে দেখা যায় । পকাশয়গত সূক্ষ্ম ক্রিমিসকল মলের সহিত নির্গত হয়, কিন্তু উহার উর্জগামী হইলে, খাস প্রকাশে মলের গন্ধ প্রতীয়মান হয়, ঐ সকল সূক্ষ্ম ( ধাত্তাকুরবৎ লেলিহ নামক ) ক্রিমি হইতে গুল্মদেশে কতৃ অর্থাৎ চুলকনা প্রকাশ পাইয়া থাকে । ঐ সকল পকাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধি

পাইয়া সময় সময় দাঁত, উদরে যেমন প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে । মানবের দেহমধ্যে এইরূপ ক্রিমির বিচিত্র-গতি প্রকাশ পায় ।

ক্রিমি হইতে যে সকল উপসর্গের উৎপত্তি হয়, তাহাদের সহিত অত্যন্ত মূল রোগের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে ; হুতরাং কোনও রোগের চিকিৎসা-কালে তাহার লক্ষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ নিরূপণ করা কর্তব্য ; অর্থাৎ ক্রিমি-জনিত শূল ও পিত্তশূল এই উভয়ের লক্ষণের মধ্যে যেমন অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, তেমন আবার ঐ উভয় লক্ষণের মধ্যে কিয়দংশে ভেদও দৃষ্ট হয়, এই ভেদ নিরূপণ দ্বারা রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করাই চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় । এইরূপ ক্রিমিজনিত বমন এবং পিত্তের প্রকোপ বা অজীর্ণাদি দোষ বশতঃ বমন—এই উভয়ের মধ্যে বমনের প্রভেদ বিবেচনা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করা কর্তব্য । ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ ও বাতাদি দোষ-ভেদে মূল হৃদ্রোগ এই উভয়ের ভেদ বিবেচনা করিয়া হৃদ্রোগের চিকিৎসা করিবে । ক্রিমিজনিত শিরোরোগের এবং পিত্তশ্লেষ্মাদি ভেদে মূল শিরো-রোগের প্রভেদ নিরূপণ করা বিশেষ প্রয়োজন । ক্রিমিজনিত অগ্নিমান্দ্য বা শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ পাচকারির দুর্বলতা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক । ক্রিমিদোষে অতিসার বা অজীর্ণাদি দোষে অতিসার, ইহা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, বিপরীত ফল দর্শে । এইরূপ ক্রিমিজনিত জ্বর, সর্দি কোষ্ঠবদ্ধ অথবা অত্যন্ত কারণে জ্বর, সর্দি ও কোষ্ঠবদ্ধ, এই সমুদয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসকের ঔষধ নিরূপণ করা কর্তব্য । সাধারণতঃ ক্রিমির চিকিৎসা করিতে হইলে, অগ্নিবর্দ্ধক অথচ কোষ্ঠভঙ্গকর ঔষধ অর্থাৎ ক্রিমি-মূলগর রস, ক্রিমিগুলিজলগ্নব রস প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে ।

**ক্রিমিরোগে-বমন :** ক্রিমিজন্য বমন ও পিত্তদোষে বমন, এই উভয়ের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিতে হইলে, বমন কোন্ রসবিশিষ্ট, তাহা রোগীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যেহেতু অগ্নিপিত্ত বা অজীর্ণাদি দোষে বমন হইলে, সেই বমন প্রায়শঃ অগ্নরসবিশিষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণতঃ ক্রিমি দোষে যে বমন হয়, তাহা প্রায়শঃ তিক্ত রস হইয়া থাকে । বিশেষতঃ ক্রিমি জনিত বমন প্রায়শঃ শূভ্র উদরে অধিক হয় ও আহারদ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং বমনের পূর্বে মুখ হইতে জল উঠিয়া থাকে । ক্রিমির প্রকোপ জন্ম পুনঃ পুনঃ

বমন হইলে, জরে বমন চিকিৎসায় বর্ণিত ক্রিমিনাশক যোগসমূহ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রদান করিবে। বমনের সহিত মুখ হইতে ক্রিমি নির্গত হইলে, উক্ত ক্রিমিনাশক যোগ এবং স্বর্ণমংস্ত্রী ও গিল্লান্যাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ক্রিমি হইতে বিকারের ভাব লক্ষিত হইলে, উল্লিখিত যোগ এবং ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি বমনে বিকার লক্ষিত না হয় অথবা রোগ পুরাতন হয়, তাহা হইলে, উল্লিখিত ঔষধে বিশেষ উপকার হয় না, এক্ষণে অবস্থায় ক্রিমিভজ্ঞবটিকা, বিড়ঙ্গাদি লৌহ বা বিড়ঙ্গাদি দ্বত প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমি জন্ত বমনে রোগীকে অধিক বেলায় আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে, প্রত্যহ এক বা দেড় প্রহরের মধ্যেই পথ্য প্রদান করা কর্তব্য। এই অবস্থায় ক্ষুধার উল্লেখ হওয়া মাত্রই ভোজন করিতে দিবে। শীতল পানীয় বা শ্লেষবর্ধক দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

**ক্রিমিরোগে—অতিসারঃ** ক্রিমি জন্ত অতিসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি অনেক সময় মলের সহিত নির্গত হয়, কখনও বা বড় ক্রিমি মলের সহিত অথবা মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ নির্গত হইয়া থাকে। রোগীর অগ্নিমান্দ্য প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, এই অবস্থা অতি ভয়ানক। অনেক সময় ইহাকে অতিসার, পিত্তাতিসার বা বিস্মৃচিকা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এইরূপ অতিসার উপস্থিত হইলে, অনেক সময় জর প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার কাহারও বা জর একেবারেই অল্পভূত হয় না। ক্রিমিজনিত অতিসারের বমন একটা প্রধান লক্ষণ, এই ক্রিমিজন্ত অতিসারে প্রাপ্ত ক্রিমিনাশক যোগ, স্বর্ণমংস্ত্রী ও বিড়ঙ্গাদিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগদ্বারা রোগীর বমন নিবৃত্তি করা আবশ্যক। বমন নিবৃত্তি হইলে, ক্রিমিজনিত অতিসার নিবারণার্থ ক্রিমিকালানল রস বা ক্রিমি রোগারি রস প্রয়োগ করিবে। উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইলে, গ্রহণীপেজ্ঞ বটিকা, মহাপঙ্কক বা অমৃতার্থর রস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে।

এই রোগের প্রবলাবস্থায় জর থাকিলে, প্রথমতঃ অতিসার ও বমন নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য। বমনের নিবৃত্তি হইলে, অতিসার

নিবারণার্থ যে সমস্ত ঔষধ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে ; এবং তৎকালে জরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে । জর প্রবল হইলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ( মতাস্তরে ) বা কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধ অল্পপান বিশেষে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । ক্রিমিক্রান্ত উদরাময়ের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ক্রিমি বিনাশার্থ ক্রিমিভক্ষণটিকা, ক্রিমিরোগারিস, ক্রিমি কালানলরস বা বিড়ললৌহ প্রভৃতি ঔষধই সমধিক উপকারী । উদরাময়ের জন্ত গ্রহণীজকেশরটিকা এবং অমৃতানবরস প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী । রোগ পুরাতন হইলে এবং তৎসঙ্গে জর বিদ্যমান থাকিলে, পুরাতন জ্বর প্রযোজ্য ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**ক্রিমিনোচে-শূল** : উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, এক প্রকার বেদনার উৎপত্তি হয়, তাহাকে ক্রিমিশূল কহে । ইহা অনেক সময় এতদূর প্রবল হয় যে, রোগী আহারাদি করিতে পারে না, দিন রাত্রি বেদনায় অস্থির হয়, রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, অনেক সময় আবার বমনও হইয়া থাকে, এইরূপ কষ্টসাধ্য রোগে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালনে সমধিক যত্নবান হওয়া আবশ্যক । বিবেচনার্থ রোগীকে অগত্যচূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা ২৪ দিন অন্তর দাত্ত করান বিশেষ প্রয়োজন । হরীতকীখণ্ড প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও, কোষ্ঠভক্তি হয় । এই অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠভক্তি থাকে, এরূপ আহার ও পানীয় ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য । বেদনার জন্ত বিড়লাদিলৌহ ও বিড়ালধরাজ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত । ক্রিমিক্রান্ত শূলরোগ পুরাতন হইলে, ঐ সকল ঔষধ দ্বারাই সমধিক উপকার পাওয়া যায় । এই রোগে কৃক বা রেম্ববর্ডক দ্রব্য-সেবন একেবারে পরিত্যাগ ও এই সকল নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক যাবৎ রোগ একেবারে দূরীভূত না হয়, তাবৎ ঔষধ সেবন বিশেষ আবশ্যক ।

**ক্রিমিনোচে সর্দি** : আমাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, শিশু ও বালক বালিকাদিগের সর্দি প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং ঐ সর্দি হইতে অনেক সময় কাস বা জর প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় জ্বর ঔষধ দ্বারা অনেক সময় জর নিবৃত্তি হয় না এবং ক্রিমিনাশক ঔষধ দ্বারাও ঐ সর্দি, কাস প্রভৃতি হ্রাস পায় না । এই অবস্থায় প্রথমতঃ বাতালনোদক কোষ্ঠ



তদ্বিকর প্লাম্বিচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া বাইতে পারে। উহা সেবনে কোষ্ঠক্ৰমি হয় এবং তৎসঙ্গে কাস ও সর্দি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই সঙ্গে জরের ঔষধ, রোগীর বয়স এবং দোষ-ভেদে সেবন করিতে দিবে। বাগাতে কোষ্ঠক্ৰমি থাকে, এইরূপ অহুপান সহযোগে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জরের পুরাতন অবস্থায় জর-চিকিৎসায় বর্ণিত গুড়, চ্যাতিচূর্ণ, জরসংহারচূর্ণ, বিষমজরাস্তকচূর্ণ, শ্লেম-শৈলেশ্বর রস বা সার্কভৌম রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থান্তরে প্রয়োগ করিবে। জর নিবৃত্তি হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় জরচিকিৎসায় বিধি অনুসারে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য। ক্রিমি অধোগামী হইয়া পতিত ও কোষ্ঠক্ৰমি হইলে, অনেকাংশে জর নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আবার অনেক স্থলে জর পুরাতন হইলে সহসা নিবৃত্তি হয় না; এই অবস্থায় জরচিকিৎসায় নিষ্যামুখ্য ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং উল্লিখিত সর্দি ও কাসের ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে ক্রিমিনাশক ঔষধ পৃথক্ রূপে প্রয়োগ করাও কর্তব্য।

**ক্রিমিরোগে-অগ্নিমান্দ্য :** পকাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, ক্ষুধা একেবারে হ্রাস পায়। শিশু ও বালক বালিকাদিগের প্রায়শঃ এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ অগ্নিমান্দ্য হইলে, সময় সময় পাতলা দান্ত, আহারে অরুচি বা অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। অনেক বালকের উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হওয়ার গুরুদেহ চুলকাই, এইরূপ অবস্থায় বাগাতে কোষ্ঠক্ৰমি অথচ অগ্নিবৃদ্ধি হয়, তৎসঙ্গে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। রোগীর কোষ্ঠক্ৰমি না থাকিলে, স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ ও তৎসঙ্গে ক্রিমিযুদ্ধারস ক্রিমিধূলিজলপ্লবরস তাহাকে প্রতিদিন সেবন করাইবে এবং রোগীর পাতলা দান্ত হইলে, ক্রিমিকালানলরস ক্রিমিরোগারিরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

**ক্ৰিমিকালানলরস :** রক্তবাহি শিরাস্থিত ক্রিমিসকল গাজে বিবিধ পীড়কা উৎপাদন করে ঐ সকল পীড়কা আবার সময় সময় পাকিতে দেখা যায়। আত্যন্তিক ঔষধ প্রয়োগ তির উহা একেবারে দূরীভূত হয় না। এই অবস্থায়

বাহাতে কোষ্ঠস্থিত কুপিত মল নির্গত ও রক্ত সহ কীট বিনষ্ট হয়, তাৎক্ষণিক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবনে কোষ্ঠস্থিতি হইলে, রক্ত শোধিত হয়, রক্তের রক্তগত ক্রিমিরোগে অস্বাস্থ্য ঔষধ অপেক্ষা, এই ঔষধই সমধিক উপকারী, ইহা ক্রুরোদুরঃ পরীক্ষা করা হইয়াছে। বাহাদের অভাবতঃ কোষ্ঠবন্ধ, তাহাদের পক্ষে হরীতকীখণ্ড ও পঞ্চহিত্তবৃত্ত সমধিক উপকারী স্বভাবকোষ্ঠে হরীতকীখণ্ড ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

**চর্মগত ক্রিমি :** চর্মগত ক্রিমি সর্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্তকের কেশ বৃদ্ধি ও মস্তকে ময়লা সঞ্চিত হইলে অধিশ্লেষণশীল এই ক্রিমি (উকুন) উৎপন্ন হয়; গায়ে এবং চর্মের পাতারও সময় সময় উকুন দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তক বা গায়ে উকুন উৎপন্ন হইলে, মস্তক ও গায়ে সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং স্নানের পূর্বে সর্বদা ও মস্তকে সরিষার তৈল মর্দন করিবে। পানের রসের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাথার মর্দন করিলেও, অথবা ধূতুরাপাতার রসের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও, মাথার উকুন নষ্ট হয়। এত সময় নিরম প্রতিপালন দ্বারাও যদি উকুন নষ্ট না হয়, তবে ধূতুর তৈল বা বিড়ঝাদিতৈল মাথার মালিশ করিয়া স্নান করিবে। সাধারণতঃ সমস্ত কেশ হেঁদন করিলেও, মাথার উকুন বিনষ্ট হয়, তবে কেশ বৃদ্ধির সহিত উকুন পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সময় তৈল প্রয়োগ দ্বারা উকুনসমূহ বিনষ্ট হইলে, কিছুদিনের মধ্যে আর উকুন দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ চর্মগত ক্রিমিরোগে গায়ে পরিষ্কার রাখা ও স্নানের পূর্বে সরিষার তৈল মালিশ করা একান্ত কর্তব্য।

**ক্রিমিজন্মিত স্ফ্রোণ :** আমাশয়াদিতে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে বেদনা জন্মে, ইহাকেই ক্রিমিজন্মিত স্ফ্রোণ কহে। এই স্ফ্রোণে আমাশয়ভাজ ক্রিমির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে ধূস্র নিঃসরণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মুচ্ছা ও ক্লান্ততা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এত সময় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়, সেই সময় ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। বমন প্রকাশ পাইলে,

বিড়কাদিলৌহ, বিড়কযোগ বা বিড়কাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই রোগে অগ্নিমান্দ্য বিস্তারিত থাকিলে, অতি লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দিবে। রোগীর পাতলা দাঁত হইলে, শল্যবটী বা মহাশল্যবটী এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, শুল্ক অগ্নিসুখচূর্ণ বা বাড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা কর্তব্য। হৃদয়ের বেদনা প্রবল হইলে, শূলহরণযোগ ও শল্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজনিত হস্ত্রোগে অনেক সময় অন্নপিত্তশূল বা পিত্তশূলদি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্বক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। মিষ্টকর, শীতল বা স্নেহবর্দ্ধক অন্ন ও পানীয় রোগীকে কখনও সেবন করাইবে না, বাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়, এইরূপ অন্ন ও পানীয় সর্ব্বণ প্রয়োগ করিবে।

**ক্রিমিজনিত শিরোরোগ :** ক্রিমিজন্ত শিরোরোগ উপস্থিত হইলে, মাথায় উৎকট বেদনা, মাথার ভিতরে অত্যন্ত ব্যথা ও ভিতরে দপ্ দপ্ করা এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমিজনিত শিরোরোগ কষ্টসাধ্য, উহার পরীক্ষার্থ ক্রিমি-জন্ত পূর্ববর্তী লক্ষণসমূহের উপর দৃষ্টি করা একান্ত কর্তব্য; অর্থাৎ ক্রিমিজন্ত শিরোরোগে বমন, মুচ্ছা, বৃক বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসকলও, অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ঐ সকল লক্ষণ দ্বারা এই রোগ বিশেষরূপে নির্ণীত হইতে পারে। এই রোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। মাথার ভিতরে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে, স্নেহশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং অপামার্গতৈলের নস্ত গ্রহণ করিতে দিবে।

## ক্রিমিরোগে—ঔষধ ।

**স্বামানীষোগ :** উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং তন্মুক্ত অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—উৎকল।

**বদানীষোগ :** খোরানানীবদানীচূর্ণ ও সৈকবলষণ, ইহাদের প্রত্যেকের এক তোলা একত্র মিলিত করিবে। স্বাদ্য ৮০ হই আনা।

**বিড়কষোণ :** ক্রিমিসকল উদরে সঞ্চিত হওয়ার, উদরে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—আনারসের কচিপাতার রস ও মিশ্রী।

বিরল যোণ। বিরলের শাসচূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলে সর্জন করিবে।  
মাত্রা ১০ এক আনা।

**দাড়িমকাথ :** আমাশয় ও পকাশয়স্থিত ক্ষুত্রক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা বহুপরীক্ষিত।

দাড়িম কাথ। দাড়িম গাছের মূলের ছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা;  
একেপ তিল তৈল ১০ তোলা।

**মুস্তকাদিকাথ :** উদরে ক্ষুত্র ক্ষুত্র ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন উদরাময়, শূল ও অর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদিকাথ। মুখা, ইন্দুরকাণির পাতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু ও শজিনা-বীজ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা। একেপ—  
পিপুলচূর্ণ ১০ ছই আনা।

**বিড়কাদিচূর্ণ :** আমাশয় ও পকাশয়স্থিত ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ উদরে বেদনা, সর্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।  
অমুপান—জল।

বিড়কাদি চূর্ণ। বিড়ল, সৈন্দবলগণ, যবকার কমলভড়ি ও হরীতকী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ ছই আনা।

**পলাশাদিচূর্ণ :** আমাশয়স্থ ক্রিমি বর্ধিত হইলে এবং তজ্জন অর, অকটি, উদরাগ্নান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা কিছুদিন সেবনে ক্রিমিসকল মৃত্যাবস্থায় পতিত হয়।

পলাশাদিচূর্ণ। পলাশরীক্ষ, ইক্ষুব, বিরল, মিমছাল ও চিরতা; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ ছই আনা।

**পান্নসীন্নাদিচূর্ণঃ** ১ আমাশয় বা পকাশয় ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এবং তজ্জন্ম উদরাময়, জ্বর, সর্দি ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উৎকৃষ্ট সত্ৰ ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পারসীরাধি চূর্ণ। খোঁরাসানী-বমানী, মুখা, পিণ্ডুল, কাড়কাশুরী, বিড়লের শাস ও ভাতইষ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিলিত করিবে। মাত্রা ১০ ছই আনা।

**ক্রিমিমুদগ্নান্ন রসঃ** ১ আমাশয় ও পকাশয়ে জাত ক্রিমি-সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ম কোষ্ঠবদ্ধতা, গুহদেশ কণ্ডুরন, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষুধালোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাশয়জাত ক্রিমিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অন্নপান—পল্‌তার রস, জল বা ঘেঁটুপাতার রস ও মধু।

ক্রিমিমুদগ্ন রস। রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বনবমানী ৩ ভাগ, বিড়ল ৩ ভাগ, মুদগ্ন শোণিত কুচিলা ৫ ভাগ ও পলাশবীজ ৩ ভাগ; এই সমুদয়ের চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া জল-দ্বারা সর্জন করিবে। বট ২ রতি।

**ক্রিমিকালানল রসঃ** ১ আমাশয় বা পকাশয়জাত ক্রিমি-সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ম উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ খনে ও জীরার কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় প্রকাশ পাইলে, অত্যন্ত উপকারী। অর্শ, শোথ ও উদরীরোগে উদরাময় থাকিলে বা গ্রহণীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

ক্রিমিকালানল রস। প্রস্তুতবিধি ৩২ পৃষ্ঠায় ত্রুট্য।

**ক্রিমিরোগোপান্নি রসঃ** ১ পুরীষজ ক্রিমিসকল বৃদ্ধি পাইলে, এবং তজ্জন্ম রোগীর উদরাময়, শরীরের কৃশতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ক্রিমি ও উদরাময় বিনষ্ট এবং অগ্নি সফল হয়।

ক্রিমিরোগোপান্নি রস। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ত্রুট্য।

**মিড়কাপিনৌহঃ** ১ পকাশয়জাত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ম শূল, অরুচি বা বমন প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে।

ক্রিমি-জনিত শূলরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ; বিশেষতঃ এই ঔষধ গ্রহণীনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক । অহুপান—পলতার রস ও মধু অথবা শর্টীর রস ও মধু ।

বিড়ঙ্গাবিলৌহ । রস, গন্ধক, মচি, জাতীকল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিভাল, ওঁঠ ৩ সাহায্যার্থ, এই সকল চূর্ণ সমভাগ, লৌহ ৭ ভাগ এবং বিড়ঙ্গ-চূর্ণ ১০ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া জলে বর্দন করিবে । বটী ৫ রতি ।

**ক্রিমিভঞ্জন বটিকা ১** । বালক ও শিশুদিগের আমাশয় ও পকাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ত উদরাময়, বমন বা অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও, ইহা অহুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অহুপান—পলতার রস ও মধু বা কনকচাঁপারপাতার রস ও মধু ।

ক্রিমিভঞ্জন বটিকা । প্রস্তুতবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ক্রিমিখুলিজলদ্রব রস ১** । কোষ্ঠস্থ ক্রিমি বর্দ্ধিত হওয়ার, উদরে প্রবল বেদনা হইলে এবং তজ্জন্ত পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি পিত্তবিকৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠভেদিকর । অহুপান—শীতল জল ।

ক্রিমিখুলিজলদ্রব রস । পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও শঙ্খতণ্ড, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব সন্নিবি বা সকলের সমান হরীতকী চূর্ণ, এই সমস্ত একত্র করিয়া পটোলপত্রের রসে বর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

**পান্নিভঞ্জনালেক বা হরিত্রাখণ্ড ১** । রক্তগত ক্রিমিরোগে শরীরের ক্লান্ততা, পীড়িতা বা চুলকণা অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ স্বভাবকোষ্ঠব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে । ইহা দক্ষ, বিক্রমি ও নাড়ীত্রণ প্রভৃতি রক্তদুষ্টিজনিত রোগের মণ্ডোষধ । অহুপান—জল ।

পান্নিভঞ্জনালেক বা হরিত্রাখণ্ড । পান্নিখা পাতার রস ১/৪ সের, ইন্দুটি ১/২ সের, নব্যবৃত ১/৪ সের হরিদ্রা-চূর্ণ ১/৪ সের, এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া শেষ পাকে উহার সহিত রক্তচিটা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মৃণা, ককজীরা, বদানী, বনবদানী, সৈন্ধবলবণ, মিসিনাকল, আকনাদি, ভ্রামালতা, অবন্তমূল, বাসকিহাল, পলাশবীজ, ওঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভেট্টীমূল, দস্তমূল, রেণুকা, শিমলাল, সোমরাঙ্গী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া অতি দুই অগ্নির সম্বন্ধে পাক করিবে । মাত্রা ১০ অর্ধ তোলা ।

**ব্রহ্ম হরিত্রাখণ্ড :** রক্তগত ক্রিমিরোগে গায়ে পীড়কা, চুলকণা, শরীরের ক্লান্ততা বা বর্ণের বিপর্যয় অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ অথবা স্বভাব-কোষ্ঠ, এই সকল ব্যক্তিকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে, ইহা কখনও প্রয়োগ করিবে না। এই ঔষধ ক্রিমিজনিত জ্বর, পাণ্ডু এবং কামলারোগেও, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রয়োগ করা যায়। শীতপিত্ত, উদ্রেক, কোষ্ঠ, কণ্ডু, পামা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে, ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অগুপান—উষ্ণজল।

ব্রহ্ম হরিত্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৩১৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**পঞ্চতিক্তদ্রব্য :** রক্তগত ক্রিমিরোগে, কণ্ডু, পীড়কা, এবং কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই দ্রব্য কোষ্ঠবদ্ধ বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। অগুপান—উষ্ণজল।

পঞ্চতিক্ত দ্রব্য। পণ্যদ্রব্য ৮ সের। বথানিরমে দুর্জী পাক করিবে। কাথ্য ত্রব্য—নিমহাল, পটোলপত্র, কটকারী, পদ্মলবক, বাসকছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৭০ তোলা, জল, ৩০ সের, শেষ ১০ সের। কঙ্করব্য—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহারা সমভাগে মিলিত ১০ সের। বথানিরমে দ্রব্য পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ অর্দ্ধ তোলা।

**শিড়কদ্রব্য :** ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বমন প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডুতা অথবা শিরোরোগ বিজ্ঞমান থাকিলে, এই দ্রব্য অগ্নিপ্রয়োগ করিবে। অগুপান—উষ্ণজল।

শিড়কদ্রব্য। পণ্যদ্রব্য ৪ সের। বথানিরমে দুর্জীপাক করিবে। কাথ্য ত্রব্য—হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও শিড়ক, ইহাদের প্রত্যেক ১২ সের, পিপ্পল, পিপ্পলবুল, চই, রক্তচিটা ও শুঠ, ইহারা সমভাগে মিলিত ১২ সের এবং বেলছাল, শোণাছাল পাভারীছাল, পারুলছাল, গাণ্ডারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী ও গোবর; ইহারা সমভাগে মিলিত ১২ সের, জল ৩০ সের, শেষ ১০ সের। কঙ্করব্য—সৈন্ধ্যলবণ ১২ রুই সের। বথানিরমে দ্রব্য পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ অর্দ্ধ তোলা।

**শিড়কটিক্তল :** মাথায় উকুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই তৈল প্রত্যহ স্নানের পূর্বে মর্দন করিয়া ১ ঘণ্টা পরে স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

বিড়ল তৈল । কটুতৈল /৪ সের, বখানিরনে পাক করিবে । প্রাকৃতিক ১২ সের ।  
ককড়া—বিড়ল, পদ্মক ও বনঃশিলা । ইহার সমভাগে মিশিত /১ সের । বখানিরনে তৈল  
পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**শুভ্রভূতৈল :** মাথার উকুন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, এই তৈল  
জ্ঞানের দুই ঘণ্টা পূর্বে মাথায় মর্দন করিতে দিবে ।

শুভ্র তৈল । কটুতৈল /৪ সের । বখানিরনে মুছাই পাক করিবে । শুভ্রাপাতার রস  
১৬ সের । ককড়া—শুভ্রাপত্র /১ সের । বখানিরনে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

## ক্রিমিরোগে বমন-চিকিৎসা ।

**ক্রিমিনাশক ষোণ :** ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ পুনঃ পুনঃ  
বমন অথবা তৎসঙ্গে বড়ক্রিমি মুখ হইতে উদগীরণ হইলে, এই কাথ রোগীকে  
সেবন করিতে দিবে । ক্রিমিক্ত বিকারে, এই কাথ অতি উপকারী ।

ক্রিমিনাশক ষোণ । প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**অর্ণবাস্ত্রাণ্ডী :** ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ পুনঃ পুনঃ বমন  
অথবা অতিসার প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ক্রিমিক্ত  
অতিসারের প্রবলতা বশতঃ অন্ত্রান্ত্র উপদ্রব সকলও, ইহা সেবনে দূরীভূত  
হয় । অন্নপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ ।

অর্ণবাস্ত্রাণ্ডী । প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**পিপ্পলমাক্য লৌহ :** ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃ  
পুনঃ বমন এবং বমনবেগে হিকা ও খাস উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ শশার বীজ  
ও স্তনদুগ্ধসহ প্রয়োগ করিবে ।

পিপ্পলমাক্য লৌহ । প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## ক্রিমিরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা ।

**এহাদীপভেদন অতিষ্ঠা :** পূর্বাভাসিত ক্রিমির প্রকোপ-  
বশতঃ রোগীর পাতলা বাত হইলে, উদরাময়ের সূতন বা পূর্বাভাস অবস্থায় এই  
ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্নপান অস্বাদু ও মধু ।

এহাদীপভেদন বটিকা । প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।



**মহাপ্রকট :** পকাশরগত ক্রিমির বৃদ্ধি বশতঃ রোগীর পাতলা দান্ত ও তৎসঙ্গে অন্নজর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । শিশু, বৃদ্ধ ও প্রসূতির উদরাময়ে ইহা অতিশয় উপকারী । অহুপান—মুখার রস ও মধু ।

সহাগন্ধক । প্রত্যবিধি ১০ পৃষ্ঠার ঔষ্য ।

**অম্মতারণনিস :** পকাশরহিত ক্রিমি বর্জিত ৫ওয়ায় রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দান্ত হইলে এবং দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি বিস্তমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুখার রস ও মধু ।

অম্মতারণনিস । প্রত্যবিধি ১০০ পৃষ্ঠার ঔষ্য ।

## ক্রিমিরোগে—শূল-চিকিৎসা ।

**নিদ্রাপ্রকট :** ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ রোগীর নাড়ি-মূলে প্রবল বেদনা হইলে এবং আহায়ে অনিচ্ছা, বমন বা অকচির আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ পলতার রস ও ইকুচিনিসহ প্রতিদিন অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্নি ও বলবর্দ্ধক ।

বিদ্ধাধরাস । প্রত্যবিধি ৪১০ পৃষ্ঠার ঔষ্য ।

**হরীতকী ঔষধ :** ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উদরে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে উক ছুঙ্কসহ সেবন করিতে দিবে ।

হরীতকী ঔষধ । প্রত্যবিধি ৪১০ পৃষ্ঠার ঔষ্য ।

## ক্রিমিরোগে—অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা ।

**অন্ন অগ্নিসুখ ছুঙ্ক :** পকাশরগত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, কুখাদ্যাস ও সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ রোগীকে উকছলসহ সেবন করিতে দিবে ।

অন্ন অগ্নিসুখ ছুঙ্ক । প্রত্যবিধি ১০ পৃষ্ঠার ঔষ্য ।

**অগ্নিতুণ্ডী রস :** পকাশযত্ন ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও সময় সময় পাণ্ডলা দাঁড়, উদরান্নান ও অকৃতি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে জল সহ সেবন করিতে দিবে।

অগ্নিতুণ্ডী রস। প্রত্যতিবিধি ৩৭০ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

## ক্রিমিরোগে—সর্দি ও কাস-চিকিৎসা।

**শুক্যাদি চূর্ণ :** আমাশয়ের ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার কোষ্ঠবদ্ধ এবং তজ্জন্য সর্দি ও কাস হইলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে। শিশু ও বালক বালিকাদিগের সর্দি ও কাসে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

শুক্যাদি চূর্ণ। প্রত্যতিবিধি ৩৭ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

**শ্লেষ্মশৈশুল রস :** আমাশয়স্থিত ক্রিমিরোগে সর্দি ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ পানিধা-পাতার রস বা নিসিন্দাপাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মশৈশুল রস। প্রত্যতিবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

## ক্রিমিরোগে—হৃদরোগ-চিকিৎসা।

**বিড়কাদি ষোণ :** ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে বেহন থাকিলে এবং তৎসঙ্গে হৃদ্রোগের অত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ গোমূত্র সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ক্রিমিসমূহ নির্গত হয়।  
অহুপান—উষ্ণ জল।

বিড়কাদি ষোণ। বিড়কের শাস ও কুড় এই উভয়ের চূর্ণ সমভাগে গহীরা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ হই আনা হইতে ১০ গরি আনা।

**শুল্কহরক ষোণ :** ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে প্রবল বেহনা হইলে, এবং ক্রিমিজন্য অন্যান্য ঔগ্জস্ব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ চাপাবৃক্ষের পাতার রস সহ সেবন করিতে দিবে।

শুল্কহরক ষোণ। প্রত্যতিবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় উক্তব্য।

**হৃদ্রোগোপশান্তক :** ক্রিমিজন্তু হৃদ্রোগে হৃদয়ে প্রবেশ বেদনা হইলে এবং তৎসঙ্গে অস্ত্রাণ্ড উপদ্রব অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে জলস্রাব ( থু থু নিঃসরণ ) ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে ।  
অমুপান—মধু ।

**হৃদ্রোগোপশান্তক ।** পারদ, গন্ধক ও অলুতঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অর্জুন-ছালের রসে ২১ বাব ভাবনা দিবে; খণ্ড ৫ বতি ।

## ক্রিমিরোগে—শিরঃশূল-চিকিৎসা ।

**ত্রিকটুকাদ্য নস্ত :** ক্রিমিজনিত শিরঃশূল প্রবল হইলে, এই নস্ত প্রত্যহ প্রাতে নাসিকা দ্বারা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে ।

**ত্রিকটুকাদ্য নস্ত ।** শুঠ, পিপূল, মরিচ, করঞ্জবীজ এবং সজিনাবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীর মূত্রে মর্দন করিবে এবং চাগীর মূত্রে মিশাইয়া তবল করিয়া লইবে ।

**লক্ষ্মীবিলাস :** ক্রিমিজন্তু শিরোবেদনা প্রবল হইলে এবং মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নাসিকা হইতে জলস্রাব হইলে, এই ঔষধ পানের রস সহ সেবন করিতে দিবে ।

**লক্ষ্মীবিলাস ।** প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহালক্ষ্মীবিলাস রস :** ক্রিমিজন্তু শিরঃশূল প্রবল হইলে এবং মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নাসিকা হইতে জলস্রাব প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—নিসিন্দাপাতা ও পালিখা-পাতার রস এবং মধু ।

**মহালক্ষ্মীবিলাস রস ।** পারদ, গন্ধক, অলু, জরিজী, জাতিকল, কপূর, বর্ণ রৌপ্য, হরিতাল, ধর্ণর, কস্তুরী, বৃক্ষা, প্রবাল, ভূমিকুখাণ্ড, হুতর বীজ, বৃদ্ধারকবীজ, সীসা ও তাম্র। এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দন করিবে । খণ্ড ২ ছই বতি ।

**শ্লেষ্মাটশলেন্দ্র রস :** ক্রিমিজনিত শিরোরোগ প্রবল হইলে অর্থাৎ মাথার ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা, নাসিকা হইতে জলস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে ও রাতে নিসিন্দাপাতা ও পালিখা-পাতার রস এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

**শ্লেষ্মাটশলেন্দ্র রস ।** প্রস্তুতবিধি ৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**অপাভার্গ তৈল :** ক্রিমিরোগে শিরোরোগে অত্যন্ত প্রবল হইলে অর্থাৎ মাথার বেদনার রোগী অস্থির হইলে বা চীৎকার আরম্ভ করিলে, এই তৈলের সস্ত-গ্রহণ করিতে দিবে । ইহাতে বেশী ইচ্ছা হয়, হৃৎস্পন্দ, প্রাতেঃকালই ইহার সস্ত-গ্রহণের উপযুক্ত সময় ।

অপাভার্গ তৈল । কটু তৈল ৮ সের । বখাদিরনে মুছাইপাক করিবে । পোস্ত ১০ সের ।  
কঙ্কর—আপাও, বীজ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ( বড়চোৎরাপাতা ), হিং ও মরিচ ।  
এই সকল দ্রব্য সমতাপে মিলিত ১ সের । বখাদিরনে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

## ক্রিমিরোগে-পথ্য ।

ক্রিমিরোগে সাধারণতঃ পুরাতন তত্বের অন্ন, পটোল, বেতোশাক, কলার মোচা, নিমপাতা, নালিতাপাতা এবং কাঁচামুগ, মসুর বা বুট প্রভৃতির ঘূষ ও কুস্থ টাটকা মৎস্তের ঝোল রোগীকে পথ্য প্রদান করিবে । ক্রিমিরোগে অভিসার বা উদরায় প্রকাশ পাইলে, অভিসার রোগীর পথ্যাহারী চিড়ার-মণ্ড, শটীরপালো বা যমমণ্ড প্রভৃতি অবস্থাস্থানে সেধন করিতে দিবে । ক্রিমিরোগে বমন হইলে, তিক্তরসপ্রধান বাতালুলোমক পথ্যাদি প্রধান করিবে । ক্রিমিরোগে শূল প্রবল হইলে, শূলরোগের পথ্যাহারী পথ্য ব্যবস্থা করিবে । অজীর্ণকর ও সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, দধি, মাষকলাই, অন্নরস ও মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ কলা, চিনি, শুভ্র প্রভৃতি এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-ভোজন ও দিবানিত্রা ক্রিমিরোগীর সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য ।

## দাহ-চিকিৎসা ।

**অদ্যপানজনিত দাহের লক্ষণ :** মস্তপান বশতঃ কুপিত পিত্তস্থিত উষ্মা, পিত্ত ও রক্তদ্বারা দূষিত হইয়া দেহস্থিত ত্বক্ আশ্রয় করতঃ দাহ উৎপাদন করে ।

**স্বস্তক্ক দাহের লক্ষণ :** সপ্ত দেহাশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে, শরীরে দাহ উপস্থিত হয় ; অধিকতর রোগীর শিগালা এবং শরীর ও চক্ষু ভাস্কর্য হইয়া থাকে । এই ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গে বিশেষভাবে দুঃখমণ্ডলে লোহের বা রক্তের গন্ধ প্রতীয়মান হয় এবং এই ব্যক্তি নিজেকে জলিবাণ্ড বলিয়া মনে করে ।

**পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ :** পিত্তজনিত দাহে পিত্তজরের লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

**তৃষ্ণানিরোধ জনিত দাহের লক্ষণ :**

পিপাসা বন্ধ হওয়ায় শরীরস্থ জলীয় দ্রব্য ক্রীণ হইলে, পিত্তের উদ্ভা বর্ধিত হইয়া দেহের ভিতরে ও বাহিরে দাহ উৎপাদন করে । তৃষ্ণা নিরোধ জনিত দাহে রোগীর গল, তালু ও ওষ্ঠদেশ শুকাইয়া যায় এবং রোগী ভিক্ষা বাহির করিয়া কন্পিত হইতে থাকে ।

**রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজনিত দাহের লক্ষণ :**

তীব্র শস্ত্রাঘাতে ক্ষয়াদি স্থানে রক্ত পরিপূর্ণ হইলে, এক প্রকার দাহ উৎপন্ন হয় । এই দাহ অতি ভয়ঙ্কর ।

**দ্রাব্যক্ষয়জনিত দাহের লক্ষণ :** রসরক্তাদি

দ্রাব্যের বশতঃ একপ্রকার দাহ উৎপন্ন হয় । এই দাহ উপস্থিত হইলে, রোগীর মুচ্ছা, তৃষ্ণা ও ক্রীণার প্রকাশ পায় এবং কোন কার্যে উৎসাহ থাকে না ।

**মর্মান্ধিতাজনিত দাহের লক্ষণ :** মৃতক

ক্ষয় ও বস্তিদ্রব প্রভৃতি মর্মান্ধান আহত হইলে, এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, তাহা অসাধ্য ।

**দাহরোগে অসাধ্য লক্ষণ :** দাহরোগে রোগীর

শরীর শীতল, অথচ শরীরের অভ্যন্তরে দাহ থাকিলে, রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে ।

## দাহ-চিকিৎসা-বিধি :

পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে । অন্ন ও অতিসার প্রভৃতি রোগে বিবিধ অহিতাচরণ বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পিত্তস্থিত উদ্ভা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া ও চর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া দাহ উৎপাদন করে । ফলতঃ পিত্তের বিকৃতি বশতঃ দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং পিত্তই দোষের নানাকারণে বাতাদি দ্বারা সংক্রমিত হইয়া দাহ উৎপাদন ও কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে, পরন্তু অবস্থাবিশেষে আবার কখনও দান্ত ও দাহ একসাথে উৎপন্ন করিয়া থাকে ; এই দুই প্রকার অবস্থা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দাহরোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য । পিত্ত অন্ন প্রকুপিত হইলে, রোগীর

পাতলা দাহ বা অতিসার হয়, অথচ এইরূপ অবস্থায় দাহও বিস্তারিত থাকে, আবার পিত্তজ্বর, পৈত্তিকপাতু অথবা পিত্তাতিসার প্রভৃতি অন্যান্য রোগ বশতঃ পিত্ত প্রকৃপিত হইলেও, পাতলা মলভেদ ও তৎসঙ্গে দাহ বিস্তারিত থাকে ; কিন্তু বাতপৈত্তিক জ্বর ও অর্শ প্রভৃতি কতকগুলি রোগে কোষ্ঠবদ্ধের সহিত দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে । মস্তপান, তৃষ্ণারোগ বা কোষ্ঠবদ্ধের সহিত সর্বত্র দাহ উৎপন্ন হয় । জ্বরাদিরোগে পিত্তের প্রকোপ-বহু সাধারণতঃ মলভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু বাতাদি দোষের সংমিশ্রণ-ও প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায় । জ্বরাদিরোগের চিকিৎসাকালে দাহনিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে এই দুই প্রণীত ঔষধের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্তব্য, যেহেতু বাতপিত্তপ্রধান জ্বরাদি রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য বর্তমানে দাহ প্রকাশ পাইলে, যে সকল দাহনাশক ঔষধে কোষ্ঠওদ্ধি হয়, তাদৃশ ঔষধই প্রয়োগ করা কর্তব্য । আবার পিত্তজ্বর ও পিত্তাতিসার প্রভৃতি রোগে মলের তরলাবস্থায় দাহ প্রকাশ পাইলে, যে সকল দাহনিবারক ঔষধে মলক্ক ও পিত্ত প্রশমিত হয়, তাহাই প্রয়োগ করা কর্তব্য । যে স্থলে স্বভাবতঃ কোষ্ঠওদ্ধি হয় অর্থাৎ মলের কাঠিন্য বা তরলতা নাই, অথচ দাহ বিস্তারিত থাকে, সেই স্থলে অবস্থা-বিশেষে বিরেচক বা অবস্থা-বিশেষে ধারক ও দাহনাশক ঔষধ বিবেচনা পূর্বক ব্যবস্থা করিবে । কিন্তু মস্তজ দাহ, রক্তজ দাহ, অন্ত্রাঘাতজনিত দাহ বা ধাতুক্ষয়জনিত দাহরোগে ঐরূপ বিরেচক বা ধারক ও দাহনিবর্তক ঔষধের বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই । কেবলমাত্র রোগীর মলের প্রতি সামান্য দৃষ্টি রাখিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে । এই সকল দাহ-রোগের মধ্যে কেবল রক্তজ দাহে শীতল দ্রব্যাদ্বারা প্রলেপ বা শীতল জলে অবগাহন বাবস্থের ; ধাতুক্ষয় জনিত বিবিধ দাহরোগে তৎতৎ রোগনাশক ঔষধ ও তৎসঙ্গে রসরক্তাদি ধাতুবর্জক অথচ দাহনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; অর্থাৎ প্রমেহ, বম্বা, কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ জটিল হইলে এবং রক্তরসাদি ধাতুক্ষয় কর হইতে আরম্ভ হইলে, এক প্রকার দাহ উপস্থিত হয়, এইরূপ দাহরোগে প্রধানতঃ মূলরোগ নাশক অথচ বাতপিত্তদোষপ্রশমক ঔষধই ব্যবস্থা করা কর্তব্য, যেহেতু এই সকল ঔষধ প্রায়শঃ দাহ নাশক ও পিত্ত-

প্রশমক । নিত্যন্ত প্রয়োজন হইলে, প্রমেহ ও কণ্ঠকাসাদি রোগে দাহ-নিবারণার্থ স্নানকরন এবং পুরাতন অবস্থায় কুশাভূতৈল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । রক্তপূর্ণকোষ্ঠজনিত এবং মর্ষস্থানাভিঘাত জন্ম দাহ উপস্থিত হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় আহত স্থানে রক্তের প্রবাহ স্থলরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দাহ প্রশমিত করা কষ্টকর ; সুতরাং ঐ সকল আহত স্থানে প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে ত্রিফলাস্তকাথ সেবন করিবে । মস্তপান-দ্বারা দাহ উপস্থিত হইলে, নিম বা কুলের পাতা কাঁজিতে পেষণ পূর্বক মনন দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়া উহার ফেনা গাড়ে লেপন করিবে, ইহা দ্বারাই মস্তপানজনিত দাহ দূরীভূত হয় ; কিন্তু অত্যধিক মস্তপানজনিত দাহে রোগীকে মদাত্তর চিকিৎসাসূত্রে চিকিৎসা করা কর্তব্য, নচেৎ ঐ দাহ কেবল একমাত্র প্রলেপ দ্বারা সম্যকরূপে দূরীভূত হয় না ।

পিত্তজনিত দাহে অর-চিকিৎসোক্ত দাহ-চিকিৎসার দাহহরলেপ, দাহমঞ্জরী বা দাহান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং চন্দ্রনাদিকাথ বা পর্ণটানিকাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ঐ অবস্থায় কাঁজির জলে পেষিত নিম বা কুলপাতা কাঁজির জলে মিশাইয়া আলোড়ন পূর্বক তাহার ফেনা গাড়ে প্রয়োগ করিলেও অনেক উপকার হয় ।

পিত্তজদাহরোগে কুশাভূতৈল ব্যবহারে অনেক উপকার হয়, কিন্তু যে-স্থলে রক্তের বিকৃতি বশতঃ রক্ত ও পিত্ত উভয় প্রকৃপিত হইয়া ( বাতরক্তাদি রোগে ) দাহ উৎপাদন করে, সেই স্থলে গুড়চূর্টৈল গাড়ে মর্দনে সমধিক উপকার হয় ।

রক্তজদাহে বিবিধ পিত্তর জ্বা সহযোগে সিদ্ধ জল শীতল করিয়া তাহাতে অবগাহন, কুশাভূতৈল বা গুড়রচ্যামিতৈল গাড়ে মর্দন অত্যন্ত উপকারী ।

অর, অভিসার, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে দাহ উপস্থিত হইলে, উপজ্বর চিকিৎসার নিয়মাসূত্রে চিকিৎসা করিবে ; যে স্থলে দাহ প্রধীন উপজ্বররূপে উপস্থিত হয়, সেই স্থানে সেই সেই রোগের পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগেই প্রায়শঃ দাহ প্রশমিত হয়, তবে প্রয়োজন হইলে, পিত্তজদাহ-নাশক পৃথক ঔষধও ব্যবস্থা যাইতে পারে । ঐ সমস্ত রোগের প্রায়শঃ

অবস্থায় পিত্তের প্রকোপবশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত এবং স্নানাহার সম্বন্ধে হইলে তৃণাশ্বতিল গাঙ্গে মর্দন করিতে দিবে।

## দাহরোগে—ঔষধ।

**আম্রশাললেপ :** রক্তজদাহ, পিত্তজদাহ বা তৃক্ষানিরোধজনিত-দাহরোগে এই প্রলেপ উপযুক্তপরি রোগীর গাঙ্গে লেপন করিবে। পাণ্ডু, কামলা ও মেহ প্রভৃতি রোগেও, দাহ উপস্থিত হইলে এবং রোগীর জ্বরের প্রবলতা না থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

**আরশাল লেপ।** বেণার মূল ও বেতচন্দন সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া রোগীর গাঙ্গে মর্দন করিতে দিবে।

**হ্রীবেন্দ্রাদিষোগ :** রক্তজদাহ, পিত্তজদাহ এবং তৃক্ষানিরোধ-জনিত দাহ প্রবল হইলে, রোগীকে এই জলে অবগাহন করিতে দিবে।

**হ্রীবেন্দ্রাদি ষোগ।** বালা, পদ্মকাঠ, বেণার মূল ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জলে গুলিয়া তথরা রোগীকে স্নান করাইবে।

**চন্দনাদিক্রাথ :** পিত্তজদাহে, বাতপিত্তজদাহে এবং পিত্ত-জ্বর, পাণ্ডু ও অস্তান্ত রোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুষ্টি বা উদরাময় থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

**চন্দনাদি কাথ।** প্রস্তুতবিধি ৪০৭ পৃষ্ঠার ঐই বা।

**পর্ণটাদিক্রাথ :** পিত্তজদাহে এবং পৈত্তিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা বা অস্তান্ত রোগে দাহ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুষ্টি বা উদরাময় থাকিলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে।

**পর্ণটাদি কাথ।** কেংপাণড়, মুখা ও বেণারমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৪২ তোলা, শেব ৮ তোলা।

**ত্রিফলাদ্যক্রাথ :** পিত্তজদাহে অথবা বাতপৈত্তিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা বা অস্তান্ত রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধে পিত্তজশূলও নিবারিত হয়।



ত্রিকলাত কাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোমাল ফলের আটা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, স্নল ৩২ তোলা শেব ৮ তোলা। কাথ দীন্ত হইলে একেণ ইন্ধুচিনি ১০ আট আনা, মধু ৮০ হই আনা।

**খর্জুরাশ্য চূর্ণ**। প্রমেহ, মুত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ দাহ প্রকাশ পাইলে, অথবা মুত্রকৃচ্ছাদি রোগে বস্তিদেহে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—চাউলদোয়া জল।

খর্জুরাশ্য চূর্ণ। পিণ্ডীখেজুর, আমলকীবীজ, শিপুল, শোণিত শিলাজতু, এলাইচ, বটমধু, পাণ্ডুরকুচি, বেতচন্দন, কাকুড়বীজ, ধনে ও ইন্ধুচিনি; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে। সাজা ৮০ এক আনা হইতে ১০ চারি আনা।

**মুখাকল্প রস**। প্রমেহ, মুত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও কক্কাস ইত্যাদি রোগে পিত্ত প্রকূপিত হইলে এবং দাহ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবন করিতে দিবে। ধাতুকক্কাসবশতঃ দাহে (ধাতুকক্কাসজনিত দাহে) এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ইহা শুক্রবর্জক।

মুখাকল্প রস। রসগিল্লুর, অজ, বর্ণ ও বৃদ্ধা; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন-পূর্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং শতমূলীর রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

**কাক্ষিক তৈল**। পুরাতন জীর্ণজ্বরে দাহ প্রবল থাকিলে অথবা পিত্তজনিত দাহরোগে এই তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে মালিষ করিতে দিবে।

কাক্ষিক তৈল। তিলতৈল ৮০ সের। বখানিরসে মুজ্জীপাক করিয়া কাক্ষি ১৬ সের সহ তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**কুশ্মাদ্য তৈল**। পিত্তজদাহে, রক্তজদাহে এবং প্রমেহ, পাণ্ডু, ও কামলা প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় পিত্তাধিক্যবশতঃ দাহ প্রবল হইলে, এই তৈল রোগীর গায়ে মালিষ করিতে দিবে।

কুশ্মাদ্য তৈল। তিলতৈল ৮০ সের। বখানিরসে মুজ্জীপাক করিবে। কাথাদ্রব্য—কুশ-মূল, কাপড়মূল, বেশামূল, কুকেকুমূল, পানড়া ও শালশাপী, ইহারা সমভাগে মিলিত ৮০ সের, স্নল ৩০ সের, শেব ১০ সের। কক্কাস—জীষক, কুণ্ডলক, কাকোলা, কীরকাকোলা

মুগাণী, মাঁঝাণী, কীমটী ও মটিনধু; এই সকল দ্রব্য সমভাবে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা সে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

## দাহরোগে - পথ্য ।

সর্ববিধ দাহরোগে শালি তণ্ডুলের অন্ন, কাঁচামুগ, ময়ূর ও বুটের দাইলের যুগ, কুমড়া, কাকুর, গোচা, কাঁঠাল, লাউ, নারিকেল, খর্জুর, চিনি, ছত্র ও মাখন প্রভৃতি শীতল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে, কিন্তু জরাদি রোগের নতুন অবস্থায় দাহ থাকিলে, সেই সেই রোগের দোষের বলাবল অনুসারে ঔষধমণ্ড ও যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

## তৃষ্ণা-চিকিৎসা ।

**তৃষ্ণাঙ্ক সাংগ্রাহক লক্ষণ :** পিপাসা উপস্থিত হইলে, রোগীর তালু ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও মুখে শুষ্কীভবৎ বেদনা, এই সকল স্থানে দাহ, সর্কাদে স্ফাপ, মোহ, ভ্রান্তি ও প্রলাপ : এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

**বাতিক তৃষ্ণার লক্ষণ :** বাতিক তৃষ্ণারোগে মুখের মলিনতা, শুষ্কতা, ও ধীরসতা, ললাটের এক প্রদেশে ও মস্তকে বেদনা, রস ও বারিবহা ধমনী রুদ্ধ হয়; শীতল জল প্রয়োগ দ্বারা এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

**পৈত্তিক তৃষ্ণার লক্ষণ :** পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে রোগীর মুচ্ছা, অরুচি, প্রলাপ, দাহ, অত্যন্ত মুখশোথ, শীতল দ্রব্য সেবনে অভিল্যব, মুখের তিক্ততা, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমনৎ বোধ হইয়া থাকে।

**কৈশিক তৃষ্ণার লক্ষণ :** কৈশিক তৃষ্ণারোগে রোগী পাক-কাম্বিকে আচ্ছাদিত ও বারিবহা ধমনীকে শুষ্ক করিয়া কৈশিক তৃষ্ণা উপস্থাপন করে। এই রোগে রোগীর নিত্রাধিক্য, শরীর ভারবোধ এবং মুখ মধুররস বিশিষ্ট হয়। বিশেষতঃ রোগী তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া থাকে।

**কৃতজ তৃষ্ণান লক্ষণ**। শত্রাদিদ্বারা আহত ব্যক্তির কৃতহান হইতে শোণিত নির্গম ও কৃতহানের বেদনারজন্য কৃতজ তৃষ্ণারোগ জন্মিয়া থাকে।

**ক্লমজ তৃষ্ণান লক্ষণ**। রসাদিখাতুর ক্ষয়জন্য ক্লমজতৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই রোগে দিব্যারাত্রি পুনঃপুনঃ জলপান করিয়াও, রোগী পরিতৃপ্ত হয় না। বিশেষতঃ রোগীর হৃদয়ে বেদনা ও শূন্যতা, কম্প, মুখশোষ এবং অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। ক্লমজতৃষ্ণাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

**আমজ তৃষ্ণান লক্ষণ**। আমজনিত তৃষ্ণারোগে সান্নিপাতিক অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও ক্লেমিক পিপাসার লক্ষণ সকল মিলিতভাবে এবং রসক্ষয়ের লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ও রোগীর হৃদয়ে বেদনা, থু থু নির্গম, শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি উপসর্গও, উপস্থিত হইয়া থাকে।

**অন্নজ তৃষ্ণান লক্ষণ**। স্নিগ্ধ, অন্ন, লবণ ও কটুরস বিশিষ্ট দ্রব্য এবং গুরুশাক দ্রব্য সেবন দ্বারা অন্নজ তৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

**তৃষ্ণারোগের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ**। তৃষ্ণা রোগে রোগীর স্বর কীর্ণ, মুচ্ছা, ক্লান্তি, এবং মুখ, কণ্ঠ হৃদয় ও তালুশোষ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, রোগ কষ্টসাধ্য ও ধাতুশোষণকারী হইয়া থাকে। এই রোগে জ্বর, মুচ্ছা, কাস, শ্বাস, অত্যন্ত মুখশোষ, ক্লান্ততা এবং অত্যধিক বমির বেগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, রোগ অসাধ্য হয়।

## তৃষ্ণারোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হইবার কারণ প্রথমতঃ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যিক। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পিপাসা উৎপত্তির বহুবিধ কারণ উক্ত হইয়াছে। বিবিধ কারণে বায়ু ও পিত্ত প্রকৃপিত হইলেই, পিপাসা উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিপাসা উৎপন্ন হইলে, হৃদয়স্থিত ক্লোম নামক বস্তুর ও রসবহা ধমনীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। ক্লোমবস্ত্রই পিপাসার স্থান। ভয়, শ্রম, বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকৃপিত হইলে, পিত্তও প্রকৃপিত হয়, তৎকাল ক্লোম নামক বস্তুর ও রসবহা ধমনীর জলীয়াংশ হ্রাস হয়, এবং তৎসঙ্গে জিহ্বা, গলা ও তালু শুষ্ক হইতে থাকে। বায়ুর শোষণশক্তি ও পিত্তের আগ্নেয় শক্তি বশতঃই এইরূপ হইয়া

থাকে, এই অবস্থায় জলপান দ্বারা পিত্ত প্রশমিত এবং বায়ু প্রকৃতিস্থ হয় ; সুতরাং ঐ ক্লোমযন্ত্র এবং ধমনীও, প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট জব্য সেবন, ক্রোধ বা উপবাসাদি দ্বারা পিত্ত প্রকৃতিস্থ হইলেও, ঐ যন্ত্রের ও রসবহা ধমনীর ক্রিয়ার লাঘব হয়। শাস্ত্রে কফজ তৃষ্ণার বিভিন্ন সংপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং বাতিক ও পৈত্তিক তৃষ্ণার সংপ্রাপ্তি হইতে উহার উৎপত্তি ভিন্নরূপ। কফজ তৃষ্ণায় উদরস্থিত উষ্ম (তেজোময় পিত্ত), কফদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে ও পিত্তস্থিত উষ্ম অধোগামী হইয়া জলবাহী সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহকে শুষ্ক করতঃ যে তৃষ্ণা জন্মায়, তাহাতে মুখ শুষ্ক হয় না, বরং মুখের মিষ্টাস্বাদ অল্পভূত হয় এবং দেহ শুষ্ক হইতে থাকে। জ্বর, অতিসার, বমন ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে বায়ু বা পিত্তের প্রকোপ বা রসক্ষয় বশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হয় অর্থাৎ জ্বররোগে পিত্তাধিক্য বা বাতপিত্তের আধিক্য অবস্থায়, অতিসারে জলীয় রসধাতুর অত্যধিক নির্গমন হেতু, জরাদিরোগে উদরাময়ের প্রবলতা বশতঃ এবং গ্রহণীরোগেও রসক্ষয় বশতঃ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। অন্তান্ত রোগে দৈহিক যন্ত্রাদির কোনও একটীর ব্যতিক্রম বশতঃ অন্তান্ত যন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব হওয়াতে পিপাসার উৎপত্তি হয়। সমধিক রক্তক্ষয়, সহসা আঘাত প্রাপ্তি প্রভৃতি কারণেও পিপাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে মূত্রাশয়ের পীড়া হইতেও পিপাসার উৎপত্তি হয়। বিবিধরোগে শরীর দুর্বল হইলেও পিপাসা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নানাবিধ রোগে উপসর্গরূপেও পিপাসা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। রসধাতুর ক্ষয় হইলে যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগেও বায়ু এবং তৎসঙ্গে পিত্ত প্রকৃতিস্থ হয় ; রসধাতুর অত্যধিক ক্ষয় হইলে, রসবহা ধমনী ও ক্লোমযন্ত্র শুষ্ক হয়, তন্মুক্ত পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতীর্ণদোষে এক প্রকার পিপাসা উৎপন্ন হয়, উহাকে আমজতৃষ্ণা কহে। আমজতৃষ্ণায় রোগীর হৃদয়ে বেদনা, শরীরের অবসন্নতা, প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। তৈলমুতাদি স্নেহযুক্ত খাদ্য এবং অন্তান্ত গুরুপাক জব্য ভোজনে এক প্রকার তৃষ্ণা হয়। উপরে যে সকল তৃষ্ণার বিষয় বর্ণিত হইল, সেই সমস্ত তৃষ্ণার মূল রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র তৃষ্ণানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পিপাসা সমূলে নষ্ট হয় না, তবে কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকে।

পিপাসা উপস্থিত হইবামাত্রই রোগীকে পানার্থ জল প্রদান করিবে; যেহেতু পিপাসায় অভিভূত হইলে, রোগীর মুচ্ছা হইতে পারে, সেই জন্যই শাস্ত্র-কারগণ পিপাসাকালে রোগীকে জল প্রদান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু, জল প্রদান সম্বন্ধে সর্বত্র এক প্রকার বিধি নহে, কোনও তৃষ্ণায় শীতলজল, কোনও তৃষ্ণায় ঈষদুষ্ণজল, কোনও পিপাসায় শীতকষায় প্রদান করা আবশ্যিক।

শ্লেষ্মাঘাৱা, জঠরাগ্নি আচ্ছাদিত হইলে, প্রথমতঃ বমনঘাৱা শ্লেষ্মায় লাঘব করিবে, পরে বিষাদি পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। গুরু-পাক ত্র্যব্যভোজনে যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহাতেও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য, কারণ বমনঘাৱা ঐ সকল তুচ্ছভ্রব্য বহির্গত হইলে, তৃষ্ণায় শাস্তি হয়। অতিশয় কৃশ ও দুর্বলব্যক্তিকে, পিপাসা-কালে দুগ্ধ প্রদান করা কর্তব্য। রসধাতুর ক্ষয় বশতঃ যে সকল রোগে পিপাসা প্রকাশ পায়, তাহাতে রোগীকে মধুমিশ্রিত জল বা দুগ্ধ প্রদান করিবে। মৈথুনাসক্ত ব্যক্তিকে পিপাসাকালে দুগ্ধপান করিতে দেওয়া কর্তব্য। শস্ত্রাদির আঘাত বা অন্ত্রান্ধ কারণে শরীর হইতে অধিক রক্তক্ষয় হইলে যে পিপাসা উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগীর চাগ, যুগ প্রভৃতি প্রাণীর মাংসের যু্য ব্যবস্থা করিবে। সাধারণতঃ মুচ্ছা, বমন, দাঁহ প্রভৃতি রোগে এবং মস্তপানঘাৱা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, রোগীকে শীতল জল পান করিতে দিবে। সাধারণতঃ জ্বরাদি রোগে পিপাসা হইলে, রোগীকে ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু পিত্ত-জরে উষ্ণজল শীতল কীরিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। পিত্তজ্বর, অতিসার ও অন্ত্রান্ধ রোগে পিপাসা-নিবারণার্থ যে সমস্ত পানীয়ের উল্লেখ আছে, তাহাই প্রদান করিবে। তদ্ব্যতীত তৃষ্ণারোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে, অর্থাৎ তৃষ্ণার সহিত দাঁহ ও পৈত্তিক বমন প্রভৃতি উপজব প্রকাশ পাইলে, ষড়্জপানীয়, ত্র্যাকাদি কষায় প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। বায়ুর আধিক্য-বশতঃ রোগীর পিপাসা উপস্থিত হইলে, মাংসযু্য প্রভৃতি পথ্য, লঘু ও শীতল পানীয় এবং রসাদিচূর্ণ বা মহোদধিরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উপসর্গরূপে পিপাসার চিকিৎসাকালে রোগীকে মুখ্যরূপে গণাশক অথচ তৃষ্ণা-নিবারক ঔষধই প্রদান করা কর্তব্য।

## তৃষ্ণারোগে—ঔষধ ।

**দ্রাক্ষাদি কন্ডার :** তৃষ্ণারোগে পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, অর্থাৎ দাহ, মুচ্ছা, ঘর্ম ও বমন প্রভৃতি বিস্ত্রমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দাহ, মুচ্ছা, ও বমন প্রভৃতি রোগেও, তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

দ্রাক্ষাদি কন্ডার। কিসমিস, রক্তচন্দন, খেজুর ও বেণারমূল, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা কুট্টিত করিয়া ৪৮ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরদিন ছাকিয়া তাহাতে ইন্ধুচিনি দুই তোলা মিলাইয়া সেবন করিতে দিবে।

**ষড়ঙ্গপানীয় :** পিত্তের প্রবলতা বশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম বা বমন প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই জল রোগীকে পিপাসাকালে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর এবং অন্যান্য রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলেও এই কাথ ব্যবস্থা করা যায়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কাম্বোজ্যাদি পানীয় :** পিত্তাধিক্য বশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই পানীয় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর, কাস ও মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলেও এই পানীয় ব্যবস্থা করা যায়।

কাম্বোজ্যাদি পানীয়। গাজারীকল, ইন্ধুচিনি, রক্তচন্দন, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, কিসমিস ও বটমধু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ তোলা লইয়া কুট্টিতকরতঃ ৪৮ তোলা জলে পূর্বদিন ভিজাইয়া পরদিন ছাকিয়া ঐ জল পিপাসাকালে রোগীকে পান করাইবে।

**জাভোজাদিক :** পিত্তাধিক্য বশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম বা বমন প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই জল রোগীকে পান করিতে দিবে; পিত্তাশ্রিত জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত ও মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে, ইহা পানে পিপাসার শান্তি হয়। এই পানীয় কোষ্ঠওদ্বি-কর।

জাভোজাদিক। ষে ১৩ তোলা এবং উক্লেঙ্গ ১/২ সের একত্র করিয়া একটা পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন প্রাতে উষ্ণায় সহিত গাজারীকলচূর্ণ ১ তোলা, মধু ১ তোলা, ইন্ধুচিনি ১ তোলা ও ইন্ধুচিনি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে জল জল মাত্রায় পান করাইবে।

**ভূগপকমূলপানীয়ঃ** পিত্তাধিক্যবশতঃ রোগীর পিপাসা প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রমেহ, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, মুচ্ছা ও অন্ত্রী প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিতকাস, রক্তমেহ, হরিত্রামেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে পিপাসা বিদ্যমান থাকিলেও, এই জল ব্যবস্থা করা যায়। ইহা সেবনে পিত্তাশ্রিত ঐ সকল রোগও অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

**ভূগপকমূলপানীয়।** কুশমূল, কাশমূল, নল, উলুখড়, ও খাগড়া, এই সকল মূল সমভাগে মিলিত ৮ তোলা একত্র কুট্রিত করিয়া ৪৮ তোলা জলে পূর্বদিন ভিজাইয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতে এই জল চাকিয়া পিপাসাকালে রোগীকে অল্পমাত্রায় পান করিতে দিবে।

**বিষাদি পানীয়ঃ** কফদ্বারা জঠরাগ্নি আচ্ছাদিত হইলে যে পিপাসা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে যে পিপাসা প্রকাশ পায়, সেই পিপাসায় রোগীকে এই পানীয় সেবন করিতে দিবে।

**বিষাদিপানীয়।** বিষছাল, অভ্রহরপত্র, ধাইফুল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকরা পোকুর ও কুশমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৪ সের, শেব ২ সের।

**বিষশুভ্যাদিক্রান্তঃ** অজীর্ণদোষে পাতলা দান্ত ও তৎসঙ্গে পিপাসা উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

**বিষ শুভ্যাদিকাথ।** বেলগুঁঠ ও গুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেব ৮ তোলা।

**বটশুভ্যাভ্যোপঃ** অজীর্ণদোষে বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে চাউল খোয়া জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

**বটশুভ্যাভ্যোপঃ।** বটের শুভা, ইকুচিনি, লোধ, দাড়িমের খোসা, বটমধু ও মধু সমভাগে লইয়া মর্জন করিবে। মাত্রা ১০ এক আনা।

**ব্রহ্মসাদিচূর্ণঃ** কদম্ব তৃক্ষা প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমবাত, প্রমেহাশ্রিতবাত অথবা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে ভ্রূষোভ্রূষঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, অন্ত্রী, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে, তাহাও এই ঔষধে দূরীভূত হয়। অমুপান—বাসি জল।

রসাদিচূর্ণ। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কপূর ৩ ভাগ, শিলাজতু ৪ ভাগ, শেণার মূল ৫ ভাগ, মরিচ ৬ ভাগ ও ইন্ধুচিনি ৭ ভাগ, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে।  
মাত্রা ৩ রতি।

**কুমুদেপ্সন রস :** কুমুদ তৃষ্ণারোগে বা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র ও শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ পিপাসা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুখা, ছোট এলাইচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের কাথ সহ সেবন করিতে দিবে।

কুমুদেপ্সন রস। অমৃতীকরণ নিরমাদুসারে জারিত তাম্র ২ ভাগ ও বহু ১ ভাগ, একত্র করিয়া বটীমধুর কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

## তৃষ্ণারোগে—পথ্যাপথ্য।

তৃষ্ণারোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, পেয়া, বিলেপী, খৈর ছাত্ত, অন্নমণ্ড, মাংসযুষ, চিনি, কলার মোচা, কিস্মিস, কয়েত্বেল, কুল, পুরাতন-ভেঁতুল, কুমড়া, পুইশাক, ধর্জুর, দাড়িম, আমলকী, কাফুড়, জামীর, করঞ্জ, ছোলকলেবু, গোহুঙ্ক, মধুররস ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য, কচি তালশাসের জল ও মধু, এই সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য এবং গাত্রোচন্দন ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ প্রভৃতি হিতকর।

জ্বর, অতিসার, গ্রন্থী ও বমন প্রভৃতি রোগে উপদ্রবস্বরূপ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে, সেই সেই রোগানুযায়ী তৃষ্ণানাশক পথ্য ব্যবস্থা করিবে। ঐ সমস্ত রোগের প্রবল উপদ্রব সমূহ নিবৃত্ত হইলেও, যদি পিত্তাধিক্য বশতঃ পিপাসা বিদ্যমান থাকে এবং আমবাত, প্রমেহাশ্রিত বাত, ও অন্যান্য রসকর রোগের পুরাতন অবস্থায় তৃষ্ণা বলবতী হয়, তবে রোগীকে ভাঙ্গামুগ, মন্দুর ও ছোলার যুষ এবং তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য অর্থাৎ পলতা, নিম ও হিকা প্রভৃতির তরকারী সেবন করিতে দিবে, এই সমস্ত দ্রব্য তৃষ্ণারোগে সুপথ্য। ব্যায়াম, তৈলদ্রব্যাদি স্নেহদ্রব্য পান, ধূমপান, রৌদ্রেসেবন, দন্তধাবন, অন্নরস বা কটুরস-বিশিষ্ট দ্রব্য ও তীক্ষ্ণ ও গুরু দ্রব্য ভক্ষণ এবং দুষিত জলপান; এই সমস্ত দুষিত ব্যক্তির সুপথ্য।



## বমন-চিকিৎসা।

**নাটিক বমির লক্ষণ :** বাতন্ত্রস্ত বমিরোগে রোগীর হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক ও নাভিদেবে বেদনা, মুখশোষ, কাস, স্বরভঙ্গ, শব্দের সহিত প্রবল উদ্গার এবং অহাস্য কষ্ট ও বেগের সহিত ফেনামুক্ত, তীক্ষ্ণ অথচ কষায়-রসবিশিষ্ট ক্ষেপ তরল পদার্থ বমন হইয়া থাকে।

**পেত্তিক বমির লক্ষণ :** পিত্তজনিত বমিরোগে রোগীর মুচ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, ভ্রাস্তি ও অন্ধকার প্রতিবেদ্য বোধ হয়, মস্তক, তালু ও নেত্রে দাহ জ্বলে এবং গলা-জ্বালার সহিত, পীত, হরিৎ, কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ অথচ তিক্তরস বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন হইয়া থাকে।

**শ্লেষ্মিক বমির লক্ষণ :** শ্লেষ্মিক বমিরোগে রোগীর তন্দ্রা, মুখের মধুরাসাদ, মুখ হইতে শ্রাব, সন্তোষ (ভুক্তব্যক্তির জ্বায় তৃপ্তিবোধ) নিদ্রা, অরুচি, শরীরের শুষ্কতা এবং রোমহর্ষ (রোমাক্ষ) হয় ও অল্প বেদনার সহিত স্নিগ্ধ, ঘন অথচ মধুররস বিশিষ্ট গুরুবর্ণ বমি হইয়া থাকে।

**সান্নিপাতিক বমির লক্ষণ :** ত্রিদোষজনিত বমিরোগে রোগীর নিরন্তর প্রবল বেদনা, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মোহ হয় এবং অল্পরসবিশিষ্ট, নীল কিম্বা রক্তবর্ণ, ঘন অথচ উষ্ণ বমি হইয়া থাকে।

**বমির উপশ্রব :** কাস, তমকশ্বাস, জ্বর, পিপাসা, হিষ্কা চিত্তের বিকৃতি, হ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রতিবেদ্য বোধ, এই সকল উপসর্গ বমিরোগে উপস্থিত হয়।

**বমির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ :** বমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি ক্ষীণ ও উক্ত উপশ্রবসম্বিত হয় এবং অনবরত রক্ত ও পুষ্যসম্বিত কিম্বা ময়ূরপুচ্ছের জ্বায় বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ বমন করে, তবে তাহার রোগ অসাধ্য; কিন্তু বমিরোগ উক্ত কাসাদি উপসর্গ রহিত হইলে, তাহা সাধ্য।

**বমির অপার অসাধ্য লক্ষণ :** বায়ু বধনঃকিষ্টা, বর্ধ, মুজ ও বারিবহা শ্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া উর্দ্ধে গমন করে, তখন সঞ্চিত দোষ

অর্থাৎ পিত্ত, কফ ও শ্বেদাদি কোষ্ঠ (আশয়) হইতে বহির্গত হয় বলিয়া, অতিশয় বেগের সহিত মলমূত্রাদির জ্বায় গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট বমন হয়, এবং রোগী নিরন্তর কাস, হিকা ও তৃষ্ণাদি উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

## বমনরোগে — চিকিৎসা-বিধি।

যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গ পীড়নের সহিত উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মুখ পর্যন্ত ধাবিত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য মুখ-পরিপূর্ণ হইয়া বহির্গত হয়, তাহাকে বমি কহে। বমিবোগের সংস্কৃত নাম ছর্দি। অতি তরল দ্রব্য, অতি স্নিগ্ধ দ্রব্য, অপ্রিয় দ্রব্য, অতিশয় লবণ, অসময়ে ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন, অতিশয় দ্রুত ভোজন, আম-দোষ, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ ও ক্রিমিসেব দ্বারা গর্ভাণ্ডপীড়ন হেতু এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ দ্বারা দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) প্রকুপিত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যকে বেগের সহিত উর্দ্ধগামী করে, এইজন্ত বমি হইয়া থাকে। বমি হওয়ার পূর্বে বমনোদ্বেগ, উদগার বোধ, মুগ হইতে বর্ণাক্ত জলস্রাব এবং আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যে অকুচি হইয়া থাকে। বমিরোগ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার,—বাতিক, পৈতিক, স্নৈয়িক, সারিপাতিক এবং আগন্তুক। ইহাদের মধ্যে আগন্তুক বমি আবার পাঁচপ্রকার। অসাম্যজ্ঞা, ক্রিমিজ্ঞা, আমজ্ঞা, বীভৎসজ্ঞা ও দৌহদজ্ঞা। অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন দ্বারা, যে বমি হয়, তাহাকে অসাম্যজ্ঞা, কোষ্ঠস্থিত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে, তজ্জন্ত যে বমি হয়, তাহাকে ক্রিমিজ্ঞা, অজীর্ণহেতু আমরস সঞ্চিত হইলে, তজ্জন্ত যে বমি হয়, তাহাকে আমজ্ঞা, অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ দ্বারা যে বমি হয়, তাহাকে বীভৎসজ্ঞা এবং গর্ভাবস্থায় জীলোকের যে বমি হয়, তাহাকে দৌহদজ্ঞা কহে। জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি মূলরোগে এই বমন উপসর্গ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঐ সমস্ত রোগ হইতে প্রথমতঃ দোষ সঞ্চিত হইয়া বমন প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জ্বরাদি রোগে আমাশয়স্থিত পিত্ত প্রকুপিত হইলে আমাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, তদনন্তর পুনঃ পুনঃ বমন হয়। সর্বপ্রকার বমনরোগেই পিত্ত-বিকৃতি হয়, সুতরাং পিত্তের বিকৃতি ও আধিক্য বশতঃ সমস্ত

সময় বমন এত প্রবল হইয়া থাকে যে, রোগীর জল পর্য্যন্ত গলধঃকরণ হয়না । ক্রিমিরোগে যে বমন হয়, তাহাতেও, পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে ; কিন্তু, ঐ সমস্ত বমন ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ও পথ্যাদির দ্বারা নিবৃত্ত হয় । বমনের কারণ অনেক সময় নিরূপণ করা অতি কষ্টকর । ক্রিমি, অগ্নিপিত্ত, ষক্ণু-বৃদ্ধি, কাসের নিরন্তর বেগ ও অতিসার প্রভৃতি কতকগুলি রোগে স্বভাবতঃ বমন বেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত পিত্তাধিক্য এবং অন্যান্য বিবিধ কারণেও বমনবেগ উপস্থিত হয় । বমন রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিকভেদে পৃথক পৃথক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সর্বপ্রকার বমনেই সাধারণতঃ পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায় । যে রোগে যে দোষের প্রাবল্যে বমন হয়, বমনেও সেই দোষের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ বাতজ গ্রহণ্যরোগে বমন হইলে, তাহাতে বাতিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পৈত্তিকজরে বমন হইলে, পৈত্তিক বমনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় । সান্নিপাতিক পাণ্ডু বা সান্নিপাতিক জ্বররোগে বমন হইলে, সান্নিপাতিক বমনের লক্ষণ এবং শ্লেষ্মিক অর্শোরোগে বমন হইলে, শ্লেষ্মিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায় । এইরূপে যে রোগে বমন প্রকাশ পায়, সেই রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে, বমনেও সেই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কোন রোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোনটির প্রকোপ অধিক, তাহা বমন দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে । যেমন শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ বমন হইলে, মুখের মধুর আশ্বাদ ও অকচি ইত্যাদি লক্ষণ, পিত্তের আধিক্যে বমন হইলে, তিক্তরসাত্মক বমন ও কঠাদিহানে জালা, এবং বায়ুর আধিক্য বশতঃ বমন হইলে, কষায়রসবিশিষ্ট ফেনাযুক্ত বমন ও বমনের সময় প্রবল উদগার এবং উক্ত ত্রিদোষের প্রবলতা বশতঃ বমন হইলে, অগ্নরসাত্মক, নীল, লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমন হইয়া থাকে । কোনও কোনও স্থলে বমন একরূপ প্রবলভাবে ধারণ করে যে, উহাকে প্রধান রোগ-মধ্যে গণনা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়; এই জন্তই বমনের দোষ নিরূপণ করা কর্তব্য । অনেক স্থানে কোনও রোগ-তাদৃশ প্রবল না হইলেও, বমন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার কোনও স্থলে বা স্বভাবতঃ দৈনিক নিয়মের বিপর্যয় বশতঃ বমন লক্ষিত হয়, এইরূপ অবস্থায় বমনের বাতাদি দোষ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, বিশেষ কোনও উপকার

পাওয়া যায় না । বমন প্রবল হইলে, রোগীর অবস্থা এতদূর শোচনীয় হয় যে, বমনে মুত্রাদির গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপ অবস্থা অতি ভয়ানক, তখন কাস, শ্বাস ও হিকা প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগী এরূপ ক্লেশ ও হতাশ হয় যে, তাহার প্রাণের আশা থাকে না । বমনের প্রবল বেগ হ্রাস হইলেও, রোগীর কাস, হিকা, তমকস্বাসের লক্ষণ অল্প বা মধ্যবেগে জ্বর, পিপাসা, হৃদয়ে বেদনা, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কাহারও বা ২।৩ টি, কাহারও বা সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । ঐ সমস্ত উপদ্রব-বিশিষ্ট বমিরোগ উপযুক্ত পণ্যাদি দ্বারাও সময় সময় অনেকাংশ নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় এবং অনেক স্থানে আবার ঔষধেরও প্রয়োজন অনুভূত হয় । অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে, এই অবস্থায় রোগীকে সর্বদা পুষ্তিকর পথ্য প্রদান করা কর্তব্য ।

**বাতিক বমন :** বাতিক বমন কোন রোগের উপসর্গ রূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে “বৃষধ্বজরস” প্রয়োগ করিবে অথবা স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথ দ্বারা প্রস্তুত যবাণ্ড মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু যখন কোনও রোগের উপসর্গীভূত না হইয়া যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ বাত-জনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তখন রোগীকে প্রথমে অতি লঘু পথ্য বা অবস্থা-বিশেষে সহ্যমত উপবাস প্রদান করিয়া পরে সজল দুগ্ধ অথবা বুগ ও ও আমলকীর বৃষ স্নাতে সস্তলন পূর্বক সেবন করিতে দিবে । এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারাই ঐ বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে । অবস্থা-বিশেষে এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা রোগীর বমন নিবৃত্ত না হইলে, পূর্বোক্ত বৃষধ্বজরস বা স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথদ্বারা প্রস্তুত যবাণ্ড মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে এবং পথ্যের জন্ত অতি লঘু-পাক দ্রব্য সেবনের ব্যবস্থা করিবে ।

**পৈত্তিক বমন :** পিত্তজনিত বমন কোনও রোগের উপসর্গ-রূপে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ বমনে তিজ্ঞাস্বাস ও বমনকালে কোষ্ঠদ্বিতে জ্বালা অনুভূত হইলে, রোগীকে পিঙ্গলাভলৌহ বা চন্দনাদিধোণ অথবা মধুর সহিত পর্ণটককাথ সেবন করিতে দিবে । ইহাতে বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠওষি না থাকিলে, মধু ও চিনি সহ খৈর মণ্ড পথ্যরূপে

দেওয়া যাইতে পারে । পিত্তপ্রধান বমিরোগে বায়ুর অল্পবন্ধ থাকিলে, অনেক স্থলে রোগীর কোষ্ঠবন্ধ হইয়া থাকে এবং বমনবেগ প্রবল হয়, এমতাবস্থায় মুহূর্বিরেচক অথচ বমন নিবারক হরীতকীচূর্ণ মধুসহ সেবন করাইবে । ইহা-  
 দ্বারা কোষ্ঠওদ্ধি হইলে, বমননিবৃত্তি হইতে পারে ; কিন্তু কোষ্ঠওদ্ধি হইলেও  
 যতপি বমন নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে, পূর্বোক্ত নিয়মে মধুসহ ঐষরমণ্ড পথ্য  
 এবং পিঙ্গলাস্ত্রলৌহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এইরূপ পথ্য ও ঔষধ  
 সেবনে ঐ বমন প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয় । এই বমনের সহিত ক্রিমিজনিত বমনের  
 অনেক সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ঐ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণদ্বারা বমন পিত্ত-  
 জনিত কিবা ক্রিমিজনিত, তাহা নিরূপণ করিবে ।

**শ্লেষ্মিক বমন :** শ্লেষ্মিক বমন প্রায়শঃ শ্লেষ্ম-প্রধান শরীরেই  
 প্রকাশ পাইয়া থাকে । কোনও বোগের উপসর্গ বা মুখ্যরোগরূপে শ্লেষ্মিক-  
 বমন প্রকাশ পাইলে, রোগীর আমাশয়ের শোধনার্থ প্রথমে পিপ্পলচূর্ণ ও  
 বিড়ঙ্গচূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু রোগী  
 কৃশ বা বমনের অল্পমুহুর্ত বিবেচিত হইলে, অস্ত্রান্ত ঔষধ সেবন না করাইয়া  
 বিড়ঙ্গাদিযোগ বা মুস্তকাদিযোগ মধুসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা আমা-  
 শয় শোধিত হইলে, বমি নিবারণজন্য এলাদিচূর্ণ বা রসযোগ রোগীকে সেবন  
 করিতে দিবে । বমন নিবারণের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

**ত্রিদোষজনিত বমন :** সান্নিপাতিক বমন বায়ু, পিত্ত ও  
 শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়ের একত্র প্রকোপবশতঃ মুখ্যরোগরূপে প্রকাশ পাইয়া  
 থাকে । অনেক স্থলে সান্নিপাতিক বমনেও, বাতাদি দোষের নানাধিক্য লক্ষিত  
 হয়, কিন্তু আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ সমূহ প্রায়শঃ বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধির সমতা  
 করিয়া রোগ দূরীভূত করে, এইজন্যই তাহার পৃথক্ চিকিৎসা বাধ্য করিবার  
 প্রয়োজন হয় না । এই বমন কোনও রোগের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইলে,  
 রোগীকে মধুসহ গুলকের কাথ বা জরাধিকারোক্ত ছদিহরযোগ অথবা কৌড়া-  
 নলেহ, পথ্যাস্ত্রবলেহ ব্যবস্থা করিবে । এই সকল বমন নিবারক ঔষধ সেবনে  
 বমন নিবৃত্তি না হইলে, বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া পূর্বোক্ত  
 বমন নিবারক ঔষধ অবশ্যই সেবন করাইবে এবং এলাদিচূর্ণ বা পিঙ্গলাস্ত্র-

লৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ত্রিদোষজনিত বমনের সহিত অগ্নিপিত্তরোগের বমনের অনেক সাদৃশ্য আছে, হুতরাং অগ্নিপিত্তরোগের অজ্ঞান লক্ষণ, বমনের সময় এবং স্বাদদ্বারা প্রকৃতরোগ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা করিবে ; যেহেতু অগ্নিপিত্তরোগে বমননিবারণার্থ যে সমস্ত ঔষধ প্রাধান্য বরা যায়, ত্রিদোষজনিত বমনের ঔষধ তাহা হইতে ভিন্ন । আবার ত্রিদোষজনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার সহিত প্রায়শঃ অল্প কোনও রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, হুতরাং যে রোগ প্রবল হইবে, বমনের সঙ্গে তাহারও চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

**আম্বজনিত বমন :** অজীর্ণদোষ বশতঃ বমন প্রকাশ পাইলে, রোগীকে প্রথমতঃ অজীর্ণদোষ সংশোধক ঔষধ এবং লজ্জন প্রদান একান্ত আবশ্যক, যেহেতু যাবৎ অজীর্ণদোষের শাস্তি না হয়, তাবৎ ঐ বমন নিবৃত্ত হয় না । অতিসার বা অগ্নিমান্দ্যাদিরোগে আহারের নিয়মের বিপর্যয় বশতঃ অজীর্ণরোগ প্রবল হইলেও বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই বমনে ভুক্তদ্রব্যাদি উৎখিত না হওয়া পর্য্যন্ত বমনবেগ হ্রাস হয় না । এমতাবস্থায় অজীর্ণদোষে পুনঃপুনঃ বমন-বেগ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে সৌবর্চলাক্তযোগ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে এবং অজীর্ণনিবারণার্থ শম্ববটী, মহাশম্ববটী, বা ভাকরলবণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে ।

**ক্রিমিজনিত বমন :** এই বমন অস্ত্ররোগের সহিত প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগেও ক্রিমিজনিত বমন প্রকাশ পায় । ক্রিমিজনিত বমন ক্রিমিরোগের প্রধান উপদ্রব । এই সম্বন্ধে বিস্তারিত ক্রিমিরোগে বর্ণিত হইয়াছে এবং জরের সহিত ক্রিমিজন্ত বমনের চিকিৎসা জ্বররোগে বর্ণিত হইয়াছে, হুতরাং এই স্থানে তথ্যবয়ের বর্ণন অনাবশ্যক ।

মনের অস্বাভাবিক দ্বারা দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞান দ্বারা যে বমন উপস্থিত হয়, তদ্বিবারণার্থ মনের সৃষ্টিকর পদার্থ সেবন এবং ব্যবহার করিতে দেওয়া আবশ্যক । গর্ভাবস্থায় জীলোকদিগের যে বমন হইয়া থাকে-তাহাতেও, অভিলষিত পদার্থ আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক । অনভ্যস্ত দ্রব্যভোজন দ্বারা বমন হইলে, তৃপ্তিকর দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য অর্থাৎ বাহার দে

দ্রব্যে অভিল্যব, তাহাকে সেই দ্রব্য প্রদান আবশ্যক। এই সকল আগন্তুক বমনে বাতাদিদোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, পূর্বোক্ত বাতাদিদোষজনিত বমননিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

**বমনের উপদ্রবঃ** বমন হইতে কাস প্রকাশ পাইলে, রোগী অনেক সময় কাসের বেগে ব্যাকুল হয়, রাগে নিমিত্ত হয় না, তখন কাসই রোগীর অসহ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় চক্ষ্মামৃতরস, কাসাস্তকরস বা তালীশাত্তচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বমন হইতে অল্পকাস ও তমকাসের অসহ্য বেগ অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় রোগীকে মহাখাসারিলোহ, চক্ষ্মামৃতরস, তরুণানন্দরস বা কটকার্যাদি অবহেল সেবন করিতে দিবে। তৎসঙ্গে অল্প জ্বর থাকিলে, জ্বরচিকিৎসাস্ত জয়াবটী ও জ্বরসংহারচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধেই উহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্বর ও কাস সমভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় শরীর ক্লশ হইলে, বৃহৎচূড়ামণিরস ও মহারাজবটী প্রভৃতি ঔষধ অমুপানভেদে ব্যবহা করিবে এবং শ্বাসের জন্ত পূর্বোক্ত ঔষধই সেবন করাইবে; যাহাদের অল্প বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পায় কিন্তু শ্বাস প্রকাশ পায় না, তাহাদিগকে জয়াবটী, বিষমজ্বরাস্তচূর্ণ ও জ্বরসংহারচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে, ইহাতেই প্রায়শঃ জ্বর হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু এই জ্বর পুরাতন হইলে, বাতাদি দোষভেদে বিষমজ্বরের চিকিৎসার ভ্রায় জ্বরের চিকিৎসা করিবে।

বমন হইতে হিকা প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় রোগীকে পিঙ্গল্যাভলোহ অথবা ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে শুষ্কীকৃত পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বমনের নিরন্তর বেগ বশতঃ ক্রমে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে ক্রমোগের বিধানানুসারে গোরক্ষচাকুলচূর্ণ। অর্দ্ধ তোলা উষ্ণদুগ্ধ সহ অথবা গোধূমচূর্ণ ও অর্দ্ধনছালচূর্ণ বমভাগে লইয়া দ্বত, চিনি ও ছাগীদুগ্ধ সহযোগে মোহনভোগের ভ্রায় পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। বমন হইতে ভ্রান্তি বা শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে পুষ্টিকর দ্রব্য ব্যবহা করা একান্ত কর্তব্য। কারণ পুষ্টিকর

প্রব্যাহারাই এই বোম অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে । এই বমন অনেক স্থানে পৈত্তিকজ্বর বা অতিসারাদি রোগ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং মূলরোগ নিবৃত্তি হইলে, শেষে বমনই প্রবল হয় । এই অবস্থায় পথ্যাদি প্রদান কালে মূলরোগের প্রতি দৃষ্টিপ্রদান কর্তব্য । যেহেতু জ্বর বা অতিসার হইতে বমন প্রকাশ পাইয়া বলবৎ হইলেও, বমন নিবৃত্তির পর পুনরায় জ্বর ও উদরাময়াদি প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ।

## বমনরোগে-ঔষধ ।

**চন্দনাদিষোণা :** পিত্তের বিকৃতি বা আধিক্য বশতঃ তিক্ত-রসবিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কঠজালা, মুচ্ছা বা পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ বিস্তারিত থাকিলে, এই চূর্ণ, চাউলধোয়া জল ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু অন্নপিত্তরোগে পিত্তাধিক্য বশতঃ অথবা ক্রিমিজনিত বমনরোগে তিক্ত রসবিশিষ্ট বমন হইলে, এই কাথ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না ।

**চন্দনাদিষোণা :** রক্তচন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঠ ও বাসকহাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে । অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র মর্দন করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । মাত্রা ১০ হই আনা ।

**বিড়ঙ্গাদি ষোণা :** স্নেহাধিক্য বশতঃ বমনে মুখের মধুরাসাদ, দেহের শুষ্কতা এবং মধুরসাস্রক বমন হইলে, এই ঔষধ মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**বিড়ঙ্গাদিষোণা :** বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও শুঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ হই আনা ।

**মুস্তকাদিষোণা :** স্নৈয়িকরোগে রোগীর মুখের মধুরাসাদ ও মধুরসাস্রক শুষ্কবর্ণ বমন হইলে, এবং তৎসঙ্গে কাস ও সর্দি প্রভৃতি উপদ্রব বিস্তারিত থাকিলে, উহা মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

**মুস্তকাদিষোণা :** মুস্তা ও কাকড়াপুদীচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে ; মাত্রা ১০ হই আনা ।

**সৌন্দর্যকাদিষোণা :** অতীর্ণবশতঃ বমন হইলে এবং রোগীর



অন্নতিকাদি আখাদ অল্পভূত হইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া, জল সহ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবন মাত্র বমনের নিবৃত্তি হয় ।

সৌবর্জলভোগ । সৌবর্জলবণ অভাবে সৈন্ধবলবণ, বনানী, ইকুটিনি ও সরিচ, এই সকল ত্রয়ের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ ছই আনা বা ১০ চারি আনা ।

**মধুকাক্ষ্যোগ** ১ অন্নপিত্ত বা ত্রিদোষাশ্রিতরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ রক্তবমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে ।

মধুকাক্ষ্যোগ । বটমধু এবং রক্তচন্দন, এই উভয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—১০ ছই আনা ।

**পপটিকক্কাথ** ১ পিত্তাধিক্য বশতঃ যে বমন হয়, তাহাতে রোগীর তিক্তরসবিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠজ্বালা ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিস্তমান থাকিলে, এই কাথ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে । পৈত্তিকজ্বরে এই কাথ সেবনে উপকার হয় । ক্রিমিজনিত বমনে ইহা প্রযোজ্য নহে । অন্নপিত্ত-জনিত বমনে ইহা সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না ।

পপটিককাথ । কেংপাগড়া ছই ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা । এই কাথ শীতল হইলে, একেপ মধু ১০ অর্ঘ তোলা ।

**গুড়ুচ্যাদিক্কাথ** ১ অন্নপিত্তরোগে অন্ন বা তিক্তরসযুক্ত বমন এবং অন্নপিত্তের অস্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবন করিতে দিবে ।

গুড়ুচ্যাদি কাথ । পদ্মগুড়ুচী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল এবং পলতা, এই সকল ত্রয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা । কাথ শীতল হইলে একেপ মধু ১০ অর্ঘ তোলা ।

**গুড়ুচীক্কাথ** ১ ত্রিদোষ জনিত রোগে বমন হইলে এবং তাহাতে পিত্তের আধিক্য ও রোগীর পিপাসা, বম্ব এবং সাগ্রনাদ প্রভৃতি উপসর্গ বিস্তমান থাকিলে, এই কাথ মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

গুড়ুচী কাথ । পদ্মগুড়ুচী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেব ৮ তোলা । কাথ শীতল হইলে একেপ মধু ১০ চারি আনা বা ১০ অর্ঘ তোলা ।

**ক্কৌজানলেনহ** ১ সান্নিপাতিক অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও রেখা এই তিন দোষের প্রকোপবশতঃ কোনও রোগে অন্ন বা লবণাক্ত বমন হইলে

এবং তাহাদের সঙ্গে রোগীর অরুচি, পিপাসা, দাহ বা অল্প কোন রূপ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে। অন্নপিত্তরোগে অন্নরসাস্বাদ বমন হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকারের সম্ভাবনা নাই।

কোঁজাবলেহ। হরীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বদে, ও জীরা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং মধু সমভাগে লইয়া মর্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ ছই আনা।

**পথ্যাদি অবলেহঃ** জ্বিরাবহনিতরোগে রোগীর অন্ন বা লবণ রসাস্বাদ বমন হইলে, এবং দাহ, পিপাসা বা অরুচি প্রভৃতি উপসর্গের কোনও একটি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদি অবলেহ। হরীতকী, পদ্মশুলকের পালো, মরিচ ও পিপুল; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ও মধু সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ ছই আনা।

**এলাকি চূর্ণঃ** শৈল্পিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিকরোগে বমন হইলে, এবং ঐ বমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে ইচ্ছাচিনি ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। বমনে এই ঔষধ অতি উপকারী।

এলাকিচূর্ণ। এলাইচ, লবঙ্গ, কাপেধর, কুলের বীজের শাস, চৈ, জিরা, মৃণা, রক্তচন্দন ও পিপুল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ একআনা।

**রসযোগঃ** শৈল্পিকরোগে বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর মুখের মধুরাস্বাদ এবং বমনে মধুর রসবিশিষ্ট শুষ্ক পদার্থ নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অন্নপান—শশার বীজুবাটা ও স্তনহস্ত।

রসযোগ। জীরা, বদে, হরীতকী শুঠ পিপুল, মরিচ, ইহাদের চূর্ণ ও মধু সমভাগে এবং রসসিল্পের সর্বসমান; একত্র জলে মর্দন করিবে। বটী ৭ রতি।

**হ্রস্বধ্বজ রসঃ** বাতিক বা পৈত্তিক রোগে বমন হইলে এবং সেই বমন কষায় বা তিক্তরসবিশিষ্ট হইলে, ও তৎসঙ্গে রোগীর পিপাসা দাহ, ঘর্ম, মুচ্ছা, শ্বশোর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তৃমিকৃন্দাওর রস সহ সেবন করিতে দিবে।

হ্রস্বধ্বজরস। প্রস্তুতবিধি ৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**শিশু পাল্যাদ্য কৌহঃ** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক রোগে বমন হইলে এবং ঐ বমনে পিত্তের বা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে,

এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—শশার বীজবা  
স্তনদ্রব্য।

পিঙ্গল্যাস্তলৌহ। প্রত্যতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## বমনে—কাস-চিকিৎসা।

**জ্ঞানদ্রব্যতন্ত্রসঃ**। বমনের নিরন্তর বেগ নিবৃত্তি হইবার পর  
রোগীর কাস উপস্থিত হইলে এবং ঐ কাসের বেগ পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইলে,  
এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিরন্তর  
কাসের বেগ বশতঃ বমন হইলে এবং কাসের সঙ্গে শ্বাস প্রকাশ পাইলে,  
তাহাও ইহা সেবনে দূরীভূত হইয়া থাকে।

জ্ঞানদ্রব্যতন্ত্রসঃ। প্রত্যত বিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কাসাস্তক রসঃ**। বমনের অন্তে অথবা বমনের বেগবশতঃ  
কাস প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

কাসাস্তক রস। প্রত্যতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ভালীশাদ্য চূর্ণঃ**। বমনের নিরন্তর বেগ বশতঃ অথবা বমন  
প্রশমিত হইবার পরে, রোগীর কাস প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ  
সেবন করিতে দিবে।

ভালীশাদ্য চূর্ণ। প্রত্যতবিধি ২২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## বমনে শ্বাসকাস-চিকিৎসা।

**কণ্টকার্যাদ্যবলেহঃ**। নিরন্তর বমনের বেগ চইতে  
রোগীর শ্বাসকাস ( হাঁপানী ) প্রকাশ পাইলে, এই অবলেহ রোগীকে উষ্ণরস  
সহ সেবন করিতে দিবে।

কণ্টকার্যাদ্যবলেহঃ। প্রত্যতবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**শ্বাসজিত্তামনি ( মতাস্তরো )**। বমনের বেগবশতঃ  
বা বমন-নিবৃত্তি হইবার পর, রোগীর শ্বাসকাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ  
ভক্তী ও বামনহাটীর কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসজিত্তামনি। প্রত্যতবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**মহাশ্বাসান্নি লৌহ :** বমনের নিরন্তর বেগ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইবার পরে রোগীর কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অহুপান—মধু।

## বমনে—হিকা-চিকিৎসা।

**পিপ্পল্যাঙ্গ লৌহ :** বমনের পুনঃ পুনঃ বেগবশতঃ হিকা প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্ত রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন এবং হিকা উভয়ই দূরীভূত হয়।

পিপ্পল্যাঙ্গ লৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

**শুভ্রীক্ষকীন্দ্র :** বমনের প্রকোপ বশতঃ হিকা প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্ত রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে, এই দ্রব রোগীকে পান করিতে দিবে। হিকা নিবারণের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুভ্রীক্ষকীন্দ্র। শুষ্ঠ ২ তোলা, হারদ্রব ১০ তোলা ও জল ৬০ তোলা; একত্র পাক করিবে এবং দ্রব হাড অবশিষ্ট থাকিতে ছাত্রিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

## বমনরোগে—পথ্যাপথ্য।

বমিবোগে সাধারণতঃ বিরেচন, বমন, উপবাস, স্নান, শরীর-মার্কজন, খৈব মণ্ড, পুরাতন ঘটিক বা রক্তশালী ততুলের অন্ন, যুগ ও মাষকলা-যের বৃষ, গম বা ধব দ্বারা প্রস্তুতখাদ্য, মধু এবং শশক, মধুর, তিস্তিরি ও লাব প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, যুগমাংস, বেতাগ্র, ধনিয়া, অগুরু মারিকেল, জামীর, আমলকী, আত্র, কুল, ত্রাফা, কয়েতবেল, কমলালেবু, বেদানা, হরীতকী, দাড়িম ও ছোলকলেবু প্রভৃতি ফল, বাল্য নিম, বাক, জাম্বফল, চিনি, শতমূলী ও নাগেশ্বর, এই সবল দ্রব্য অথচ হিতকর দ্রব্য অথ্য। এতদ্ব্যতীত বমনের প্রীতিজনক শব্দশ্রবণ, রূপ-দর্শন রস-আবাদন ও গন্ধ-আরাণ প্রভৃতি উপকারী।

নশ্ত, বস্তি ও শ্বেদপ্রদান, ঘৃত ও তৈলাদি স্নেহপান, রক্তমোক্ষণ, দস্তপ্রদান, নুতন ততুলের অন্ন, মনের অপ্রীতিকর বস্তুর দর্শন ও আশ্রাণ, উষ্ণ দ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অনভ্যস্ত দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, শিম, তেলাকুচা, ঘোষাকল, মোষাকল, রক্তচিতা ও ছোটএলাইচ প্রভৃতি দ্রব্য বমনরোগে কুপথ্য ।

জরাদি রোগের সঙ্গে বমন প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে তত্তৎ বোগানুযায়ী খৈর যণ্ড বা যবযণ্ড প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে এবং যখন বমন মূল-রোগ মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ একমাত্র বমনই প্রবল হইবে, তখন রোগীকে লঘুপাক দ্রব্য পথ্যপ্রদান করিবে । বমন হ্রাস হইলেও, যাবৎ রোগীর অস্ত্রান্ত উপদ্রব হ্রাস না হয়, তাবৎ ঐরূপ লঘু পথ্যই প্রদান করা কর্তব্য । তৎপর রোগীর অগ্নি সৰল হইলে, পুরাতন ততুলের অন্ন, যুগের যুধ, ক্ষুদ্র, টাটকা মৎস্যের ঝোল এবং নারিকেল, লেবু, সুপক্ক আম, কিসমিস, ইন্ধুচিনি ও মিষ্টী প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য অল্প পরিমাণে প্রদান এবং শীতল জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে, অনন্তর ক্রমশঃ শারীরিক বল বৃদ্ধির সহিত রোগীকে অস্ত্রান্ত দ্রব্য সেবন করিতে দিবে ।

## অরুচি-চিকিৎসা ।

**স্বাভিক অরুচির লক্ষণ :** বাতজ্বর অরুচিরোগে রোগীর মুখ কষায়রসবিশিষ্ট ও দস্ত পরিহৃত অর্থাৎ অন্ন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে দস্ত যে প্রকার হয়, তদ্রূপ হইয়া থাকে ।

**পৈত্তিক অরুচির লক্ষণ :** পৈত্তিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত ও অন্নরস বিশিষ্ট, উষ্ণ, বিরস এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় ।

**শ্লেষ্মিক অরুচির লক্ষণ :** শ্লেষ্মিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ, লবণ ও মধুরস বিশিষ্ট, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং মুখের বহির্দেশ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে ।

**সান্নিপাতিক অরুচির লক্ষণ :** সান্নিপাতিক অর্থাৎ

জিদোষজনিত অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত, অন্ন, কষায়, লবণ ও মধুর রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

**আগন্তুক অনুরক্তির লক্ষণ :** শোক, ভয়, অতিশোভ ক্রোধ এবং অপ্রিয় গন্ধের আত্মাবশতঃ অরুচি হইলে, মুখ স্বাভাবিকই থাকে, কোনও প্রকার বিকৃত হয় না, অথচ আহারে অরুচি হয় ।

**অনুরক্তিরোগের অন্ত প্রকার লক্ষণ :** বাতিক অরুচিরোগে হৃদয়ে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, পৈত্তিক অরুচি রোগে শরীরে বেদনা, পিপাসা ও গাজ্জদাহ, শৈথিল্যিক অরুচিতে কফশাব, জিদোষজনিত অরুচিতে নানাপ্রকার বেদনা এবং আগন্তুক অরুচিতে মনের ব্যাকুলতা, মোহ ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

## অরুচিরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

অরুচি উৎপন্ন হইবার বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায় । প্রায়শঃ অন্ন, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অরুচি হয়, আবার কোষ্ঠবদ্ধ, স্খামান্দ্য প্রভৃতি রোগের সহিতও অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই অরুচির সহিত পকাশয়ের ক্রিয়ার সঘনক রহিয়াছে, কারণ যে কোনও রোগে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইলে, অবশেষে অরুচি হয় । উদরাময় বা অজীর্ণ রোগ তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত, যেহেতু উদরাময় বা অগ্নিমান্দ্যাদি দোষে অথবা অন্ন, অতিসার প্রভৃতি রোগে অগ্নি নিস্তেজ হইলে, দীর্ঘকাল অন্ন ভোজন অভাবে রক্তের হীনতা বশতঃ পাচকান্নি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তৎকর্ত্ত স্নেহা প্রকুপিত হয় ও অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে । ক্রিমি, পাণ্ডু, কাশলা ও কাস প্রভৃতি রোগে আবার বাতাদি দোষভেদে কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও, পাচকপিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ অরুচি হয় । নবজর, সর্দি ও কাস প্রভৃতি রোগে আমাশয়সহ স্নেহা প্রকুপিত হইলে অরুচি জন্মে । অন্নপিত্ত ও পৈত্তিক গ্রহণীরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উদরাময় প্রবল হইলে যে অরুচি জন্মে, তাহাতে মুখ তিক্ত হয়, আবার পিত্তের প্রকোপ বশতঃ বমন ও উৎসর্গে কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে যে অরুচি জন্মে, তাহাতেও তিক্ততা প্রকট হয়, কিন্তু বমন বশতঃ অরুচি হইলে,

সর্বত্র মুখের তিক্ততা অম্লভূত হয় না, কেবল যে বমনে পিত্তের আ-  
 থাকে, তাহাতে তিক্ততা অম্লভূত হয়। এই অর্কচি সর্বাবস্থায় এবং  
 সকল ব্যক্তির প্রকাশ পায় না; কতকগুলি রোগে স্বাভাবিক প্রায়শঃ অর্কচি  
 প্রকাশ পায় না, কিন্তু অন্যান্য রোগ তৎসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, আবার অর্কচি  
 প্রকাশ পাইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সহিত অনেকের অর্কচিদোষ প্রকাশ পায়।  
 অর্কচি প্রকাশ পাইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষের মধ্যে কোন দোষ  
 প্রবল তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বাতিকরোগে, পৈত্তিকরোগে, শ্লেষ্মিক-  
 রোগে এবং সাম্মিপাতিকরোগে অর্কচি প্রকাশ পাইলে, প্রায়শঃ সেই সেই  
 দোষজনিত অর্কচির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতজনিত অর্শ প্রভৃতি রোগে  
 অর্কচি প্রকাশ পাইলে, তাহাতে মুখের কষায় আশ্বাদ অম্লভূত হয়। পৈত্তিক  
 জ্বরে যে অর্কচি হয় তাহাতেও মুখের তিক্ততা প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং  
 শ্লেষ্মিকজ্বরে যে অর্কচি প্রকাশ পায়, তাহাতে মুখের মধুরাশ্বাদ অম্লভূত হয়।

এইরূপ একদোষজনিত রোগে একদোষজ, দ্বিদোষজনিত রোগে দ্বিদোষজ  
 এবং ত্রিদোষজনিত রোগে ত্রিদোষজ অর্কচির লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু একটী  
 রোগের সহিত অল্প একটী রোগ প্রকাশ পাইলে, অর্থাৎ ২০টী রোগ মিলিত  
 হইলে, অর্কচির বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক  
 ও বাতশ্লেষ্মিক প্রভৃতি দ্বিদোষজরোগে অর্কচি প্রকাশ পাইলে, যে দোষের  
 প্রবলতা থাকে, সেই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়; সুতরাং অর্কচি সম্বন্ধে যে দোষের  
 প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষ-নাশক অর্কচি-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।  
 শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ ও অস্বস্ত-গন্ধ আশ্রয় দ্বারা যে সকল অর্কচি  
 প্রকাশ পায় সেই সকল অর্কচিতে মুখের স্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না,  
 কেবলমাত্র অর্কচি প্রকাশ পায়। এই সকল অর্কচি-রোগের চিকিৎসা বাতিক  
 অর্কচি রোগের নিয়মামুসারে করিবে। অধিকন্তু শোক, ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা  
 পীড়িত অর্কচি-রোগীকে সাহসনা করিবে। যদি কোনও রোগে অর্কচি প্রকাশ  
 পায়, তবে সেই মুখ্য রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কঠিন। যেহেতু মুখ্য-  
 রোগ নষ্ট না হইলে, কেবলমাত্র অর্কচি-নাশক ঔষধে অর্কচি সমুলে নষ্ট হয় না।  
 সাধারণতঃ অর্কচি জন্মিলে, রোগীর আহ্বারের ইচ্ছা থাকে না, এবং রোগী দিন  
 দিন ক্লীণ হইতে থাকে; এমতাবস্থায় মূলরোগনাশক ঔষধের সহিত অর্কচি















